বৃহৎপীলু (পুং) বৃহন্ পীলুঃ কর্ম্মধা°। মহাপীলুবৃক্ষ, পাহাড়ে আখরোট। (রাজনি°)

বৃহৎপুষ্প (পুং) ১ মহাকুষ্মাণ্ড। (ক্লী) ২ কদলীবৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°)

বৃহৎপুষ্পী (স্ত্রী) বৃহৎপুষ্পং যস্যাঃ ঙীষ্। ১ ঘণ্টারবা। (জটাধর) ২ শণবৃক্ষ। (পর্য্যায় মুক্তা°)

বৃহৎপৃষ্ঠ (ত্রি) বৃহৎ সামযুক্ত।

বৃহৎফল (ক্লী) ১ কুষ্মাণ্ড। ২ পনসফল, চলিত কাঁঠাল। ৩ জম্বূফল, জাম। (বৈদ্যকনি°) ৪ চচেণ্ডা। (রাজনি°)

বৃহৎফলা (স্ত্রী) বৃহৎ ফলং যস্যাঃ। ১ অলাবু, চলিত লাউ। ২ কটুতুম্বী, তিতলাউ। ৩ মহেন্দ্রবারুণী, চলিত মাকাল। ৪ কুষ্মাণ্ডী, কুমড়াগাছ। ৫ রাজজম্বু, বড়জাম। (রাজনি°)

বৃহত্যাদি (পুং) সন্নিপাতজ্বরোক্ত কষায়। প্রস্তুত প্রণালী— বৃহতী, পুষ্কর, ভার্গী, শটী, শৃঙ্গী, দুরালভা, বৎসকবীজ ও পটোল এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া কষায় প্রস্তুত করিতে হইবে, অর্থাৎ আধ সের জলে সিদ্ধ করিয়া আধপোয়া থাকিতে নামাইতে হইবে। ইহা সেবনে সন্নিপাতিক জ্বর বিনষ্ট হয়। (চক্রদত্ত জ্বরচি°)

বৃহৎসংবর্ত্ত (পুং) সংবর্ত্তভেদ।

বৃহৎসামন্ (ক্লী) বৃহৎ সাম নিত্যক°। সামভেদ। গীতায় লিখিত আছে, সামের মধ্যে বৃহৎসাম শ্রেষ্ঠ।

"বৃহৎসাম তথা সাম্নাং গায়ত্রী ছন্দসামহং।" (গীতা)

বৃহৎসুম্ন (ত্রি) প্রভূত ধন, প্রভূত সুখ। (সায়ণ)

বৃহৎসেন (ত্রি) ১ মহাসেনাযুক্ত। (পুং) ২ বার্হদ্রথবংশীয় ভাবী নৃপভেদ। (ভাগ° ৯।২২।৩) ৩ মগধদেশীয় নৃপভেদ। (ভারত আদিপ°) (স্ত্রী) ৪ বৃহতী সেনা।

বৃহৎস্তোম (ক্লী) স্তোমভেদ।

বৃহৎস্ফিজ্ (ত্রি) বৃহৎ স্ফিচ্‌যুক্ত।

বৃহদগ্নি (পুং) নানাবিধ অগ্নিযুত।

বৃহদঙ্গ (পুং) বৃহদঙ্গং যস্য। মত্তগজ। (শব্দচন্দ্রিকা)

বৃহদনীক (ত্রি) বহু সৈন্যযুক্ত।

বৃহদম্বালিকা (স্ত্রী) কুমারানুচর মাতৃভেদ। (ভারত)

বৃহদম্ল (পুং) বৃহন্ অম্লো যস্য। কামরঙ্গ, চলিত কামরাঙ্গা।

বৃহদশ্ব (পুং) ঋষিভেদ।

বৃহদাত্রেয় (পুং) বৈদ্যক গ্রন্থভেদ।

বৃহদারণ্যক (ক্লী) উপনিষদ্‌ভেদ। ইহাতে ব্রহ্মতত্ত্ব অতি বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। শতপথব্রাহ্মণের আরণ্যক অংশই বৃহদারণ্যক নামে খ্যাত। ইহার বহুসংখ্যক ভাষ্য ও টীকা দৃষ্ট হয়।

বৃহদি (পুং) ১ আজমীঢ়পুত্র নৃপভেদ। (হরিব° ২০ অঃ) ২ হর্য্যশ্ববংশীয় নৃপভেদ। (হরিব° ৬২ অঃ)

বৃহদুক্থ (ক্লী) ১ মহৎ উক্থ। (পুং) ২ অগ্নিবংশীয় তপস্য-পুত্র অগ্নিভেদ। "বৃহদুক্থোহ বৈ বামদেব্যঃ" (শত°ব্রা°৩।২।২।১৪)

বৃহদুক্ষ (পুং) জগৎসৃষ্টিকারক প্রজাপতি। (শুক্ল যজু° ৮।৮)

বৃহদুত্তরতাপনী (স্ত্রী) উপনিষদ্ভেদ।

বৃহদেলা (স্ত্রী) বৃহতী এলা। স্থূলৈলা, বড় এলাচ। (রাজনি°)

বৃহদ্গর্ভ (পুং) শিবিনৃপপুত্রভেদ। (ভারত বনপ° ১১৭ অ°)

বৃহদ্গিরি (পুং) ১ প্রভূত স্তুতি। ২ মরুৎ।

বৃহদ্গু (পুং) রাজভেদ। (ভারত আদিপ° ৬ অ°)

বৃহদ্গৃহ (পুং) দেশবিশেষ, কারূষদেশ। এই দেশ বিন্ধ্য-পর্ব্বতের পশ্চাৎ মালবদেশ সমীপে স্থিত। (হেম)

ত্রিকাণ্ডশেষে বৃহদ্গৃহের পরিবর্ত্তে 'বৃহদ্গৃহ' এইরূপ পাঠান্তর দেখিতে পাওয়া যায়।

বৃহদ্গোল (ক্লী) বৃহদ্গোলং গোলাকারফলং যস্য। শীর্ণবৃন্ত, তরম্বুজ, চলিত তরমুজ। (শব্দচ°)

বৃহদ্গৌরীব্রত (ক্লী) ব্রতভেদ।

বৃহদ্গ্রাবন্ (ত্রি) বৃহৎ প্রস্তরবৎ।

বৃহদ্দন্তী (স্ত্রী) এরণ্ডপত্রবিটপ দন্তীবিশেষ। ইহার অপর নাম দ্রবন্তী (স্ত্রী) ইহার গুণ—কটু, দীপন, শ্বদাঙ্কুর, অশ্ম, শূল, অর্শ, কণ্ডু, কুষ্ঠ ও বিদাহনাশক। [দন্তী দেখ।]

বৃহদ্দর্ভ (পুং) কক্ষেয়ুবংশীয় নৃপভেদ। (হরিব° ২৩ অ°)

বৃহদ্দল (পুং) বৃহদ্ দলং যস্য। ১ পট্টিকালোধ্র, শুক্ললোধ। ২ হিন্তালবৃক্ষ, চলিত হেঁতালগাছ। (রাজনি°) ৩ রক্তরসোন। ৪ সপ্তপর্ণবৃক্ষ, চলিত ছাতিম। (স্ত্রী) ৫ লজ্জালুকা, চলিত ক্ষুদ্র লজ্জাবতী। (বৈদ্যকনি°)

বৃহদ্দিব (ত্রি) জ্যেষ্ঠ, প্রশস্ততম। "বৃহদ্দিবৈঃ সুমায়াঃ" (ঋক্ ১।১৬৭।২) 'বৃহদ্দিবৈঃ জ্যেষ্ঠৈঃ প্রশস্ততমৈঃ' (সায়ণ)

বৃহদ্দিবা (স্ত্রী) মহাদীপ্তিযুক্তা (দেবমাতা) "উত মাতা বৃহদ্দিবা শৃণোতি" (ঋক্ ১০।৬৪।১০) 'মহদ্দিবেতি, মহতী দিবা দীপ্তির্যস্যাঃ সা মাতা দেবমাতা' সায়ণ)

বৃহদ্দেবতা (স্ত্রী) বেদের ঋষিপ্রতিপাদক গ্রন্থভেদ।

বৃহদ্দ্যুম্ন (পুং) নৃপভেদ। (ভারত বনপ° ১৩৮ অঃ)

বৃহদ্ধনুস্ (পুং) ১ আজমীঢ়বংশীয় নৃপভেদ। (হরিব° ২০ অঃ) (ত্রি) বৃহৎ ধনুর্যস্য। ২ মহাচাপযুক্ত।

বৃহদ্ধর্ম্মন্ (পুং) আজমীঢ়বংশীয় নৃপভেদ। (হরিব° ২০ অঃ)

বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ (ক্লী) পুরাণগ্রন্থবিশেষ, ইহা একখানি উপপুরাণ।

বৃহদ্ধন (ত্রি) বৃহৎ ধনং যস্য। ১ মহাধন। (পুং) ২ ইক্ষ্বাকুবংশীয় নৃপভেদ। (হরিব° ১৪ অ°)

বৃহদ্ধল (স্ত্রী) বৃহৎ হলং যস্য। মহালাঙ্গল, পর্য্যায়—হলি।
বৃহদ্বীজ (পুং) বৃহৎ বীজং যস্য। আম্রাতক। (শব্দচন্দ্রিকা)
বৃহদ্বৃহস্পতি (পুং) ধর্ম্মশাস্ত্রভেদ।
বৃহদ্ব্রহ্মন্ (পুং) আঙ্গিরস ঋষিভেদ।
"বৃহৎকীর্ত্তির্বৃহজ্জ্যোতির্বৃহদ্ব্রহ্মা বৃহন্মনাঃ।
বৃহন্মন্ত্রো বৃহদ্ভাসস্তথা রাজন্! বৃহস্পতিঃ॥"
(ভারত বনপ° ২৩৭ অঃ)
বৃহদ্ভট্টারিকা (স্ত্রী) দুর্গা। (শব্দমালা)
বৃহদ্ভয় (পুং) সাবর্ণি মনুর পুত্রভেদ। (মার্কণ্ডেয়পু° ৯১ অঃ)
বৃহদ্ভানু (পুং) বৃহন্ ভানুরশ্মির্যস্য। ১ অগ্নি।
"তপসশ্চ মনুং পুত্রং ভানুঞ্চাপ্যঙ্গিরাঃ সৃজৎ।
বৃহদ্ভানুন্তু তং প্রাহুর্ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ।" (ভারত ৩।২২০।৮)
২ চিত্রকবৃক্ষ। (অমর) ৩ সত্যভামার পুত্র। (ভাগ° ১০।৬১।১০) পৃথুলাক্ষের পুত্র। (ভাগ° ৯।২৩।১১) (ত্রি) ৫ বৃহদ্রশ্মিবিশিষ্ট। "বৃহদ্ভানো যবিষ্ঠ্যঃ" (ঋক্ ১।৩৬।১৫)
'হে বৃহদ্ভানোবৃহন্তো ভানবো যস্য তাদৃশ' (সায়ণ) ৬ আঙ্গিরসবহ্নিভেদ। (ভারত বনপ° ২২০ অঃ) ৭ ইন্দ্রসাবর্ণি মন্বন্তরে হরির অবতারভেদ। ইন্দ্রসাবর্ণি মন্বন্তরে ভগবান্ হরি বিতানার গর্ভে সত্রায়ণের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি বৃহদ্ভানু নামে প্রসিদ্ধ হন।
"সত্রায়ণস্য তনয়ো বৃহদ্ভানুস্তদা হরিঃ।
বিতানায়াং মহারাজ! ক্রিয়াতন্তূন্ বিতায়িতা॥"
(ভাগ° ৮।১৩।৩৫)
বৃহদ্ভাস (পুং) ব্রহ্মপৌত্রভেদ। (স্ত্রী) টাপ্। সূর্য্যকন্যা ও অগ্নিভানুর পত্নী।
বৃহদ্রণ (পুং) ইক্ষ্বাকুবংশীয় ভাবি-নৃপভেদ। (ভাগ° ৯।১২।৯)
বৃহদ্রথ (পুং) বৃহন্ রথো যস্য। ১ ইন্দ্র। ২ যজ্ঞপাত্র। ৩ মন্ত্রবিশেষ। ৪ সামবেদাংশ। ৫ তিগ্মপুত্র।
"তিগ্মাদ্বৃহদ্রথোভাব্যো বসুদামা বৃহদ্রথাৎ।" (মৎস্যপু° ৫০।৮৫)
৬ শতধন্বপুত্র। (ভাগ° ১২।১।১৩) ৭ দেবরাত-পুত্র। (ভাগ° ৯।১৩।১৫) ৮ তিমির রাজপুত্র। (ভাগ° ৯।২২।৪৩) ৯ পৃথুলাক্ষের পুত্র। (ভাগ° ৯।২৩।১১) ১০ মগধরাজভেদ। (ত্রি) ১১ প্রভূতরথ। 'বৃহদ্রথা বৃহতী বিশ্বমিন্বা' (ঋক্ ৫।৮০।২)
'বৃহদ্রথা প্রভূতরথা' (সায়ণ)
বৃহদ্রয়ি (ত্রি) বহু ধনযুক্ত, মহাধন।
বৃহদ্রবস্ (ত্রি) মহাশব্দকারী।
বৃহদ্রাবিন্ (পুং) বৃহদতিশয়ং রবতীতি ণিনি। ক্ষুদ্রোলূক।
বৃহদ্রি (ত্রি) মহাধন, প্রভূত ধনযুক্ত। "প্রসংহিষ্ঠায় বৃহতে বৃহদ্রয়ে' (ঋক্ ১।৫৭।১) 'বৃহদ্রয়ে মহাধনায়' (সায়ণ)

বৃহদ্রূপ (পুং) মরুদ্গণভেদ। (হরিব° ২০৪ অ°)
বৃহদ্রেণু (ত্রি) বহু পাংশুযুক্ত। 'মহতঃ পাংশোরুৎপাদকঃ'(সায়ণ)
বৃহদ্রোম (ক্লী) রোমকসিদ্ধান্তবর্ণিত জনপদভেদ। সম্ভবতঃ রুম।
বৃহদ্বৎ (পুং) বৃহৎ বৃহৎসাম তদস্যাস্তি স্তোত্রতয়া মতুপ্, মস্য ব। বৃহৎসামস্তোত্রস্তুত্য ইন্দ্র, বৃহৎসাম স্তোত্রদ্বারা স্তবনীয়। (মনু ৭।২২) ২ তৎসাধ্য যজ্ঞ। স্ত্রিয়াং ঙীপ্। ৩ নদীভেদ। (ভারত ভীষ্মপ° ৯ অঃ)
বৃহদ্বয়স্ (ত্রি) ১ বহুশক্তিশালী। ২ অধিক বয়স্ক।
বৃহদ্বল্ক (পুং) ১ পট্টিকালোধ্র। (রাজনি°) ২ সপ্তপর্ণবৃক্ষ।
বৃহদ্বল্লী (স্ত্রী) কারবল্লী, চলিত করলা, উচ্ছে।
বৃহদ্বসিষ্ঠ (পুং) ধর্ম্মশাস্ত্রভেদ।
বৃহদ্বসু (পুং) বেদোক্ত জনভেদ।
বৃহদ্বাত (পুং) অশ্মরীহর ধান্যভেদ, দেবধান্য, চলিত দেধান।
বৃহদ্বাদিন্ (ত্রি) যে বড় কথা বলে, বড় অহঙ্কারী।
বৃহদ্বারুণী (স্ত্রী) বৃহতী বারুণী কর্ম্মধা°। মহেন্দ্রবারুণী লতা, বড়মাকাল। ২ রাখালশশা। (রাজনি°)
বৃহদ্বাসিষ্ঠ (ক্লী) ধর্ম্মশাস্ত্রভেদ।
বৃহদ্বিষ্ণু (পুং) ধর্ম্মশাস্ত্রভেদ।
বৃহদ্ব্যাস (পুং) ধর্ম্মশাস্ত্রভেদ।
বৃহদ্ব্রত (ত্রি) মহাব্রত পালনকারী।
বৃহন্নখী (স্ত্রী) গন্ধদ্রব্যভেদ, গন্ধসারণ।
বৃহন্নল (পুং) বৃহন্-নলঃ। মহাপোটগল। (মেদিনী) ২ অর্জ্জুন। "পার্থঃ কিরীটী গাণ্ডীবী গুড়াকেশো বৃহন্নলঃ।
অর্জ্জুনঃ ফাল্গুনো বিষ্ণুর্বিজয়শ্চ ধনঞ্জয়ঃ॥" (ত্রিকা°)
বৃহন্নলা (স্ত্রী) অর্জ্জুন। (মেদিনী) অর্জ্জুন দ্বাদশবর্ষ বনবাসের পর বিরাটগৃহে বৃহন্নলা নামে এক বৎসর অজ্ঞাতবাস করিয়াছিলেন। (ভারত বিরাট প°) [অর্জ্জুন দেখ।]
বৃহন্নারদীয়পুরাণ (ক্লী) পুরাণভেদ। ইহা একখানি উপপুরাণ। [বিশেষ বিবরণ পুরাণ শব্দে দেখ।]
বৃহন্নারায়ণোপনিষদ্ (স্ত্রী) উপনিষদ্ভেদ।
বৃহন্নির্ব্বাণতন্ত্র (ক্লী) একখানি তন্ত্র, মহানির্ব্বাণতন্ত্র হইতে ভিন্ন।
বৃহন্নেত্র (ত্রি) ১ বৃহৎ চক্ষুযুক্ত। ২ দূরবর্ত্তী।
বৃহন্নৌকা (স্ত্রী) ক্রীড়নভেদ, চতুরঙ্গ খেলা। [চতুরঙ্গ দেখ।]
বৃহস্পতি (পুং) বৃহতাং বাচাং পতিঃ (পারস্করেতি। পা ৬।১।১৫৭) ইতি সুট্-নিপাত্যতে। অঙ্গিরার পুত্র, দেবতাদিগের গুরু। ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রযোজক। নবগ্রহ মধ্যে পঞ্চম গ্রহ। পর্য্যায়—সুরাচার্য্য, গীষ্পতি, ধিষণ, গুরু, জীব, আঙ্গিরস, বাচস্পতি, চিত্রশিখণ্ডিজ। (অমর) উতথ্যানুজ গোবিন্দ, চারু,

দ্বাদশরশ্মি, গিরীশ, দিদিব, পূর্ব্বফল্গুনীভব, (জটাধর) সুরগুরু, বাক্‌পতি, বচসাংপতি, ইজ্য, বাগীশ, চক্ষস্, দীদিবি, দ্বাদশকর, প্রাক্‌ফাল্গুন, গীরথ। (শব্দরত্না°)

"এতং তে দেব সবিতর্যজ্ঞং প্রাহুর্বৃহস্পতয়ে" (শুক্ল যজু° ২।১২) 'দেবানাং যজ্ঞে যো ব্রহ্মা তস্মৈ ব্রহ্মণে বৃহস্পতয়ে চ প্রাহুঃ, বৃহস্পতির্বৈ দেবানাং ব্রহ্মা' (মহীধর) দেবতাদিগের যজ্ঞে বৃহস্পতি ব্রহ্মা হইতেন। ঋগ্বেদে বৃহস্পতি শব্দের অর্থ—পুরোহিত ও মন্ত্রপালক দেখিতে পাওয়া যায়।

"বৃহস্পতিং যঃ সুভৃতং বিভর্ত্তি" (ঋক্ ৪।৫০।৭) 'বৃহস্পতিং বৃহতাং মহতাং মন্ত্রাণাং পালয়িতারং দেবং উক্তলক্ষণং পুরোহিতং বা' (সায়ণ)

গ্রহযাগতত্ত্বে লিখিত আছে—বৃহস্পতিগ্রহ ঈশানকোণ, পুরুষ, ব্রাহ্মণজাতি, ঋগ্বেদ, সত্ত্বগুণ, মধুর রস, ধনু ও মীনরাশি, পুষ্যানক্ষত্র, বজ্র, পুষ্পরাগমণি ও সিন্ধুদেশের অধিপতি। ইহার শরীর ষড়ঙ্গুল, ইনি পদ্মস্থিত, চতুর্ভুজ, এই চারি হস্তে অক্ষ, বর, দণ্ড ও কমণ্ডলু ধারণ করিয়া আছেন। ইহার অধিদেবতা ব্রহ্মা, প্রত্যধিদেবতা রুদ্র, অঙ্গিরা মুনির পুত্র, প্রাতঃকালে প্রবল, শুভগ্রহ, দেবগৃহস্বামী, বৃদ্ধ, রক্তদ্রব্যস্বামী, বাতপিত্তকফাত্মক, বণিককর্ম্মকর্ত্তা ও অঙ্গিরাগোত্র। (গ্রহযাগতত্ত্ব) দীপিকামতে—

বৃহস্পতির আকৃতি পদ্মের ন্যায়, বর্ণ গৌর, জাতি ব্রাহ্মণ, পুরুষ, তমোগুণের অধিপতি ও সনধাতুবিশিষ্ট, ঋগ্বেদের অধিপতি, রাশিচক্রে সপ্তম, নবম ও পঞ্চম গৃহে পূর্ণদৃষ্টি। রবি, চন্দ্র ও মঙ্গল মিত্র, বুধ ও শুক্র শত্রু এবং শনি সম। বৃহস্পতির মূল ত্রিকোণ ধনু। বৃহস্পতি একরাশি হইতে অন্য রাশিতে যাইতে এক বৎসর এবং সমস্তরাশি ভ্রমণ করিতে ১২ বৎসর সময় লাগে। কর্কটরাশি বৃহস্পতির উচ্চ এবং মকর নীচ, তাহার মধ্যে কর্কটের ৫ অংশ সূচ্চ এবং মকরের ৫ অংশ সুনীচ। বৃহস্পতি উচ্চে থাকিলে শুভফল এবং নীচ হইলে অশুভ ফল হইয়া থাকে, উচ্চ ও নীচের মধ্যবর্ত্তী হইলে তাগহারদ্বারা ফল নির্ণয় করিতে হইবে। বৃহস্পতি কালপুরুষের জ্ঞান ও সুখ। বৃহস্পতির দীপ্তাংশ ৯, অর্থাৎ বৃহস্পতিগ্রহ যখন যে রাশিতে অবস্থান করেন, তখন সেই রাশির যত অংশে তাহার কিরণজাত পূর্ণরূপে বিক্ষিপ্ত হয়, তাহাকে দীপ্তাংশ কহে; কিন্তু সূর্য্যের দীপ্তাংশ মধ্যে সকল গ্রহই অস্তমিত হন। বৃহস্পতির বক্রগতির কাল একশতদিন। বৃহস্পতি ধন, পুত্র, কাঞ্চন ও মিত্রাদি-কারক।

বৃহস্পতির দণ্ডে জন্ম হইলে সেই ব্যক্তি অতিশয় মেধাবী, দাম্ভিক, বহুপুত্রযুক্ত, মিষ্টালাপী ও নৃত্যগীতপ্রিয় হয়। বৃহস্পতিরিষ্ট—বৃহস্পতি যদি মেষ কিংবা বৃশ্চিক রাশিতে থাকিয়া কোন লগ্নের অষ্টম স্থানস্থিত এবং বৃহস্পতি যদি রবি, চন্দ্র, মঙ্গল ও শনি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হয়, আর শুক্রের দৃষ্টি না থাকে, তাহা হইলে বালকের তিনবর্ষ মধ্যে মৃত্যু হয়। বৃহস্পতি তুঙ্গে অবস্থান করিলে মানব মন্ত্রী, নরশ্রেষ্ঠ, অতিশয় বলবান্, মাননীয়, অতি রাগান্বিত, ঐশ্বর্য্যশালী, হস্তী, অশ্ব, যান ও সুন্দরী স্ত্রী কর্ত্তৃক বিভূষিত ও বহুগোষ্ঠি-পোষক হইয়া থাকে। তুঙ্গ সম্বন্ধে খনার বচন—"কর্কটে জীবা বেদ বাখানে বিনা পড়নে আখর চিনে,

অন্ন খায় বিস্তর আনে ঘরে বসিয়া গীত শুনে,

ধন হয় সর্ব্বকাল আগে পাছে দেখে ভাল॥"

মেষাদি দ্বাদশ রাশিতে বৃহস্পতি থাকিলে নিম্নলিখিতরূপ ফল হইয়া থাকে :—

মেষে বৃহস্পতি থাকিলে, রাগাদি-সম্পন্ন, কর্ম্মঠ, বক্তা, দাম্ভিক, বিখ্যাতকর্ম্মা, তেজস্বী, বহুশত্রু ও বহু ব্যয়ার্থযুক্ত, ক্রোধী, ক্রূর ও দণ্ডনায়ক হইয়া থাকে।

বৃষে বৃহস্পতি থাকিলে—পীনবিশালশরীর-সম্পন্ন, দেবদ্বিজগুরুভক্তিমান্, দান্ত, সুন্দর, ভাগ্যবান্, স্বদারানুরক্ত, সুন্দরগৃহযুক্ত, ধনাঢ্য, উত্তম বস্ত্র ও ভূষণযুক্ত, নয়নবেত্তা, স্থিরপ্রকৃতি, বিনীত ও ঔষধপ্রয়োগকুশল হয়। মিথুন রাশিতে বৃহস্পতি থাকিলে—মেধাবী, বাগ্মী, নিপুণ, কর্ম্মকুশল, বিনয়ী, গুরু ও বান্ধবের মান্য ও সৎকবি হয়। কর্কট রাশিতে বৃহস্পতি থাকিলে—বিদ্বান্, সুরূপ-দেহসম্পন্ন, প্রাজ্ঞ, ধর্ম্মপ্রিয়, সৎস্বভাবযুক্ত, যশস্বী, ধনী, লোকসৎকৃত, বিখ্যাত, নরপতি, ধার্ম্মিক ও সহজের অনুগত হইয়া থাকে। সিংহে বৃহস্পতি থাকিলে—স্থিরবৈরতাযুক্ত, ধীরপ্রকৃতি, অতিশয় পরাক্রমশালী, ক্রোধী, শিথিলদেহ-সম্পন্ন, দুর্গ, পর্ব্বত বা অরণ্যবাসী হয়। কন্যা রাশিতে বৃহস্পতি থাকিলে—মেধাবী, ধর্ম্মরত, ক্রিয়াপটু, জ্ঞানবান্, দাতা, বিশুদ্ধ-স্বভাব, নিপুণ, ব্যবহারবেত্তা ও প্রভূত ধনবান্ হয়। তুলারাশিতে বৃহস্পতি থাকিলে—মেধাবী, বহুমিত্রসম্পন্ন, বিদেশ ভ্রমণে রত, প্রভূত ধনবান্, অধার্ম্মিক, নট ও নর্ত্তকদ্বারা ধনসংগ্রাহক, কমনীয় শরীর হইয়া থাকে। বৃশ্চিকে বৃহস্পতি থাকিলে—অনেক শাস্ত্রে কুশলী, মরপালক, সাধুচরিত্র, অনেকপত্নী, অল্পসন্তান, দুষ্টজনপীড়িত, বহু পরিশ্রমী, দাম্ভিক, ধর্ম্মনিরত ও নিন্দিতাচারী হয়। ধনুরাশিতে বৃহস্পতি থাকিলে—ব্রত, দীক্ষা, যজ্ঞাদি কর্ম্মের আচার্য্য, সংস্থানবিহীন, সঞ্চয়ে অক্ষম, দাতা, স্বীয় সুহৃদ্ পক্ষের প্রিয়ব্যবহারকারী, রাজমন্ত্রী বা মণ্ডলাধ্যক্ষ, নানাদেশনিবাসী এবং যজ্ঞকরণ-মতিযুক্ত হইয়া থাকে। মকরে বৃহস্পতি থাকিলে—অল্পবলবান্, ক্লেশসহিষ্ণু, নীচাচারপরায়ণ, মূর্খ, নিঃস্ব, মাঙ্গল্য, দয়া, শৌচ, বন্ধুবাৎসল্য ও ধর্ম্মহীন, ভীরু, প্রবাসশীল ও বিবাদী

হয়। কুম্ভে বৃহস্পতি থাকিলে—খল, অসাধুচরিত্র, নীচাভিরত, নৃশংস, লোভী, ব্যাধিগ্রস্ত, প্রজ্ঞাদিগুণহীন ও গুর্ব্বঙ্গনাগামী হয়। মীনরাশিতে বৃহস্পতি থাকিলে—বেদ ও অর্থশাস্ত্রবেত্তা, সাধু ও সুহৃদগণের পূজ্য, নৃপতির নেতা, শ্লাঘ্য, ধনবান্, স্থিরোত্তম-বিশিষ্ট, সুনীতিপরায়ণ, বিখ্যাত ও প্রশান্তচেষ্টাবিশিষ্ট হইয়া থাকে।

দ্বাদশরাশিতে বৃহস্পতি থাকিলে উপরিলিখিত ফল হইয়া থাকে। (সারাবলী) বৃহস্পতি অন্তের গৃহে অন্ত গ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে ভিন্নরূপ ফল হইয়া থাকে।

অতি সংক্ষেপে ইহার বিষয় নিম্নে লিখিত হইল। বৃহস্পতি মঙ্গলের গৃহে থাকিয়া রবি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে—ধার্ম্মিক, অনৃত, ভীরু, খ্যাতিপরায়ণ, অশুচি ও রোগযুক্ত হয়। ঐ গৃহে চন্দ্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে ইতিহাস ও কাব্যকুশলী, বহরত্ন ও অনেক স্ত্রীযুক্ত, নৃপতি ও পণ্ডিত, মঙ্গল কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে শ্রেষ্ঠ রাজ-পুরুষ, ধনী, কুৎসিতপত্নী ও ভৃত্যযুক্ত হইয়া থাকে। বুধ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে—অনৃতবাদী, পাপপরায়ণ, পরবিত্তান্বেষণে নিপুণ, মেধাবী, কপটী ও নীতিবেত্তা হয়। শুক্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে—সর্ব্বদা গৃহ, শয্যা, বস্ত্র, গন্ধ, মাল্য, অলঙ্কার, যুবতী স্ত্রী, বিভব-সম্পন্ন, উত্তম মতিমান্ এবং তীক্ষ্ণস্বভাব হইয়া থাকে। শনি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে মলিনদেহ, লোভী, উগ্রপ্রকৃতি, সাহসিক, প্রসিদ্ধমাননীয় ও অস্থিরমতি হইয়া থাকে।

বৃহস্পতি শুক্রের গৃহে থাকিয়া রবি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে—মনুষ্য ও পশ্বাদির অধিপতি, ধনী, পণ্ডিত ও রাজসচিব হয়। চন্দ্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে—অতিশয় ধনবান্, মধুরভাষী, জননীর প্রিয়কর, যুবতীপ্রিয় ও উপভোগভোগী হয়। মঙ্গল কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে—বালাস্ত্রীর প্রিয়, প্রাজ্ঞ, শূর, ধনী, সুখী ও রাজ-পুরুষ হয়। বুধ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে—পণ্ডিত, চতুর, বিখ্যাত, উত্তম ভাগ্যবান্, বিভবযুক্ত, সুশীল ও কমনীয় মূর্ত্তি। শুক্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে—অত্যন্ত মলিনদেহ, ধনী, মধুরস্বভাব, শ্রেষ্ঠ-বস্ত্র ও শয্যালাভ হয়। শনি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে—প্রাজ্ঞ, ধন-ধান্যসম্পন্ন, গ্রাম ও নগরবাসিগণের মধ্যে অতিশয় প্রধান, মলিনদেহ ও কুৎসিত ভার্য্যাযুক্ত হইয়া থাকে।

বৃহস্পতি বুধের গৃহে থাকিয়া রবি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে—শ্রেষ্ঠ, গ্রামপতি, পুত্র দারা ও ধনযুক্ত। চন্দ্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে—ধনবান্, মাতৃবৎসল, সুকৃতিসম্পন্ন, সুখী ও ব্যয়হীন। মঙ্গল কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে শতশত সমরে বিজয়ী, ধনী ও লোক-পূজিত। বুধ দৃষ্টে—জ্যোতিঃশাস্ত্রে কুশল, বহুপুত্র ও দারাযুক্ত, সূত্রকার, অতিশয় বিদ্রূপবাক্য-সম্পন্ন, শুক্র দেখিলে দেব-প্রাসাদের কার্য্যকর, বেশ্যাসক্ত ও কামিনীর হৃদয়হারী এবং শনি দেখিলে—গ্রামপতি, সুখী ও সুন্দর শরীর হইয়া থাকে।

চন্দ্রের গৃহে বৃহস্পতি রবি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে—সহোদরদিগের মধ্যে বিখ্যাত, ধন ও দারাবিহীন এবং শেষ বয়সে ধনী। চন্দ্র দেখিলে—অতিশয় দ্যুতিমান্, নৃপতি তুল্য, ধন ও বাহন দ্বারা সমৃদ্ধিসম্পন্ন, উত্তমাপত্নী ও পুত্রযুক্ত। মঙ্গল দেখিলে—বাল্যাবস্থায় দাতা, পণ্ডিত ও শূর ; বুধ দেখিলে—বান্ধব ও মাতৃ-হেতু ধনবান্, কলহান্বিত, পাপহীন, বিশ্বাসী ও মন্ত্রণাকুশল, শুক্র দেখিলে—অনেক স্ত্রী, ধনী ও ভাগ্যবান্, শনি দেখিলে—গ্রাম, সৈন্য বা নগরের প্রধান, বাচাল, বহুবিভবসম্পন্ন এবং বৃদ্ধবয়সে ভোগী ও দাতা হয়।

রবির গৃহে বৃহস্পতি থাকিয়া রবি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে—লোক-প্রিয়, বিখ্যাত, নৃপতি ও সুন্দরস্বভাব, চন্দ্র দেখিলে স্ত্রীভাগ্যে ধনবান্, জিতেন্দ্রিয় ও মলিনদেহ, মঙ্গল দেখিলে—সাধু ও গুরুজনসমীপে সত্যবাদী, শূর ও ক্রূরপ্রকৃতি, বুধ দেখিলে—বিজ্ঞানশাস্ত্রবিদ্, শ্রেষ্ঠ ও বিখ্যাত, শুক্র দেখিলে—স্ত্রীপ্রিয়, সুন্দরভাগ্যসম্পন্ন ও রাজপূজিত, শনি দেখিলে—অসুখী, তীক্ষ্ণ-স্বভাব, দেবপত্নীসদৃশ পত্নীসুখবিশিষ্ট ও ভোক্তা হয়।

বৃহস্পতি নিজগৃহে থাকিয়া চন্দ্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে—রাজ-বিরুদ্ধ, সর্ব্বদা পরিতাপগ্রস্ত, ধন ও আত্মবন্ধুহীন ; মঙ্গল দেখিলে—সংগ্রামে পরাজয়, ক্রূর, ঘাতক, পরপীড়ক ও তাহার পত্নীর নাশ হয়। বুধ দেখিলে—রাজমন্ত্রী, অথবা নৃপতি, সুত, ধন ও সৌভাগ্যযুক্ত, সকল লোকের আনন্দকর ও অতিশয় রূপবান্। শুক্র দেখিলে—সুখী, ধনী ও পণ্ডিত এবং শনি দেখিলে—অতিশয় মলিনদেহ, ভীরুস্বভাব, দীন ও সুখভোগ-রহিত হয়।

বৃহস্পতি শনির গৃহে থাকিয়া রবি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে—পণ্ডিত, ক্ষিতিপালক ও পরাক্রমশালী, চন্দ্র দেখিলে—পিতৃ-মাতৃভক্তিপরায়ণ, কুলপ্রধান, প্রাজ্ঞ, দাতা, ধনী, সুশীল ও ধার্ম্মিক ; মঙ্গল দেখিলে—শূর, যোদ্ধা, গর্ব্বিত, তেজস্বী, সুবোধ ও বিখ্যাত ; বুধ দেখিলে—কামুক, গণপ্রধান, সকলের সহিত মিত্রতা ও পণ্ডিত ; শুক্র দেখিলে—ভোজ্য, অন্নপান ও বিভব-সম্পন্ন, উত্তমস্ত্রীযুক্ত এবং শনি দেখিলে অশেষ বিদ্যাবিশারদ, দেশ বা পুরের প্রধান ও ধনী হইয়া থাকে। (সারাবলী)

এই সকল দেখিয়া বৃহস্পতির শুভাশুভ নির্ণয় করিতে হয়। পূর্ব্বোক্ত ফলদশা, অন্তর্দশা বা প্রত্যন্তর্দশা মধ্যে হইয়া থাকে। অষ্টোত্তরী বা বিংশোত্তরী মতে সাধারণতঃ দশা গণনা হইয়া থাকে।

অষ্টোত্তরীমতে ২০ পূর্ব্বাষাঢ়া, ২১ উত্তরাষাঢ়া ও অভি-জিৎ এবং ২২ শ্রবণা নক্ষত্রে জন্ম হইলে বৃহস্পতির দশা হয়। এই দশার পরিমাণ ১৯ বৎসর। ইহার প্রতি নক্ষত্রে চারি

বৎসর ৯ মাস, প্রতি নক্ষত্রের পাদে ১ বৎসর ২ মাস ১৫ দিন, প্রতি দণ্ডে ২৮ দিন ৩০ দণ্ড, প্রতি পলে ২৮ দণ্ড ৩০ পল হয়। নক্ষত্রের পরিমাণ ৩০ দণ্ড হইলে এইরূপ সময় হইবে, কম বেশী হইলে ভাগহার দ্বারা ভোগ্যকাল স্থির করিতে হইবে।

মানবের এই দশা কালে রাজ্যপ্রাপ্তি, ধনাগম, পুত্রলাভ, বিবিধ বস্তুভোগ, সুখবৃদ্ধি, বিদ্যা, সুখ্যাতি এবং ধনলাভ হয়।

বিংশোত্তরী মতে বৃহস্পতির দশা ১৬ বৎসর। পুনর্ব্বসু, বিশাখা বা পূর্ব্বভাদ্রপদ নক্ষত্রে জন্মিলে বৃহস্পতির দশা হয়।

অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী মতে বৃহস্পতি দশার প্রত্যন্তর্দ্দশা এইরূপ—

অষ্টোত্তরী মতে	বৎ,	মা,	দি,	দণ্ড,	বিংশোত্তরী মতে	বৎ,	মা,	দি,
বৃ, বৃ	৩	৪	৩	২০	বৃ, বৃ,	২	১	১৮
বৃ, রা	২	১	১০	১০	বৃ, শ,	২	৬	১২
বৃ, শু	৩	৮	১০	০	বৃ, কে,	০	১১	৬
বৃ, র	১	০	২০	০	বৃ, শু,	২	৮	০
বৃ, চ	২	৭	২০	০	বৃ, র,	০	৯	১৮
বৃ, ম	১	০৪	২৬	৪০	বৃ, র,	১	৪	০
বৃ, বু	২	১১	২৬	৪০	বৃ, ম,	০	১১	০
বৃ, শ	১	৯	৩	২০	বৃ, রা,	২	৪	২৪
১৯ বৎসর,					১৬ বৎসর,			

বাহুল্যভয়ে প্রত্যন্তর্দ্দশা লিখিত হইল না। [দশা দেখ।]

বৃহস্পতিগ্রহ একবৎসর পরে এক এক রাশি ভোগ করিয়া থাকেন। গোচরে বৃহস্পতি থাকিলে নিম্নলিখিতরূপ ফল হইয়া থাকে :—

বৃহস্পতি জন্মরাশিস্থ হইলে ভয়, দ্বিতীয়ে অর্থলাভ, তৃতীয়ে শারীরিক ক্লেশ, চতুর্থে অর্থনাশ, পঞ্চমে শুভ, ষষ্ঠে অশুভ, সপ্তমে রাজপূজা, অষ্টমে ধননাশ, নবমে ধনবৃদ্ধি, দশমে প্রণয় ভঙ্গ, একাদশে লাভ এবং দ্বাদশে শারীরিক ও মানসিক পীড়া হয়।

গোচরে বা জন্মকালীন বৃহস্পতি বিরুদ্ধ হইলে তাহার শান্তি করিতে অর্থাৎ তাহার জপ, হোম ও দান বিধেয়। বৃহস্পতির দান চিনি, দারুহরিদ্রা, অশ্ব (অভাবে ২৫ কাহন কড়ি), পীতধান্য, পীতবস্ত্র, রক্তপুষ্প, লবণ ও স্বর্ণ, এই সকল দ্রব্য সবস্ত্র ও দক্ষিণার সহিত উৎসর্গ করিয়া গ্রহবিপ্রকে দান করিতে হইবে। অন্য ব্রাহ্মণ ইহা গ্রহণ করিলে তিনি নারকী হইবেন।

নবগ্রহস্তোত্রোক্ত বৃহস্পতির স্তোত্র—

"দেবতানামৃষীণাঞ্চগুরুং কনকসন্নিভম্।
বন্দ্যভূতং ত্রিলোকেশং তং নমামি বৃহস্পতিম্॥"

বৃহস্পতিক (পুং) ১ বৃহস্পতি-ভব। ২ বৃহস্পতি-দত্ত।

বৃহস্পতিচক্র (ক্লী) বৃহস্পতেশ্চক্রং। চক্রবিশেষ। বৃহস্পতির সঞ্চারকালীন অশ্বিনী প্রভৃতি সপ্তবিংশতি নক্ষত্রযুক্ত নরাকার চক্র। এই চক্রদ্বারা বৃহস্পতি সঞ্চারে শুভ কি অশুভ হইবে, তাহা জানা যায়।*

বৃহস্পতিচার (পুং) বৃহস্পতেশ্চারঃ সঞ্চারঃ। বৃহস্পতিগ্রহের সঞ্চার। বৃহৎসংহিতায় লিখিত আছে, বৃহস্পতি যে মাসে যে নক্ষত্রে উদিত হন, সেই নক্ষত্রের অনুসারে মাসের নাম হয়। ১২টী মাস আছে বলিয়া ১২টী বর্ষ হইবে। কৃত্তিকা হইতে আরম্ভ করিয়া দুই দুই নক্ষত্রে কার্ত্তিকাদি বর্ষ হইবে ; কিন্তু ঐ দ্বাদশটী বর্ষের মধ্যে পঞ্চম, একাদশ ও দ্বাদশ বর্ষ দুই দুই নক্ষত্রে হইবে। যেমন কৃত্তিকা বা রোহিণী নক্ষত্রে বৃহস্পতির উদয় হইলে কার্ত্তিক নামক বর্ষ হয়। এই বর্ষে শকটাজীবী ও অগ্ন্যাজীবী লোক সকলের ও গোর পীড়া, ব্যাধি এবং শস্ত্রের প্রকোপ হইয়া থাকে, রক্তপীতবর্ণ পুষ্প সকলের বৃদ্ধি হয়। সৌম্যবর্ষে অনাবৃষ্টি, ইন্দুর, শলভ ও পক্ষী প্রভৃতি অণ্ডজ জন্তুদ্বারা শস্য হানি হয়। মানবগণের ব্যাধিভয়, শস্ত্রের প্রকোপ এবং মিত্রদিগের সহিতও শত্রুতা হইয়া থাকে। পৌষ নামক বর্ষে জগতের শুভ হয়। রাজগণ পরস্পরের প্রতি শত্রুতা পরিত্যাগ করেন। মাঘ নামক বর্ষে পিতৃগণের পূজাবৃদ্ধি, সর্ব্বপ্রাণীর মঙ্গল, আরোগ্য, সুবৃষ্টি ও ধান্যের সুলভতা হইয়া থাকে। ফাল্গুনবর্ষে কোন কোন স্থানে শুভ ও শস্যবৃদ্ধি, স্ত্রীগণের দৌর্ভাগ্য, তস্করের প্রবলতা এবং রাজগণের উগ্রতা হয়। চৈত্রবর্ষে সামান্য বৃষ্টি, শস্যবৃদ্ধি, রাজগণের মৃদুতা ও রূপবান্ ব্যক্তিদিগের পীড়া হইয়া থাকে। বৈশাখ বৎসরে রাজা প্রজা উভয়েই ধর্ম্মতৎপর, ভয়শূন্য ও আহ্লাদিত হয়। জ্যৈষ্ঠ-সংবৎসরে রাজগণ ধর্ম্মপরায়ণ হয়, কঙ্গু ও শমী-জাতীয় ভিন্ন সকলপ্রকার ধান্যই পীড়িত হয়। আষাঢ় বৎসরে শস্যবৃদ্ধি এবং স্থানে স্থানে অনাবৃষ্টি ও রাজগণ অত্যন্ত ব্যগ্র হয়। শ্রাবণ বৎসরে শস্যবৃদ্ধি ও দুষ্টলোকের পীড়া এবং ভাদ্রপদ বৎসরে কোনস্থলে সুভিক্ষ বা কোথাও দুর্ভিক্ষ হইয়া থাকে। আশ্বিন বৎসরে অত্যন্ত জলপাত, শস্যবৃদ্ধি ও প্রজাদিগের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য হইয়া থাকে।

বৃহস্পতি যখন নক্ষত্র সকলের উত্তরদিকে বিচরণ করে, তখন সকলের পক্ষে আরোগ্য, সুবৃষ্টি ও মঙ্গল হয়। দক্ষিণদিকে

* "শীর্ষে চত্বারি রাজ্যং জলধিরপি করে দক্ষিণে চাপি সৌখ্যং
চৈকং কণ্ঠে বিকৃতিং মদনশরমিতং বক্ষসি প্রীতিসিদ্ধিম্।
পাদস্থাঃ ষট্ চ পীড়াং পুনরপি জলধির্বামহস্তে চ মৃত্যুং
নেত্রে ত্রীণি প্রদদ্যুঃ সুখমথ নিজভে বাকুগতে সংক্রমর্ক্ষাৎ॥"
(জ্যোতিস্তত্ত্ব)

অবস্থিতি করিলে উক্ত ফলের বৈপরীত্য হয়। বৃহস্পতি এক বৎসরে দুটী নক্ষত্রে বিচরণ করিলে শুভ, আড়াইটী নক্ষত্রে মধ্যফল ও তদধিক নক্ষত্রে অশুভ ফল হইয়া থাকে।

বৃহস্পতির বর্ণ অগ্নির ন্যায় হইলে অগ্নিভয়, পীত হইলে ব্যাধি, শ্যামবর্ণে যোদ্ধাগম, হরিদ্বর্ণে চোরভয়, রক্তবর্ণে শস্ত্রভয় ও ধূমাভ হইলে অনাবৃষ্টি হয়। বৃহস্পতি দিবাভাগে দৃষ্ট হইলে অতি অমঙ্গল এবং রাত্রিকালে দৃষ্ট হইলে শুভ হইয়া থাকে। কৃত্তিকা ও রোহিণী নক্ষত্র বৎসরের দেহ, পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্র বৎসরের নাভি, অশ্লেষা হৃদয় এবং মঘানক্ষত্র বৎসরের কুসুম। এই সকল নক্ষত্র শুভ হইলে শুভ হইয়া থাকে। বৃহস্পতির অবস্থানকালে বৎসরের দেহনক্ষত্র যদি পাপগ্রহদ্বারা পীড়িত হয়, তবে অগ্নি ও বায়ুজনিত ভয়, নাভিনক্ষত্র পীড়িত হইলে ক্ষুধাজন্য ভয়, পুষ্পনক্ষত্রে মূল ও ফলক্ষয় এবং হৃদয়নক্ষত্র পাপগ্রহদ্বারা পীড়িত হইলে শস্যনাশ হয়।

শকাদিত্য রাজার সময় হইতে যত বৎসর অতীত হইয়াছে, তাহাকে দুইস্থানে রাখিয়া একস্থানের অঙ্ককে ১১ দিয়া গুণ করিবে। ঐ গুণফলকে পুনরায় ৪ দিয়া গুণ করিতে হইবে। পরে উক্ত গুণফলের সহিত ৮৫৮৯ যোগ দিবে। পরে এই যোগফলকে ৩৭৫০ দ্বারা ভাগ করিবে। পরে অন্য স্থানস্থ শকবৎসরের অঙ্কের সহিত ঐ ভাগফল যোগ দিবে। এই যোগফলকে ৬০ দ্বারা ভাগ এবং অবশিষ্টকে ৫ দ্বারা ভাগ করিলে যাহা লব্ধ হইবে সেই লব্ধাঙ্ক সংখ্যার নারায়ণ প্রভৃতি যুগ এবং অবশিষ্ট অঙ্কদ্বারা সেই যুগানুবর্ত্তী তত সংখ্যক বর্ষ চলিতেছে জানা যাইবে। উক্ত বৎসর সংখ্যা যত হইবে, তাহাকে ৯ দিয়া গুণ করিবে। পরে আবার ঐ বৎসর-সংখ্যাকে ১২ দিয়া ভাগ করিতে হইবে। ভাগফল ঐ নবগুণিত অঙ্কে যোগ করিয়া ৪ দিয়া ভাগ করিলে যাহা লব্ধ হইবে, তৎ-সংখ্যক নক্ষত্রে বৃহস্পতি বিদ্যমান আছেন ইহা জানা যাইবে; কিন্তু গণনার সময় ২৪ নক্ষত্র হইতে গণনা হইবে। ইহাতে এক লব্ধ হইলে, বুঝিতে হইবে যে ২৫ নক্ষত্র—পূর্ব্বভাদ্রপদনক্ষত্র, ২ থাকিলে ২৬ উত্তরভাদ্রপদ ইত্যাদি রূপে সকল নক্ষত্র জানা যাইবে।

এই দ্বাদশটী যুগের যথাক্রমে অধিপতি বিষ্ণু, সুরেজ্য, বলভিৎ, অগ্নি, ত্বষ্টা, উত্তরপ্রোষ্ঠপদ, পিতৃগণ, বিশ্ব, সোম, শক্র, অনিল, অশ্বি ও ভগ। এই যুগাধিপতিদের নামানুসারেই এই যুগগণের নাম হইয়াছে। এই যুগ সকলের অন্তর্বর্ত্তী পাঁচ পাঁচ বৎসরে আবার পাঁচটী করিয়া সংজ্ঞা আছে। যথা—সংবৎসর, পরিবৎসর, ইদাবৎসর, অনুবৎসর ও ইদ্বৎসর। ইহাদের অধিপতি অগ্নি, সূর্য্য, চন্দ্র, প্রজাপতি ও মহাদেব। এই পাঁচটী বর্ষের প্রথমবর্ষে সুবৃষ্টি, দ্বিতীয় বর্ষের প্রারম্ভে বৃষ্টি, তৃতীয় বর্ষে প্রচুর বৃষ্টি, চতুর্থের শেষে বৃষ্টি এবং পঞ্চমবর্ষে সামান্য বৃষ্টি হয়।

বৃহস্পতির সঞ্চার, উদয়, অস্ত, মহাস্ত, প্রশস্ত প্রভৃতি দ্বারা এবং প্রভাবাদি ষষ্টিসংবৎসর দ্বারা বৎসরের শুভাশুভ সমস্ত জানা যায়। বাহুল্যভয়ে অধিক লিখিত হইল না, মলমাসতত্ত্ব, জ্যোতিস্তত্ত্ব, বৃহৎসংহিতা ৮ অঃ প্রভৃতি গ্রন্থে বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে। [ষষ্টিসংবৎসর দেখ।]

বৃহস্পতিদত্ত (পুং) পাণিনির বার্ত্তিকোক্ত নামভেদ।

বৃহস্পতি পুরোহিত (পুং) বৃহস্পতিঃ পুরোহিতো যস্য। ১ ইন্দ্র। ২ দেবমাত্র। (শুক্লযজুঃ° ২।১১)

বৃহস্পতিপ্রসূত (ত্রি) বৃহস্পতিদেব কর্তৃক অনুজ্ঞাত। (ঋক্ ১০।৯৭।১৫)

বৃহস্পতিমৎ (ত্রি) বৃহস্পতিযুক্ত। (শাংখ্যা° শ্রৌ° ৩৭।১০

বৃহস্পতিমিশ্র (পুং) রঘুবংশের জনৈক টীকাকার।

বৃহস্পতিবার (পুং) বারভেদ, রবি প্রভৃতি বারের মধ্যে পঞ্চম বার। এই বার শুভবার, অর্থাৎ ইহাতে সকল প্রকার শুভকর্ম্ম করা যাইতে পারে। এই বারে সাধারণতঃ ক্ষৌরকর্ম্ম নিষেধ। বৃহস্পতিবারে জন্ম হইলে শাস্ত্রবেত্তা, সুন্দর বাক্য-বিশিষ্ট, শান্তপ্রকৃতি, অতিশয় কামী, বহুপোষণকর, স্থিরবুদ্ধি ও কৃপালু হয়। (কোষ্ঠীপ্র°) [বার দেখ।]

বৃহস্পতিসব (পুং) যজ্ঞভেদ। আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্রে এই যজ্ঞের বিবরণ লিখিত আছে। ক্ষত্রিয়দিগের যেরূপ রাজসূয় যজ্ঞ, তদ্রূপ ব্রাহ্মণগণের এই বৃহস্পতিসব।

"বাজপেয়েনেষ্ট্বা রাজা রাজসূয়েন যজেত ব্রাহ্মণোবৃহস্পতিসবেন" (আশ্ব° শ্রৌ° ৯।৯।১৫)

বৃহস্পতিস্তোম (পুং) একাহ যাগভেদ। (পঞ্চবিংশব্রা° ২৫।১।১)

বৃ, ১ বৃত্তি। ২ স্তুতি। ক্র্যাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্- বৃণাতি। লিট্ ববার। লুঙ্ অবারীৎ। লুট্ বরীতা। সন্ বিবরিষতি বিবরীষতি, বুবূর্ষতি।

বেঅইব (পারসী) দোষহীন।

বেঅকল্ (পারসী) বেয়াক্কেল্। হিতাহিতবোধশূন্য। অজ্ঞ, মূর্খ।

বেঅকুফ্ (পারসী) ব্যাকুব। নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য লজ্জিত। বোধহীন।

বেঅদব (পারসী) যে ব্যক্তির চালচলন দুরস্ত নহে। অসভ্য, নৈতিক শিক্ষাবিরুদ্ধ স্বভাব।

বেঅদবী (পারসী) বেয়াদবী, অসভ্যের কার্য্য।

বেঅদালত (পারসী) অন্যায়। যাহা ন্যায় বা নিয়ম মত নহে।

বেআইন্ (পারসী) নীতি বা স্মৃতিবিরুদ্ধ।

বেআইনী (পারসী) চুরি, ডাকাতি প্রভৃতি শাস্ত্রবিরুদ্ধ কার্য্য।

বেআড়া (পারসী) ১ সাধারণ পরিমাণের অতিরিক্ত। ২ স্বভাব-বিরুদ্ধ, অন্যায় বা কদর্য্য স্বভাব।

বেআন্দাজ্ (পারসী) অপরিমিতাচারী। যথাজ্ঞানবিবর্জ্জিত। যে অনুমান দ্বারা যথাকর্ত্তব্য সাধনে অক্ষম।

বেআন্দাজী (পারসী) অমিতব্যয়ীর কার্য্য। অসময়-ভব।

বেআব্রু (পারসী) ১ আবরণশূন্য। ২ স্ত্রীলোক প্রভৃতির গাত্রাচ্ছাদক বস্ত্রের অপনোদনই মান নাশের কারণ হয়। পর্দ্দার বাহিরে আগত রমণীই বেআব্রু হইয়া থাকে। ২ উলঙ্গ।

বেআবাদ (পারসী) চাষবাসবিহীন স্থান।

বেআমল্ (পারসী) স্বায়ত্ত-বহির্ভূত। অধিকারের বহির্ভূত সময়। মন্দ সময়।

বেআমলী (পারসী) মন্দ সময়ে।

বেআরাম্ (পারসী) ১ সুস্থতাবিহীন। ২ অসুখ। ৩ রোগ।

বেআরামী (পারসী) অসুস্থ, রোগগ্রস্ত।

বেইখ্তিয়ার (পারসী) ১ সীমাবহির্ভূত। ২ রোগাদির যন্ত্রণা বা বিষয় বাসনার বিরক্তি হেতু জড়ীভূতের ক্লেশের চরম সীমা। চলিত ঝালা-ফালা। জর্জ্জরিত।

বেইখ্তিয়ারী (পারসী) জর্জ্জরিতের ভাব।

বেইত্তিফাক্ (পারসী) মতদ্বৈধতাযুক্ত। অমিত্রতাসম্পন্ন।

বেইমান্ (পারসী) বিধর্ম্মী। ২ অধার্ম্মিক, অসৎ, দুষ্ট।

বেইমানী (পারসী) অধার্ম্মিকের কার্য্য। অবিশ্বাসিত্ব।

বেউড়বাঁশ (দেশজ) একপ্রকার বাঁশ। [বেহুরবাঁশ দেখ।]

বেএকরার্ (পারসী) বেকবুল, কোন বিষয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বা স্বীকার না করণ।

বেএস্তেমাল (পারসী) অনভ্যস্ত।

বেওকর (পারসী) ঘৃণিত ঘৃণার্হ অখ্যাতিসূচক।

বেওকরী (পারসী) যে কার্য্য করিলে সাধারণের ঘৃণা বা অসম্মান জন্মে।

বেওক্ত (পারসী) অসময়। কার্য্য-বহির্ভূত সময়।

বেওজন (পারসী) ১ তৌল না করিয়া। ২ স্রোতের প্রতিকূলে।

বেওজনী (পারসী) যাহা ওজন করা যায় না। অতিশয় গুরু।

বেওয়া (পারসী) ১ বিধবা স্ত্রী। ২ বেশ্যা।

বেওজর্ (পারসী) অনাপত্তি। কোনরূপ বাদ প্রতিবাদ না শুনা।

বেওতন্ (পারসী) ১ গৃহহীন। ২ বিদেশী।

বেওরা (দেশজ) ১ বিবরণ, বার্ত্তা সংবাদ। ২ পাগল। ৩ বাতুল।

বেওস্বাস্ (পারসী) নিঃসন্দেহ।

বেঁউচা (দেশজ) অঙ্গভঙ্গী। অঙ্গমচকান।

বেঁওত (দেশজ) আকৃতি। প্রকার। সদুপায়। বাগ।

বেঁওতী (দেশজ) বড় বা বিস্তৃত (জাল)।

বেঁকা (দেশজ) বক্র।

বেঁকি (দেশজ) পদালঙ্কারভেদ।

বেঁজী (দেশজ) বাঁশের কলা বা গোঁজ। বেঁজী নামক জন্তু, নকুল।

বেঁটে (দেশজ) বামন। ক্ষুদ্রাকার ব্যক্তি।

বেঁড়ে (দেশজ) পুচ্ছহীন।

বেকএদ (পারসী) অবরোধমুক্ত।

বেকনাট (পুং) বে ইত্যপভ্রংশঃ দ্বিত্ববোধকঃ একং গুণং দ্রব্যগুণিকায় দত্বা দ্বিগুণং মহ্যং দেয়মিতি সময়েন নাটয়তি ব্যবহরতি নাটি অচ্-বে একশব্দয়োঃ পৃষো° বেকভাবঃ। কুসীদী, কুসীদজীবী, চলিত সুদখোর। (ঋক্ ৮।৫৫।১০)

বেকবূল্ (পারসী) অভিমতরূপে স্বীকার না করণ।

বেকবুলী (পারসী) অস্বীকাররূপে কার্য্য-করণ।

বেকরার (পারসী) যে যথাসময় নির্দ্দেশ ঠিক করিতে পারে না।

বেকরারী (পারসী) প্রতিমুহূর্ত্তে যে কথা পাল্টাইয়া থাকে।

বেকল (হিন্দী) বিকল শব্দের অপভ্রংশ। ২ যন্ত্রাদির বিকৃতি।

বেকলা (দেশজ) বাকল, বল্কল। ফলাদির উপরের খোসা।

বেকসূর (পারসী) ১ নির্দ্দোষ সপ্রমাণ। ২ দোষশীলতা। ৩ কোন খুঁৎ, ছিদ্র বা গলদহীন। যেমন বেকসুর খালাস।

বেকসূরী (পারসী) দোষহীনতা। নির্দ্দোষ।

বেকাএম (পারসী) অচিরস্থায়ী।

বেকাএমী (পারসী) যাহা বহুদিন স্থায়ী নহে।

বেকানূন্ (পারসী) অবিধিসিদ্ধ। অসম্বদ্ধ।

বেকানুনী (পারসী) অসম্বদ্ধতা।

বেকাবূ (পারসী) ১ আক্রমণ হইতে আত্মসমর্পণে অপটু। ২ বিশেষরূপে কাহিল করণ।

বেকায়দা (পারসী) ১ বন্দোবস্তের বাহিরে। ২ অসুবিধা। ৩ উপায়হীন।

বেকার্ (পারসী) যাহার কাজকর্ম্ম নাই। নিষ্কর্ম্মা।

বেকারী (পারসী) নিষ্কর্ম্মা হইয়া থাকা।

বেকিম্মৎ (পারসী) তুচ্ছ বস্তু। যাহার কোন মূল্য নাই।

বেকিম্মতী (পারসী) তুচ্ছত্ব। মূল্যহীনত্ব।

বেকুরা (স্ত্রী) ১ বাক্য। (নিঘণ্টু) ২ বাদ্যযন্ত্রভেদ।

বেকুরি (স্ত্রী) বাক্য। ইহার পাঠান্তর ভেকুরি ও ভাকুরি।

বেকৈফিয়ৎ (পারসী) জবাববিহীন।

বেকৈফিয়তী (পারসী) কারণ-নির্দ্দেশ না দেওয়া।

বেখবর (পারসী) সংবাদ অবগত না থাকা। অসাবধান, অন্যমনস্ক।

বেখমীর (পারসী) রস বা আস্বাদহীন।

বেখরচা (পারসী) ব্যয়-রাহিত্য।
বেখামিদ (পারসী) প্রভুহীন।
বেখারি (দেশজ) বাঁশ ফাড়িয়া যে ভাগ করা যায়।
বেগড়া (দেশজ) ১ কার্য্যে বাধা। ২ দোষযুক্ত। ৩ বিকৃত গঠন।
বেগম (পারসী) ১ চিন্তাহীন। ২ মুসলমান-রাজমহিষী। ৩ ঔৎসুক্যশূন্য।
বেগর্ (আরবী) ১ ব্যতিরেকে। ২ বিনা পারিশ্রমিকে (কার্য্যকরণ)
বেগরজ্ (পারসী) ১ নিষ্প্রয়োজন। ২ অপক্ষপাত।
বেগরজী (পারসী) ১ অপক্ষপাতিতা। ২ প্রয়োজনশূন্যতা।
বেগল্‌গশ্ (পারসী) চিন্তারাহিত্য।
বেগলৎ (পারসী) যাহাতে ভুল নাই।
বেগল্‌তী (পারসী) ভ্রমহীনত্ব।
বেগানা (পারসী) বিদেশী লোক।
বেগাফিল্ (পারসী) অনলস।
বেগাফিলী (পারসী) আলস্যহীনতা, পরিশ্রমপটুত্ব।
বেগার (পারসী) পরের অনুরোধে বিনা লাভে কাজ করা।
বেগারী (পারসী) অনুরোধে পড়িয়া অলাভে কার্য্য করণ।
বেগুন্ (দেশজ) বার্ত্তাকু। [বার্ত্তাকু দেখ।]
বেগুনা (পারসী) পাপরাহিত্য। নির্দ্দোষতা।
বেগুনাগরী (পারসী) দণ্ড হইতে মুক্তি।
বেগুনাগার (পারসী) দোষশূন্যতা। ২ বেগুণীরঙের ঘর।
বেগুনীয়া (দেশজ) বেগুনবর্ণের রং।
বেঙ্ (দেশজ) ভেক।
বেঙা (দেশজ) যাহার বামহাতে বেশী জোর থাকে।
বেঙাচী (দেশজ) ক্ষুদ্র ভেকশাবক।
বেচা (দেশজ) বিক্রী করা।
বেচান (দেশজ) বিক্রী করান।
বেচারা (পারসী) উপায়হীন। সম্পদহীন। দীন।
বেচাল (হিন্দী) ১ যাহার চালচলনে কোন স্থিরতা নাই। ২ অস্থির, অনিয়ম।
বেচালী (হিন্দী) যাহার চাল চলন দুরস্ত নহে। ২ অস্থিরচিত্ত।
বেজখম্ (পারসী) বিবাদবিসংবাদ।
বেজখমী (পারসী) বিবাদহীনতা।
বেজান্ (পারসী) প্রাণশূন্য।
বেজানিব (পারসী) যাহা অজানিত, যাহা জানা নাই।
বেজায় (পারসী) ১ অত্যন্ত। ২ অসঙ্গত।
বেজায়া (পারসী) যাহা খারাপ হয় না।
বেজার (পারসী) বিরক্তি।
বেজারি (পারসী) যাহা সচরাচর হয় না।
বেজিল্‌দ্ (পারসী) যাহা বান্ধা নহে।
বেজী (দেশজ) নকুল।
বেজুম্ (পারসী) গর্ব্বহীন।
বেটা (হিন্দী) ১ পুত্রসন্তান। ২ নিম্ন শ্রেণীর ব্যক্তিকে বেটা সম্বোধন করা যায়।
বেটাইন্ (চলিত) ইংরাজী Time শব্দযোগে উৎপন্ন। অসময়।
বেটী (হিন্দী) কন্যা, পুত্রী।
বেটুয়া (দেশজ) ১ বেটোদড়ি। ২ ক্ষুদ্র থলি।
বেঠিক (পারসী) যাহার কোন বিষয়ে স্থিরতা নাই।
বেঠোর (পারসী) অস্থিরমতি। চঞ্চলচিত্ত।
বেড় (দেশজ) ১ ঘের। ২ চতুঃসীমা। ৩ পেঁচ। ৪ যড়যন্ত্রাদি, কুমন্ত্রণা বা পাক।
বেড়া (দেশজ) চতুঃসীমাবর্ত্তী বংশাদি নির্ম্মিত প্রাচীর।
বেড়াঁড়া (দেশজ) অনভ্যস্ত। যাহার স্বভাব আদব কায়দা দুরস্ত নহে। চলিত ঢেট্যা।
বেড়ান (দেশজ) ভ্রমণ করণ।
বেড়ানিয়া (দেশজ) ভ্রমণকারী।
বেড়ী (দেশজ) হস্ত বা পদের শৃঙ্খল। উনান হইতে হাঁড়ি প্রভৃতি নামাইবার সুবিধার জন্য লৌহযন্ত্রভেদ।
বেড়বাঁশ (দেশজ) সরু ও কণ্টকযুক্ত ক্ষুদ্রশ্রেণীর বংশবিশেষ।
বেড়েলা, ক্ষুদ্র বৃক্ষবিশেষ। (Sida cordifolia) তিলতৈল, দুগ্ধ ও বেড়েলা সহযোগে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে একপ্রকার বলাতৈল প্রস্তুতের ব্যবস্থা আছে। উহা অর্দ্ধাঙ্গাক্ষেপ ও মুখমণ্ডলীর পক্ষাঘাত প্রভৃতি রোগে মালিস করিলে উপকার দর্শে। [অপরাপর বিবরণ বলা শব্দে দ্রষ্টব্য।]
বেডৌল (পারসী) কদাকার গঠন। যাহার আকৃতি প্রকৃতির অনুরূপ নহে।
বেঢব (পারসী) যাহা চলনমত নহে, কদাকার।
বেত (দেশজ) বেত্র শব্দের অপভ্রংশ।
বেতকসীর (পারসী) নির্দ্দোষ।
বেতদ্‌বীর (পারসী) অসম্বদ্ধচিত্ত। অসাবধানী।
বেতন (দেশজ) ১ মাহিয়ানা। কর্ম্ম করিয়া পুরস্কার স্বরূপ যে বিনিময় পাওয়া যায়। ২ জীবিকা। ৩ (পারসী) বেতনভোগী দাস বা ভৃত্য।
বেতন্‌কী (পারসী) ১ যাহার অন্বেষণ লওয়া হয় নাই। ২ অমার্জ্জিত।
বেতমীজ (পারসী) ১ অবিমৃশ্যকারী। ২ সদসৎ বিবেকবিহীন।
বেতমীজী (পারসী) সদসৎবিবেকশূন্যত্ব।
বেতর (পারসী) অত্যধিক। স্বভাববিরুদ্ধ।

* **বেতরঙ্গ** (দেশজ) একপ্রকার বৃক্ষ।

বেতরদুদ্ (পারসী) মতলবহীন, চেষ্টাশূন্য বা উদ্যমবিহীন।

বেতরফ (পারসী) অপক্ষপাত। যে কোনও দলভুক্ত নহে।

বেতরফী (পারসী) অপক্ষপাতিত্ব।

বেতরাস্ (পারসী) ১ নির্ভীক। ২ কাটিয়া ছাঁটিয়া পরিষ্কৃত নহে।

বেতর্বিয়ৎ (পারসী) অশিক্ষিত। অনভ্যস্ত।

বেতহকীক্ (পারসী) যাহা সত্য বা যথার্থ নহে। অসত্য।

বেতাইন্ (পারসী) ১ ক্ষমতাতিরিক্ত। ২ আজ্ঞা ব্যতিরেকে।

বেতাগীদ (পারসী) যথাসময়ে তাগীদ্ না করা। অনবধানী।

বেতাগুৎ (পারসী) দুর্ব্বল। অসুস্থ।

বেতার (পারসী) ১ আস্বাদবিহীন। ২ তন্ত্রিশূন্য।

বেতাল (পুং) ভূতযোনিবিশেষ। (দুর্গোৎসবপ°)

বেতালা (স্ত্রী) যে বাদ্য বা সংগীত তাল (বা ঢোলক প্রভৃতি বাদ্যের) সহগামী নহে। ২ যে সংগীতকালে ঠেকার লয় মত গমন করিতে পারে না।

বেতালীম্ (পারসী) অশিক্ষিত। রীতিনীতি প্রভৃতিতে অনভিজ্ঞ।

বেতুআ (দেশজ) বাস্তুক শব্দের অপভ্রংশ। চলিত বেতোশাক।

বেতোয়াজ (পারসী) ১ অবিনীত। ২ কঠোরস্বভাব। ৩ শরীরসেবার অকুশলতা।

বেতোশাক (দেশজ) খাদ্যোপযোগী শাকভেদ। (Chenopodium album) বাঙ্গালায় সরস্বতীপূজা এবং শিবচতুর্দ্দশীর পারণদিনে কুল দিয়া বেতোশাকের অম্বল খাইবার পদ্ধতি আছে।

বেদখল (পারসী) স্বাধিকারচ্যুতি।

বেদখলী (পারসী) ভোগদখল না থাকা। স্বাধিকারচ্যুতি।

বেদবদবা (পারসী) প্রভুত্ব, মর্য্যাদা বা রাজগাম্ভীর্য্যহীন।

বেদম (পারসী) রুদ্ধশ্বাস। অধিক পরিশ্রমের পর শ্বাসাবরোধের ন্যায় ক্লান্তি।

বেদর্কার (পারসী) অনাবশ্যকীয়। নিষ্প্রয়োজন।

বেদর্কারী (পারসী) প্রয়োজনহীনত্ব।

বেদরিয়াফৎ (পারসী) অনুধাবনহীন। স্থিরচিত্তে বিচারাক্ষম।

বেদর্দ (পারসী) ব্যথা বা যন্ত্রণাশূন্য।

বেদর্দী (পারসী) বেদনামুক্তি।

বেদলীল (পারসী) ১ তর্ক বা প্রমাণশূন্য।

বেদলীলী (পারসী) প্রমাণাভাব বা তৎসম্পর্কীয় কাগজপত্রের রাহিত্য।

বেদস্ত (পারসী) স্বাধীন। কাহার শাসনভুক্ত নহে।

বেদস্তখৎ (পারসী) স্বাক্ষরহীন।

বেদস্তখতী (পারসী) স্বাক্ষরশূন্য কাগজাদি।

বেদস্তুর্ (পারসী) রীতিনীতি বা চালচলন-বহির্ভূত। অস্বাভাবিক।

বেদস্তুরী (পারসী) সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম।

বেদাঁড়া (পারসী) ১ অপ্রচলিত। ২ যে বালক সহজে শিক্ষা লাভ করিতে চাহেনা বা মারিলেও সায়েস্তা হয় না। ঢেটা, অদম্য।

বেদাগ (পারসী) দাগ বা চিহ্নশূন্য।

বেদাগা (পারসী) ১ কলঙ্কশূন্য। ২ সৎ, ন্যায়পরায়ণ।

বেদাগী (পারসী) বৈলক্ষণ্যচিহ্নযুক্ত। যেমন বেদাগী খুন্নী। চৌর্য্য বা মারামারি প্রভৃতি বেআইনী অপরাধে যে ব্যক্তি কখন ধর্ম্মাধিকরণ কর্ত্তৃক চিহ্নিত হয় নাই।

বেদানা (পারসী) ১ দানা বা বীজহীন। ২ কাবুল প্রদেশজাত দাড়িম্বভেদ। [দাড়িম্ব দেখ।]

বেদাব (পারসী) ১ শাসনশূন্য। ২ দুঃশাসন, দুর্দ্দম।

বেদাবা (পারসী) দাবী বা দায়িত্বহীন।

বেদামী (দেশজ) হীনমূল। যাহার মূল্য বা দাম নাই।

বেদিল (পারসী) ১ নির্দ্দয়। ২ উদাসীন, বিরাগী। ৩ শান্তিশূন্য মন বা অন্তঃকরণ।

বিদিলী (পারসী) অন্যমনস্ক। অশান্তচিত্তত্ব।

বেনাম (পারসী) নাম বা উপাধিরহিত। স্বীয় সম্পত্তি অপরের নামে লেখাপড়া করিয়া রাখা।

বেনামী (পারসী) বেনামের ভাব বা কার্য্য।

বেনিশান (পারসী) চিহ্নহীন।

বেপর্দ্দা (পারসী) পর্দ্দা বা আবরণহীন। নির্লজ্জ, যে সকল রমণী পটাচ্ছাদনের বাহিরে আসে।

বেপরবা (পারসী) ১ নির্ভয়ে, সুস্থচিত্তে। ২ স্থির, শান্ত।

বেপরবাঈ (পারসী) বিপন্মুক্তি।

বেপরবানা (পারসী) রাজাজ্ঞাপত্র (Warrant)-বিহীন।

বেপসন্দ (পারসী) অভিমতশূন্য। যাহা দেখিলে কাহারও মনোমত হয় না।

বেপার (দেশজ) ব্যবসা, বাণিজ্য। কার্য্য—যেমন এ বিবাহ-বেপারে আমার কোন লাভ নাই।

বেপারী (দেশজ) বণিক, বেনে, দোকানী।

বেপাল্লা (পারসী) ১ সমকক্ষতাশূন্য বা যাহা সম্পাদনে আমার যোগ্যতা নাই। ২ বহুদূর।

বেপোশাক্ (পারসী) পরিধেয় বস্ত্রবিহীন।

বেফরাগৎ (পারসী) অবসরহীন।

বেফরাগতী (পারসী) সুখস্বচ্ছন্দ বা বিরামাবসরশূন্য।

বেফায়দা (পারসী) মিছামিছি। বৃথা। কোন লাভের না হওয়া।

বেফাস (পারসী) হঠাৎ উক্ত। অপ্রাসঙ্গিক বা অযথা উক্তি। গুরুজনের সমক্ষে অশ্লীলবাক্যপ্রয়োগ।

বেফিকির (পারসী) মন্ত্রণা বা ফন্দিহীন। অবিবেক যুক্তি।

বেফুরসৎ (পারসী) সুযোগ বা সুবিধাশূন্য। অবকাশহীন।

বেফুরসতী (পারসী) অবসরলাভের সুযোগবিহীন।

বেবক্ত (পারসী) অযথা সময়ে।

বেবনায় (পারসী) বনিবানাশূন্য। বন্ধুত্বাভাব।

বেবন্দেজ (পারসী) বন্দোবস্তহীন।

বেবয়না (দেশজ) গুল্মভেদ (Mussænda frondosa)

বেবল (পারসী) শক্তিরাহিত্য।

বেবশ (পারসী) যে বশতাপন্ন নহে।

বেবাক্ (পারসী) ১ সমস্ত। ২ বাকীশূন্য।

বেবাকিফ্ (পারসী) বে-ওয়াকিফ্। অপরিজ্ঞাত। যিনি সম্যক্ পারদর্শী নহেন।

বেবাকী (পারসী) ১ সম্পূর্ণতা। সমগ্রতা।

বেবাদা (পারসী) ১ যিনি প্রতিজ্ঞা বা প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ নহেন। ২ দেয় দ্রব্যের নির্দ্দিষ্ট-সময় নিরূপণ না করণ।

বেবারিস্ (পারসী) ওয়ারিস্ বা উত্তরাধিকারশূন্য। যে দ্রব্য কেহই উত্তরাধিকারসূত্রে দাবী করে না।

বেবুনিয়াদ (পারসী) ভিত্তিশূন্য।

বেম (দেশজ) তাঁত। বেমা।

বেমকরর্ (পারসী) স্থিরনিশ্চয়তাশূন্য। অনিশ্চিত। নিষ্পত্তি-বিহীন।

বেমকররী (পারসী) যে কার্য্য প্রমাণাদিদ্বারা স্থিরীকৃত হয় নাই।

বেমক্কা (পারসী) অসদৃশ। বেঢপ। বিসদৃশ গঠন।

বেমক্দূর্ (পারসী) অসম্ভব। অপারগ।

বেমজ্বুদ্ (পারসী) দৃঢ়তাহীন। সামর্থ্যহীন। অশক্ত।

বেমজ্বুতী (পারসী) দৌর্ব্বল্য। দৃঢ়তাভাব।

বেমজ্লিস্ (পারসী) দলশূন্য। যে বান্ধবসমিতিতে আমোদের অভাব হয়।

বেমজ্লিসী (পারসী) মজ্লিসে আমোদাভাবরূপ কার্য্য।

বেমজা (পারসী) ১ অত্যন্ত গলিত। ২ স্বাদহীন (কদলী প্রভৃতি) ৩ আমোদ বা স্ফূর্ত্তিশূন্যতা।

বেমতালক্ (পারসী) সম্বন্ধবিহীন।

বেমৎলব (পারসী) উদ্দেশ্যবিহীন। পরামর্শ, ইচ্ছা বা অনুরোধ-রাহিত্য। অভিপ্রায়শূন্য।

বেমৎলবী (পারসী) যাহার কোন অসদভিপ্রায় নাই।

বেমঞ্জুর (পারসী) অনভিমত। যাহা মনোমত নহে।

বেমঞ্জুরী (পারসী) অনুমোদন না করার কার্য্য। মনোমত বলিয়া স্বীকার না করণ।

বেমর্জী (পারসী) ইচ্ছাবিরুদ্ধ।

বেমর্সূম (পারসী) অসময়। অনুপযুক্তকাল।

বেমার্ (পারসী) অসুখ। জ্বরাদি অসুস্থতা।

বেমারী (পারসী) জ্বরযুক্ত। অসুস্থ।

বেমালিক্ (পারসী) কর্ত্তা বা সত্বাধিকারিশূন্য।

বেমালিকী (পারসী) কর্ত্তাশূন্যত্ব। যে সম্পত্তির মালিক নাই।

বেমালূম্ (পারসী) চিহ্ন বা দাগবিহীন। অপ্রত্যক্ষ। অজ্ঞাতরূপ।

বেমালূমী (পারসী) ১ অজ্ঞাতসারে দ্রব্যাদি অপহরণরূপ কার্য্য। ২ কাচ বা ছিন্নবস্ত্রের দাগবিহীন জোড় দেওয়া।

বেমাসূল (পারসী) শুল্কশূন্য।

বেমিল (পারসী) যাহার পরস্পরে মিল বা সামঞ্জস্য নাই।

বেমিশিল (পারসী) সমাজের অযোগ্য। যে ব্যক্তি মিশ্ল বা দলে প্রবেশলাভের অপাত্র।

বেমিশিলী (পারসী) দলপ্রবেশের অযোগ্যতা।

বেমুদ্দৎ (পারসী) সময় বা ফুরসদ্‌শূন্য।

বেমুদ্দতী (পারসী) সময়াভাব।

বেমুনাসিব (পারসী) অনভিমত। যাহা অভিপ্রেত নহে। অনুপযুক্ত।

বেমেয়াদ (পারসী) মেয়াদ বা নিরূপিত সময়শূন্য।

বেমেয়াদী (পারসী) মেয়াদশূন্যত্ব।

বেমেরামত (পারসী) যাহার মেরামৎ বা পুনঃসংস্কার হয় নাই।

বেমেরামতী (পারসী) জীর্ণ সংস্কার না হওনের কার্য্য।

বেয়ালা (দেশজ) বেহালা। ১ বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। ২ কলিকাতার দক্ষিণ উপকণ্ঠবর্ত্তী একটী প্রসিদ্ধ গ্রাম।

বেয়াল্লিশ (দেশজ) ৪২ সংখ্যা, দ্বাচত্বারিংশৎ।

বেরঙ্গ (পারসী) বর্ণবিহীন।

বেরুজূ (পারসী) আদালতে মকদ্দমা দাখিল না করা। ২ কোন বাক্যের সামঞ্জস্য-রক্ষার্থ পরস্পরের কথার মিলান বা রুজু করণ।

বেরুন (পারসী) বাহির হওন।

বেরেবাজ (পারসী) যাহার চলন নাই। আচার ব্যবহারবিরুদ্ধ।

বেরোথ (পারসী) সম্মুখীন বা চক্ষুতঃ নহে। অবিরুদ্ধ।

বেরোজগার্ (পারসী) দৈনিক অর্থাগমশূন্য। যিনি নিজ পরিশ্রমলব্ধ প্রাত্যহিক বৃত্তিদ্বারা জীবিকার্জ্জন করিতে অসমর্থ।

বেরোজগারী (পারসী) জীবিকার্জ্জনে অসমর্থতা।

বেল (দেশজ) বিল্বফল। [বিল্ব ও শ্রীফল দেখ।]
বেলকার (দেশজ) বিলকার। চর্ম্মভেদক যন্ত্রবিশেষ। (Lancet)
বেলদার (পারসী) ১ ফুলদার (জামা)। ২ সেনাবাহিনীর অগ্রগামী কর্ম্মচারিভেদ। সম্মুখপথের বাধাবিঘ্ন-নাশ, পুল ও খাত খননাদি পরিদর্শন ইহাদের কার্য্য।
বেলন (দেশজ) রুটি বা লুচীবেলা কাষ্ঠগোলকখণ্ড। বেলুন।
বেলফুল (দেশজ) সুগন্ধ পুষ্পবিশেষ। (Jasminum Zambac) এই পুষ্পের সুগন্ধ হইতে নানাপ্রকার আতর ও সুগন্ধি রসসার প্রস্তুত হইয়া থাকে।
বেলাবলা (দেশজ) রাগিণীবিশেষ।
বেলুন (ইংরাজী) আকাশে উঠিবার যন্ত্র। (Balloon)
বেল্লিক (দেশজ) পাজি। অধার্ম্মিক।
বেল্লিত (দেশজ) কম্পিত। আন্দোলিত।
বেশ (পারসী) যাবাস্। সুখ্যাতিসূচক শব্দ। (দেশজ) পরিচ্ছদ।
বেশক (পারসী) নিশ্চয়। নির্ভয়।
বেশভূষা (দেশজ) সাজসজ্জা।
বেশমূল্য (পারসী) উচ্চদর। বহুমূল্য।
বেশর (দেশজ) নাসালঙ্কারভেদ।
বেশরম্ (পারসী) লজ্জাহীন। নির্লজ্জ।
বেশরমী (পারসী) লজ্জাহীনতার কার্য্য।
বেশরা (পারসী) যথাপথ বহির্ভূত। অসাধারণ। অস্বাভাবিক।
বেশরাকৎ (পারসী) অংশীদারবিহীন।
বেশাইন (পারসী) অসম্মানিত।
বেশামাল (পারসী) ১ রক্ষা করিতে অসমর্থ। ২ বেশামাল হইয়াছে অর্থে কাপড়ে মলত্যাগ করিয়াছে বুঝায়।
বেশী (পারসী) অধিক।
বেশুমার (পারসী) সংখ্যাতীত।
বেশুমারী (পারসী) সংখ্যাতিরিক্ততা।
বেশবাব্ (পারসী) খাদ্যদ্রব্যবিশেষ।
বেসহবৎ (পারসী) অসামাজিক। যাহার স্বভাব সাধারণের অপ্রিয়।
বেসহবতী (পারসী) সমাজবদ্ধ হইবার অনুপযুক্ত স্বভাববিশিষ্ট।
বেসাইৎ (পারসী) অসাময়িক। যথাকৃতির বহির্ভূত আকৃতিবিশিষ্ট।
বেসাজ (পারসী) সজ্জাশূন্য। মন্দ সাজযুক্ত।
বেসাৎ (আরবী) মূলধন। মালপত্র।
বেসাতী (আরবী) পণ্যদ্রব্যবিক্রয়ী।
বেসালিস (পারসী) সালিস্ বা মধ্যস্থশূন্য।
বেসূদ (পারসী) সুদ বা লাভ ব্যতিরিক্ত।
বেসূদী (পারসী) ১ সুদ ব্যতীত টাকা ধার দেওন। ২ লাভ ব্যতীত ঘুরিয়া বেড়ান।
বেসেরেস্তা (পারসী) কার্য্যস্থানের বন্দোবস্ত শৈথিল্য। অসামাজিক।
বেসেড়া (দেশজ) যাহারা বাসা করিয়া প্রবাসে থাকে।
বেস্তাড়া (দেশজ) ১ বৃদ্ধ। ২ ভগ্ন। ৩ পুরাতন। ৪ নিন্দিত।
বেহক্ (পারসী) মিছামিছি। অযথা।
বেহজম (পারসী) অপরিপক। যে খাদ্যাদি উদরে জীর্ণ হয় নাই।
বেহজমী (পারসী) পরিপাকাভাব।
বেহৎ (দেশজ) ব্যাঘাত শব্দের অপভ্রংশ। ১ অকার্য্যকারী। ২ যাহা ফলদায়ক নহে। ৩ গাভীর অসময় শৃঙ্গারে গর্ভধারণ না হওয়া।
বেহদ্দ (পারসী) অসীম, অনেক, বহুৎ।
বেহা (দেশজ) বিবাহ শব্দের অপভ্রংশ।
বেহাই (দেশজ) বৈবাহিক।
বেহাকিম (পারসী) পরিচালক বা পরিদর্শকবিহীন। যাহার কর্তৃত্ব কেহ স্বীকার করে না।
বেহাকিমী (পারসী) কর্তৃত্বাভাব।
বেহাত (দেশজ) ১ হস্তান্তর। ২ লক্ষ্যচ্যুত।
বেহান (দেশজ) বৈবাহিকপত্নী। পুত্র বা কন্যার শাশুড়ী।
বেহায়া (পারসী) নির্লজ্জ।
বেহারা (ইংরাজী Bearer শব্দের অপভ্রংশ।) বাহক। নিকৃষ্ট কর্ম্মচারী। Office-Bearer শব্দে কার্য্যপরিচালক সমিতিকে বুঝায়।
বেহাল (পারসী) অবস্থান্তর। দুর্দ্দশাপন্ন।
বেহালা (হিন্দী) কাষ্ঠনির্ম্মিত বাদ্যযন্ত্রবিশেষ (Violin)। ইহার বক্ষের উপরিস্থ ব্রিজের উপর ৪টী তার বাঁধা থাকে। উহার সর্ব্ববামপার্শ্বের তারের নাম খাদ, পরে মধ্যম, সুর ও পঞ্চম। চুলনির্ম্মিত ছড়িদ্বারা বেহালা বাজাইতে হয়।
বেহাসিল্ (পারসী) ১ অসম্পন্ন। ২ যে বা স্থানে কার্য্যে কোন ফল হয় নাই। ৩ রাজকরযুক্ত।
বেহাসিলী (পারসী) লাভ না হওনরূপ ব্যাপার।
বেহিকমৎ (পারসী) যিনি কুশলী বা বুদ্ধিমান্ নহেন। অজ্ঞান।
বেহিম্মৎ (পারসী) সাহস, আগ্রহ বা আন্তরিক উদ্যমহীন।
বেহিসাব (পারসী) নিয়মিতাচার লঙ্ঘনপূর্ব্বক অযথাব্যয়ী, যাহার ব্যয়কার্য্যে কোন গণনা বা হিসাব নাই।
বেহিসাবী (পারসী) যিনি নিয়মিত খরচাদি করে না।
বেহুকুম (পারসী) ১ আদেশ ব্যতীত। ২ আদেশের বিপরীতে।

বেহুকুমী (পারসী) অবাধ্যতা। যিনি আজ্ঞা মানিয়া চলেন না। আদেশাভাব।

বেহুজুর (পারসী) অনুপস্থিত।

বেহুজুরী (পারসী) অনুপস্থিতি।

বেহুরবাঁশ (দেশজ) একপ্রকার বাঁশ (Bambusa Spinosa) ইহাতে সুন্দর লাঠী প্রস্তুত হয়।

বেহুরমৎ (পারসী) অসম্মান।

বেহুরমতী (পারসী) সম্মাননার অভাব।

বেহুশিয়ার (পারসী) অসাবধানী। অমনোযোগী।

বেহুশিয়ারী (পারসী) অসাবধানীর কার্য্য। অমনোযোগিতা।

বেহুশ (পারসী) সংজ্ঞাহীন (মাদকতা-নিবন্ধন)। কর্ত্তব্য জ্ঞানশূন্য।

বেহুশী (পারসী) নির্ব্বুদ্ধিতা। জ্ঞানাভাব।

বৈ (দেশজ) পুস্তক, বই, বহি। (অব্য) বাস্তবিক। যথার্থরূপে।

বৈচ (দেশজ) বিকঙ্কতবৃক্ষ, বুঁইচগাছ। (Flacourtia Sapida)

বৈজবাপ (পুং) বীজবাপের অপত্য। (শতপথব্রা° ১৪।৫।৫।২০) বৈজবাপায়ন পদও হয়।

বৈজবাপীয় (ত্রি) বৈজবাপি সম্বন্ধীয়। (পা ৪।৩।১৩১)

বৈজি (ত্রি) বীজ সম্বন্ধি। সুতঙ্গমাদিগণ। (পা ৪।২।৮০)

বৈজিক (ত্রি) বীজাদুৎপন্নং বীজ-ঢক্। ১ শিগ্রুতৈল। ২ হেতু। (মেদিনী) ৩ আত্মা। (পুং) ৪ সদ্যোঙ্কুর।

বৈজীয় (ত্রি) ৫ বীজসম্বন্ধীয়। (মনু ২।২৭)

বৈজেয় (পুং) বীজভব। শুভ্রাদিগণ (পা ৪।১।১২৩)

বৈঠক (দেশজ) সভা। সমিতি। সাধারণের মতামত প্রকাশার্থ উপবেশন-স্থান।

বৈঠকখানা (পারসী) ১ আরামগৃহ। প্রত্যেক গৃহস্থেরই বাটীতে আরামের জন্ত ঐরূপ গৃহ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ২ সভা-মন্দির।

বৈঠকীগান (দেশজ) বৈঠকখানায় বসিয়া ওস্তাদেরা যে গীত গাহিয়া থাকেন। কলাবুতি গান।

বৈদল (ক্লী) ভিক্ষুকের মৃন্ময়াদি পাত্র।

'পাত্রঞ্চ দারবালাবুমৃন্ময়াগুপি বৈদলম্।' (জটাধর)

(পুং) বিদলো দালি তস্মাৎ জাতঃ বিদল-অণ্। পিষ্টকভেদ, ডালের পিটে, বিদল হইতে হয়, এইজন্ত বৈদল নাম হইয়াছে। ইহার গুণ গুরু, বিষ্টম্ভী ও বায়ুবর্দ্ধক।

(রাজবল্লভ)

বৈন্দবি (পুং) বিন্দুভব। (পা ৪।১।১০৪)

বৈন্দবায় (পুং) বৈন্দবি সম্বন্ধীয়।

বৈল্বকি (পুং) বিল্বজাত।

বৈল্ব (ত্রি) বিল্বজাত

"প্রাতে যূপোচ্ছ্রয়ে তস্মিন্ ষড়্ বৈল্বাঃ খাদিরস্তথা।
তাবন্তো বিল্বসহিতাঃ পর্ণিনশ্চ তথা পরে॥"

(রামায়ণ ১।১৪।১২)

বৈল্বক (ত্রি) বিল্ব অহীরণাদিত্বাৎ বুঞ্। বিল্বকীয়।

বৈল্বকি (পুং) বিল্বকের অপত্য।

বৈল্বজ (ত্রি) বিল্বজ দেশজাত।

বৈল্বজক (ত্রি) বৈল্বজদিগের দ্বারা অধিবাসিত।

বৈল্ববন (ত্রি) বিল্ববনবাসী জাতি।

বৈল্ববনক (ত্রি) বৈল্ববনদিগের দ্বারা অধিবাসিত।

বৈল্বাময়, পাণিনির জনৈক বার্ত্তিককার।

বৈল্বায়ন (পুং) বৈল্বের গোত্রাপত্য।

বৈহানরি (পুং) বহীনরের অপত্য।

বোঁচা (দেশজ) ১ ছিন্ন নাসা বা কর্ণ। ২ প্রতারক।

বোঁটা (দেশজ) বৃন্ত। ফলাদিতে ক্ষুদ্রশাখাদ্বারা বৃক্ষসংলগ্ন থাকে।

বোআল (দেশজ) মৎস্য বিশেষ, ইহা বোয়াল, বা বোয়াল নামে প্রসিদ্ধ। (Silarus pelorius)

বোকড়ী (স্ত্রী) ১ বস্ত্রাগ্নী। (রাজনি°) ২ ধান্যবিশেষ।

বোকা (দেশজ) ১ বর্ক্কর শব্দের অপভ্রংশ। ২ পুংছাগ। ৩ মূর্খ। ৪ সরলান্তঃকরণ।

বোকাপাঠা (দেশজ) ১ যে ছাগলের দাড়ি গজায় ও গাত্রে দুর্গন্ধ হয়। ২ তিরস্কারসূচক বাক্য।

বোকাম (দেশজ) মূর্খতা। অজ্ঞতা। সরলতা।

বোকচা (পারসী) পুঁটলি, বাণ্ডিল। দ্রব্যসমূহ একত্র করিয়া গাঁটরি বাঁধার নাম।

বোজা (দেশ) ১ ভার। ২ গাঁট। ৩ জলনিষ্কাশন পথের অবরুদ্ধতা।

বোঝা (দেশজ) জ্ঞান হওয়া। সবিশেষ জানা। গবাদির পৃষ্ঠে ভার চাপান। ৪ গাটরি প্রভৃতি।

বোঝাই (দেশজ) ভারযুক্ত নৌকাদি)

বোট (ইংরাজী) ক্ষুদ্রাকার নৌকা। (Boat)

বোড়া (দেশজ) সর্পভেদ। (Boa Constricter)

বোতল (দেশজ) ইংরাজী Bottle শব্দের অপভ্রংশ। মদিরা বা ঔষধাদি রাখিবার কাচ নির্ম্মিত পাত্রবিশেষ।

বোতাম্ (দেশজ) ইংরাজী Button শব্দের অপভ্রংশ জামা প্রভৃতি আটিবার জন্ত যাহা ব্যবহার করা হয়।

বোদ (দেশজ) মৃত্তিকাবিশেষ। কয়লার খনিতে কয়লা তুলিবার কালে সময় সময় যে কাল মৃত্তিকাস্তর দেখা যায়।

বোদা (দেশজ) বিস্বাদ। দুর্গন্ধযুক্ত জল।

বোদ্ধব্য (ত্রি) বুধ-তব্য। বোধের যোগ্য, জ্ঞাতব্য।

বোদ্ধৃ (ত্রি) বুধ্যতে যঃ বুধ-তৃচ্। বোধকর্ত্তা, জ্ঞাতা।

"বোদ্ধারো মৎসরগ্রস্তাঃ প্রভবঃ স্মরদূষিতাঃ।
অজ্ঞানোপহতাশ্চান্যে জীর্ণমঙ্গে সুভাষিতম্ ॥" (ভর্তৃহরি)

বোধ (পুং) বোধনমিতি বুধ ভাবে ঘঞ্। জ্ঞান।

"বোধং বুদ্ধি স্তথা লজ্জা বিনয়ং বপুরাত্মজম্।
ব্যবসায়ং প্রজজ্ঞে বৈ ক্ষেমং শান্তিরসূয়ত ॥"
(মার্কণ্ডেয়পু° ৫০।২৭) ২ জাগরণ-কাল। ৩ চৈতন্য।
৫ ঋষিবিশেষ! (মার্কণ্ডেয় পু° ৭৬।২৮) ৮ সূর্য্যরূপ ভেদ।
সূর্য্য হইতেই লোকের জ্ঞান হয়।

"বোধশ্চাবগতিশ্চৈব স্মৃতিবিজ্ঞানমেব চ।
ইত্যেতানাহ রূপাণি তস্য রূপস্য ভাস্বতঃ ॥"
(মার্ক° পু° ১০১।১৯)

বোধক (পুং) বোধয়তীতি বুধ-ণিচ্-ণ্বুল্। ১ সূচক।
(শব্দমালা) (ত্রি) ২ বোধজনক।

"বর্ণাঃ পদং প্রয়োগার্হা নম্বিতৈকার্থবোধকাঃ।"
(সাহিত্যদ° ২।৪)

বোধকর (পুং) করোতীতি করঃ কৃ-ট, বোধস্য প্রবোধস্য করঃ। নিশান্তে বোধকারক, যাহারা প্রাতঃকালে জাগায় বা ঘুম ভাঙ্গায়। পর্য্যায় বৈতালিক। (অমর)

বোধগয়া (বুদ্ধগয়া) গয়া জেলার অন্তর্গত সুপ্রসিদ্ধ ও সুপ্রাচীন হিন্দুতীর্থ গয়াধামের* অনতিদূরবর্ত্তী একটী গণ্ডগ্রাম। বহুকাল পূর্ব্ব হইতেই এই স্থান বৌদ্ধদিগের একটা প্রধানতম তীর্থক্ষেত্র† বলিয়া পরিগণিত হইতেছে। খৃষ্ট জন্মের পূর্ব্ব হইতেই এই স্থানের মাহাত্ম্য চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়াছিল। বৌদ্ধসম্রাট্ অশোকনির্ম্মিত স্তূপ ও মহাবোধি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষসমূহ তাহার প্রধান সাক্ষ্য। এখানে জগতের অদ্বিতীয় পুরুষ শাক্যসিংহ (বুদ্ধদেব—যিনি হিন্দুশাস্ত্রাদিতেও অবতার বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছেন) বোধিদ্রুমমূলে সমাধিস্থ হইয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। সেই পিপ্পলবৃক্ষ অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে।

এই সুপ্রাচীন গ্রামে উত্তরে হরিহরপুর, পশ্চিমে মস্তিপুর, ঘোণ্ডোবা, তুলুয়া ও তুরী নামক গ্রাম, দক্ষিণে রামপুর এবং পূর্ব্বে নীলাজন* নদী। অক্ষা° ২৪° ৪১′ ৪৫″ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৫° ২′ ৪″ পূঃ। গয়ানগর হইতে কলিকাতার রাস্তায় আসিতে ইহার ব্যবধান ২॥০ ক্রোশ এবং শেরঘাটীর নূতন পথ হইতে প্রায় ৩॥০ ক্রোশ হইবে। বুদ্ধগয়ার পার্শ্ব দেশে তারাডি-বুদ্ধুর্গ† নামক গ্রাম। রাজকীয় রাজস্ব-তালিকায় উক্ত গ্রামদ্বয় স্বতন্ত্র নামে লিখিত হইয়াছে। এই দুই স্থানে এবং পার্শ্ববর্ত্তী কোলুয়া প্রভৃতি ক্ষুদ্রপল্লীতেও এখন ক্ষুদ্র বৃহৎ বহুশত স্তূপের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়।

অধিকাংশ স্তূপই বোধগয়ার পূর্ব্বাংশে অবস্থিত। গ্রামের সর্ব্ব মধ্যস্থিত সুবৃহৎ স্তূপটী প্রায় ১৫০০ × ১৪০০ ফিট্ পরিমিত স্থান অধিকার করিয়া আছে। বোধগয়া ও তারাডি গ্রামের ব্যবধানে যে রাস্তা কাটা আছে, তাহাই ঐ স্তূপটীকে দ্বিভাগে বিভক্ত করিয়া ফেলিয়াছে। উহার উত্তরাংশের তুলনায় দক্ষিণাংশকে একতৃতীয়াংশ বলিলেও চলে। এই দক্ষিণ-খণ্ডের উপরেই ভারতের অপূর্ব্ব কীর্ত্তিস্তম্ভ বোধগয়ার মহাবোধি-মন্দির অবস্থিত। উত্তরাংশের পরিমাণ ১৫০০ × ১০০০ ফিট্‡। ১৯শ শতাব্দের প্রারম্ভে বুকানন হেমিল্টন এই প্রদেশ পরিদর্শনে আসিয়া এই অংশকে 'রাজস্থান' (রাজপ্রাসাদ) বলিয়া উল্লেখ করিয়া যান, কিন্তু এখন পর্য্যন্তও ঐ স্থান 'গড়' নামে বিঘোষিত হইতেছে¶।

বোধগয়ার প্রসিদ্ধ মহাবোধি-মন্দির ব্যতীত, নীলাঞ্জন নদীর বামতীরবর্ত্তী উদ্যান মধ্যে একটী সুবৃহৎ মঠ অবস্থিত আছে। ঐ অট্টালিকা চারিতল ও চতুর্দ্দিকে ইষ্টকপ্রাচীর পরিবেষ্টিত। উহার দক্ষিণপ্রান্তে বার-দোয়ারী নামক অট্টালিকা এবং উত্তরভাগেও কতকগুলি গৃহাদি দেখিতে পাওয়া যায়। উক্ত মঠের পশ্চিম-প্রাকারের বহির্ভাগস্থিত স্তূপের উপর চারিটী মন্দিরযুক্ত এক অট্টালিকা শোভিত আছে। মন্দির

* গয়া শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

† কপিলবস্তু—বুদ্ধের জন্মস্থান, বোধগয়া—বুদ্ধের সাধনাশ্রম, বারাণসী—তদ্ধর্ম্মের প্রচারক্ষেত্র এবং কুশী যেখানে তিনি নির্ব্বাণ লাভ করিয়া ছিলেন। কাল সহকারে মনুষ্যের মানসক্ষেত্র হইতে কপিলবস্তু ও কুশীর মাহাত্ম্য লোপ পাইয়াছে, কিন্তু এখনও বুদ্ধগয়া ও বারাণসীর অলৌকিক মাহাত্ম্য হিন্দুমাত্রেরই পূজনীয় হইয়াছে। পবিত্র কাশীধাম বৌদ্ধ তীর্থক্ষেত্র মধ্যে পরিগণিত হইলেও এখানে বিশ্বেশ্বর অন্নপূর্ণাদির মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত থাকায় এখানকার হিন্দুপ্রাধান্য অপসারিত হয় নাই। [কাশী দেখ।]

* সংস্কৃত নাম নৈরঞ্জনা। বুদ্ধগয়ার অর্দ্ধক্রোশ দক্ষিণে মোরা পাহাড়ের নিকট এই নদী মোহনার সহিত মিলিত হইয়া ফল্গু নামে প্রবাহিত হইয়াছে।

† তারাদেবীর প্রাচীন মন্দির এখানে অবস্থিত থাকায় এই গ্রাম তারাডি নামে অভিহিত।

‡ Arch Sur. Rept. Vol. I. p. 11.

¶ চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী পরিখা ও প্রাচীরাদি দেখিয়া এই স্থানকে গড় বলিয়া কল্পনা করা নিতান্ত অসম্ভব বোধ হয় না। বিশেষ আলোচনা দ্বারা জানা যায় যে, বৌদ্ধ-প্রাধান্য সময়ে এই স্থানে একটী সঙ্ঘারাম ছিল। কালে তাহাই দুর্গাকারে পরিণত হইয়া থাকিবেক। এই সুপ্রাচীন সঙ্ঘারামই মহাবোধি-সঙ্ঘারাম নামে প্রসিদ্ধ ছিল। এই সুবৃহৎ স্তূপটী সমতল ক্ষেত্র হইতে সর্ব্বত্রই প্রায় ১০ হইতে ১৫ ফিট্ উচ্চ।

চতুষ্টয়ের মধ্যে একটাতে জগন্নাথ, দ্বিতীয়ে গঙ্গাবাই-প্রতিষ্ঠিত রামমূর্ত্তি এবং অপর দুইটীতে শিবমূর্ত্তি স্থাপিত দেখা যায়। উক্ত মঠের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণস্থিত প্রাচীর বাহিরে সাধুদিগের সমাধি-স্থান। প্রত্যেক সমাধির উপরে স্তূপ বা লিঙ্গমূর্ত্তি স্থাপিত আছে। কেবল মাত্র মোহান্তদিগের সমাধির উপরি সুদৃশ্য ক্ষুদ্রাকার মন্দিরাদি নির্ম্মিত হইয়া থাকে।

মঠাধিকারী প্রধান মোহান্তগণই উক্ত গ্রামদ্বয়ের অধিকারী। গবর্মেণ্টের দেয় রাজস্ব বাদে উহার আয় এবং ঐ বোধিদ্রুমমূলে হিন্দু বা বৌদ্ধ তীর্থযাত্রীদিগের প্রদত্ত উপহার লইয়া তাঁহার বাৎসরিক আয় প্রায় আশী হাজার টাকা হইবে। এই উপসত্ত্ব হইতে তাঁহাকে প্রত্যহ শতাবধি সন্ন্যাসী ভোজন এবং একটী অতিথিশালা ও বিদ্যালয়ের ব্যয়-ভার বহন করিতে হয়।

শুনা যায়, খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দের প্রারম্ভ কালে এখানে এই মঠ স্থাপিত হইয়াছিল। মোহান্তদিগের বংশতালিকা হইতে জানা যায় যে, ঐ সময়ে ধমণ্ডিনাথ গিরি নামা জনৈক শৈব সন্ন্যাসী এখানে আসিয়া বাস করেন এবং নিজ সাম্প্রদায়িক সন্ন্যাসিগণের বাসের জন্য তিনি একটী মঠ স্থাপন করিয়া যান। তাঁহার তিরোধান হইলে তদীয় শিষ্য চৈতন্যগিরি মঠাধ্যক্ষ হয়েন। এই সময়ে বুদ্ধগয়ার মহাবোধিমন্দির প্রায় জঙ্গলে পূর্ণ হইয়াছিল*। দেবমূর্ত্তি পরিচর্য্যা ও পূজার জন্য একজন পুরোহিতও সেই বন্য প্রদেশে ছিলনা, কোন যাত্রীও তথায় দেবপূজামানসে গমন করিত না। মুসলমান-প্রভাবে উৎসন্ন-প্রায় এই বনভূমে যে একটী সাধু মূর্ত্তি ধীরে ধীরে আপনার সাধু উদ্দেশ্য সংসাধিত করিতেছিল, কেহই তৎকালে তাঁহা লক্ষ্য করিতে পারেন নাই।

চৈতন্যের প্রিয়তম শিষ্য মহাজ্ঞানী মহাদেব নিজ বিদ্যা-প্রভাবে নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে পরিচিত হইয়াছিলেন। মহাবোধি-মন্দিরের সম্মুখদেশে নির্জ্জনে বসিয়া তিনি মহাদেবীর সাধনা করিতেন। দেবীর কৃপায় তিনি ঐ ক্ষুদ্র মঠকে একটী সুদীর্ঘ সঙ্ঘারামে পরিণত করিয়া যান। প্রবাদ আছে, সম্রাট্ শাহআলমের ফার্ম্মাণ অনুসারে তিনি এই বুদ্ধ-মন্দিরের একমাত্র সত্ত্বাধিকারী ও প্রধান মোহান্ত বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রধান শিষ্য লালগিরি দয়া-পরবশ হইয়া এখানে অতিথি শালা স্থাপন করিয়া যান। লালগিরির শিষ্য রাঘব, রাঘবের শিষ্য রৈনজিত, তাঁহার শিষ্য শিবগিরি, তাঁহার শিষ্য হেমন্তগিরি মঠাধিকারী হইয়া যথানিয়মে স্ব স্ব কর্ত্তব্য পালন করিয়াছিলেন*।

এখানকার মোহান্তগণ আজীবন ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিতে বাধ্য। শিষ্যগণের মধ্যে যিনি সমধিক জ্ঞানবান্ ও বিদ্যা-শালী তিনিই প্রধান মোহান্তের পদ পাইবার যোগ্য, কিন্তু এখন প্রায়ই ঐ নিয়মের বৈলক্ষণ্য দেখা যায়। শিষ্যদিগের সর্ব্ব কনিষ্ঠ এবং যাহার সহিত মঠাধ্যক্ষের অনেক সৌসাদৃশ্য আছে, এরূপ বালকেই মোহান্তের পদে উন্নীত করা হইয়া থাকে। মালপুয়া, মোহনভোগ ও তাজ ইঁহাদের প্রধান খাদ্য। ইঁহাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই শাস্ত্রচর্চ্চাপরাঙ্মুখ।

বুদ্ধগয়ার প্রাচীনত্ব।

বুদ্ধাবতার-প্রসঙ্গে এই স্থান তীর্থসমূহের মধ্যে প্রাধান্যলাভ করে। শুদ্ধোদন-তনয় শাক্যসিংহ রাজসিংহাসন পরিহার-পূর্ব্বক এই নির্জ্জন প্রদেশে এক অশ্বত্থবৃক্ষমূলে উপবিষ্ট হইয়া ধ্যাননিরত হইয়াছিলেন। তিনি নিজ যোগপ্রভাবে সম্যক্-সম্বোধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়া,এই স্থান 'মহাবোধি'†

* ডাঃ বুকানন হেমিল্টন যখন বুদ্ধগয়ায় আগমন করেন, তখন তিনি তখনকার মোহান্তের নিকট অবগত হন যে, চৈতন্যের সময় এই স্থান বন-জঙ্গলে আবৃত ছিল এবং এখানে একটীও বৌদ্ধ দেখা যাইত না।

* গয়া কালেক্টারি আপিসের দলিলপত্র হইতে জানা যায়, গোলাপগিরি নামক জনৈক মোহান্ত গবর্মেণ্টের নিকট হইতেম ত্রিপুর-তারাডি নামক গ্রাম মুকর্‌ররি বন্দোবস্ত করিয়া লয়েন। কেহ কেহ এই গোলাপগিরিকেই শিব-গিরির নামান্তর বলিয়া অনুমান করেন।

† রাজা অমরদেবের অপ্রামাণিক শিলালিপিতে বুদ্ধগয়া নাম উল্লিখিত হইলেও উহা অপ্রাচীন বলিয়া বিবেচিত হয়। কারণ কোন প্রাচীন বৌদ্ধ বা হিন্দুগ্রন্থে বুদ্ধগয়া নাম নাই। প্রাচীন শিলালিপি ও চীনপরিব্রাজকদিগের ভ্রমণবৃত্তান্তে এই স্থানের 'মহাবোধি' সংজ্ঞা পাওয়া যায়। আইন-ই-অকবরী পাঠে জানা যায় যে, হিন্দুর পবিত্র তীর্থ গয়াক্ষেত্র তৎকালে ব্রহ্মগয়া নামে বিদিত ছিল। বৌদ্ধধর্ম্ম লোপ পাইলে এবং ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা হইলে পর, হিন্দুগণ (বুদ্ধের অবতারত্ব স্বীকার করিয়া) ধ্বংসপ্রায় এই বৌদ্ধতীর্থের পঙ্কোদ্ধার করিয়া ক্রমে ক্রমে তাহা জনসমাজে প্রচার করেন এবং ব্রহ্মগয়া হইতে ইহার ভেদ নিরূপণার্থ বুদ্ধগয়া নাম রাখিয়া দেন। মহাবোধি মন্দির ও বোধিদ্রুম উরেল গ্রামের উত্তরেই অবস্থিত। কিন্তু গয়াধাম হইতে দক্ষিণাভিমুখে ইহার দূরতা প্রায় ৬ মাইল।

খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দে চীনপরিব্রাজক হিউএন্ সিয়াং মহাবোধি-বিহার ও মহাবোধি-সঙ্ঘারাম শব্দে মন্দির ও মঠের স্বতন্ত্রতা নিরূপণ করিয়াছেন। উক্ত শতাব্দে অপরাপর চীনপরিব্রাজকগণও ঐ নাম লিখিয়া গিয়াছেন। (Ind. Ant. X. 190-192.) রাজা ধর্ম্মপালের ৮৫০ খৃষ্টাব্দে, রাজা অশোক বল্লের ১১৫৭ খৃষ্টাব্দে এবং খৃষ্টীয় ১৩০২ হইতে ১৩৩১ অব্দ মধ্যে উৎকীর্ণ শিলাফলকসমূহে শাক্যমুনির বুদ্ধত্বপ্রাপ্তিস্থান 'মহাবোধি' নামেই উল্লিখিত হইয়াছে। বুদ্ধদেব অশ্বত্থতরুমূলে বসিয়া বোধিমার্গে আরোহণ করেন বলিয়া সেই বৃক্ষও বোধি বা মহাবোধি নামে আখ্যাত হয়।

এবং সেই অশ্বত্থতরু সাধারণের নিকট 'বোধিক্রম' নাম খ্যাত হয়।* ললিতবিস্তরপাঠে জানা যায় যে, সম্রাট্ অশোক (প্রিয়দর্শী) বুদ্ধদেবের স্মৃতিচিহ্নসমূহ সংস্থাপনে যত্নবান্ হইলে, উপগুপ্ত তাঁহাকে শাক্যসিংহের সমাধিস্থান নিরূপণ করিয়া দেন। তিনিও এখানে এই মহাবোধিমন্দির-স্থাপনের জন্ত লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দান করেন। উরুবিল্বা (বর্ত্তমান উরেল) গ্রাম-সীমান্তে এই মহামন্দির স্থাপিত হইয়াছিল। শাক্যসিংহ বান-প্রস্থাশ্রম অবলম্বনপূর্ব্বক এই উরুবিল্বার বনান্তরালপ্রদেশে অবস্থান করিয়াছিলেন। ললিতবিস্তরের গাথা অংশে তাহার সবিশেষ বিবরণ পাওয়া যায়। নৈরঞ্জনা তীরবর্ত্তী এই প্রাচীন গ্রাম তৎকালে গুল্মলতাদিতে পূর্ণ ছিল†। শাক্যমুনি যখন জগৎ-ক্লেশ অপনোদনার্থ প্রগাঢ় চিন্তায় মগ্ন ছিলেন, তখন দুষ্টবুদ্ধি গ্রাম্য-বালকগণ তাঁহার পবিত্র গাত্রে ধূলিবর্ষণ করিত‡।

বোধিসত্ত্ব গয়াশীর্ষ পর্ব্বতে আসিয়া ভ্রমণ করিতে করিতে উরুবিল্বা গ্রামে আসিয়া উপনীত হন। তিনি এই স্থানের রমণীয়তা অনুভব করিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং মুক্তি-সাধনের প্রকৃতস্থান জ্ঞানে তথায় বাস করেন¶। নন্দিক নামে জনৈক সেনাপতি সেই সময়ে এই গ্রামে আধিপত্য করিতেন। তাঁহার ধর্ম্মপরায়ণা কন্যা সুজাতা প্রত্যহই শাক্যসিংহকে পায়সান্ন দিয়া যাইতেন।

এই স্থান বুদ্ধদেবের প্রীতিকর, রমণীয় এবং বালজনপরি-শোভিত হইলেও কালে এই পবিত্র তীর্থ নষ্টপ্রায় হইয়াছিল। রাজপুত্র শাক্যসিংহ এখানে উপনীত হইয়া উরুবিল্ব-কাশ্যপের আশ্রমে গমন করেন*। সিংহলদেশীয় বৌদ্ধধর্ম্মেতিহাসে উরুবিল্বারই প্রসঙ্গ পাওয়া যায়। মহাবংশ পাঠে জানা যায় যে "বুদ্ধঘোষ সিংহল হইতে ভারতে আসিয়া বো (বোধি)-বৃক্ষ পূজামানসে মগধের অন্তর্গত উরুবেলয় গ্রামে উপস্থিত হন।" শাক্যসিংহ এখানে তপস্যার আসিবার পূর্ব্বে যে এই স্থান উরুবিল্বা নামে খ্যাত ছিল, সন্দেহ নাই। যেহেতু শাক্যের বুদ্ধত্বলাভের পূর্ব্বে এই স্থানের 'বোধগয়া' নাম হওয়া একান্ত অসম্ভব। সুজাতার পিতা সেনাপতি নন্দিক কীকট-রাজের অধীনে কর্ম্ম করিতেন। গয়ানগরী তৎকালে মগধ-রাজ্যের রাজধানী ছিল। খৃষ্টীয় ৮ম ও ৯ম শতাব্দে হিন্দু-প্রাধান্য স্থাপিত হইলে পর উরুবিল্বায় অশোকপ্রতিষ্ঠিত বৌদ্ধ-মন্দিরাদি হইতে গয়াক্ষেত্রের স্বাতন্ত্র্যরক্ষার্থ হিন্দুগণ এই স্থানের 'বোধগয়া' নাম পরিকল্পিত করিয়া থাকিবেন†। যেহেতু গয়ালীগণ গয়াধামে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া গয়ার কীর্ত্তি ও তীর্থসমূহ সংরক্ষণে যত্নবান্ ছিলেন। উরুবিল্বায় (বুদ্ধগয়ার) পূর্ব্বতন অশোককীর্ত্তিসমূহ ক্রমেই কালক্রোড়ে শায়িত হই-তেছিল‡। হিন্দুগণ প্রতিহিংসাপরবশ হইয়া উরুবিল্বার

---

* খৃষ্ট পূর্ব্ব ১৫০ অব্দে উৎকীর্ণ ভরহুত শিলাফলকেও এই বৃক্ষ 'বোধি' নামে উল্লিখিত হইয়াছে। হিউএন সিয়াং হইতেই মহাবোধি, বোধিক্রম ও বোধিমণ্ড এবং রাজা ধর্ম্মপালের শিলালিপিতে 'মহাবোধি-নিবাসিনাং' এইরূপ প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়।

† "রমণীয়ান্তরণ্যানি বনগুল্মাশ্চ বীরুধঃ।
প্রাচীন উরুবিল্বায়াং যত্র নৈরঞ্জনা নদী ॥" (ললিতবিস্তর)

‡ "যে গ্রামদারকাশ্চ গোপালাঃ কাষ্ঠহারতৃণহারাঃ।
পাংশু পিশাচকমিতি মন্যন্তে পাংশুনা চ ম্রক্ষন্তি ॥" (ললিতবিস্তর)

¶ "ইতি হি ভিক্ষবো বোধিসত্ত্বো যথাভিপ্রেতং গয়ায়াং বিহৃত্য গয়াশীর্ষ-পর্ব্বতে জঙ্ঘাবিহারমনুচঙ্ক্রমমাণো যেনোরুবিল্বাসেনাপতিকগ্রামকস্তদনুসৃত-স্তদনুপ্রাপ্তোঽভূৎ। তত্রাদ্রাক্ষীন্নদীং নৈরঞ্জনামচ্ছোদকাং সুপতীর্থ্যাং প্রাসাদিকৈ-দ্রুমগুল্মৈরলঙ্কৃতাং সমন্ততশ্চ গোচরগ্রামাম্। তত্র খলপি বোধিসত্ত্বস্য মনোঽতীব প্রসন্নমভূৎ। সমো বতায়ং ভূমিপ্রদেশো রমণীয়ঃ প্রতিসংলয়নানুরূপঃ পর্য্যাপ্ত-মিদং প্রহাণার্থিককুলপুত্রস্যাহক প্রহাণার্থ যন্ন্বহমিহৈব তিষ্ঠেয়ম্ ॥"
(ললিতবিস্তর)

* Manual of Buddhism, p. 189. কাশ্যপ-ভ্রাতৃত্রয়ের মধ্যে ইনি উরুবিল্বায় বাস হেতু উরুবিল্ব আখ্যা প্রাপ্ত হন। বুদ্ধের আগমনকালে তিনি অগ্ন্যুপাসক ছিলেন। তাঁহার অপর ভ্রাতৃদ্বয়ের গয়া ও নদী আখ্যা ছিল। সুজাতার একটী সখীও উজুবিল্বিকা নামে খ্যাতা ছিলেন।

† পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, অমরদেবের খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দীর উৎকীর্ণ শিলালিপিতে বুদ্ধগয়া নামের উল্লেখ আছে। Asiatic Researches. Vol, I. p. 284.

‡ ললিতবিস্তরে লিখিত আছে যে, শাক্যসিংহ রাজগৃহ হইতে গয়া নগরে শুভাগমন করেন। মানবের হিতাকাঙ্ক্ষায় এখানে তিনি চিত্তসংযম করিয়া নিবিষ্ট মনে ধ্যান করিবার সংকল্প করিলেন। উরুবিল্বার বনে বুদ্ধের সম্বোধি-লাভের পর গয়ানগরীই তাঁহার নির্ব্বাণধর্ম্মপ্রচারের মুখ্যক্ষেত্র হইয়াছিল। কিন্তু আক্ষেপের বিষয়, খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দের প্রারম্ভ কালে (৪০৪ খৃঃ অঃ) যখন চীন পরিব্রাজক ফা-হিয়ান্ এখানে আগমন করেন তখন এই স্থানের বৌদ্ধপ্রভাব এককালেই তিরোহিত এবং সমগ্র নগরীই জনশূন্য ভগ্নাবশেষে পূর্ণ হইয়াছিল। খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দে হিউএন্ সিয়াংএর পরিদর্শনকালে এই স্থানে হিন্দুপ্রভাব স্থাপিত হইতেছিল, সুতরাং গয়ালীগণ গয়ার তীর্থ সমুদায় অধিকার করিয়া তাহারই রক্ষায় যত্নবান্ ছিলেন। অনেকে মনে করেন, মহাবোধি তীর্থ লুপ্তপ্রায় হইলে হিন্দুগণ গয়াধামে সেই বৌদ্ধকীর্ত্তিসমূহ রূপান্তরে রক্ষা করিতেছেন। বুদ্ধগয়ার অনেক প্রস্তর ও শিলালিপি এখানকার মন্দিরা-দিতে আনীত হইলেও গয়ার প্রাচীনত্ব লোপ পায় নাই। এখানকার পিণ্ডদান প্রভৃতি মাহাত্ম্য-কথা রামায়ণ মহাভারতাদিতে উক্ত হইয়াছে। বায়ু-পুরাণান্তর্গত গয়ামাহাত্ম্যে গয়াসুরের যে অত্যদ্ভুত উপাখ্যান সূচিত হইয়াছে,

অত্যন্ত বৌদ্ধকীর্ত্তিসমূহ উপেক্ষা করিয়াছিলেন, এরূপ মনে করা যায় না। তাঁহারা এই স্থান জঙ্গলে পরিণত দেখিয়া অনাদরে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। কাল সহকারে ইংরাজ-রাজের অনুকম্পায় এবং ব্রহ্মরাজের অর্থসাহায্যে এই লুপ্তপ্রায় মহাবোধি-মন্দির নবকলেবরে শোভিত হইয়া সাধারণের দৃষ্টিপথারূঢ় হইয়াছে। বুদ্ধগয়ার এই মহাবোধি মন্দিরের জীর্ণ-সংস্কার সময়ে স্থানে স্থানে সামান্যই পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে।

প্রকৃতপক্ষে কোন্ সময়ে এইস্থান অরণ্যে পর্য্যবসিত হইয়াছিল, তাহার স্থির করা সুকঠিন। খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দে বৌদ্ধপ্রভাবের অবসানে অথবা ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মসেবী গয়ালী-গণের অভ্যুত্থানে মহাবোধি-মন্দির যে অনাদৃত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। হিন্দুগণ এই বৌদ্ধ-তীর্থের প্রকারান্তরে বিলোপকামনা করিলেও ভিন্নদেশীয় বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বিগণের প্রযত্নে এখানকার পূর্ব্বতন বৌদ্ধ-স্মৃতি রক্ষিত হইয়াছে। উক্ত কীর্ত্তি-সমূহ একবারে বিলয় পায় নাই। এই পবিত্র মন্দির বৃক্ষ-লতাদি সমাচ্ছাদিত ধ্বংসরাশিতে পরিণত হইলেও বৌদ্ধগণ সময় সময় এই পুণ্যতীর্থে আগমন করিয়া যথাসম্ভব সংস্কার করাইতেন, শিলালিপি হইতে তাহার যথেষ্ট ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায়।

খৃষ্টপূর্ব্ব ৪র্থ শতাব্দের শেষভাগে সম্রাট্ অশোক-প্রতিষ্ঠিত বজ্রাসন ও পুরাতন মন্দির এবং উক্ত বজ্রাসনের সম্মুখে প্রোথিত রৌপ্যমুদ্রাদির মধ্যে শকরাজ হবিষ্কের (১৪০ খৃঃ অঃ) মুদ্রা প্রাপ্ত হওয়ায় এই স্থানের প্রাচীনত্ব স্বীকৃত হই-য়াছে। তৎপরে চীনপরিব্রাজক ফা-হিয়ান্‌ও উরুবিষার মহাবোধি-মন্দিরের উল্লেখ করিয়া যান। হিউএন্ সিয়াংএর বর্ণনা হইতে জানিতে পারি যে, খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীর মধ্যভাগে এই মন্দিরের কতকাংশ সংস্কৃত হয়* এবং মন্দিরের প্রাঙ্গন-ভূমি ও বোধিতরুতলস্থ বজ্রাসন ফল্গু নদীর বালুরাশিতে ভরিয়া যায়†। সুতরাং ইহার পর হইতেই যে এই তীর্থে মানবের আগমনাকাঙ্ক্ষা কম হইয়া আসিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দের প্রারম্ভে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রধানশত্রু রাজা শশাঙ্ক কর্ত্তৃক এই বোধিদ্রুম কর্ত্তিত হইয়াছিল, কিন্তু অভ্য-ন্তরস্থ বুদ্ধমূর্ত্তি তদীয় মন্ত্রী পূর্ণবর্ম্মার সুকৌশলে রক্ষা পায়। ঐ মূর্ত্তিও কালসহকারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

ঐ বোধিবৃক্ষকে পূর্ব্বাবস্থায় আনয়নের জন্য ৬২০ খৃষ্টাব্দে রাজা পূর্ণবর্ম্মা উহার চতুর্দ্দিকে ২৪ ফিট উচ্চ এক প্রাচীর গাঁথাইয়া দেন, যেন ভবিষ্যতে আর কেহ ঐ বৃক্ষ নষ্ট করিতে না পারে*।

চীনপরিব্রাজক হিউএন্‌সিয়াংএর পর ৬৩৮ খৃষ্টাব্দে যুঅন-চন্ ভারতে আসিয়া চারি বৎসর কাল মহাবোধিতে বাস করেন। তিনি পুনরায় ৬৬৫ খৃষ্টাব্দে মহাবোধিতে বজ্রাসনদর্শনে আগমন করিয়াছিলেন†। ৬৪০ খৃষ্টাব্দে হ্যু-লুন মহাবোধিতে বজ্রাসন-দর্শনে আসিয়াছিলেন।

খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দে বৌদ্ধরাজ হর্ষবর্দ্ধনের প্রভাবে বৌদ্ধ-প্রাধান্য স্থাপিত হইলে চীনদেশীয় বৌদ্ধ-পরিব্রাজকগণ ভারতের সহিত ধর্ম্মসম্বন্ধ বিস্তার করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় ৮ম ও ৯ম শতাব্দে ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা হইলে বৌদ্ধধর্ম্ম হীনপ্রভ হইয়া পড়ে। সুতরাং চীনবাসী বৌদ্ধগণের ভারতে আগমন এককালেই রহিত হইয়া যায়। খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দে মগধের পালবংশীয় বৌদ্ধরাজদিগের অধিকারে পুনরায় উভয় দেশে ধর্ম্মপ্রচার-সম্বন্ধ বিস্তৃত হয়। রাজা মহীপালের অধি-কার-কালে (১০০০—১০৪০ খৃঃ অঃ) যে সকল চীন পরি-ব্রাজক মহাবোধি দর্শনে আসিয়াছিলেন, তাহারা স্ব স্ব ভ্রমণের যে স্মৃতি চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছেন, বর্ত্তমান অনুসন্ধানে সেই সমস্ত আবিষ্কৃত হইয়া প্রাচীন ইতিহাসে নূতন জ্যোতিঃপ্রদান করিয়াছে‡।

১১শ শতাব্দের প্রারম্ভে ধর্ম্মরাজ গুরু নামা জনৈক ব্যক্তি ব্রহ্মরাজ কর্ত্তৃক মহাবোধি-মন্দির নির্ম্মাণার্থে প্রেরিত হন। উক্ত কর্ম্মচারী ১০৩৫ খৃষ্টাব্দে স্বর্ণরঞ্জিত তাম্রছত্র দান করিয়া যান। দ্বিতীয় আর একখানি শিলালিপি হইতে জানা যায় যে ১০৭১ খৃষ্টাব্দে তিনি স্বীয় কার্য্য সমাধা করিতে সমর্থ না হওয়ায় উক্ত বৎসরেই আর একজন কর্ম্মচারী প্রেরিত

বিশেষ করিয়া অনুধাবন করিলে তাহা একটী রূপক বলিয়া মনে হয়। দেবা-সুরের বিরোধ স্বভাব-সিদ্ধ। ধর্ম্মপ্রাণ গয়াসুরের সহিত দেবগণের কোমল বিদ্বেষ ধর্ম্মপ্রাণ বৌদ্ধদিগের উপর হিন্দুগণের প্রাধান্য-স্থাপনের চেষ্টা বলিয়া প্রতীতি জন্মে। অসুরের 'শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবতা' বৌদ্ধের অহিংসার সহিত কল্পিত হইয়াছে। গয়াসুরের নিশ্চলতা-সম্পাদনে দেবগণের কাপুরুষচেষ্টা, ধর্ম্মপ্রাণ-হিন্দুকর্ত্তৃক নিরীহ-বৌদ্ধগণের প্রত্যাখ্যান ভিন্ন আর কি বলিব।

[বিস্তৃত বিবরণ গয়াশব্দে দ্রষ্টব্য।]

* ব্রহ্মরাজ থদো মেঙ্ কর্ত্তৃক ঐ নির্ম্মাণকার্য্য সম্পাদিত হয় বলিয়া অনেকের ধারণা।

† Julien's Hwen Thsang, Vol, II. p. 401.

* এতদ্বারা অনুমান হয় যে তিনি সম্ভবতঃ ঐ সময়ে বোধিতরু মূলস্থ পুরাতন বজ্রাসন উঠাইয়া স্থানান্তরে স্থাপন করিয়া থাকিবেন। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে ঐ সিংহাসনখণ্ড মন্দিরের মধ্যপোস্তার ভগ্নাবশেষ মধ্যে পাওয়া গিয়াছে।

† Indian Antiqnary. Vol. X. p 209.

‡ চীন-পুরোহিত যুন-যু ১০২১ খৃষ্টাব্দে বুদ্ধের মাহাত্ম্য প্রকাশক কীর্ত্তন-গাথা প্রস্তরে অঙ্কিত রাখিয়া যান। Royal Asiatic Society's Journal 1881, Vol XIII p, 557.

হন। তিনি ৭ বৎসর ১০ মাস এখানে থাকিয়া ১০৭৯ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মাণকার্য্য সমাধাপূর্ব্বক স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন।

তৎপরে খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দের শেষ ভাগে (অর্থাৎ ১১৯৮ খৃষ্টাব্দে মুসলমান আক্রমণের কিছু পূর্ব্বে) সপাদলক্ষপতি অশোকবল্ল ইহার কোন কোন অংশ পুনর্নির্ম্মাণ করাইয়া দেন *।

খৃষ্টীয় ১৩শ ও ১৪শ শতাব্দে গয়া প্রভৃতি স্থান মুসলমানের করতলগত হয়। মেবারের রাজেতিহাস হইতে জানিতে পারি যে, রাজপুত-বীরগণ বিধর্ম্মীর হস্ত হইতে পবিত্র গয়াধাম রক্ষার্থ প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া ছিলেন। ভট্টকবিগণের আখ্যায়িকায় বুদ্ধগয়ার বিশেষ কোন প্রসঙ্গ না থাকিলেও সহজে অনুমান করা যাইতে পারে যে, মুসলমান-বিজয়ের পরবর্ত্তী ৬ শতাব্দ কাল বিধর্ম্মীর অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া এই স্থানবাসিগণ মহাবোধি-মন্দির ফেলিয়া পলায়ন করে এবং জলবায়ুর প্রভাব সহ্য করিতে না পারিয়া সেই প্রাচীন কীর্ত্তি সমুদায় ক্রমশঃই ধ্বংসাবশেষে পরিণত হইয়াছিল।

বুদ্ধগয়া হইতে যে সমস্ত ভাস্করশিল্প পাওয়া গিয়াছে, তাহার আলোচনা করিলে ভারতের শিল্পেতিহাসের একটী অপূর্ব্ব পরিচ্ছেদ বাড়িয়া যায়। অশোকের মহাবোধি-মন্দির ও প্রস্তর-প্রাচীর একটী অলৌকিক কীর্ত্তি। উক্ত মন্দির ও তৎসংক্রান্ত তোরণ-দ্বার, প্রাচীন মহাবোধি-সঙ্ঘারাম, চঙ্ক্রমণ চৈত্য, বোধিদ্রুম এবং প্রাঙ্গণমধ্যস্থ স্তূপ ও বিহার প্রভৃতি খণ্ডকীর্ত্তিসমূহ প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধিৎসুদিগকে নূতন আলোক প্রদান করিয়াছে।

১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মরাজ কর্ত্তৃক তিনজন কর্ম্মচারী মহাবোধি-মন্দির সংস্কারের জন্য ভারতে প্রেরিত হন। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহারা কর্ম্মক্ষেত্রে উপনীত হইয়া স্বকার্য্যসাধনে অক্ষম হইলে বাঙ্গালার ছোট লাট (Sir Asley Eden) প্রথমে বেগলার সাহেবকে (Mr. J. D. Beglar) তত্ত্বাবধারক নিযুক্ত করিয়া পাঠান। ইহাতেও বিশেষ তৃপ্ত না হইয়া তিনি পুনরায় রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রকে সেই কার্য্যপরিদর্শনের জন্য অনুরোধ করেন। তাঁহাদের উভয়ের উদ্যোগে এবং ব্রহ্মবাসীদিগের যত্নে বোধগয়ার সংস্কার সাধিত হইয়াছিল। বলিতে কি, সেই মহাবোধি-মন্দির উচ্চচূড়াবলম্বী হইয়া পুনরায় বৌদ্ধস্মৃতি জাগাইয়া তুলিয়াছে। কিন্তু এখনও তথাকার কতকগুলি সম্পত্তি কলিকাতায় যাদুঘরে সংরক্ষিত রহিয়াছে।

* Indian Antiquary, X. 341-346.

বোধঘনাচার্য্য (পুং) জনৈক উপাধ্যায়। ইনি বোধানন্দঘন ও অহোবলশাস্ত্রী নামে প্রসিদ্ধ।

বোধজ্ঞ (পুং) বোধং অভিপ্রায়ং জানাতীতি জ্ঞা-ক। ১ অভিপ্রায়বেত্তা, শ্রীকৃষ্ণ।

"সর্ব্বভাববিদাং শ্রেষ্ঠো বোধজ্ঞঃ কামশাস্ত্রবিদ্।
কামিনীং বোধয়ামাস বাসয়ামাস বক্ষসি ॥"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড ৫৩ অঃ)

বোধন (ক্লী) বুধ-ণিচ্-ল্যুট্। ১ গন্ধদীপন। (মেদিনী) ২ বেদন। ৩ বিজ্ঞাপন। ৪ উদ্দীপন।
"সময়েন তেন চিরসুপ্তমনোভববোধনং সমবোধিষত।" (মাঘ ৯।৩৪) 'মনোভবস্য কামস্য বোধনং উদ্দীপনং যস্মিন্' (মল্লিনাথ) ৫ জ্ঞান। (রঘু ৯।৪৯) ৬ চৈতন্যসম্পাদন। যথা—দুর্গাদেবীর বোধন। আশ্বিন মাসে অকালে রামচন্দ্র রাবণবধের জন্য ভগবতী দুর্গার বোধন করিয়াছিলেন। শাস্ত্রে বোধনের ব্যবস্থাদির বিষয় এইরূপ লিখিত আছে,—

"ইষে মাস্যসিতে পক্ষে কন্যারাশিগতে রবৌ।
নবম্যাং বোধয়েদ্দেবীং ক্রীড়াকৌতুকমঙ্গলৈঃ ॥"

অত্র কৃষ্ণাদিত্বাদিষে ইত্যপি গৌণাশ্বিনপরং' (তিথিতত্ত্ব) রবি কন্যারাশিতে যাইলে অর্থাৎ আশ্বিন মাসে কৃষ্ণপক্ষের নবমী তিথিতে দেবীর যথা বিধানে বোধন করিবে, এই স্থলে 'আশ্বিন' পদ গৌণাশ্বিন বুঝিতে হইবে। নবম্যাদি কল্পস্থলে প্রাতঃকালে কল্পারম্ভ হইয়া সায়ংকালে বিল্বতরুমূলে দেবীর বোধন হইবে। কৃষ্ণা-নবমী হইতে শুক্লাদশমী অর্থাৎ বিজয়াদশমী পর্য্যন্ত প্রতিদিন পূজা করিতে হয়। নবমী বোধন আশ্বিন মাসেই অভিহিত হইয়াছে। বচনান্তরে লিখিত আছে,

"আর্দ্রায়াং বোধয়েদ্দেবীং মূলেনৈব প্রবেশয়েৎ।
তিথিনক্ষত্রয়োর্যোগে দ্বয়োরেবানুপালনম্।
যোগাভাবে তিথিগ্রাহ্যা দেব্যাঃ পূজনকর্ম্মণি ॥
কৃষ্ণনবম্যামার্দ্রাযোগো বিধৌ মন্ত্রে চ জায়তে ॥'

লিঙ্গপুরাণ-মতে—
'কন্যায়াং কৃষ্ণপক্ষে তু পূজয়িত্বাদ্রভে দিবা।
নবম্যাং বোধয়েদ্দেবীং মহাবিভববিস্তরৈঃ ॥" (তিথিতত্ত্ব)

আর্দ্রানক্ষত্রে দেবীর বোধন করিতে হয়, ইহাতে বুঝিতে হইবে যে আর্দ্রানক্ষত্রযুক্ত নবমীই বোধনের প্রশস্ত দিন। কিন্তু প্রতি বৎসর গৌণাশ্বিন কৃষ্ণানবমীতে আর্দ্রাযোগ সম্ভবপর নহে, অর্থাৎ কোন বৎসর হইতেও পারে, নাও হইতে পারে, এরূপ স্থলে 'আর্দ্রায়াং বোধয়েৎ' ইহা কিরূপে সম্ভব হয়। ইহার মীমাংসা শাস্ত্রে এইরূপ আছে, নবমীতেই বোধন হইবে, তবে ঐ নবমীতে যদি আর্দ্রা নক্ষত্রের যোগ হয়, অতি উত্তম

এই মাত্র। নচেৎ আর্দ্রা নক্ষত্র ভিন্ন যে বোধন হইবে না, তাহা নহে।

'অকালে বোধন করিতে হয়' এখানে অকাল শব্দের অর্থ দেবতাদিগের রাত্রি, কারণ উত্তরায়ণ দেবতাদিগের দিন এবং দক্ষিণায়ণ রাত্রি। দেবতাদিগের রাত্রিতে কোন কার্য্য প্রশস্ত নহে। এই জন্য 'অকালে ব্রহ্মণা বোধঃ' এইরূপ উক্ত হইয়াছে। রাত্রিতে নিদ্রার কাল এইজন্য বোধন করিয়া পূজা করিতে হয়।

"অথৈতদ্দক্ষিণায়নং দেবানাং রাত্রিরিতি এবঞ্চ
রাত্রাবেব মহামায়া ব্রহ্মণা বোধিতা পুরা।
তথৈব চ নরাঃ কুর্য্যুঃ প্রতিসম্বৎসরং নৃপ ॥"

নবমীতিথি যদি উভয় দিনে পূর্ব্বাহ্ণে প্রাপ্ত হয়, এবং পর দিনের নক্ষত্র লাভ অর্থাৎ আর্দ্রানক্ষত্র হয়, তাহা হইলে পর দিনেই বোধন হইবে। যুগ্মাদর বলিয়া পূর্ব্বদিনে হইবে না এবং উভয়দিনেই পূর্ব্বাহ্ণলাভে এবং নক্ষত্রের যোগ যদি না হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বদিনে বোধন হইবে। কারণ এই স্থলে কেবল তিথিতেই বোধন হইবে, এবং তিথি-কৃত্য বলিয়া যুগ্মাদরই গ্রহণীয়। "উভয়দিনে পূর্ব্বাহ্ণে নবমী-লাভে পরমার্দ্রালাভে পরত্র বোধনং নতু যুগ্মাৎ পূর্ব্বত্র। যুগ্ম-বাধকপূর্ব্বাহ্ণস্য বাধকনক্ষত্রানুরোধাৎ দিবা নক্ষত্রালাভে তু পূর্ব্বাহ্ণ এব নবম্যাং উভয়ত্র পূর্ব্বাহ্ণলাভে পূর্ব্ব দিন এব যুগ্মাৎ। অত্র কেবলনবম্যাং বোধনবিধের্নক্ষত্রস্যাপি গুণফলত্বাচ্চ।"
(তিথিতত্ত্ব)

নবমীতেই কেবল প্রশস্ত। যদি নবমী দিনে বোধন না হয়, তাহা হইলে শুক্ল চান্দ্রাশ্বিন ষষ্ঠী তিথিতে সায়ংকালে বোধন করিয়া পরদিন সপ্তমীতে পূজা করিতে হইবে। ষষ্ঠীতে বোধন অসামর্থ্যপ্রযুক্তই উক্ত হইয়াছে। এখন কুলপ্রথা মত ষষ্ঠী বা নবমীতে বোধন হইয়া থাকে।

ষষ্ঠীতে বোধনস্থলে যদি পূর্ব্বদিনে সায়ংকালে ষষ্ঠী লাভ হয়, এবং পর দিন যদি সায়ংকাল প্রাপ্ত না হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বদিনে সায়ংকালে দেবীর বোধন এবং পর দিনে আমন্ত্রণ অধিবাস হইবে। যদি উভয় দিনই সায়ংকালে ষষ্ঠী লাভ হয়, তাহা হইলে পর দিনেই বোধন হইবে।

"যদা তু পূর্ব্বদিনে সায়ং ষষ্ঠীলাভঃ পরদিনে সায়ং বিনা ষষ্ঠীলাভঃ তদা পূর্ব্বেদ্যুর্বোধনং পরদিনে সায়মামন্ত্রণং, যদা তূভয়দিনে সায়ং ষষ্ঠ্যালাভস্তদা পরেহহনি পূর্ব্বাহ্ণে ষষ্ঠ্যাং বোধনং, বোধয়েদ্বিল্বশাখায়াং ষষ্ঠ্যাং দেবীং ফলেষু চ।
ষষ্ঠ্যাং বোধনেতু নক্ষত্রানুপদেশাৎ তদাদরঃ ॥" (তিথিতত্ত্ব)

বোধনে সকল স্থলে বিশেষ ফলকামী হইলে বোধন এই পদের উল্লেখ হইবে। দেবীর বোধনের মন্ত্র—

"ইষে মাস্যসিতে পক্ষে নবম্যাং চার্দ্রযোগতঃ।
শ্রীবৃক্ষে বোধয়ামি ত্বাং যাবৎ পূজাং করোম্যহং ॥
ঐং রাবণস্য বধার্থায় রামস্যানুগ্রহায় চ।
অকালে ব্রহ্মণা বোধো দেব্যাস্তয়ি কৃতঃ পুরা ॥" (পূজাপদ্ধতি)

কালিকাপুরাণে লিখিত আছে, নবমীতে বোধন অষ্টাদশ-ভুজার এবং ষষ্ঠীতে বোধন দশভুজার ইহা সঙ্গত নহে, দশ-ভুজারই ষষ্ঠী এবং নবমী উভয় তিথিতেই বোধন হইয়া থাকে। ইহা শাস্ত্র ও লোকাচারে প্রসিদ্ধ। শরৎকালে দশভুজা দুর্গা দেবীর বোধন উক্ত হইয়াছে, এই জন্য উহার নাম 'শারদা' হইয়াছে। অতএব শারদা দশভুজা দুর্গার ষষ্ঠী ও নবমী তিথিতে বোধন হইবে।

বোধনী (স্ত্রী) বুধ ভাবে ল্যুট্, ঙীষ্। ১ বোধ। বোধ্যতে-নয়া বুধ-ণিচ্ করণে ল্যুট্, অনয়াহি মূর্চ্ছিতা বোধ্যতে ইত্যেতস্য তথাত্বং। ২ পিপ্পলী। (মেদিনী)
বুধ্যতেঽস্যাং বুধ অধিকরণে ল্যুট্ স্ত্রিয়াং ঙীষ্। ৩ উত্থানৈকা-দশী। কার্ত্তিক মাসের শুক্লা একাদশী—এই দিন ভগবান্ বিষ্ণু জাগরিত হন, এই জন্য ইহার নাম বোধনী, এই দিন অতি পুণ্য দিন, ইহাতে স্নানদানাদি করিলে অনন্ত ফললাভ হয়;

"শয়নী বোধনী মধ্যে যা কৃষ্ণৈকাদশী ভবেৎ।
সৈবোপোষ্যা গৃহস্থেন নান্যা কৃষ্ণা কদাচন ॥" (তিথিতত্ত্ব)

বোধনীয় (ত্রি) বুধ্ কর্ম্মণি অনীয়র্। ১ বোধ্য, বোধযোগ্য, বোধিতব্য।

বোধপৃথ্বীধর (পুং) জনৈক বৈদান্তিক।

বোধয়িতৃ (ত্রি) বুধ-ণিচ্-তৃচ্। যিনি জ্ঞানমার্গ উন্মোচন করিয়া দেন, গুরু। ২ বৈতালিক, যে ঘুম ভাঙ্গাইয়া দেয়।

বোধয়িষু (ত্রি) নিদ্রা ভাঙ্গিতে ইচ্ছুক।

বোধরায়াচার্য্য (পুং) মাধ্ব সম্প্রদায়ের প্রধান গুরু। সত্য-বীরতীর্থ নামে প্রসিদ্ধ।

বোধবাসর (পুং) বোধস্য ভাবতো মায়ানিদ্রায়া প্রবোধস্য বাসরঃ। ভগবান্ বিষ্ণুর প্রবোধ দিন। বিষ্ণু যে দিন প্রবুদ্ধ হন, উত্থানৈকাদশী। হরিভক্তিবিলাসে লিখিত আছে:— বৈষ্ণব যাবজ্জীবন ধরিয়া যে কোন পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করুক না কেন, যদি বোধবাসর অর্থাৎ উত্থান একাদশী না করে, তাহা হইলে তৎকৃত সকল পুণ্য নিষ্ফল হয়।

"জন্মপ্রভৃতি যৎ পুণ্যং নরেণোপার্জ্জিতং ভুবি।
বৃথা ভবতি তৎ সর্ব্বং ন কৃত্বা বোধবাসরম্ ॥"
(হরিভক্তিবিলাস)

বোধাত্মন্ (পুং) জৈন মতে জ্ঞান ও প্রজ্ঞাযুক্ত আত্মা।

বোধান (পুং) বুধ্যতে ইতি বুধ-আনচ্। ১ গীষ্পতি। ২ বিজ্ঞ। ৩ বুধভেদ। (শব্দরত্না°)

বোধানন্দঘন (পুং) আচার্য্যভেদ।

বোধায়ন, ব্রহ্মসূত্রবৃত্তিপ্রণেতা। রামানুজ তাঁহার শ্রীভাষ্যে ইহাঁর নামোল্লেখ করিয়াছেন। ইহার রচিত ভগবদগীতা ও দশখানি উপনিষদের টীকা আছে বলিয়া প্রবাদ আছে।

বোধারণ্যযতি (পুং) তত্ত্বকৌমুদীব্যাখ্যানপ্রণেতা, ভারতী যতির গুরু।

বোধি (পুং) বুধ-(সর্ব্বধাতুভ্য ইন্। উণ্ ৪।১১৭) ইতি ইন্। ১ সমাধিভেদ। ২ পিপ্পল বৃক্ষ। (মেদিনী) পর্য্যায়—"পিপ্পলোবোধিরশ্বত্থশ্চৈত্যবৃক্ষো গজাসনঃ।"(বৈদ্যক রত্নমালা) ৩ বোধ। (ত্রিকা°) (ত্রি) ৪ জ্ঞাতা। (উজ্জ্বল)

বোধিত (ত্রি) বুধ-ণিচ্-ক্ত। জ্ঞাপিত।
"রাত্রাবেব মহামায়া ব্রাহ্মণা বোধিতা পুরা।" (তিথিতত্ত্ব)

বোধিতরু (পুং) বোধিরেব তরুঃ। অশ্বত্থবৃক্ষ। (হেম)

বোধিতব্য (ত্রি) বুধ-ণিচ্-তব্য। জ্ঞাপিতব্য।

বোধিদ (পুং) অর্হৎভেদ। (হেম)

বোধিদ্রুম (পুং) বোধিরেব দ্রুমঃ। বোধিবৃক্ষ, অশ্বত্থবৃক্ষ। বুদ্ধদেব এই দ্রুমমূলে বোধ অর্থাৎ জ্ঞান লাভ করেন। [বোধগয়া দেখ।]

বোধিধর্ম্ম (পুং) জনৈক বৌদ্ধধর্ম্মাচার্য্য। ইহার পূর্ব্বনাম বোধিধন।

বোধিন্ (ত্রি) জ্ঞাত। প্রবুদ্ধ।

বোধিভদ্র (পুং) জনৈক বৌদ্ধাচার্য্য।

বোধিমণ্ড (পুং) বোধিদ্রুমমূলে যে বজ্রাসনে বসিয়া শাক্যমুনি জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন, পৃথিবী হইতে উত্থিত সেই আসনের নাম।

বোধিমণ্ডল (স্ত্রী) যে আসনে বসিয়া শাক্যসিংহ সম্বোধি লাভ করেন।

বোধিসঙ্ঘারাম, বৌদ্ধ সঙ্ঘারামভেদ। [বোধগয়া দেখ।]

বোধিসত্ত্ব (স্ত্রী) বোধি-বোধবৎ সত্ত্বং। বুদ্ধ বিশেষ।
"দয়ালুর্বোধিসত্ত্বাংশঃ কোঽন্যো জীমূতবাহনাৎ।
শক্নুয়াদধিসাৎ কর্ত্তু মপি কল্পদ্রুমং কৃতী॥"
(কথাসরিৎসা° ২২।৩৫)

বোধিসিদ্ধি, সহস্রাখ্য নামক বেদান্তগ্রন্থ রচয়িতা।

বোধেন্দ্র, আত্মবোধটীকা ভাবপ্রকাশিকা, নামরসায়ন, নামরসোদয় ও হরিহরভেদধিক্কার প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থপ্রণেতা।

বোধেয় (পুং) ধর্ম্মসম্প্রদায় বিশেষ।

বোধ্য (ত্রি) বুধ-ণ্যৎ। বোধযোগ্য, বোধনীয়।

বোনা (দেশজ) বপন। পশমের মোজা প্রভৃতির গ্রন্থন।

বোনাই (দেশজ) ভগিনীপতি।

বোনাল (দেশজ) বনযুক্ত। অরণ্য সন্নিকটস্থ স্থান।

বোবা (দেশজ) মূক, যাহারা কথা কহিতে পারে না।

বোয়াল (দেশজ) মৎস্যবিশেষ। (Silurus Pelorius)

বোর (দেশজ) ১ ধান্যবিশেষ। ২ কাঠের গুঁড়া। ৩ কোমরের অলঙ্কারভেদ।

বোরা (দেশজ) থলে।

বোরাবন্দি (পারসী) থলিয়াজাত করণ। থলে পুরিয়া পাঁট্‌রি বন্ধন।

বোরো (দেশজ) এক প্রকার ধান্য। সাধারণতঃ এই দেশে তিন প্রকার ধান্য বপন করা হয়, আউস্, আমন ও বোরো। এই তিন প্রকার ধানের মধ্যে আউস্ ও বোরোধান প্রায় ভদ্রলোকে ব্যবহার করে না। [ধান্য দেখ।]

বোল (দেশজ) ১ মুখোচ্চারিত শব্দ বা বাক্য। ২ মৃত্তিকাবিশেষ। ইহার প্রলেপ দ্বারা মৃৎপাত্রের চাক্‌চিক্য সম্পাদন করা হয়। ৩ রঙ করিবার জন্য প্রস্তুত মদিরাবিশেষ। ৪ বউল শব্দজ, আম্রাদির মুকুল। ৫ আনদ্ধ যন্ত্রাদি বাদনের সাঙ্কেতিক শব্দবিন্যাস।

বোলক (দেশজ) যে মুখে বলিয়া যায়। কথক।

বোলচাল (দেশজ) কথাবার্ত্তা। যে কথায় কথায় সামাজিক উচ্চ শ্রেণীর রীতিনীতি প্রকাশ করে।

বোলতা (দেশজ) মক্ষিকাজাতীয় কীট বিশেষ (wasp)। পর্য্যায় বরট, বরল।

বোলস (দেশজ) বৃক্ষ বিশেষ। (Juglans Pterococca)

বোলা (দেশজ) বাক্যমালা, বক্তৃতা।

বোলী (দেশজ) বাক্য। কথা। ব্রজবুলিতে বাক্যের অপভ্রংশে বোল বা বোলি শব্দের প্রভূত প্রয়োগ আছে।

বোল্লা (দেশজ) বোল্‌তা।

বোহারা (দেশজ) ধান্যবিশেষ।

বৌ (দেশজ) বধূশব্দে অপভ্রংশ।

বৌগুনা (দেশজ) পিত্তলনির্ম্মিত পাত্রভেদ। বোগ্‌নো। এইদেশে বিধবা স্ত্রীরা পাকাদি কার্য্যে এই পাত্র ব্যবহার করে।

বৌদ্ধ (স্ত্রী) বুদ্ধেন প্রণীতং বুদ্ধ-অণ্। বুদ্ধকৃত নিরীশ্বর শাস্ত্র। মৎস্যপুরাণে লিখিত আছে, বৃহস্পতি এই শাস্ত্রের প্রবর্ত্তক। (মৎস্যপু° ২৪ অ°) বুদ্ধশাস্ত্র। বুদ্ধশাস্ত্রং বেত্তি অধীতে বা অণ্। (ত্রি) ২ বুদ্ধশাস্ত্রাধ্যায়ী। ৩ বুদ্ধশাস্ত্রবেত্তা। পর্য্যায় ভিক্ষু, ক্ষপণ, অহীক, বৈনাসিক। (ত্রিকাণ্ড) ৪ বুদ্ধসম্বন্ধিবস্তু। ৫ বুদ্ধমতাবলম্বী ধর্ম্মসম্প্রদায়। [ইঁহাদের বিস্তৃত বিবরণ অন্তঃস্থ বএ বৌদ্ধ শব্দে দ্রষ্টব্য।]

বৌধ (পুং) বুধস্যাপত্যং পুমান্ বুধ-অণ্। বুধের পুত্র, পুরূরবস্। (হেম)

বৌধভারতী, সাংখ্যবাচস্পতিব্যাখ্যাপ্রণেতা।

বৌধায়ন (পুং) আঙ্গিরস ভিন্ন বোধঋষির গোত্রাপত্য। ২ একজন ঋষি। ইনি শ্রৌতসূত্র, গৃহ্যসূত্র ও ধর্ম্মসূত্র সমুদায় রচনা করেন।

বৌধি (পুং) বোধ-যঞ্। আঙ্গিরস ভিন্ন বোধের গোত্রাপত্য।

বৌধ্য (পুং) বোধ-যঞ্। আঙ্গিরস গোত্রাপত্য। মহাভারত-শান্তিপর্ব্বে বৌধ্যগীতা অর্থাৎ বৌধ্যের উপদেশ আছে, তাহার স্থূলতাৎপর্য্য এইরূপ:—একদা যযাতি বৌধ্যকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আপনি কাহার উপদেশে শান্তিলাভ করিয়াছেন। তাহাতে বৌধ্য বলেন, আমি পিঙ্গলা বেশ্যা, ক্রৌঞ্চ, সর্প, ভ্রমর, শরনির্ম্মাতা ও কুমারী এই ছয় জনের উপদেশে শান্তি লাভ করিয়াছি। ইহাদের নিকট এই সকল উপদেশ পাইয়াছি। আশা সর্ব্বাপেক্ষা বলবতী, আশা বিনাশ করিতে পারিলেই পরমসুখ লাভ হয়। পিঙ্গলা আশাকে পরাস্ত করিয়া পরমসুখে শয়ন করিয়াছিল। নিরামিষ ব্যক্তিরা ক্রৌঞ্চকে আমিষ গ্রহণ করিতে অবলোকন করিলেই তৎক্ষণাৎ বিনাশ করে দেখিয়া একটী ক্রৌঞ্চ আমিষ পরিত্যাগ করিয়া পরমসুখ লাভ করিয়াছিল। স্বয়ং গৃহ নির্ম্মাণ করা কখনই সুখের হেতু নহে। সর্প পরনির্ম্মিত গৃহের মধ্যে পরম সুখে বাস করে। তপোধনগণ ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া ভৃঙ্গের ন্যায় পর্য্যটন করিয়া নিরুপদ্রবে সুখে জীবিকা নির্ব্বাহ করে। এক শর-নির্ম্মাতা শর নির্ম্মাণে এরূপ একাগ্রচিত্ত হইয়াছিল যে, রাজা তাহার সম্মুখে আসিলেও সে কিছুমাত্র অবগত হইতে সমর্থ হয় নাই। একদা এক কুমারী প্রচ্ছন্নভাবে কএকজন অতিথিভোজন করাইবার বাসনায় উদূখল মুষলদ্বারা তণ্ডুল প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিলে তাহার প্রকোষ্ঠস্থিত শঙ্খ সমুদায় বারংবার শব্দায়মান হইতে লাগিল, তখন সে বুঝিল অনেকে একত্র অবস্থান করিলেই কলহ হয়, এই জন্য ক্রমে শঙ্খ সকল চূর্ণ করিয়া একমাত্র অবশিষ্ট রাখিল। অতএব একাকী বিচরণ করিলে কাহারও সহিত বিবাদ হইবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই। ইহাই বৌধ্যের উপদেশের স্থূল-তাৎপর্য্য। (ভারত-শান্তিপ° ১৭৮-অ°)

বোধো দেশভেদোঽভিজনোঽস্য শাণ্ডিকাদিত্বাৎ ঞ্য। (ত্রি) ২ পিত্রাদিক্রমে তদ্দেশবাসী।

বৌভুক্ষ (ত্রি) ১ দরিদ্র। ২ অনাহারাবসন্নদর্শন ব্যক্তি। ৩ কৃশ। ৪ ক্ষুধিত।

বৌহার (দেশজ) গুল্ম বিশেষ (Cordia latifolia)

ব্যাঁক (দেশজ) বঙ্ক শব্দজ। পথ বা নদীর বাঁক অর্থাৎ গতি প্রত্যাবর্ত্তন স্থান। রেখাদির বক্রতা।

ব্যাঁকা (দেশজ) বক্র। যাহা সোজা নহে, ঘুরান।

ব্যাঙ্ (দেশজ) ভেক।

ব্রততি (স্ত্রী) ব্রজন্তী ততির্বিস্তৃতির্যস্যাঃ পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ বা প্রতনোতীতি তন—বিস্তরে (ক্তিচ্‌ক্তৌ চ সংজ্ঞায়াং। পা ৩৩।১৭৪) ইতি ক্তিচ্ পৃষোদরাদিত্বাৎ পস্য ব। ১ লতা। ২ বিস্তার। (অমর)

ব্রধ্ন (পুং) বন্ধ বন্ধনে (বন্ধে ব্রধিবুধীচ। উণ্ ৩৫) ইতি নক্ ব্রধাদেশশ্চ। ১ সূর্য্য। "যুঞ্জন্তি ব্রধ্নমরুষং চরন্তং পরিতস্থুষঃ" (ঋক্ ১।৬।১) ২ বৃক্ষমূল। ৩ অর্কবৃক্ষ। ৪ শিব। (হেম) ৫ দিন। ৬ অশ্ব। (নিঘণ্টু) ৭ চতুর্দ্দশ মনু ভৌত্যের পুত্রভেদ।

"গুরুর্গভীরোব্রধ্নশ্চ ভরতোঽনুগ্রহস্তথা।
তেজস্বী সুবলশ্চৈব ভৌত্যস্যৈতে মনোঃ সুতাঃ ॥"
(মার্ক°পু° ১০০।৩২)

৮ রোগবিশেষ।। ইহার লক্ষণ—

"যস্য বায়ুঃ প্রকুপিতঃ শোকশূলকরশ্চরন্।
বঙ্ক্ষণাৎ বৃষণৌ যাতি ব্রধ্নস্তস্যোপজায়তে ॥" (চরক ১৮ অ°)

ব্রহ্ম (ব্রহ্মন্ দেখ।)

ব্রহ্মকন্যকা (স্ত্রী) ব্রহ্মণঃ কন্যকা সুতা। ১ সরস্বতী (ত্রিকা°) ২ ব্রাহ্মী। (রাজনি°)

ব্রহ্মকর (পুং) ব্রাহ্মণ বা গুরু পুরোহিতকে দেয় অর্থ।

ব্রহ্মকর্ম্মন্ (ক্লী) ব্রহ্মবিহিতং কর্ম্ম। ১ বেদবিহিত কর্ম্ম। (ত্রি) ২ ঈশ্বরার্পিত কর্ম্মফল।

ব্রহ্মকর্ম্মপ্রকাশক (পুং) গোপালের নামান্তর। শ্রীকৃষ্ণ।

ব্রহ্মকর্ম্মসমাধি (পুং) ব্রহ্মণ্যেব কর্ম্মাত্মকে সমাধিশ্চিত্তৈকাগ্রং যস্য বা ব্রহ্মণি কর্ম্মণাং সমাধিঃ। সকল কর্ম্মের কর্ত্রাদ্যঙ্গজাতের ব্রহ্মরূপে চিন্তন।

"ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা ॥" (গীতা ৪।২৪)

যাঁহার জ্ঞানের বিকাশ হয়, তিনি ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পান না। তাঁহার নিকট এই জগৎ এক ব্রহ্মময় বলিয়াই বিবেচিত হয়। যে প্রক্রিয়া দ্বারা হোম করিতে হয়, তাহা তিনি দেখিতে পান না, কেবল তিনি ব্রহ্মের সত্তাই অনুভব করিয়া থাকেন। ব্রহ্ম ও আত্মার একত্বদর্শী যোগিগণ ব্রহ্মাগ্নিতেই আপনাকে আহুতি প্রদান করেন, অর্থাৎ পরব্রহ্মে সমাধি করিয়া জীবাত্মার লয় করিয়া থাকেন।

ব্রহ্মকলা (স্ত্রী) দাক্ষায়ণী। ইনি সকল মনুষ্যের হৃদয়ে বিদ্যমান আছেন বলিয়া তাঁহার এই নাম হইয়াছে।

ব্রহ্মকল্প (ত্রি) ১ ব্রহ্মসদৃশ। ২ ব্রহ্মের স্থিতিকাল।

ব্রহ্মকাণ্ড (ক্লী) বেদের যে অংশে পরব্রহ্মজ্ঞান প্রকাশিত হইয়াছে। আধ্যাত্মিকজ্ঞানকাণ্ড। ইহা কর্ম্মকাণ্ডের বিপরীত।

ব্রহ্মকায় (পুং) দেবতা বিশেষ।

ব্রহ্মকায়িক (ত্রি) ব্রহ্মকায় নামক দেব সম্বন্ধীয়।

ব্রহ্মকার (ত্রি) অন্নকর্ত্তা। "নরঃস্তবন্তো ব্রহ্মকারাঃ" (ঋক্ ৬।২৯।৪) 'ব্রহ্মণোঽন্নস্ত হবির্লক্ষণস্ত কর্ত্তারঃ' (সায়ণ)

ব্রহ্মকাষ্ঠ (ক্লী) তূলকাষ্ঠ। (রাজনি॰)

ব্রহ্মকিল্বিষ (ক্লী) ব্রাহ্মণের বিরুদ্ধকারীর যে পাপ।

ব্রহ্মকুণ্ড (ক্লী) ব্রহ্মণা নির্ম্মিতং কুণ্ডং সরোবরম্। ব্রহ্মা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত কামরূপস্থ সরোবর। কালিকাপুরাণে লিখিত আছে, পাণ্ডুনাথের উত্তরে ব্রহ্মকুণ্ড নামে সরোবর, ইহা পূর্ব্বে ব্রহ্মা স্বর্গবাসিদিগের স্নানের নিমিত্ত নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ইহার দীর্ঘতা একশত ব্যাম এবং বিস্তার তাহার অর্দ্ধ। এই সরোবর সকল পাপহর, পবিত্র এবং দেবলোক হইতে আগত। এই সরোবরে নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া স্নান করিতে হয়—

"কমণ্ডলুসমুদ্ভূত ব্রহ্মকুণ্ডামৃতস্রব।
হর মে সর্ব্বপাপানি পুণ্যং স্বর্গঞ্চ সাধয় ॥"

এই মন্ত্রে স্নান করিয়া ব্রহ্মকূট পর্ব্বতে আরোহণ পূর্ব্বক উমাপতির পূজা করিলে মুক্তি হয়। (কালিকাপু॰ ৮১ অঃ)

ব্রহ্মকুশা (স্ত্রী) অজমোদা, চলিত রাঙ্কুনী। (ভাবপ্র॰)

ব্রহ্মকূট (পুং) ব্রহ্মা কূটে শিখরে যস্য। পর্ব্বত বিশেষ।

"ব্রহ্মকূটে জলে স্নাত্বা পূজয়িত্বা উমাপতিং।
ব্রহ্মকূটং সমারুহ্য মুক্তিমেবাপ্নুয়ান্নরঃ ॥"(কালিকাপু॰ ৮১অ॰)

ব্রহ্মকূর্চ্চ (ক্লী) ব্রহ্মণো ব্রাহ্মণস্য কূর্চ্চমিব। ব্রতবিশেষ।

"রজস্বলে তু যে নার্য্যাবন্যোন্যং স্পৃশতো যদি।
সবর্ণে পঞ্চগব্যন্ত ব্রহ্মকূর্চ্চমতঃ পরম্ ॥" (বৃদ্ধশাতাতপ)

পঞ্চগব্য পান করিয়া একদিন উপবাস করিলে এই ব্রত হয়। এই ব্রত রজস্বলা স্ত্রী স্পর্শেও করা যায়।

'অহোরাত্রোষিতো ভূত্বা পৌর্ণমাস্যাং বিশেষতঃ।
পঞ্চগব্যং পিবেৎ প্রাতর্ব্রহ্মকূর্চ্চবিধিঃ স্মৃতঃ ॥"

(প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব)

ব্রহ্মপুরাণে লিখিত আছে—চতুর্দ্দশী, অমাবস্যা বা পূর্ণিমা তিথিতে পঞ্চগব্য বা হবিষ্যান্ন ভোজন করিলে এই ব্রত হয়। পৌর্ণমাসীতে এই ব্রত করিলে সকল পাপ ক্ষয় হয়। যিনি প্রতিমাসে দুইবার এই ব্রত করেন, তাঁহার উত্তমা গতি লাভ হয়। ইহাকে পঞ্চগব্য পানরূপ ব্রতও বলা যায়। ২ কুশোদক সহিত পঞ্চগব্য।

"পঞ্চগব্যেন দেবেশং যঃ স্নাপয়তি ভক্তিতঃ।
ব্রহ্মকূর্চ্চবিধানেন বিষ্ণুলোকে মহীয়তে ॥"
"ব্রহ্মকূর্চ্চবিধানেন কুশোদকযুক্তেন" (দেবপ্রতিষ্ঠাতত্ত্ব)

ব্রহ্মকৃৎ (ত্রি) ব্রহ্ম তপঃকরোতীতি কৃ-ক্বিপ্। ১ তাপস, তপস্যাকারী। ২ স্তোত্রকারী, যিনি কায়মনোবাক্যে পূজা ও ভজনা করেন। (পুং) ৩ বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।৮৪) ৪ শিব। (ভারত ১৩।১৩২) ৫ ইন্দ্র।

ব্রহ্মকৃত (ত্রি) ব্রহ্মণা কৃতঃ। ব্রহ্মা কর্ত্তৃক কৃত।

ব্রহ্মকৃতি (স্ত্রী) ক্রিয়মাণব্রহ্মস্তোত্র। (ঋক্ ৭।২৮।৫)

ব্রহ্মকোশ (পুং) ব্রহ্মার রত্নভাণ্ডার। ব্রহ্মতত্ত্বাশ্রিত পবিত্র শব্দ বা গ্রন্থ।

ব্রহ্মকোশী (স্ত্রী) ব্রহ্মণঃ কোশীব। অজমোদা। (রাজনি॰)

ব্রহ্মক্ষত্র, ১ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ে উৎপন্ন জাতি বিশেষ। ২ ব্রহ্মতেজা ক্ষত্রিয়।

"ব্রহ্মক্ষত্রস্য যো যোনির্বংশো রাজর্ষিসৎকৃতঃ।"(বিষ্ণুপু॰ ৪।২১।৪)

শ্রীধরস্বামী তট্টীকায় এই ক্ষত্রিয় জাতি সম্বন্ধে এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—'ব্রহ্মণঃ ব্রাহ্মণস্য ক্ষত্রস্য ক্ষত্রিয়স্য চ যোনিঃ কারণং ক্ষত্রিয়েষ্বেব কৈশ্চিত্তপোবিশেষাৎ ব্রাহ্মণ্যং লব্ধমিতি'। দাক্ষিণাত্যে এই ব্রহ্মক্ষত্রগণ এখনও কায়স্থের ন্যায় আচার-সম্পন্ন অথবা কায়স্থ বলিয়া গণ্য। [কুলীন দেখ]

৩ ব্রহ্মজ্ঞান ও ক্ষত্রবীর্য্যশালী। প্রজাপতি দক্ষ ব্রহ্মতেজ ও ক্ষত্রিয় বীর্য্যে পূর্ণ হইয়া ব্রহ্মাধিষ্ঠিত প্রদেশে তপস্যার্থ গমন করিয়াছিলেন।

"দক্ষো দত্ত্বাঽথ তাঃ কন্যাঃ ব্রহ্মক্ষত্রং প্রপদ্য চ।
ব্রহ্মণাঽধ্যুষিতং পুণ্যং সমাহিতমনা মুনিঃ ॥" (হরিবংশ ১১২)

ব্রহ্মক্ষেত্র (ক্লী) ব্রহ্মার অধিষ্ঠানস্থান মানবদেহ যতিগণ কর্ত্তৃক ব্রহ্মক্ষেত্র নামে উক্ত হইয়াছে।

"ব্রাহ্মণা স্তোত্রসংসিদ্ধা জনিত্রে প্রথমে পদে।
ব্রাহ্মণাঽধ্যুষিতত্বাচ্চ ব্রহ্মক্ষেত্রমিহোচ্যতে ॥" (হরিবংশ)

২ বেদমন্ত্রপারগ ব্রাহ্মণ-অধিবসিত পুণ্যস্থান।

ব্রহ্মগন্ধ (পুং) ব্রহ্মের বিকাশ বা জ্ঞানরূপ সৌগন্ধ।

ব্রহ্মগয়া, গয়া তীর্থ। [গয়া দেখ।]

ব্রহ্মগর্ভ (পু॰)) একজন স্মৃতিশাস্ত্র প্রণেতা। (স্ত্রী) ব্রহ্মেব গর্ভো যস্যাঃ। আদিত্যভক্তা। (Polanisia Icosandra)(রাজনি॰)

ব্রহ্মগবী (স্ত্রী) ব্রাহ্মণের অধিকৃত গাভী।

ব্রহ্মগায়ত্রী (স্ত্রী) গায়ত্রী মন্ত্রবিশেষ।

ব্রহ্মগার্গ্য (পুং) ঋষিভেদ। (হরিব॰ ১৫৯ অ॰)

ব্রহ্মগিরি (পুং) ব্রহ্মণো গিরিঃ পর্ব্বতঃ। ব্রহ্মশৈল। এই পর্ব্বত নীলকূট নামক কামাখ্যানিলয়ের পূর্ব্বদিকে অবস্থিত।

"ততস্তু নীলকূটাখ্যং কামাখ্যানিলয়ং পরম্।
তৎপূর্ব্বভাগে বসতি ব্রহ্মা ব্রহ্মগিরিং পুনঃ॥"
(কালিকাপু° ৮১ অ°)

ব্রহ্মগিরি, মাক্রাজ প্রেসিডেন্সীর মলবার জেলার অন্তর্গত একটী গিরিশ্রেণী। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ইহার উচ্চতা প্রায় ৪৫০০ ফিট। দাবসীবেট্টা নামক ইহার সর্ব্বোচ্চ শিখর ৫২৭৬ ফিট উচ্চ। অক্ষা° ১১°৫৬´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৬° ২´ পূঃ। ইহার চারি পার্শ্ব বনজঙ্গলে পূর্ণ। এই বনাস্তরাল হইতে কাবেরী নদীর পাপনাশিনী, বলরপত্তন ও লক্ষ্মণ তীর্থ নামক শাখাত্রয় পূর্ব্বাভিমুখে এবং বড়পোলে নামক নদী উত্তর-পশ্চিমে ঘুরিয়া পেরাম্বাড়ি গিরিসঙ্কট অতিক্রমপূর্ব্বক সমুদ্রে আসিয়া পড়িয়াছে।

ব্রহ্মগীতা (স্ত্রী) ব্রহ্মণঃ গীতা ৬তৎ। মহাভারতের অনুশাসন পর্ব্বে ব্রহ্মকর্ত্তৃক কথিত অনুশাসন রূপ গাথা।

"দমস্বাধ্যায়নিরতাঃ সর্ব্বান্ কামানবাপ্স্যথ।
যচ্চৈব মানুষে লোকে যচ্চ দেবেষু কিঞ্চন॥
সর্ব্বং তু তপসা সাধ্যং জ্ঞানেন নিয়মেন চ।
ইত্যেবং ব্রহ্মগীতাস্তে সমাখ্যাতা মযাঽনঘ॥"

(ভারত অনুশাসনপ° ৩৫অ°) ২ শিবপুরাণের অন্তর্গত জ্ঞানখণ্ডের ৬ হইতে ৯ অধ্যায় পর্য্যন্ত, যে বিভাগে বেদান্ত ও যোগশাস্ত্রের অবতারণা হইয়াছে।

ব্রহ্মগীতিকা (স্ত্রী) ব্রহ্মার স্তুতি বা গীত।

ব্রহ্মগুপ্ত (পুং) ১ বিদ্যাধর-ভীম পত্নীর গর্ভে ব্রহ্মার ঔরস জাত পুত্রভেদ। (কথাসরিৎসা ৪৬।৬১) ২ জনৈক জ্যোতির্বিদ্, অনুমান ৫৯৮ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার রচিত ব্রহ্মসিদ্ধান্ত পাওয়া যায়। ৩ ভক্ত সম্প্রদায়ের জনৈক গুরু।

ব্রহ্মগুপ্তীয় (পুং) ব্রহ্মগুপ্তবংশোদ্ভব রাজপুত্র।

ব্রহ্মগোল (পুং) ভূমণ্ডল। জগৎ। পৃথিবী।

ব্রহ্মগৌরব (ক্লী) ব্রহ্মমহিমসূচক অস্ত্রাদি। ব্রহ্মাস্ত্রের গুণ। (ভট্টি ৯।৭৬)

ব্রহ্মগ্রন্থি (পুং) যজ্ঞোপবীতের গ্রন্থিভেদ। যজ্ঞোপবীত গ্রন্থি দিয়া ধারণ করিতে হয়।

ব্রহ্মগ্রহ (পুং) ব্রহ্মরাক্ষস। যিনি পরমপবিত্র বস্তু পাইতে ইচ্ছুক।

ব্রহ্মগ্রাহিন্ (ত্রি) পবিত্র পরমপদার্থ বা ব্রহ্মার্থলাভের উপযুক্ত। (কৌশিকোপনিষৎ ১।১)

ব্রহ্মঘাতক (পুং) ব্রাহ্মণং বিপ্রং হন্তি হন-ণ্বুল্। ব্রহ্মহত্যাকারক (ত্রি) ব্যাসোক্ত পরিভাষিক পাপভেদযুক্ত।

"পঙ্‌ক্তিভেদী বৃথাপাকী নিত্যং ব্রাহ্মণনিন্দকঃ।
আদেশী বেদবিক্রেতা পঞ্চৈতে ব্রহ্মঘাতকাঃ। (ব্যাস)

পঙ্‌ক্তিভেদী প্রভৃতি পঞ্চপাপী ব্রহ্মঘাতক নামে অভিহিত হয়। দ্বাদশীতিথিতে পূতিকা ভক্ষণ করিলে ব্রহ্মঘাতক হয়, অর্থাৎ তত্তুল্য পাপভাগী হইতে হয়। "পূতিকা ব্রহ্মঘাতিকা" (তিথিতত্ত্ব)

ব্রহ্মঘাতিন্ (ত্রি) ব্রহ্ম-হন্-ণিনি। ব্রাহ্মণহত্যাকারী। ভৃগুমুনির নামান্তর। (স্ত্রী) দ্বিতীয় দিবসীয় রজস্বলা স্ত্রী

ব্রহ্মঘোষ (পুং) বেদধ্বনি। (ভারত ৩।২৬।২)

ব্রহ্মঘ্ন (ত্রি) ব্রহ্মাণং ব্রাহ্মণং হন্তি হন-ক। ব্রহ্মহত্যাকারক।

"ব্রহ্মঘ্নমপি চণ্ডালং কঃ পতন্তং পুনীমহে।" (মলমাসত°)

স্ত্রিয়াং ঙীষ্। ২ গৃহকন্যা। ৩ ব্রহ্মঘাতিনী।

ব্রহ্মচক্র (ক্লী) ব্রহ্মনির্ম্মিতং চক্রং। কার্য্যকারণাত্মক সংসাররূপ চক্র। জীবগণ এই সংসার চক্রে নিয়ত নিষ্পেষিত হইতেছে, এইজন্য ইহাকে ব্রহ্মচক্র কহে। "সর্ব্বাজীবে সর্ব্বসংস্থে বৃহন্তে অস্মিন্ হংসো ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রে" (শ্বেতাশ্বতরোপনি°)

ব্রহ্মচর্য্য (ক্লী) ব্রহ্মণে বেদার্থং চর্য্যং আচরণীয়ং। আশ্রম বিশেষ। ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এই চারিটী আশ্রম। আশ্রম ধর্ম্মের মধ্যে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমই শ্রেষ্ঠ। ২ অষ্টাঙ্গ-মৈথুননিবৃত্তি।

"স্মরণং কীর্ত্তনং কেলিঃ প্রেক্ষণং গুহ্যভাষণম্।
সংকল্পোঽধ্যবসায়শ্চ ক্রিয়ানির্ব্বৃত্তিরেব চ।
এতন্মৈথুনমষ্টাঙ্গং প্রবদন্তি মনীষিণঃ॥ (ভারবিটীকা মল্লি° ১০)

স্মরণ, কীর্ত্তন, কেলি, প্রেক্ষণ, গুহ্যভাষণ, সংকল্প, অধ্যবসায় ও ক্রিয়ানিবৃত্তি এই আট প্রকার মৈথুন। এই অষ্টাঙ্গ মৈথুন-নিবৃত্তিই ব্রহ্মচর্য্য। ইহা স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই সাধারণতঃ জানিতে হইবে।

"মৃতে ভর্ত্তরি সাধ্বী স্ত্রী ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা।
স্বর্গং গচ্ছত্যপুত্রাপি যথা তে ব্রহ্মচারিণঃ॥" (মনু ৫।১৬০)
'ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা অকৃতপুরুষান্তরমৈথুনা' (কুল্লূক)

৩ যমভেদ। পাতঞ্জলদর্শনে লিখিত আছে,—অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহের নাম যম। প্রথমে অহিংসা, তৎপরে সত্য ইত্যাদিরূপে ব্রহ্মচর্য্যের প্রতিষ্ঠা হয়। পাতঞ্জল-ভাষ্যে লিখিত আছে, 'ব্রহ্মচর্য্যমুপস্থনিয়মঃ, বীর্য্যধারণং বা'। পাতঞ্জলদর্শনের ভাষ্যকারের মত এইরূপ:—যমনামক যোগাঙ্গ সাধন করিতে হইলে প্রথমে অহিংসানুষ্ঠান, তৎপরে সত্য, সেই সঙ্গে অচৌর্য্য, তৎপরে ব্রহ্মচর্য্য। ব্রহ্মচর্য্য শব্দের মূল অর্থ শুক্রধারণ। শরীরে যদি শুক্র ধাতু প্রতিষ্ঠিত থাকে, বিকৃত, স্খলিত বা বিচলিত না হয়, অটল ও অচল থাকে, তাহা হইলে সমস্ত বুদ্ধীন্দ্রিয়ের ও মনের শক্তি বৃদ্ধি হয়। চিত্তের প্রকাশশক্তি বাড়িয়া যায়, রাগদ্বেষাদি অন্তর্হিত

এবং কামক্রোধাদি ক্ষীণ হইয়া পড়ে। অতএব শরীরস্থিত শুক্রধাতুকে অবিকৃত, অস্খলিত ও অবিচলিত রাখিবার জন্য কামভাবে স্ত্রীলোকের অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি দর্শন ও স্পর্শন পরিত্যাগ বিধেয়। ক্রীড়া, হাস্য ও পরিহাস, তাহাদিগের রূপলাবণ্য-চিন্তা প্রভৃতি বর্জ্জনীয়। আলিঙ্গন ও রেতঃসেক নিষিদ্ধ। কিছুদিন এইরূপ নিয়মাচারী হইলে ব্রহ্মচর্য্য দৃঢ় হয়। তখন আত্মায় আর এক প্রকার আশ্চর্য্য শক্তির (যাহার অন্যনাম ব্রহ্মতেজ, তাহারই) প্রাদুর্ভাব হয়। তখন তাহার মুখজ্যোতিঃ অপূর্ব্ব এবং মানসিক তেজঃ অপ্রতিহত হয়।

ব্রহ্মচর্য্য-প্রতিষ্ঠায়াং বীর্য্যলাভঃ" (পাতঞ্জলসূ° ৩৮।)

ব্রহ্মচর্য্যের প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ বীর্য্যনিরোধবিষয়ে সুসিদ্ধ হইলে বীর্য্য অর্থাৎ নিরতিশয় সামর্থ্য জন্মে। বীর্য্যের বা চরমধাতুর কণামাত্রও যদি বিকৃত বা বিচলিত না হয়, ক্রম-ক্রমেও যদি কামোদয় না হয়, স্বপ্নেও যদি চিত্তচাঞ্চল্য না ঘটে তাহা হইলে চিত্তে এমন এক অদ্ভুত শক্তি সঞ্চার হয় যে, তদ্বলে চিত্ত সর্ব্বত্র অব্যাহত বা বিনিবিষ্ট থাকিবার যোগ্য হইয়া থাকে। তখন যাহাকে যে উপদেশ দেওয়া যাইবে, তাহাই সফল হইবে। (পাতঞ্জলদ°)

কলিতে ব্রহ্মচর্য্য ও বানপ্রস্থ নিষিদ্ধ হইয়াছে।

"ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমো নাস্তি বানপ্রস্থোঽপি ন প্রিয়ে।
গার্হস্থ্যো ভৈক্ষুকশ্চৈব আশ্রমৌ দ্বৌ কলৌ যুগে॥"

(মহানির্ব্বাণ তন্ত্র) [ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের বিষয় ব্রহ্মচারিন্ দেখ]

ব্রহ্মচর্য্যবৎ (ত্রি) ব্রহ্মচর্য্যং বিদ্যতেঽস্য মতুপ্ মস্য ব। ব্রহ্ম-চর্য্যযুক্ত, ব্রহ্মচারী।

ব্রহ্মচারণী (স্ত্রী) ব্রহ্মণা বেদেন চারয়তি আচরতীতি ব্রহ্ম-চর-স্বার্থে ণিচ্, কর্ত্তরি-ল্যু ঙীপ্। মার্গী (রত্নমালা)

ব্রহ্মচারিন্ (পুং) ব্রহ্ম-জ্ঞানং তপো বা আচরতীতি অর্জ্জয়ত্য-বশ্যং ব্রহ্ম-চর-আবশ্যকে-ণিনি। প্রথমাশ্রমী, উপনয়নের পর নিয়মপূর্ব্বক সাঙ্গবেদাধ্যয়নের জন্য গুরুগৃহে অবস্থান। মনুতে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের এবং ব্রহ্মচারীর কর্ত্তব্যের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে। উপনয়নের পরই ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম বিধেয়। উপনয়ন হইলেই দ্বিজগণের প্রতি ত্রৈবিদ্যাদি অথবা মধুমাংস-বর্জ্জনাদি ব্রতসমূহের আদেশ এবং বিধিপূর্ব্বক বেদ-গ্রহণের ভার অর্পিত হয়। উপনয়নকালে যে ব্রহ্মচারীর প্রতি যে চর্ম্ম, যে সূত্র, যে মেখলা, যে দণ্ড ও যে বসন বিহিত হইয়াছে, চান্দ্রায়ণাদি ব্রতের সময়ও তদ্রূপ বিধেয়। গুরুকুলে বাসকালীন ব্রহ্মচারী ইন্দ্রিয়-সংযম-পূর্ব্বক আপনার অদৃষ্টবৃদ্ধির জন্য নিম্নলিখিত নিয়ম সকল প্রতিপালন করিবেন। তিনি প্রতিদিন স্নান করিয়া শুদ্ধ-ভাবে দেব ঋষি ও পিতৃতর্পণ, দেবপূজা এবং সায়ং ও প্রাতঃ-কালে সম্পূর্ণ সমিধ দ্বারা হোম করিবেন। ব্রহ্মচারীর মধু ও মাংসভোজন, গন্ধদ্রব্যসেবন, মাল্যাদি ধারণ, গুড় প্রভৃতি রস-গ্রহণ, এবং স্ত্রীসম্ভোগাদি নিষিদ্ধ হইয়াছে। যে সকল বস্তু স্বাভাবিক মধুর, কিন্তু কারণ বশে অম্ল হয়, অর্থাৎ দধি-প্রভৃতি দ্রব্যসেবন, প্রাণিহিংসা, তৈল দ্বারা আপাদমস্তক অভ্যঞ্জন, কজ্জলাদি দ্বারা চক্ষুরঞ্জন, পাদুকা বা ছত্রধারণ, কাম, ক্রোধ, লোভ এবং নৃত্য, গীত, বাদন, অক্ষাদিক্রীড়া, লোকের সহিত বৃথা কলহ, দেশবার্ত্তাদির অন্বেষণ, মিথ্যা-কথন, কুৎসিতাভিপ্রায়ে স্ত্রীলোকের প্রতি কটাক্ষ বা তাহা-দিগকে আলিঙ্গন ও পরের অনিষ্টাচরণ, প্রভৃতি হইতে ব্রহ্মচারী নিবৃত্ত থাকিবেন। সর্ব্বত্র একাকী শয়ন করিবেন এবং কদাচ হস্তব্যাপারাদি দ্বারা রেতঃপাত করিবেন না, কামবশতঃ রেতঃপাত করিলে আত্মব্রত একবারেই নষ্ট হইয়া যায়। এমন কি, যদি অকামতঃ ব্রহ্মচারীর স্বপ্নে রেতঃস্খলন হয়, তাহা হইলে তিনি স্নানন্তে সূর্য্যের অর্চ্চনা করিবেন এবং 'পুনর্মাং এতু ইন্দ্রিয়ং' অর্থাৎ আমার বীর্য্য পুনরায় প্রত্যাবর্ত্তন করুক, ইত্যাদি বেদমন্ত্র তিনবার জপ করিবেন। আচার্য্যের যে সকল দ্রব্যের প্রয়োজন, সেই সকল দ্রব্যই আহরণ এবং প্রতিদিন ভিক্ষায় সংগ্রহ করিবেন। যে সকল গৃহস্থ বেদানুষ্ঠান যুক্ত, সন্তুষ্টচিত্তে যাহারা স্ব স্ব বৃত্তিতে কালযাপন করিতেছেন, ব্রহ্মচারী প্রতিদিন শুচি হইয়া তাহাদের গৃহ হইতে ভিক্ষা সংগ্রহ করিবেন। গুরুর বংশে, আপনার জ্ঞাতিকুলে বা মাতু-লাদি বন্ধুকুলে ভিক্ষা করা ব্রহ্মচারীর কর্ত্তব্য নহে। তবে যদি ভিক্ষোচিত গৃহস্থ না মিলে, তবে পূর্ব্ব পূর্ব্ব কুল পরিত্যাগ করিয়া পর পর মাতুলাদি কুল হইতে ভিক্ষা আরম্ভ করিবেন। আবার পূর্ব্বোক্ত ভিক্ষোচিত সকলেরই যদি অভাব হয়, তাহা হইলে সংযতেন্দ্রিয় ও ভিক্ষাবাক্যবর্জ্জন অর্থাৎ মৌনী হইয়া গ্রামভিক্ষা অর্থাৎ চাতুর্বর্ণ্যের নিকটেই ভিক্ষা করিবেন; কিন্তু অভিশপ্ত ও মহাপাতকাদিগ্রস্ত ব্যক্তির নিকট হইতে কখনও ভিক্ষা লইবেন না। ব্রহ্মচারী দূর হইতে সমিধকাষ্ঠ আহরণ করিয়া অনাবৃত স্থানে সংস্থাপন করিবেন এবং নিরলস হইয়া সায়ং ও প্রাতে সমিধকাষ্ঠ দ্বারা অগ্নিতে হোম করিবেন। ব্রহ্মচারী যদি অনাতুর অবস্থায় নিরন্তর সপ্তরাত্রি ভিক্ষাচরণ এবং সায়ং ও প্রাতঃকালে সমিধকাষ্ঠ দ্বারা হোম না করেন, তাহা হইলে তাহাকে অবকীর্ণী প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। প্রতিদিন ভিক্ষাচরণ করা ব্রহ্মচারীর কর্ত্তব্য, কিন্তু ভিক্ষায় একজন গৃহস্থের নিকট হইতে সংগ্রহ করা উচিত নহে। ভিক্ষায় দ্বারা লব্ধ ব্রহ্মচারীর উপ-জীবিকাকে ঋষিগণ উপবাসসম পুণ্যজনক নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

ব্রহ্মচারী দেবোদ্দেশে অনুষ্ঠিত ব্রাহ্মণভোজনে নিমন্ত্রিত হইয়া ইচ্ছামত মধুমাংসাদি-বর্জ্জিত ব্রতবৎ অন্ন এবং পিত্রাদির উদ্দেশ-শ্রাদ্ধে অভ্যর্থিত হইয়া আরণ্যনীবারাদি ঋষিবৎ অন্নগ্রহণ করিতে পারেন। এইরূপ ভোজনে ব্রহ্মচারীর একান্ন সেবনের দোষ অথবা ভিক্ষাব্রতের হানি হয় না। মন্বাদি ঋষিগণ ব্রাহ্মণ ও ব্রহ্মচারীর প্রতি এইরূপ শ্রাদ্ধাদিস্থলে একান্নভোজনের বিধি দিয়াছেন। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ব্রহ্মচারীর প্রতি ভিক্ষাচরণ বিহিত হইয়াছে বটে, কিন্তু একান্নসেবনের বিধি নাই। ব্রহ্মচারী গুরু কর্তৃক আদিষ্ট হউন বা না হউন, তিনি প্রতিদিন বেদাধ্যয়ন ও গুরুর হিতানুষ্ঠানে যত্নবান্ হইবেন। প্রতিদিন শরীর, বাক্য, বুদ্ধি ও মনঃসংযম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে গুরুর মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দণ্ডায়মান থাকিবেন। ব্রহ্মচারী সর্ব্বদা গুরু সন্নিধানে গুরুর অপেক্ষা হীনান্নভোজন ও হীনবস্ত্র পরিধান করিবেন। গুরু অগ্রে উত্থান করা ও গুরু যখন শয়ন করিবেন, তৎপরে শয়ন করা বিধেয়। শয়ান বা উপবিষ্ট থাকিয়া, ভোজন করিতে করিতে, কিংবা দূরে দণ্ডায়মান থাকিয়া, অথবা অন্যদিকে মুখ করিয়া, গুরুর আজ্ঞাগ্রহণ বা তাঁহার প্রতি সম্ভাষণ করিতে নাই। গুরুসমীপে শিষ্যের আসন ও শয্যা সর্ব্বদা গুরু অপেক্ষা অনুন্নত হওয়া উচিত। গুরুর অসাক্ষাতেও উপাধ্যায়-আচার্য্যাদি পূজনীয় বাক্যবিহীন গুরুনাম উচ্চারণ করিতে নাই, কিংবা উপহাস বুদ্ধিতে গুরুর গমন ও কথনাদির অনুকরণ করা উচিত নহে। ব্রহ্মচারী কোনস্থলেই গুরুর সহিত একত্র উপবেশন করিবেন না। ব্রহ্মচারী গুরুর সবর্ণাস্ত্রীগণকে গুরুর ন্যায় পূজা এবং অসবর্ণা স্ত্রীদিগকে প্রত্যুত্থান ও অভিবাদন দ্বারা সম্মাননা প্রদর্শন করিবেন। কিন্তু তিনি গুরুপত্নীর গাত্রে তৈলম্রক্ষণ, তাঁহাকে স্নান, তাঁহার গাত্রমর্দ্দন বা কেশ-সংস্কার করিয়া দিবেন না। যুবা ব্রহ্মচারী তরুণী গুরুপত্নীকে কখন পাদগ্রহণ দ্বারা অভিবাদন করিবে না। ইহলোকে মনুষ্যদিগকে দূষিত করাই স্ত্রীলোকদিগের স্বভাব। একারণ পণ্ডিতগণ স্ত্রীলোক সম্বন্ধে চিরদিন সাবধান থাকিতে পরামর্শ দেন। ইন্দ্রিয়গণ অতিশয় বলবান্, এইজন্য বিদ্বান্ অবিদ্বান্ সকলেরই সাবধানতা আবশ্যক।

ব্রহ্মচারী সূর্য্যোদয় বা সূর্য্যাস্ত সময়ে কখনই শয়ান থাকিবেন না; কারণ এই সময়ে তাঁহার সন্ধ্যোপাসনা করিতে হইবে। জ্ঞানকৃত হউক আর অজ্ঞানকৃত হউক, তিনি শয়ান-জন্য পাপের নিমিত্ত সমস্তদিন উপবাস-প্রায়শ্চিত্ত করিবেন। যদি তিনি প্রায়শ্চিত্ত না করেন, তাহা হইলে তাঁহার মহাপাতক হইবে।

ব্রহ্মচারী এই সকল নিয়ম পালন করিয়া জীবনের চতুর্থ ভাগ গুরুগৃহে যাপনকরিবেন। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের পর ব্রহ্মচারী গুরুগৃহ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দারপরিগ্রহ করিয়া গৃহী হইবেন। (মনু ২ অ০)

সামান্য ব্রহ্মচর্য্য দ্বিজমাত্রেরই কর্ত্তব্য, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন জাতিই ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন করিবেন। ব্রহ্মচারী অবস্থায় বিশেষ পীড়াদি ব্যতীত একস্থানাহৃত অন্ন ভোজন করিবেন না। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ব্রহ্মচারীর শ্রাদ্ধ-ভোজনে অধিকার নাই। ব্রহ্মচারী মাত্রেরই মধু, মাংস, অঞ্জন, গুরু ভিন্ন অপরের উচ্ছিষ্ট ভোজন, নিষ্ঠুরবাক্য, স্ত্রীসম্ভোগ, জীবহিংসা, উদয়াস্ত সময়ে সূর্য্যদর্শন, অশ্লীল অর্থাৎ মিথ্যাবাক্য বা জুগুপ্সিত বাক্য এবং পরিবাদ অর্থাৎ সত্য হউক বা মিথ্যা হউক পরের দোষোল্লেখন প্রভৃতি বিষয় পরিত্যাগ করিবেন। ব্রহ্মচারী এক এক বেদ অধ্যয়নে দ্বাদশ বর্ষ করিয়া ব্রহ্মচর্য্য করিবেন, ইহাতে অসমর্থ হইলে পাঁচ বৎসর।

নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী আচার্য্য সন্নিধানে, আচার্য্যের অভাবে আচার্য্যপুত্রের নিকটে, তদভাবে আচার্য্য পত্নীর সমীপে এবং তিনি না থাকিলে অগ্নিহোত্রীয় অগ্নির নিকটে যাবজ্জীবন বাস করিবেন। জিতেন্দ্রিয় ব্রহ্মচারী উক্ত বিধি অবলম্বন পূর্ব্বক ক্রমে দেহত্যাগ করিলে মুক্তিলাভ করেন। ইহ-সংসারে তাঁহাকে আর জঠরযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না।

(যাজ্ঞবল্ক্যস০ ১ অঃ)

ব্রহ্মচর্য্য দুই প্রকার—উপকুর্ব্বাণ ও নৈষ্ঠিক। যিনি বিধি পূর্ব্বক বেদ অধ্যয়ন করিয়া পরে গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন করেন, তাঁহার নাম উপকুর্ব্বাণ এবং যিনি মরণান্ত ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করেন, তাহাকে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী কহে।

"ব্রহ্মচার্য্যুপকুর্ব্বাণো নৈষ্ঠিকো ব্রহ্মতৎপরঃ।
যোঽধীত্য বিধিবদ্বেদান্ গৃহস্থাশ্রমমাব্রজেৎ।
উপকুর্ব্বাণকো জ্ঞেয়ো নৈষ্ঠিকো মরণান্তিকঃ॥"

(কূর্ম্মপু০ ২অ০)

বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে। উপনয়নের পর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া গুরুগৃহে বেদাধ্যয়ন করিতে হইবে।

"বালঃ কৃতোপনয়নো বেদাহরণতৎপরঃ।
গুরুগেহে বসেদ্ভূপ! ব্রহ্মচারী সমাহিতঃ॥" (বিষ্ণুপু০ ৩।৯।১)

২ গন্ধর্ব্ববিশেষ।

"ব্রহ্মচারী বহুগুণঃ সুবর্ণশ্চেতি বিশ্রুতঃ।" (ভারত১।১২৩।৫৫)

ব্রহ্মচারিণী (স্ত্রী) ব্রহ্মণি বেদে চরতীতি ব্রহ্ম-চর ণিনি। স্ত্রিয়াং ঙীপ্। বেদমাত্রগম্যা চিচ্ছক্তিযুক্তা দুর্গা দেবী।

"বেদেষু চরতে যস্মাত্তেন সা ব্রহ্মচারিণী।" (দেবীপু০ ৪৫ অ০)

২ ব্রহ্মচর্য্যব্রতধারিণী স্ত্রী।

"আসীদামরণাৎ ক্ষান্তা নিয়তা ব্রহ্মচারিণী।" (মনু ৫।১৫৮, ৩ বারুণীবৃক্ষ। (রাজনি০) ৪ ব্রাহ্মীশাক। (রত্নমালা)

ব্রহ্মচোদন (ত্রি) যজ্ঞেরপ্রতি ব্রাহ্মণদিগের প্রেরক।

'ব্রাহ্মণানাং যজ্ঞং প্রতি প্রেরকঃ।' (মহীধর)

ব্রহ্মজ (পুং) ব্রহ্মণো জায়তে জন-ড। ১ হিরণ্যগর্ভ। হিরণ্যগর্ভ সৃষ্টির পূর্ব্বে ব্রহ্ম হইতে সৃষ্ট হন।

"যো বৈ ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং যশ্চাস্মৈ প্রহিণোতি বেদম্।"

(শ্রুতি) যিনি পূর্ব্বে ব্রহ্মকে বিধান করিয়া বেদ শিক্ষা দিয়াছিলেন। মনুতেও লিখিত আছে—

"সোঽভিধ্যায় শরীরাৎ স্বাৎ সিসৃক্ষুর্ব্বিবিধাঃ প্রজাঃ।—ইত্যুপক্রম্য

তদণ্ডমভবদ্ধৈমং সহস্রাংশুসমপ্রভং।

তস্মিন্ জজ্ঞে স্বয়ং ব্রহ্মা সর্ব্বলোকপিতামহঃ॥" (মনু ১ অ০)

ব্রহ্ম স্বকায় শরীর হইতে বিবিধ প্রজাসৃষ্টির ইচ্ছা করিয়া প্রথমে জলের সৃষ্টি করেন, তাহাতে বীজ নিক্ষেপ করিলে একটী অণ্ড হয়, ঐ অণ্ড হইতে সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মার উৎপত্তি হয়। অতএব ব্রহ্মা ব্রহ্মজ। ২ ব্রহ্ম-জাতমাত্র, পঞ্চভূতাদি, এই জড়জগৎ প্রভৃতি।

"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" (শ্রুতি)

যাহা হইতে এই ভূত সকল সৃষ্টি হইয়াছে। ব্রহ্মই এই জগতের মূল, তাহা হইতেই এই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় হইতেছে।

ব্রহ্মজজ্ঞ (পুং) ব্রহ্মণো জায়তে য ইতি ব্রহ্মজঃ ব্রহ্ম-জন-ড, জানাতীতি জ্ঞঃ, জ্ঞা-ক। ততঃ কর্ম্মধারয়ঃ। সমষ্টি-স্থূল-দেহাভিমানী বিরাট্, ইনি হিরণ্যগর্ভ হইতে জাত, সর্ব্বজ্ঞ।

"ত্রিণাচিকেতস্ত্রিভিরেত্যসন্ধিং ত্রিকর্ম্মকৃৎ তরতি জন্মমৃত্যূ।

ব্রহ্মজজ্ঞং দেবমীড্যং বিদিত্বা নিচায্যেমাং শান্তিমত্যন্তমেতি॥"

(কঠউপ০ ১।১৭)

'ব্রহ্মজজ্ঞমিতি ব্রহ্মজজ্ঞং ব্রহ্মণো হিরণ্যগর্ভাজ্জাতো ব্রহ্মজঃ ব্রহ্মজশ্চাসৌ জ্ঞশ্চেতি ব্রহ্মজজ্ঞঃ সর্ব্বজ্ঞঃ' (শাঙ্কর ভাষ্য) জীব ইহাকে জানিতে পারিলে শান্তি লাভ করে।

ব্রহ্মজটা (স্ত্রী) ব্রহ্মণো জটেব সংহতা। দমনকবৃক্ষ।

ব্রহ্মজন্মন (স্ত্রী) ব্রহ্মগ্রহণার্থং জন্ম। উপনয়ন-সংস্কার, উপনয়ন হইলেই ব্রহ্মজন্ম হয়।

"উৎপাদকব্রহ্মদাত্রোর্গরীয়ান্ ব্রহ্মদঃ পিতা।

ব্রহ্মজন্ম হি বিপ্রস্য প্রেত্য চেহ চ শাশ্বতম্॥" (মনু ২।১৪৬)

'ব্রহ্মজন্ম শাকপার্থিবাদিত্বাৎ সমাসঃ, অস্মিন্ সময়ে উপনয়নং ব্রহ্মজন্ম, অথবা ব্রহ্মগ্রহণমেব জন্ম।' (মেধাতিথি) 'যস্মাদ্বিপ্রস্য ব্রহ্মগ্রহণার্থং জন্ম উপনয়নজন্মং সংস্কাররূপং পরলোকে ইহলোকে চ শাশ্বতং নিত্যং ব্রহ্মপ্রাপ্তিফলকত্বাৎ' (কুল্লূক) ব্রহ্মজন্ম ফলে ইহলোকে ও পরলোকে ব্রহ্ম প্রাপ্তি হইয়া থাকে।

ব্রহ্মজায়া (স্ত্রী) ১ ব্রাহ্মণপত্নী। ২ জুহু, ইনি ঋগ্বেদের ১০।১০৯ সূক্তের ঋষি।

ব্রহ্মজার (পুং) ১ ব্রাহ্মণীর উপপতি। ২ ইন্দ্র।

ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা (স্ত্রী) ব্রহ্মণঃ জিজ্ঞাসা। ব্রহ্মাবগতিফলক বিচার। ২ শারীরক সূত্র। [বেদান্ত দেখ]

ব্রহ্মজীবিন্ (পুং) ব্রহ্মণা বেদেন বেদোক্তশ্রৌতাদিকর্ম্মণা জীবতীতি ব্রহ্ম-জীব-ণিনি। বৃত্তির জন্য পরকীয় শ্রৌতাদি কর্ম্মকারক।

ব্রহ্মজুষ্ট (ত্রি) ব্রহ্মণঃ জুষ্টঃ। স্তবে বা মন্ত্রে প্রীত।

ব্রহ্মজূত (ত্রি) স্তোত্র দ্বারা আকৃষ্ট। (ঋক্ ৩।৩৪।১)

ব্রহ্মজ্ঞ (পুং) ব্রহ্ম জানাতীতি ব্রহ্ম-জ্ঞা-ক। শ্রীগোপাল।

"বাগ্দাতা বাক্প্রদো বাণী-নাথো ব্রাহ্মণরক্ষকঃ।

ব্রহ্মজ্ঞো ব্রহ্মকৃৎ ব্রহ্মা ব্রহ্মকর্ম্মপ্রকাশকঃ॥"

(নারদপঞ্চরাত্রে গোপালসহস্রস্তোত্র ৮ অ০) ২ বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।৮৪) ৩ কার্ত্তিকেয়। (ভারত ৩।২১৩।১১) (ত্রি) ৪ ব্রহ্মবেত্তা, যাহার ব্রহ্মজ্ঞান হইয়াছে।

"স ব্রহ্মজ্ঞঃ স বেদজ্ঞঃ সোঽগ্নিহোত্রী স দীক্ষিতঃ॥"

(চীনাচারপ্রয়োগবিধি)

ব্রহ্মজ্ঞান (স্ত্রী) ব্রহ্মণি ব্রহ্মবিষয়ে যজ্জ্ঞানং। ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞান, তত্ত্বমসি প্রভৃতি বাক্য জন্য প্রতিফলিত বৃত্ত্যারূঢ় জ্ঞান। (বেদান্তলঘুচন্দ্রিকা) মিথ্যাবাসনাবিরহবিশিষ্ট আত্মভিন্ন ভিন্নজ্ঞান। (মুক্তিবাদ) ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়-নিবর্ত্তক হিরণ্যগর্ভবিষয়ক জ্ঞান। (বৈজয়ন্তী-ধৃত পাতঞ্জল মত) প্রকৃতিপুরুষের বিবেকবিষয়ক জ্ঞান। (সাংখ্যদ০)

ব্রহ্মজ্ঞানের বিষয় বেদান্তের মত এইরূপ—আপনার ব্রহ্মভাব অপরোক্ষজ্ঞানে আরূঢ় হওয়াই ব্রহ্মজ্ঞান। যেমন মরুমরীচিকায় জলভ্রান্তি, তেমনি ব্রহ্মে দৃশ্যভ্রান্তি। সুতরাং দৃশ্যপ্রপঞ্চ মিথ্যা, ব্রহ্মই সত্য। প্রথমে এই জ্ঞান অর্জ্জন ও দৃঢ় করিতে হয়, অনন্তর আমি এই জ্ঞান এবং তাহার আলম্বন দেহ, ইন্দ্রিয় ও মন সমস্তই ভ্রান্তিবিশেষের বিলাস, অন্য কিছু নহে; সুতরাং আমি জ্ঞান ও আমি জ্ঞানের আলম্বন সমস্তই ব্রহ্মে রজ্জুসর্পের ন্যায় মিথ্যা, এই জ্ঞান যখন অবিচাল্য হয়, তখন আপনা আপনি অহং অর্থাৎ আমি জ্ঞানটী ইন্দ্রিয় ও মন, এ সকল ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মে গিয়া অবগাহন করিতে থাকে। অহংজ্ঞান ব্রহ্মাবগাহী হইলেই তখন ব্রহ্মজ্ঞান হয়, ইহাকে তত্ত্বজ্ঞান বা আত্মজ্ঞানও বলা যায়।

একই চৈতন্য আমাতে ও অন্যান্য জীবে বিরাজমান। সেই এক অখণ্ড চৈতন্যই ব্রহ্ম এবং সেই অনাদি অনন্ত ব্রহ্মচৈতন্য উপাধিভেদে অর্থাৎ আধার (দেহাদি)-ভেদে বিভিন্নভাব প্রাপ্তের ন্যায় হইয়া পড়ে। বস্তুতঃ তাহা অভিন্ন বৈ বিভিন্ন নহে। উপাধি অন্তর্হিত হইলেই এক, নচেৎ বহু। স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল, এই লোকত্রয় সেই ব্রহ্মচৈতন্যে অধ্যাসিত অথবা মায়িকরূপে দৃষ্ট হইতেছে। যে হেতু একাধার মহান্ ব্যাপিচৈতন্যে স্বাশ্রিত অজ্ঞানের প্রভাবে বিশ্বরূপ ইন্দ্রজাল প্রকাশ পাইয়াছে, সেই হেতু বিশ্ব মিথ্যা, কেবল প্রকাশক চৈতন্যই সত্য। অধিক কি সত্য চৈতন্যে যাহা যাহা ভাসমান, তাহা অসত্য। সে সকল চৈতন্যাশ্রিত অজ্ঞানের বিলাস বা বিভ্রম ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। এই প্রতীতি সুদৃঢ় হওয়া আবশ্যক এবং ঐ প্রতীতি সুদৃঢ় বা অবিচলিত বিশ্বাসে আবদ্ধ হইলেই জীব আপনার ব্রহ্মত্ব সাক্ষাৎকার করিয়া কৃতার্থ হইতে পারে। শক্তিমান্ গুরু যখন বিবেকী ও বুভুৎসু শিষ্যকে 'তত্বমসি' 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' ইত্যাদি মহাবাক্য উপদেশ করেন; তখন তাঁহার তদুক্ত বাক্যের সামর্থ্যে পূর্ব্বোক্ত প্রকারের প্রতীতি, অর্থাৎ বিশ্বের মিথ্যাত্ব ও আপনার ব্রহ্মত্ববোধ উপস্থিত হয়। অনন্তর সেই জ্ঞান সাধনের বলে অপরোক্ষপথে প্রবিষ্ট হইয়া জীবকে কৃতার্থ করে।

শ্রবণাদির পর দুই প্রকারে বাক্যার্থবোধ হইতে দেখা যায়, এক পরোক্ষরূপে, আর অপরোক্ষরূপে। বাক্প্রকাশ্য বস্তু শ্রোতার সন্নিহিত (প্রত্যক্ষ পথে) থাকিলে তদ্বোধক বাক্য তত্তদ্বিষয়ে অপরোক্ষ জ্ঞান জন্মায় এবং অসন্নিহিত থাকিলে পরোক্ষ জ্ঞান জন্মায়।

'তত্বমস্যাদি' মহাবাক্যই শিষ্যের মনুষ্যভ্রান্তি বিদূরিত করিয়া ব্রহ্মসাক্ষাৎকার উৎপাদন করিয়া থাকে। কারণ ব্রহ্মই স্বাশ্রিত অনাদি অনির্ব্বাচ্য অজ্ঞানে 'আমি অমুক' এই সখণ্ড ভাব বা পরিচ্ছেদ-ভ্রান্তিপ্রাপ্ত ও জীব হইয়া আছেন। সুতরাং অদ্বয় ব্রহ্মবোধক তত্বমস্যাদি মহাবাক্য তাঁহার সেই স্বাত্মভ্রান্তি বিদূরিত করিয়া ব্রহ্মস্বরূপ সাক্ষাৎকার করাইতে সমর্থ। উপদেশাত্মক তত্বমস্যাদি মহাবাক্যজিজ্ঞাসু শিষ্যের মনে ব্রহ্মাকারা বৃত্তি উদিত করে। তদ্দ্বারা ক্রমে তাঁহার 'আমি অমুক' এই চিরাভ্যস্ত ভ্রান্তিবৃত্তি বিদূরিত বা নিবৃত্ত হয়, তখন তাঁহার সেই চিরসিদ্ধ অদ্বয় ভাব অর্থাৎ ব্রহ্মভাব স্থিরীকৃত হয়। এই অদ্বয় ব্রহ্মভাবই ব্রহ্মজ্ঞান।

যদিও আলোক ও অন্ধকারের ন্যায় জ্ঞান ও অজ্ঞান অর্থাৎ চৈতন্য ও অচৈতন্য পরস্পর বিরোধী, তথাপি তাহাদের অভিভাব্য-অভিভাবকভাব অপ্রত্যাখ্যেয়। ইহার তাৎপর্য্য এই, বিরোধী পদার্থের সহাবস্থান ঘটে না। যেমন আলোক ও অন্ধকার সহাবস্থিত হয় না অর্থাৎ আলোকে অন্ধকার স্থান পায় না; তেমনি জ্ঞানে অজ্ঞান স্থান পায় না; ইহা দেখিয়া ব্রহ্মে অজ্ঞানের আবেশ স্বীকার করা অন্যায্য। কারণ জ্ঞান ও অজ্ঞান একত্র অবস্থিত হয় না, এ নিয়ম যুক্তিজ্ঞানে প্রচলিত।

নিপুণ হইয়া অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, চেতনের পার্শ্বচর শক্তি অজ্ঞান ও তাহার সত্তা চৈতন্যসত্তার অধীন। উক্ত উভয় পরস্পর পরস্পরের প্রতিযোগী হইয়াও পরস্পরের স্বরূপবোধক। অন্ধকার না থাকিলে কে আলোক থাকা প্রমাণ করিতে পারে? জড় না থাকিলে ও অজ্ঞান না থাকিলে কে চেতন থাকা ও জ্ঞান থাকা জানিতে বা বিশ্বাস করিতে পারে? বস্তুতঃ প্রত্যেক আলোকের ও প্রত্যেক চেতনের অধীনে অন্ধকারের ও অজ্ঞানের অবস্থান দৃষ্ট হয়। কোন্ চেতনে অজ্ঞান সংস্রব নাই? সমুদায় চেতন জীবে অজ্ঞান-সংস্রবদৃষ্টে স্থির করা যাইতে পারে যে, অজ্ঞান চেতনের পার্শ্বচর শক্তি। ছায়া যেরূপ আলোকের পার্শ্বচর, তেমনি অজ্ঞানও জ্ঞানের পার্শ্বচর। উক্ত উভয় কোন এক অনির্ব্বাচ্য সম্বন্ধে কখন দূরে কখন নিকটে কখন প্রকাশ্যরূপে ও কখন অন্তর্হিত রূপে আলোকের ও জ্ঞানের সহিত দেখা শুনা করিয়া থাকে। সুবিধা এই যে, তাহারা পরস্পর বিরুদ্ধস্বভাবান্বিত, সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে দেখা শুনা করিতে পারে না। যেমন অন্ধকার-কালে আলোকের অপসার, তেমনি অজ্ঞান কালে জ্ঞানের তিরোভাব, ও জ্ঞানকালে অজ্ঞানের পলায়ন-ঘটনা হয়। জ্ঞান হইলেই অজ্ঞান পলায়ন করিবে, ইহা স্থির থাকাতেই আমরা অজ্ঞান নিবারণের চেষ্টা করিয়া থাকি। অজ্ঞানেই সংসার, সংসার অন্য কিছু নহে। অখণ্ড চেতন অদ্বয় ব্রহ্মের পার্শ্বচরশক্তি অজ্ঞান, তাহার প্রাদুর্ভাবে অন্তঃকরণাদির উৎপত্তি, অনন্তর তিনি অন্তঃকরণাদি পরিচ্ছিন্ন জীব, আবার তাহারই তিরোভাবে অপরিচ্ছিন্ন ও নিরঞ্জন। কি অন্তঃপ্রপঞ্চ, কি বাহ্যপ্রপঞ্চ সমস্তই অজ্ঞানের বিলাস, সেই জন্যই তাহা ভ্রান্তির বিজৃম্ভণ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

"অস্তি ভাতি প্রিয়ং রূপং নাম চেত্যর্থপঞ্চকম্।
আদ্যত্রয়ং ব্রহ্মরূপং জগদ্রূপং ততো দ্বয়ম্॥"

শক্তিরূপী ব্রহ্মাশ্রিত অজ্ঞান ব্রহ্মে বা ব্রহ্মকে জগৎ দেখিয়াছে। সেইজন্য জগৎ ও ব্রহ্ম এখন বিমিশ্রিত বা একাকারভাবে ভাসিত। সেই কারণে এখন প্রত্যেক দৃশ্যই পঞ্চরূপী। ১ অস্তি—আছে, ২ ভাতি—প্রকাশ পাইতেছে, ৩ প্রিয়—ভাল বা বেশ এই ভাব, ৪ রূপ—ইহা এই প্রকার, ৫ নাম—ইহা অমুক বস্তু। এই পঞ্চ রূপের প্রথমোক্ত তিনরূপ ব্রহ্ম, অবশিষ্ট

দুঃখরূপ জগৎ অর্থাৎ অজ্ঞান-বিকার। অজ্ঞান-বিকার বা জগৎ পরমার্থতঃ সত্য নহে, এই জন্যই বলা যায়, জগৎ মিথ্যা ও ব্রহ্ম সত্য।

অজ্ঞানকালে অর্থাৎ সংসার দশায় 'অহং' আমি এই বৃত্তি অস্থির বা অনিশ্চিতরূপে উদিত থাকে। সংসার কালের অহংজ্ঞান একাকার নহে বলিয়া তাহা অপ্রমা অর্থাৎ মিথ্যা। ভাবিয়া দেখ, অজ্ঞান কালের অহং কখন মন, কখন ইন্দ্রিয়, কখন বা শরীর অবলম্বন করিয়া অবস্থান করে। পূর্ণ চৈতন্যের দিকে অগ্রসর হয় না। সুতরাং সংসার কালের অহংজ্ঞান অস্থিরতা বিধায় সন্দিগ্ধের ন্যায় অপ্রমা অর্থাৎ মিথ্যা। জননীর ন্যায় হিতাভিলাষিণী শ্রুতি তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্য উপদেশ দ্বারা সেই অপ্রমা বা ভ্রান্তি বিদূরিত করিতে প্রবৃত্ত আছে। শ্রবণে অকৃতকার্য্য হইলে মনন, মননে ফল না পাইলে নিদিধ্যাসন অবলম্বনীয়।

শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনে অধিকারিতা-লাভ ও বুদ্ধি-দৌর্বল্য নিবারণের জন্য প্রথমে চিত্তপরিকর্ম্মকারক উপাসনা প্রয়োজন। শম, দম, উপরতি, শ্রদ্ধা, সমাধান প্রভৃতি বেদোক্ত অনুষ্ঠানে রত থাকিলে চিত্ত নির্ম্মলীকৃত হয়। তখন শ্রবণাদি কার্য্যে অধিকার জন্মে। মনন নিদিধ্যাসনের প্রভাবে প্রতিবন্ধক অভাব প্রাপ্ত হয়। প্রতিবন্ধক অভাব প্রাপ্ত হইলেই শ্রবণফল ব্রহ্মজ্ঞান (অহং ব্রহ্ম ইত্যাকার অনুভাব) আপনা হইতেই উৎপন্ন হয়। এইরূপ ব্রহ্মজ্ঞান হইলেই মুক্তি বা মোক্ষ হয়। অজ্ঞানান্ধ জীব মায়ায় মোহিত হইয়া সর্ব্বদা সুখের জন্য দুঃখ ভোগ করিতেছে। জীবের অজ্ঞান নাশের জন্য ব্রহ্মজ্ঞান-লাভার্থ তত্ত্বমস্যাদি বাক্য শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন একান্ত কর্ত্তব্য। [ব্রহ্ম ও বেদান্ত শব্দে বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য।]
গরুড়পুরাণে লিখিত আছে—

"বেদান্তসাংখ্যসিদ্ধান্তব্রহ্মজ্ঞানং বদাম্যহম্।
অহং ব্রহ্ম পরং জ্যোতির্বিষ্ণুরিত্যেব চিন্তয়েৎ॥
সূর্য্যে হৃদ্যোম্নি বহ্নৌ ॥ জ্যোতিরেকং ত্রিধা স্থিতম্"॥
ইত্যাদি। (গরুড়পু০ ২৪০ অ০)

গরুড়পুরাণে পূর্ব্বোক্ত বাক্যই সমর্থিত হইয়াছে, এইজন্য বাহুল্য ভয়ে লিখিত হইল না।

ব্রহ্মজ্ঞানিন্ (ত্রি) ব্রহ্মজ্ঞানং বিদ্যতেঽস্য, ব্রহ্ম-জ্ঞান-ইনি। ব্রহ্মজ্ঞানবিশিষ্ট, তত্ত্বজ্ঞানী।

"কুশলাকুশলাবৃত্তিরহিতঃ সমদর্শকঃ।
লিঙ্গাশ্রমপরিত্যাগী ব্রহ্মজ্ঞানী নিগদ্যতে॥" (শঙ্করানন্দদীপিকা)

ব্রহ্মজ্য (ত্রি) ব্রাহ্মণের উপর অত্যাচারী, ব্রাহ্মণনিগ্রহকর। (বৈদিক)

ব্রহ্মজ্যেয় (স্ত্রী) ব্রাহ্মণনিগ্রহ, ব্রাহ্মণের উপর দৌরাত্ম্য। (বৈদিক)

ব্রহ্মজ্যেষ্ঠ (পুং) ১ ব্রহ্মার জ্যেষ্ঠসহোদর। (ত্রি) ২ ব্রহ্মপ্রধান।

ব্রহ্মজ্যোতিস্ (স্ত্রী) ১ শিব। ২ ব্রহ্ম বা দেবতার জ্যোতিঃ। (ত্রি) ব্রহ্মতেজঃ, ব্রহ্মদ্যুতিঃ।

ব্রহ্মণস্পতি (পুং) ব্রহ্মণঃ পতিঃ অলুক্‌সমাসঃ। ব্রাহ্মণজাতি-স্বামী। (শুক্ল যজু০ ১৪। ২৮) ২ মন্ত্রস্বামী। "পবিত্রং বিততং ব্রহ্মণস্পতে" (তাণ্ড্য০ ব্রা০ ১।২।৮) "হে ব্রহ্মণস্পতে মন্ত্র-স্বামিন্" (ভাষ্য)

ব্রহ্মণ্য (পুং) ব্রাহ্মণে হিতঃ ব্রহ্মন্ (খলযবমাষতিলবৃষ-ব্রহ্মণশ্চ। পা ৫।১।৭) ইতি-যৎ (যেচাভাবকর্ম্মণোঃ। পা ৬।৪।১৬৮) ইত্যণ্ প্রকৃত্যা। ১ বিষ্ণু।

"ব্রহ্মণ্যো ব্রহ্মকৃৎ ব্রহ্মা ব্রহ্ম ব্রহ্মবিবর্দ্ধনঃ।
ব্রহ্মবিদ্ ব্রাহ্মণো ব্রহ্মী ব্রহ্মজ্ঞো ব্রাহ্মণপ্রিয়ঃ॥"
(ভারত ১৩।১৪৯।৮৪) অপিচ—
"ব্রহ্মণ্যো দেবকীপুত্রো ব্রহ্মণ্যো মধুসূদনঃ।
ব্রাহ্মণ্যঃ পুণ্ডরীকাক্ষো ব্রহ্মণ্যো বিষ্ণুরচ্যুতঃ॥"
(আহ্নিকচন্দ্রিকা) ২ ব্রহ্মদারুবৃক্ষ। (অমর)
৩ মুঞ্জতৃণ। ৪ তূলবৃক্ষ। (রাজনি০) ৫ শনৈশ্চর। (ত্রি) ৬ ব্রহ্মবিষয়ে সাধু। (মেদিনী) ৭ কার্ত্তিকেয়। টাপ্। ৮ দুর্গা। (ভারত ৬।২২।২৬) ৯ স্তোত্র। 'ব্রহ্মণি স্তোত্রাণি হবির্লক্ষণান্নানি বা' (সায়ণ) (ত্রি) ১০ ব্রহ্মসম্বন্ধীয়।

ব্রহ্মণ্যদেব (পুং) ব্রহ্মণ্যো দেবঃ। শ্রীকৃষ্ণ।

"নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥"
(নারদপু০ বিষ্ণুপ্রণাম)

ব্রহ্মণ্যতা (স্ত্রী) ব্রহ্মণ্যস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। ব্রাহ্মণের ভাব বা ধর্ম্ম। "শৌর্য্যং বীর্য্যং ধৃতিস্তেজস্ত্যাগশ্চাত্মজয়ঃ ক্ষমা। ব্রহ্মণ্যতা প্রসাদশ্চ সত্যঞ্চ ক্ষত্রলক্ষণম্॥" (ভাগ০ ৭।১১।২২)

ব্রহ্মণ্যতীর্থ (পুং) আচার্য্যভেদ।

ব্রহ্মতা (স্ত্রী) ব্রহ্মণো ভাবঃ তল্-টাপ্। ব্রহ্মত্ব।

ব্রহ্মতাল (পুং) চতুর্ম্মুখতাল। ইহা দশ তালাত্মক। ইহাতে মাত্রা ৭, ক চ ট ত প এই পঞ্চাক্ষরের উচ্চারণকাল মাত্রা। প্রথম লঘু মাত্রা, তদর্দ্ধ দ্রুত মাত্রা, তাহার মধ্যে ৪লঘু ৬ দ্রুত। ।০।০০।০০০। এইরূপ মাত্রা।

"চতুর্ম্মুখাভিধে তালে জগণানন্তরং প্লুতঃ।"
(সঙ্গীতদামো০)

২ বাদ্যের তাল বিশেষ। চতুর্দশ পদের তাল। ইহার মধ্যে দশটী তাল ও চারিটী ফাঁক। যথা—

+	•	১	১
ধা গেনা	ত্রেকেটতা	ত্রেকেটতা	থুনা
•	•	•	
থুন্ থুন্	তেটেকেটে	কেটে	তেটে
১	•	১	১
কেটে তেটে	ধিটিতা	ধিটি	তা ধিটি,
১	১	+	
তেরে কেটে	তেয়ে কেটে,	গেদে ঘেনি। ধা	

ব্রহ্মতীর্থ (ক্লী) ব্রহ্মণস্তীর্থং। পুষ্করমূল। (রাজনি॰) ২ রেবাতটস্থ তীর্থ, এইতীর্থে স্নান করিলে অন্তবর্ণের ব্রহ্মণ্য-লাভ এবং ব্রাহ্মণ পরমাগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

"ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র! ব্রহ্মণতীর্থমুত্তমম্।
তত্র বর্ণাবরঃ স্নাত্বা ব্রহ্মণ্যং লভতে নরঃ।
ব্রাহ্মণশ্চ বিশুদ্ধাত্মা গচ্ছেত পরমাং গতিম্॥"
(ভারত ৩।৮৩।১০৫)

ব্রহ্মতেজস্ (ক্লী) ১ ব্রহ্মশক্তি। (ত্রি) ব্রহ্মণস্তেজ ইব তেজো যস্য। ২ ব্রহ্মের ন্যায় তেজঃশালী।

ব্রহ্মত্ব (ক্লী) ব্রহ্মণো ভাবঃ (ব্রহ্মণঃ। পা ৫।১।১৩৬) ইতি ত্ব। ৩ চতুরীয় ব্রহ্মভাব। পর্য্যায় ব্রহ্মভূয়, ব্রহ্মসাযুজ্য, ব্রহ্মসাপূজ্য। (শব্দরত্না॰)

"ব্রহ্মত্বমমরেশত্বং দেবত্বং মরুতস্তথা।" (মার্কণ্ডেয়পু॰ ৫৭।৬০)
২ ঋত্বিক্ বিশেষ ব্রহ্মার ধর্ম্ম।

ব্রহ্মত্বচ্ (পুং) সপ্তপর্ণবৃক্ষ। (বৈদ্যকনি॰) ২ ব্রাহ্মণযষ্টিকা, বামনহাটী। (শব্দচন্দ্রি॰)

ব্রহ্মদ (পুং) ব্রহ্ম বেদং দদাতি দা-ক। বেদদাতা আচার্য্য উপনয়নের পর গুরু, শিষ্যকে বেদ প্রদান করেন। ব্রহ্মদাতা গুরু জন্মদাতা পিতা অপেক্ষা মাননীয়।

"উৎপাদক ব্রহ্মদাত্রোর্গরীয়ান্ ব্রহ্মদঃ পিতা।
ব্রহ্মজন্ম হি বিপ্রস্য প্রেত্য চেহ চ শাশ্বতম্॥" (মনু ২।১৪৬)

ব্রহ্মদণ্ড (পুং) ব্রহ্মণো ব্রাহ্মণস্য দণ্ডঃ শিক্ষযষ্টিঃ। ১ ব্রাহ্মণ-যষ্টিকা। (শব্দচ॰) ২ বশিষ্ঠের শিক্ষ যষ্টি।

"ধিগ্বলং ক্ষত্রিয়বলং ব্রহ্মতেজো বলং বলম্।
একেন ব্রহ্মদণ্ডেন বহবো নাশিতা মম॥"
(রামা॰ অযোধ্যাকা॰ বিশ্বামিত্রবাক্য) ৩ ব্রাহ্মণের শাপ-রূপ দণ্ড, ব্রহ্মশাপ।

"ব্রহ্মদণ্ডহতা যে চ বিদ্যুদগ্নিহতাশ্চ যে।
তেষামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহম্॥" (তিথিতত্ত্ব)
৪ বিপ্রের যষ্টি। ৫ কেতুভেদ। (বৃহৎস॰ ১১ অ॰)

ব্রহ্মদণ্ডী (স্ত্রী) ব্রহ্মণে ব্রহ্মোপাসনার্থং দণ্ডী ক্ষুদ্রো দণ্ডঃ। ক্ষুদ্রক্ষুপবিশেষ। পর্য্যায় অজদণ্ডী, কটপত্রফলা, ইহার গুণ কটু, উষ্ণ, কফ, শোফ, ও বায়ুনাশক। (রাজনি॰)

"ব্রহ্মদণ্ডী তু পুষ্পেণ স্নানে পানে বশীকরঃ।"
(গরুড়পু॰ ১৮৬ অ॰)

ব্রহ্মদত্ত (পুং) ১ ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজবিশেষ। পর্য্যায় ব্রহ্মস্থল। (হেমচ॰) (ভারত ২।৮।২০) ২ স্বনামখ্যাত নীপপুত্র। (ভাগবত ৯।২১।২৫) ব্রহ্মণা দত্তঃ। (ত্রি) ৩ ব্রহ্মকর্ত্তৃক দত্ত।
"অমোঘা ইষবশ্চেমে ব্রহ্মদত্তাঃ সুতেজসঃ।
দত্তা মহ্যং মহেন্দ্রেণ তূণৌ চাক্ষয়সায়কৌ॥" (রামা॰ ৩।১৮।২৮) ৪ ব্রাহ্মণকে যাহা দেওয়া হইয়াছে। (পুং) ৫ শুকদেবের কন্যা কৃত্বীসমাখ্যার গর্ভে অণুহের পুত্রভেদ। হরিবংশে ১১ অধ্যায়ে ইহার উৎপত্তি-বিবরণ লিখিত আছে।

ব্রহ্মদর্ভা (স্ত্রী) ব্রহ্মণে হিতো দর্ভো যস্যাঃ। যমানিকা। ইহার পর্য্যায়—

যমানিকোগ্রগন্ধা চ ব্রহ্মদর্ভাজমোদিকা।
সৈবোক্তা দীপ্যকা দীপ্যা তথা স্যাদ্যবসাহ্বয়া॥" (ভা॰প্র॰)

ব্রহ্মদাতৃ (পুং) ব্রহ্ম-দা-তৃচ্। বেদদাতা আচার্য্য, ব্রহ্মদ। [ব্রহ্মদ দেখ]

ব্রহ্মদান (ক্লী) ব্রহ্মণঃ বেদস্য দানং। বেদদান, বেদাধ্যাপন, সকল দানের মধ্যে বেদদান সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

"সর্ব্বেষামেব দানানাং ব্রহ্মদানং বিশিষ্যতে।
বার্য্যন্নগো-মহীবাসস্তিলকাঞ্চনসর্পিষাম্॥"
(মনু ৪।২৩৩) 'ব্রহ্মদানং বেদাধ্যাপনং' (মেধাতিথি)

ব্রহ্মদারু (ক্লী) ব্রহ্মণো ব্রাহ্মণস্য হিতকরো দারুঃ। ১ স্বনামখ্যাত অশ্বত্থাকার বৃক্ষবিশেষ। পর্য্যায় নূদ, পূষ, ক্রমুক, ব্রহ্মণ্য, তূল। (অমর) পলাশিক। (বাচস্পতি) তল। (ভরত) পূগ, যূষ। (শব্দরত্না॰)

ব্রহ্মদেয়া (স্ত্রী) ব্রহ্মণে দেয়া। ব্রহ্মবিধি অনুসারে দেয়া কন্যা, ব্রহ্মবিবাহের বিধানানুসারে দেয়া কন্যা।

"ব্রহ্মদেয়াত্মসন্তানো জ্যেষ্ঠ সামগ এবচ।" (মনু ৩।১৮৫)
'ব্রহ্মদেয়া ব্রাহ্মবিবাহেনোঢ়া' (কুল্লূক)

ব্রহ্মদেশ, ভারতবর্ষের পূর্ব্বদিগবর্ত্তী প্রায়োদ্বীপের* অন্তর্গত

---

* য়ুরোপীয় ভৌগোলিকগণ এই স্থানকে Eastern Peninsula বা India beyond the Ganges বলিয়া উক্ত করিয়াছেন।

বর্ত্তমান ইংরাজাধিকৃত একটী রাজ্য। অধুনা ইংরাজ-প্রভাবে ব্রহ্মবাসিগণ হীনবীর্য্য হইয়া পড়িলেও এক সময়ে তাহারা এসিয়ার দক্ষিণপূর্ব্বপ্রান্তে একটী সুদীর্ঘ ও মহাপ্রভাবশালী সাম্রাজ্য স্থাপনে সফলমনোরথ হইয়াছিল †। তৎকালে ইহার উত্তর-সীমা আসাম, তিব্বত ও চীনাধিকৃত যুনানরাজ্য ; পূর্ব্বে শান, লেয়স্ ও কাম্বোডিয়া ; দক্ষিণে শ্যামরাজ্য এবং পশ্চিমে বঙ্গোপসাগর ও ভারতসীমা ছিল।

ব্রহ্মবাসিগণের উৎপীড়ন অসহ হওয়ায়, ইংরাজরাজ ব্রহ্মদস্যুর আক্রমণ হইতে ভারতসীমান্ত রক্ষাকরণার্থ ১৮২৪ ও ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে দুইটী অভিযান করেন। এই যুদ্ধ কালে ইংরাজরাজ ব্রহ্মরাজ্যের কতকাংশ যুদ্ধব্যয়ের ক্ষতি-পূরণস্বরূপ প্রাপ্ত হন। তাহাই ইতিহাসে ইংরাজাধিকৃত ব্রহ্ম (British Burma) নামে লিখিত হইত। শাসনকার্য্যের সুবিধার জন্য ইংরাজরাজ এই লব্ধ প্রদেশকে চারি বিভাগে ৭ এবং ২০টী জেলায় বিভক্ত করিয়া দেন। যান্দাবুর সন্ধির পর আরাকান ও তেনাসেরিম বিভাগ ভারতসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। তদবধি প্রায় ৩৮ বর্ষ কাল এই স্থানের শাসনভার বাঙ্গালার ছোটলাটের উপর ন্যস্ত থাকে। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে পেগু ও মার্ত্তাবান ইংরাজাধিকারে আইসে। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে উক্ত চারিটী প্রদেশ একত্র করিয়া ইংরাজরাজ সর আর্থর ফেরিকে (Sir Arthur Phayre, The First Chief-Commissioner) স্বতন্ত্র শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন।

বঙ্গসীমাক্রমণরূপ ঔদ্ধত্যের সমুচিত দণ্ডস্বরূপ দক্ষিণ ব্রহ্মের (Lower Burma) কতকাংশ ইংরাজকরে সমর্পণ করিয়া সম্রাট্ আলোমপয়ার বংশধরগণ উত্তরব্রহ্মে (Upper Burma) গমন করেন এবং আবা নগরে রাজপাট স্থাপন করিয়া নিরাপদে রাজকার্য্য সমাধান করিতেছিলেন। স্বাধীনচেতা ব্রহ্মরাজের ঔদ্ধত্যপ্রকৃতিনিবন্ধন, তাঁহার অনুচরবর্গ কর্ত্তৃক ইংরাজপ্রজার নিপীড়ন এবং সেই অত্যাচার-কাণ্ডের প্রতিবিধানে ব্রহ্মরাজের অমনোযোগিতা হেতু ভারতরাজ-প্রতিনিধি লর্ড ডাফ্‌রিন্ ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে শেষভাগে মান্দালয় অভিমুখে একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। উক্ত সেনাদল তথায় উপনীত হইয়া রাজসিংহাসন কাড়িয়া লন এবং ব্রহ্ম-রাজকে নিরাপদে নজরবন্দি করিয়া ভারতভূমে পাঠাইয়া দেন। বড়লাট প্রথমে মন্ত্রিসভা (Central Council of Burmese Ministers) দ্বারা ব্রহ্মের রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু দুর্ব্বৃত্ত মন্ত্রিদলের অসদ্ব্যবহারে এবং জালরাজপুত্রগণের সিংহাসনাধিকারের চেষ্টা জন্য যুদ্ধ-বিগ্রহে উত্ত্যক্ত হইয়া তিনি ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে সমগ্র ব্রহ্মসাম্রাজ্য ইংরাজশাসনাধীন করিয়া লন। প্রথমে প্রধান কমিসনর দ্বারাই রাজকার্য্য পরিচালিত হইয়াছিল। অবশেষে সমগ্র ব্রহ্মের প্রধান শাসনকর্ত্তা স্বরূপ এখানে একজন লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর নিযুক্ত হইয়াছেন।

স্বাধীন ব্রহ্মরাজ্য ইংরাজাধিকারে আসিবার পর উহার সীমা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। পূর্ব্বে ব্রহ্মরাজ্যের যে সীমা ছিল, ইংরাজগণ এখনও সেই বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য শাসন করিতেছেন। অক্ষা০ ৯° ৫৫´ হইতে ২৭° ১৫´ উঃ এবং দ্রাঘি০ ৯২° ১০´ হইতে ১০০° ৪০´ পূঃ।

ইংরাজের হস্তগত হইবার পর, ব্রহ্মরাজ্যে কোন কোন দেশীয় শিল্পের অবনতি হইলেও অন্য দিকে নানা বিষয়ে উন্নতি সাধিত হইয়াছে। এই রাজ্য স্বাধীন থাকিলেও একদিনের জন্যও প্রজাবর্গের মধ্যে সুখস্বচ্ছন্দতা বিরাজ করে নাই। দস্যুবৃত্তি, পরস্বাপহরণ, গৃহদাহ, প্রাণিহিংসা প্রভৃতি অশেষবিধ দুষ্ক্রিয়া এখানকার অধিবাসিগণের অঙ্গভূষণ ছিল। ইংরাজশাসনে সমস্ত কঠোর অত্যাচার বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে।

এই স্থান পর্ব্বত পরিশোভিত হইলেও এখানে সালবীন নদীর অববাহিকা প্রদেশে ধান্য, ছোলা, ভুট্টা, গম, কলাই, দোক্তা, তামাক, তুলা, সরিষা ও নীল প্রভৃতির বিস্তৃত চাষ আছে। এতদ্ভিন্ন ব্রহ্মবাসীর অতিশয় প্রিয় চা-বৃক্ষ (Elaeodendron persicum) এবং পিয়ারা, কলা, পেঁপে, তেঁতুল, নেবু, কমলানেবু প্রভৃতি নানাজাতীয় ফলবৃক্ষও জন্মিতে দেখা যায়। উত্তরব্রহ্মে ইরা-বতী নদীর ক্যেঙ্গ-ভ্যেঙ্গ, মিং-জে, ও শোয়ে প্রভৃতি প্রশস্ত-শাখা সমুদয় প্রবাহিত। নাম-কপে নামক নদী মণিপুর ও লুসাই গিরিমালার মধ্য দিয়া ক্যেঙ্গভ্যেঙ্গ নদীতে আসিয়া পড়িয়াছে। এতদ্ভিন্ন অনেকগুলি স্রোতস্বিনী ইরাবতী সালবীন ও থালবীন নদীর কলেবর বৃদ্ধি করিয়া সেই সুদীর্ঘ স্রোতমালাকে ভারত-মহাসাগরে লইয়া গিয়াছে।

এখানকার বনবিভাগেও প্রচুর শাল ও সেগুন বৃক্ষ আছে। এখানে উৎকৃষ্ট লাক্ষা ও রবার আটা পাওয়া যায়। ঐ সকল দ্রব্য বাণিজ্যার্থ উত্তর ও দক্ষিণ ব্রহ্ম হইতে রেঙ্গুণবন্দরে আনীত হইয়া নানা স্থানে প্রেরিত হইয়া থাকে।

এই রাজ্য খনিজ পদার্থের আকর। এখানে সোণা, রূপা, তামা, টিন, সীসক, রসাঞ্জন, বিস্‌মাথ, এম্বার, কয়লা, শিলা-তৈল (Petroleum), গন্ধক, সোরা, লবণ, লৌহ ও মর্ম্মর

* উত্তর দক্ষিণে যুনান হইতে মাগুই পর্য্যন্ত ৮০০ মাইল এবং পূর্ব্ব পশ্চিমে সমুদ্রতীর হইতে শান রাজ্য পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগ ব্রহ্মবাসীদিগের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। উহার পরিমাণ আন্দাজ ৪ লক্ষ মাইল।

† আরাকান রাজ্য, ইরাবতী নদীর অববাহিকাভূমি, পেগু ও তেনাসেরিম ভূভাগ।

প্রস্তরাদি প্রাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন মান্দালয়ের ৩৫ ক্রোশ উত্তর পূর্ব্বে বহুমূল্য ও উৎকৃষ্ট নীলা ও চুনী পাথর ভূগর্ভ মধ্যে নিহিত দেখা যায়। ঐ বিস্তীর্ণ ভূভাগ হইতে উত্তোলিত প্রস্তররাশি রাজকোষেই রক্ষিত হইয়া থাকে। এখানকার চুনীই সর্ব্বদেশ-বিখ্যাত।

নাফ্ নদীর মোহানা হইতে নেগ্রীস্ অন্তরীপ পর্য্যন্ত আরাকান বিভাগ বিস্তৃত। ইহার উত্তর ও পূর্ব্ব সীমাস্থিত আরকানযোমা পর্ব্বতমালার অয়েঙ্গ গিরিসঙ্কট দিয়া ইরাবতীর উপত্যকাভূমে অবতরণ করা যায়। সমুদ্রোপকূলে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে, তন্মধ্যে চেহ্‌বা ও রামরিই প্রধান। এই দ্বীপসমূহ সমধিক উর্ব্বরা। সান্দাওয়ে হইতে নেগ্রিস পর্য্যন্ত উপকূল বন্দরের উপযোগী। নাফ নদী ব্যতীত এখানে ময়ু, কুলদন, তলক ও অয়েঙ্গ প্রভৃতি কয়েকটী নদী আছে। কুলদন বা আরাকান নদীর দক্ষিণকূলে আকায়াব নগর অবস্থিত। পেগু ও ইরাবতীবিভাগই বিশেষ শস্যশালী। এখানে ইরাবতী, হ্লৈঙ্গ্ বা রেঙ্গুণ, পেগু ও সিত্তোঙ্গ প্রভৃতি নদী প্রবাহিত থাকায় তত্তৎ নদীর অববাহিকাদেশসমূহ বিশেষ উর্ব্বরতা লাভ করিয়াছে। প্রায় ১০৪০ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া ইরাবতী নদী বঙ্গোপসাগরে মিশিয়াছে। এই নদীতে প্রায় ৬শত মাইল পর্য্যন্ত নৌকাযোগে গমনাগমন করা যায়।

সমুদ্রোপকূলস্থিত তেনাসেরিম বিভাগ ১০° হইতে ১৮° উত্তর অক্ষাংশ মধ্যে অবস্থিত। সালবীন এখানকার প্রধান নদী। ইহার উৎপত্তিস্থান অদ্যাপি আবিষ্কৃত না হইলেও যূনান প্রদেশের নিকট হইতে ইহার খরস্রোত অনুভব করা যায়। এই বিভাগের পূর্ব্বসীমায় যে পর্ব্বতমালা দৃষ্ট হয়, তাহা পোঙ্গ্-লোঙ্গ্ পর্ব্বতের শাখামাত্র। এই গিরিমালা দ্বারা ব্রহ্ম ও শ্যামরাজ্য পৃথক্ হইয়াছে।

রাজ্যে প্রধানতঃ তিনটী গিরিশ্রেণী বিস্তৃত দেখা যায়। উহার সর্ব্বপশ্চিমটী আরাকানযোমা-পর্ব্বত—আসাম প্রদেশের নাগাগিরিমালা হইতে মস্তকোত্তোলন করিয়া ক্রমে যেন নেগ্রিস অন্তরীপে আসিয়া মিলিয়াছে। ইহার শেষ শাখায় 'ম্মুদেন' নামক পাগোদা (মন্দির) অবস্থিত। মধ্যস্থলে পেগু-যোমা গিরিমালা। ইরাবতী ও সিত্তোঙ্গ উপত্যকা ভূমির মধ্যদেশে অবস্থিত থাকিয়া ইহা উক্ত নদীদ্বয়ের অববাহিকা প্রদেশকে বিভক্ত রাখিয়াছে। এই পর্ব্বতমালা উত্তরব্রহ্মের থেমে-থিন্ গিরিশ্রেণীর সানুদেশ হইতে দক্ষিণাভিমুখে ইরাবতীর 'ব' দ্বীপ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। এখানে একটী পর্ব্বতশিখরে ব্রহ্মবাসীর বিখ্যাত বৌদ্ধতীর্থ ও শেওদগোন মন্দির অবস্থিত। পোঙ্গ-লোঙ্গ নামক পর্ব্বতমালা সিত্তোঙ্গ ও সালবীন উপত্যকাদ্বয়ের মধ্যে বিস্তারিত। তৌঙ্গ-গু প্রদেশের সন্নিকটে ইহার কএকটী শিখর ৬ হাজার ফিটেরও অধিক উচ্চ।

এখানে কএকটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হ্রদও দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে রেঙ্গুণের নিকটবর্ত্তী কন্দব্-গ্যি, হান্‌জাদা জেলার তু হ্রদ ও বেসিন্ জেলার দুইটী হ্রদই উল্লেখযোগ্য। পেগু ও সিত্তোঙ্গ এবং রেঙ্গুন ও ইরাবতীনদীর সংযোজক দুইটী খাল বাণিজ্য ও কৃষিকার্য্যের বিশেষ উন্নতিসাধন করিয়াছে।

এসিয়া মহাদেশের দক্ষিণভাগে তিনটী প্রায়োদ্বীপ সমুদ্রবক্ষে বিলম্বিত আছে। আরব ও ভারতভূমের সহিত প্রাচীন জগতের ঐতিহাসিক ঘটনাবলী যেরূপ সমাশ্রিত, এই ব্রহ্মদেশের তদ্রূপ কোন ঐতিহাসিক বৈভব নাই। বিদ্যোন্নতি, ধর্ম্ম বা বাণিজ্যবিস্তারের কোন প্রসঙ্গই দেখা যায় না। মহাভারতে সভাপর্ব্বে "শর্ম্মক" ও "বর্ম্মক" নামক দুইটী দেশের উল্লেখ আছে। কেহ কেহ এই দুটীকেই যথাক্রমে শ্যাম ও ব্রহ্মদেশ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। মহাভারতের সময় এইস্থান কিরাতদিগের দেশ ও ভগদত্তের অধিকারভুক্ত ছিল। ভারতে আর্য্যহিন্দুগণের উপনিবেশ স্থাপিত হইবার পরে যে বাণিজ্যপ্রভাব পূর্ব্বে সুদূর চীন এবং পশ্চিমে ইজিপ্ত প্রভৃতি স্থানে বিস্তারিত হইয়াছিল, তাহার কিছু যে ব্রহ্মরাজ্যে প্রবেশলাভ করে নাই, তাই বা কে বলিবে? কেবল টলেমির ভূগোল বৃত্তান্তে এই স্থানের Aurea Chersonesus অর্থাৎ সুবর্ণভূমি নাম পাওয়া যায় মাত্র।

পূর্ব্বোক্ত প্রায়োদ্বীপ-দ্বয়ের ন্যায় এখানেও ধীরে ধীরে ধর্ম্মপ্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল, কিন্তু দুঃখের বিষয় সেই ধর্ম্মস্রোতে ভাসিয়াও অধিবাসিবৃন্দ আনন্দলাভ করিতে পারে নাই। অহিংসার মহিমা উপলব্ধি করিতে না পারিয়া তাহারা প্রতিহিংসাবিষে জর্জ্জরিত হইয়া আপনাদের বাসভূমি রণক্ষেত্রে পরিণত করিয়াছিল। পরস্পরের উন্নতিতে ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া তাহারা পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্যসমূহ ছারখারে দিয়াছিল।

ইংরাজরাজ প্রথমে ব্রহ্মের যে অংশ অধিকার করেন, তাহাতে আরাকান, থা-তুন, মার্ত্তাবান ও পেগু প্রভৃতি চারিটী রাজ্য ছিল। এই চারিটী রাজ্যের ইতিবৃত্ত হইতে জানা যায় যে, এখানকার রাজগণ আপনাদিগকে ভারতীয় হিন্দুবংশোদ্ভব বলিয়া পরিচয় দিতেন। তাহাদের ধর্ম্ম ও শাস্ত্রগ্রন্থ যে ভারত হইতে আনীত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। এক সময়ে যে এখানে ভারতীয় সংস্রব ঘটিয়াছিল, টলেমি-লিখিত ইরাবতী নদীর 'ব' দ্বীপবংশবর্ত্তী স্থানসমূহের ভৌগোলিক তালিকা হইতে তাহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়। কোনরূপ সুপ্রাচীন ইতিহাস না থাকিলেও রেঙ্গুণ ও রামন্নদেশ হইতে

ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত যে সমস্ত বহুপ্রাচীন কীর্ত্তিসমূহ আবিষ্কৃত হইয়াছে,* তদ্দ্বারাও ভারতীয় হিন্দুর ব্রহ্মগমন সূচিত হইয়া থাকে।

আরাকানের ব্রহ্মরাজেতিবৃত্তপাঠে জানা যায় যে, গৌতমবুদ্ধের বহুপূর্ব্বে জনৈক বারাণসী-রাজপুত্র আরাকান জনপদে আসিয়া উপস্থিত হন এবং বর্ত্তমান সান্দাওয়ের সন্নিকটে রামাবতী নগরে রাজধানী স্থাপন করেন। তিনি প্রতি বৎসর বারাণসীরাজকে কর প্রদান করিতেন। এইরূপে কিছুকাল গত হইলে পর বারাণসীরাজ শেক্যবতী (যিনি পর জন্মে গৌতমবুদ্ধরূপে জন্ম গ্রহণ করেন, স্বীয় চতুর্থ পুত্র কম্মিানের উপর ব্রহ্মরাজ্যের শাসনভার অর্পণ করিয়া যান। উক্ত রাজপুত্র ব্রহ্ম, শ্যাম ও মলয়বাসিগণের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। তদীয় রাজ্যের উত্তর সীমা মণিপুর হইতে চীন সীমান্ত পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়াছিল †। কম্মিান নিজ রাজ্য নানা অসভ্য জাতিতে পূর্ণ করিয়া যান। এই গল্পের মূলে কোন সত্য না থাকিলেও ইহাদ্বারা ব্রহ্মে ভারতীয় সংস্রব এবং বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবেশলাভ ভিন্ন অপর কোন বিষয়ের সূচনা নাই ‡।

আরাকানে প্রচলিত প্রবাদের উপর নির্ভর করিয়া আমরা জানিতে পারি যে, কোন এক সময়ে ভারতীয় হিন্দু ও বৌদ্ধগণ এদেশে পদার্পণ করিয়াছিলেন। অপর এক সময়ে পূর্ব্বাঞ্চল হইতেও ব্রহ্মগণ এখানে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন। উক্ত ঔপনিবেশিকদলের কেহই আদিম অধিবাসীদিগের বিরুদ্ধাচারী হয় নাই। তৎপরে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচারার্থ শাক্যবংশীয় জনৈক রাজা এখানে আসিয়া রাজত্ব করিতে থাকেন। উক্ত রাজবংশের ২৯শ রাজের অধিকারকালে (খৃঃ ১৪৬ অব্দে) এখানে বৌদ্ধধর্ম্ম পূর্ণপ্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল।

এই সময় ও পরবর্ত্তীকালে ব্রহ্মের বিভিন্ন-প্রদেশ কাম্বোজ রাজগণের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল, ইহাদের মধ্যে কেহ শৈব, কেহ বৈষ্ণব, কেহ বা বৌদ্ধ ছিলেন। [কাম্বোজ দেখ।]

খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দের প্রারম্ভ সময়ে মুসলমানবণিক্‌গণ আরাকান উপকূলে আসিয়া উপস্থিত হয়। উক্ত শতাব্দেই আরাকানরাজ বঙ্গবিজয়ে গমন করেন এবং চট্টগ্রামে একটী কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপন করিয়া যান। খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দে প্রোমরাজ আরাকান আক্রমণ করেন, ঐ সময়ে আরাকান-রাজধানী ম্রোহোঙ্গ নগরে স্থাপিত হইয়াছিল। তৎপরবর্ত্তী পাঁচ শতাব্দ-কাল এই স্থান ব্রহ্ম, শান, তলৈঙ্গ ও প্যুস প্রভৃতি বিভিন্ন জাতি কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়।

বোধগয়ায় প্রাপ্ত ১২শ শতাব্দের শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, পগানরাজ বাঙ্গালা আক্রমণ করেন। দিনাজপুরের রাজবাটীতে যে প্রাচীন শিলালিপি আছে, তাহাতে ঐ স্থানে কাম্বোজনরপতি কর্ত্তৃক শিবমন্দিরপ্রতিষ্ঠার কথা আছে। সম্ভবতঃ তিনিই এই পগানরাজ হইবেন। খৃষ্টীয় ১১৩৩-১১৫৩ অব্দ পর্য্যন্ত বঙ্গ, পেগু, পগান ও শ্যাম প্রভৃতি প্রদেশের নরপতিগণ আরাকানরাজ গব্-লয়ের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন। গব্-লয়ের কীর্ত্তিস্তম্ভ মহতীমন্দির ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে ইংরাজসৈন্য কর্ত্তৃক বিধ্বস্ত হইয়াছিল। গব্-লয়ের পরবর্ত্তী শতাব্দাধিককাল শান ও তলৈঙ্গ জাতির উপর্য্যুপরি আক্রমণে এই স্থান বিধ্বস্তপ্রায় হইয়াছিল। অবশেষে ১২৯৪ খৃষ্টাব্দে রাজা মিস্তি বিপক্ষদিগকে বিতাড়িত করিয়া স্বরাজ্য উদ্ধার করেন এবং পগান ও পেগু রাজ্য জয় করিয়া স্বীয় রাজ্যসীমা বিস্তৃত করিয়াছিলেন * তদ্বংশীয় রাজগণ প্রায় ১৪০৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত অপ্রতিহত প্রভাবে রাজ্য শাসন করেন। উক্ত বৎসরে রাজা মিন্-সব্ মূনের অত্যাচারে উত্ত্যক্ত হইয়া প্রজাগণ বিদ্রোহী হয় এবং তাহাতেই তিনি রাজ্য-সম্পদ হারাইতে বাধ্য হন। রাজ্যচ্যুত হইয়া তিনি বাঙ্গালার মুসলমান রাজগণের আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিছুকাল পরে মুসলমান-সাহায্যে তিনি স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হন। তদবধি আরাকানী মুদ্রার পৃষ্ঠদেশে বিকৃত পারসী ও নাগরী অক্ষরে নামাদি লিখিত হইতে থাকে†।

বিদ্রোহী প্রজাদল আবারাজের সহায়তা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি এখানে ১৪৩০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজ্য শাসন করেন। তৎপরে আরাকানরাজ্যে উল্লেখযোগ্য আর কোন ঘটনাই ঘটে নাই। ১৬শ শতাব্দের প্রারম্ভে পূর্ব্বদিক্ হইতে ব্রহ্মবাসিগণ এবং সমুদ্রপথে পর্ত্তুগীজ জলদস্যুগণ আরাকানের বক্ষ ও পৃষ্ঠদেশ আক্রমণ করে। পর্ত্তুগীজদিগের উপদ্রব হইতে ম্রোহোঙ্গ (পুরাতন আরাকান) নগর

---

* Dr. Forchhammer ও Major R. C. Temple মহোদয়দ্বয়ের অনুসন্ধানে ব্রহ্মদেশের প্রত্নতত্ত্বের নূতনদ্বার উদ্ঘাটিত হইয়াছে।

† বুদ্ধের প্রাচীন ঐতিহাসিকগণ এখানে মহাভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন। শাক্যবংশে গৌতমবুদ্ধের জন্ম জানিয়া এবং তাঁহার অপর নাম শাক্যসিংহ থাকায় তাঁহারা শাক্যের (শেক্যবতী) বুদ্ধজন্ম কল্পনা করিয়া লইয়াছেন। তাঁহারা প্রকারান্তরে গৌতমীপুত্র শাক্যের বুদ্ধত্বলাভ হেতু নামান্তর স্বীকার করিয়া লইয়াছেন।

‡ তালপত্রে লিখিত ব্রহ্মরাজেতিহাসে কম্মিানরাজবংশের যে রাজত্বকাল লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ অবিশ্বাসজনক।

* ঐ সময়ে আরাকানীগণ দক্ষিণপূর্ব্ব বাঙ্গালায় অগ্রসর হইয়া সোণারগাঁওর বঙ্গীয় নরপতিগণের নিকট হইতে রাজকর আদায় করিয়াছিল।

† আরাকানে প্রচলিত রাজচিহ্নাঙ্কিত ১২শ শতাব্দীর প্রাচীন মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে।

রক্ষা করিতে ১৫৩১ খৃষ্টাব্দে ১৮ ফিট উচ্চ প্রস্তরপ্রাচীর গ্রথিত হইয়াছিল। ১৫৭১ খৃষ্টাব্দে উহার চারি পার্শ্বে পুনরায় খাল কাটিয়া দেওয়া হয়। এই সময় হইতে আরাকানীগণ বিশেষ উদ্যোগী হইতে থাকে। ১৫৬০ হইতে ১৫৭০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে আরাকানীগণ চট্টগ্রাম জয়পূর্ব্বক এইস্থান শাসন করিতে আরম্ভ করে। আরাকানরাজপুত্র তৎকালে এখানকার শাসনকর্ত্তা ছিলেন। ক্রমে মোগলসাম্রাজ্যের প্রতিদ্বন্দ্বী হইবার মানসে তিনি পর্ত্তুগীজদস্যুদলকে স্বরাজ্যে আহ্বান করেন এবং সমুদ্রোপকূলে তাহাদের বাসস্থান নিরূপণ করিয়া দেন। চট্টগ্রামই তাহাদিগের দস্যুতার কেন্দ্রস্থল হইয়াছিল। এখানে তাহারা প্রকৃষ্টরূপে মোগলরণতরীর প্রতিপক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া রণনিপুণতার পরিচয় দিয়াছিল। পুনঃ পুনঃ জয়লাভে উৎফুল্ল হইয়া তাহারা ক্রমেই আশ্রয়দাতা আরাকানরাজের অধীনতা উচ্ছেদ করে। ১৬০৫ খৃষ্টাব্দে উদ্ধতস্বভাব পর্ত্তুগীজগণকে চট্টগ্রামে পৃথক্‌রূপে শাসনবিস্তার করিতে দেখিয়া আরাকানপতি ক্রুদ্ধ হন এবং ১৬০৯ খৃষ্টাব্দে তাহাদিগকে চট্টগ্রাম হইতে স্বদলে তাড়াইয়া দন। [বিস্তৃত বিবরণ পর্ত্তুগীজ শব্দে দেখ।]

খৃষ্টীয় ১৫ শতাব্দের প্রারম্ভ হইতে ১৬শ শতাব্দের শেষভাগ পর্য্যন্ত এইদেশের ইতিহাসে কেবল যুদ্ধ ভিন্ন আর কোন বিশেষ ঘটনার উল্লেখ দেখা যায় না। ইহার অন্তর্গত খণ্ডরাজ্যগুলি পর্ব্বত-বেষ্টিত হইলেও ব্রহ্ম ও তলৈঙ্গ অধিবাসিগণ উপর্য্যুপরি এখানকার রাজাসন অধিকার করিয়াছিল। ১৬শ শতাব্দের শেষ ভাগে আবা ও পেগু রাজের মধ্যে ঘোরতর সংগ্রাম ঘটিয়াছিল। এদিকে আরাকানপতি বঙ্গাধিপকে হীনবল দেখিয়া মেঘনা নদী পর্য্যন্ত স্থান অধিকার করেন। তৌঙ্-গুর্ শাসনকর্ত্তার সাহায্যে তৎপুত্রও পেগুরাজের বিরুদ্ধাচারী হইয়াছিলেন এবং উক্ত প্রদেশ অধিকারে রাখিবার মানসে তিনি স্বীয় পর্ত্তুগীজ কর্ম্মচারী নিকোটিকে (Pnilip de Br to y Nicot.)ভারার্পণ করেন। নিকোটি এইরূপ পদোন্নতিতে উদ্দৃপ্ত হইয়া রাজানুগ্রহ উচ্ছেদ করিয়া প্রায় ১৩ বৎসর কাল নিজ বাহুবলে তদ্রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। অবশেষে আবাপতি ১৬১৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে রণক্ষেত্রে নিহত করিয়া এই প্রদেশ পুনরধিকার করেন*।

খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দের মধ্যভাগে রাজা অলোঙ্গপয়ার (আলোম্প্রা) অভ্যুদয়ে ব্রহ্মরাজ্য প্রায় একচ্ছত্র হইয়াছিল। এই সময়ে আরাকান-রাজ্য অন্তর্বিপ্লবে বিদলিত হইলে ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে রাজপুত্র বোদব্-পয়া তদ্রাজ্য আবা সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন, এই যুদ্ধ হইতেই প্রকৃতপক্ষে বঙ্গসীমান্তে ব্রহ্মবাসিদিগের পদার্পণ হয়। ইংরাজরাজ ব্রহ্মবাসিগণের অনধিকার প্রবেশে উত্ত্যক্ত হইয়া ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। উক্ত যুদ্ধের ফলে ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে যান্দাবুর সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয় এবং ইংরাজরাজ আরাকান ও তেনাসেরিম্ প্রদেশ ক্ষতিপূরণ স্বরূপ প্রাপ্ত হন।

থাতুন, পেগু ও মার্ত্তাবন প্রভৃতি জনপদ তলৈঙ্গ (মূন্)* দিগের অধিকারে ছিল। ব্রহ্মবাসিগণ তলৈঙ্গ রাজ্যকে রামন্ন বা রমনিয়া নামে অভিহিত করিতেন। খৃষ্ট জন্মের ২য় শতাব্দ পূর্ব্বে ভারতীয় ঔপনিবেশিকদিগের দ্বারা থাতুন নগর স্থাপিত হইয়াছিল†। উহার ধ্বংসাবশেষসমূহ এখনও প্রাচীনত্ব সপ্রমাণ করিতেছে। এই নগর সমুদ্র হইতে ৫ ক্রোশ দূরে নদীতীরে অবস্থিত। নদীমুখে পলি জমায় ক্রমশঃই ঐ স্থানের বাণিজ্যহ্রাস হইতে থাকে এবং নগরটী শ্রীহীন হইয়া ধ্বংসে পরিণত হয়। এই স্থানের কোন প্রকৃত ইতিহাস না থাকিলেও বৌদ্ধেতিহাস হইতে জানা যায় যে, খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দের মহাবোধিসঙ্ঘের সময় থাতুন্ নগরে (সুবর্ণভূমে) দুইজন ধর্ম্মপ্রচারক প্রেরিত হইয়াছিলেন। ৪০৩ খৃষ্টাব্দে সিংহল হইতে বুদ্ধঘোষ এখানে বৌদ্ধগ্রন্থাদি আনয়ন করেন। খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দ পর্য্যন্ত এই নগর বিশেষ সমৃদ্ধিসম্পন্ন ছিল। তৎপরে পগান সম্রাট্ অনব্রত এই নগর ধূলিসাৎ করিয়া দেন। রাজেতিহাস হইতে জানা যায় যে, এখানে ৫৯ জন রাজা প্রায় ১৬৮৩ বৎসর রাজত্ব করেন।

প্রবাদ থাতুন হইতে ভারতবাসিগণ ৫৭৩ খৃষ্টাব্দে পেগু নগরে আসিয়া বাস আরম্ভ করেন। তাঁহাদের দ্বারাই পেগু-রাজধানী স্থাপিত হইয়াছিল। উহার তিনবর্ষ পরে মার্ত্তাবন নগর নির্ম্মিত হয়। রামন্নদেশবাসিগণ ঐ সময়ে উন্নতির চরমসীমায় আরোহণ করে এবং রামন্নের আয়তন বেসিন্ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। মার্ত্তাবানরাজবংশের ১৭শ রাজা তিষ্য ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করেন। তাঁহা হইতেই দেশীয় রাজবংশের লোপ হয়। অনব্রতবিজয়ের পর (অনুমান ১০৫০ খৃষ্টাব্দ পরে) পেগু

* ভ্রমণকারী সর্ণিয়ার লিখিয়াছেন ১৭শ শতাব্দে এই স্থান অসংযতস্বভাব যুরোপীয়দিগের দ্বারা পূর্ণ হইয়াছিল। নিকোটির পর সিবাষ্টিয়ান গঞ্জালিস্ সন্দ্বীপে পর্ত্তুগীজপ্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন।

* ইহারা ব্রহ্মজাতির একটী বিশিষ্ট শাখা। ইহাদের কথিত ভাষা কতকাংশে কাম্বোজ ও আসামীভাষার অনুরূপ।

† দক্ষিণভারতের করমণ্ডল উপকূল হইতে ভারতবাসিগণ ব্রহ্মদেশে গমন করিয়াছিলেন। কাম্বোজ প্রভৃতি রাজ্যের সহিত ভারতীয় সংস্রব পুরাণাদি হইতে জানা যায়।

সৌভাগ্যশশী প্রকাশ পাইতে আরম্ভ করে। মার্ত্তাবানের অনতিদূরবর্ত্তী তকমুন্‌নিবাসী মগদু নামা জনৈক ব্যক্তি বিদ্রোহীর দলে মিশিয়া পেগু ও মার্ত্তাবান নগর জয় করেন। তদ্বিরুদ্ধে পগান হইতে প্রেরিত মুসলমানসেনাদলকে পরাজিত করিয়া তিনি ক্রমে ক্রমে সমগ্র তলৈঙ্গরাজ্য আত্মসাৎ করিলেন। পূর্ব্বে শ্যামরাজের অধীনে কর্ম্ম করায়, এরূপ উন্নত অবস্থায়ও তিনি কখন প্রভুভক্তি প্রদর্শন করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। স্বীয় পূর্ব্বস্বামীকে ভক্তিপূর্ণহৃদয়ে তিনি কিয়ৎ পরিমাণে রাজকরও দিতেন। পক্ষান্তরে শ্যামরাজও তাঁহাকে খিলাৎ প্রদান করিয়াছিলেন ১২৯৬ খৃষ্টাব্দে ২২ বৎসর রাজ্যশাসন করিয়া তিনি অনন্তধামে গমন করেন।

১৩২১ খৃষ্টাব্দে টাভয় ও তেনাসেরিম প্রদেশ পেগুরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। এই ঘটনাসূত্রে শ্যামরাজের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ বাধে। কিছুতেই উভয়ের মনোমালিন্য বিদূরিত হয় নাই। ১৩৪৮ খৃষ্টাব্দে রাজা বিন্ন-উর রাজত্বকালে রাজ্য মধ্যে বিশেষ বিপ্লব সংঘটিত হয়। একদিকে চেঙ্গমই-শান জাতির উপদ্রব এবং অপর দিকে গৃহবিবাদে প্রপীড়িত হইয়া তিনি অতিশয় বিব্রত হন। তদনুসারে তিনি মার্ত্তাবান হইতে পেগু নগরে রাজপাট স্থানান্তর করেন। তিনি শান্‌জাতিকে পরিতৃপ্ত করিলেও গৃহবিপ্লবের ষড়যন্ত্র হইতে পরিত্রাণ পান নাই। তিনি স্বীয় পুত্র বিন্নযে কর্ত্তৃক রাজসিংহাসনচ্যুত হইয়াছিলেন। রাজাসনে আসীন হইয়া বিন্নযে রাজাদিরিৎ নাম গ্রহণপূর্ব্বক প্রভূত প্রতিপত্তির সহিত রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। বিপক্ষের হস্ত হইতে রাজ্যরক্ষা করাই তাঁহার জীবনের প্রধান ব্রত ছিল। প্রায় ৩৫ বৎসর তিনি আবা রাজের সহিত যুদ্ধ ব্যাপারে লিপ্ত ছিলেন। অবশেষে ১৪০৪ খৃষ্টাব্দে তিনি সসৈন্যে আবারাজ্যে গমনপূর্ব্বক তদধিপতিকে পরাজিত করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর প্রায় শতবর্ষ কাল পেগুরাজ্য বর্ত্তমান রাজবংশের শাসনপ্রভাবে শান্তভাব ধারণ করে এবং প্রজাবর্গ ধীরপ্রকৃতিতে কৃষিকার্য্যে লিপ্ত থাকিয়া স্বদেশকে শস্যপূর্ণ করিয়াছিল।

১৫২৬ খৃষ্টাব্দে উক্ত বংশের শেষ রাজা তক-রু-ৎ পিতৃসিংহাসন লাভ করেন। তাঁহার পুত্রসন্তানাদি কিছুই ছিল না। আবারাজ্যে শানসর্দ্দারবংশের বিস্তার দেখিয়া, তিনি পিতৃশত্রু হইলেও তৌঙ্গ-গুরাজবংশকেই প্রাচীন ব্রহ্মরাজবংশের প্রতিনিধিস্বরূপ স্বীকার করিয়া যান ; তদনুসারে ১৫৩০ খৃষ্টাব্দে তবিন্ শ্বেতি রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হন। তিনি উপর্য্যুপরি চারি বৎসর পেগু আক্রমণে বিফলমনোরথ হইলেও, ১৫৩৫ খৃষ্টাব্দে তিনি পেগুরাজধানী হস্তগত এবং তাঁহার শ্যালক বুরিন্-নৌঙ ৭ মাস অবরোধের পর মার্ত্তাবান নগর জয় করেন। এই সময় হইতে তলৈঙ্গদিগের মধ্যে একটী নূতন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়।

ইঁহার রাজত্বকালে পর্ত্তুগীজ নাবিকগণ ব্রহ্মে আসিয়া উপস্থিত হন। তাঁহাদের লিখিত বিবরণ হইতেই আমরা সেই সময়কার পেগুরাজ্যের ইতিহাস দেখিতে পাই। পেগুর নূতন রাজা আবা ও শ্যামরাজের সহিত যুদ্ধমানসে পর্ত্তুগীজসেনা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য বৈদেশিকদিগের সহিত মিত্রতা করায় হিতে বিপরীত হইল। তাহা হইতেই তাঁহার রাজ্যলক্ষ্মী চঞ্চলা হইলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর শ্যালক বুরিন নৌঙ* ১৫৫০ খৃষ্টাব্দে পেগু-সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি রাজপদে অধিষ্ঠিত হইলে প্রজাবর্গের মধ্যে বিদ্রোহবহ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। তিনি নিজ ভুজবলে উদ্ধত প্রজাবর্গকে শাসিত করিয়া প্রোম, আবা, শানরাজ্য এবং পশ্চিমে আসাম সীমান্ত পর্য্যন্ত অধিকার করেন। তৎপরে ১৫৬৩ খৃষ্টাব্দে শ্যামরাজ্য জয়পূর্ব্বক স্বীয় শাসনভুক্ত করিয়াছিলেন। ইহার ছয় বর্ষ পরে (১৫৬৯ খৃঃ অঃ) শ্যামরাজ্যে পুনরায় প্রজাবিদ্রোহ উপস্থিত হয়। তিনি বহুসেনা সমভিব্যাহারে তথায় গমন করিয়া বিদ্রোহ দমন করেন। ১৫৮১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুতে যুবরাজ নন্দবুরিন্ রাজপদে অভিষিক্ত হন। তিনি দুর্বৃত্ত শ্যামবাসীদিগকে দমনার্থ চারি বার যুদ্ধসজ্জা করিয়াছিলেন ; কিন্তু অকৃতকার্য্য হওয়ায় ক্রমেই তাঁহার রাজকোষ শূন্য হইয়া পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে মহামারি, দুর্ভিক্ষ ও গৃহবিবাদ উপস্থিত হয়। রাজ-অত্যাচারে এবং নিষ্ঠুর ব্যবহারে উৎপীড়িত হইয়া করদ সামন্তগণ তাঁহাকে পরিত্যাগ করে। অবশেষে তাঁহার মাতুল তৌঙ্গ-গু-রাজ আরাকানপতির সহিত মিলিত হইয়া ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া ব্রহ্মরাজ্যকে কঠোর অত্যাচার হইতে মুক্ত করেন।

রাজশক্তির অবনতি দেখিয়া শ্যামবাসিগণ পুনরায় জাগিয়া উঠে। তাহারা সদলে আসিয়া পেগুরাজ্য ছারখার করিত থাকে। এইরূপ জনশূন্য ও শ্রীভ্রষ্ট জনপদে রাজত্ব করিতে আক্রমণকারীরা কোন আস্থা প্রদর্শন করেন নাই। তবিন্ শ্বেতির সেই সমৃদ্ধ রাজ্য এই সময় হইতে নিকোটির শাসনাধীন হইয়াছিল। ১৬১৩ খৃষ্টাব্দে আবাপতি স্বীয় শক্তি অবগত হইয়া পর্ত্তুগীজদিগকে পরাজিত করেন এবং তদধিকৃত ভূভাগসমূহ স্বীয় রাজ্যভুক্ত করিয়া লয়েন। প্রায় শতবর্ষ

* পর্ত্তুগীজ ইতিবৃত্তে ইঁহার Braginoco নাম লিখিত আছে।

পরে সুপ্রাচীন রামন্নদেশ পুনরায় ব্রহ্মদিগের শাসনভুক্ত হয় *। ১৭৩৫ খৃষ্টাব্দে বিজিত তলৈঙ্গগণ বিজেতা আবাপতির বিরুদ্ধে মস্তকোত্তোলন করেন। তাহারা যে কেবল পেগু হইতে তাহাদের তাড়াইয়াছিল, তাহা নহে। প্রায় ২০ বৎসর কাল তাহারা সমগ্র ব্রহ্মসাম্রাজ্যে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। সম্রাট্ অলৌঙ্গ-পয়া নিজ বীর্য্যবলে সমগ্র ব্রহ্মভূমি করতলগত করেন এবং যুদ্ধাবসানে শান্তিলাভের পর রেঙ্গুন নগর পত্তন করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপনা রাখিয়া গিয়াছেন †। কিন্তু ব্রহ্মগণ কখনও শান্তহৃদয়ে তলৈঙ্গরাজ-প্রজাবের সমাদর করে নাই। ১৭৮৩ খৃঃ, পুনরায় বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। যুবরাজ বোদয়্-পয়া বিশেষ দৃঢ়তার সহিত এই বিদ্রোহ দমন করিয়াছিলেন।

বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাববিস্তারহেতু ব্রহ্মগণ স্বভাবতঃই পালি ভাষায় অনুরাগী হইয়া পড়ে। এই কারণ তাহাদের ভাষা মধ্যে অনেক পালি শব্দের অপভ্রংশ দেখিতে পাওয়া যায়। এমন কি, শিলালিপি প্রভৃতিতেও তদ্দেশের বিভিন্ন স্থানগুলির নূতন নামকরণ হইয়াছে *। পাশ্চাত্য ভৌগোলিক টলেমী যে প্রদেশকে Chryse Regio নামে উল্লেখ করিয়াছেন, ব্রহ্মরাজ-দরবারের কাগজাদিতে তাহাই সোণপরান্ত (স্বর্ণাপরান্ত) নামে উল্লিখিত হইয়াছে। 'মহারাজ বেঙ্গ' নামক রাজেতিহাসে এখনকার রাজবংশের যে তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা বহু প্রাচীন এবং ভারতীয় বৌদ্ধরাজসংস্রব-ঘটিত †।

খৃষ্টীয় ১১শ হইতে ১৩শ শতাব্দ মধ্যে ব্রহ্মসাম্রাজ্য উন্নতির উচ্চসোপানে আরোহণ করে। ঐ সময়ে পগান নগরের বর্ত্তমান ধ্বংসাবশিষ্ট কীর্ত্তিসমূহ বিবিধ সাজে শোভমান ছিল। কুব্লাই খাঁর রাজত্বকালে চীন (মোঙ্গোলীয়) সৈন্যের আক্রমণে উক্ত নগর ও তথাকার রাজবংশ কালক্রোড়ে বিলীন হইয়া যায়। ইহার পর ব্রহ্মসাম্রাজ্য ক্রমশঃই হতবল হইতে থাকে এবং শানবংশ মধ্যব্রহ্মে আধিপত্য বিস্তার করে। খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দের প্রথমে ভৌঙ্গ-গু (পেগুর উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত)-প্রদেশের রাজা নিজ বীর্য্যবলে পেগু, আবা ও আরাকান রাজ্য জয় করিয়া শাসনবিস্তার করিয়াছিলেন। পেগু-রাজধানীতেই এই রাজবংশ প্রায় শতবর্ষ কাল রাজত্ব করেন। ১৬শ শতাব্দের ভ্রমণকারীদিগের বিবরণীতে ইহাঁদের মহত্ব কীর্ত্তিত হইয়াছে।

পেগুর রাজশক্তি হ্রাস হইলে আবানগরে নূতন রাজ-

* রামন্ন প্রদেশের মৌলমেন (রামপুর) নগরের নিকটে আত্তরান বদ ধীরের কর্ম্ম গুহা, গাইনদীকূলবর্ত্তী দমথ গুহা, সালবীনতীরস্থ পাগাৎ গুহা, কোগুণ খাঁড়ির তীরবর্ত্তী কোগুণ-গুহা এবং দোমোথামী নদীর তীরবর্ত্তী বিন্‌জী গুহা মন্দিরাদিতে বহুসংখ্যক বুদ্ধমূর্ত্তি ও বৌদ্ধপ্রভাবের নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। এতদ্ভিন্ন অনেকানেক ভগ্ন অট্টালিকাতে শ্যাম ও কাম্বোজীয় আধিপত্য-স্মৃতি পরিলক্ষিত হয়। Indian Antiquary, Vol. XXII. p. 327-366.

† পো-উ-দৌঙ্গ পর্ব্বতের গুহামন্দির হইতে প্রাপ্ত সম্রাট্ অলৌঙ্গ্পয়ার দ্বিতীয় পুত্র রাজা সিন্‌ব্যুয়িনের ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দের উৎকীর্ণ শিলালিপি হইতে জানিতে পারা যায় যে, তিনি ১৫টী সামন্তরাজ্যের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন।

রাজ্য।		অন্তর্ভুক্ত জেলা।
১ সুনাপরান্ত	...	কলে, ভেয়িায়, যো, তিলিন, সালিন ও সগুজেলা।
২ সিরিক্ষেত্র (শ্রীক্ষেত্র)	...	উদেতরিৎ ও পানদৌঙ্গ্।
৩ রামন্ন	...	কুথেম, যৌঙ্গ ম্যা, মুত্তমা ও পেগু।
৪ অযুত্তয় (অযোধ্যা)	...	দ্বারাবতী, যোদয়া ও কমানপৈক্।
৫ হরিপুঞ্জ	...	জিম্মে, লবোন্ ও অনান্।
৬ লবরট্ঠ	...	চম্পপুরি, সানপাপাখেং ও মৈঙ্গলোন্।
৭ ক্ষেমধার	...	কৈঙ্গতোন্ ও কৈঙ্গকৌঙ্গ্।
৮ জ্যোতিনগর	...	কৈঙ্গোম্ মৈঙ্গসে।
৯ মহীংশক	...	মোগোক ও ক্যাৎপ্যিম্।
১০ সেন (চীনরট্ঠ)	...	তালো, কৌঙ্গ্সিন্।
১১ আড়বী	...	মোগৌঙ্গ ও মোনহ্যিন্।
১২ মণিপুর	...	কথে ও থেয়িন।
১৩ জয়বর্দ্ধন	...	জয়বতী ও কেতুমতী।
১৪ তাম্রদ্বীপ	...	পগান, ম্যিনসৈঙ্গ, পিন্যা ও আবা।
১৫ কম্বোজ	...	মোনে, থৌঙ্গ্যবে, মিথো ও মোমেক।

রত্নাপুরে তাঁহার রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল। কাহারও কাহারও মতে, রত্নাপুরের বর্ত্তমান নাম আবা মতান্তরে মান্দালয়ও (রত্নাপপা) হইতে পারে। দুইটী নগরের পরস্পর ব্যবধান যতদূর, উভয়ের নাম পার্থক্যও তদনুরূপ। যাহাই হউক আবা নগর ব্যতীত রত্নপুর রাজ্যের নিকটবর্ত্তী মান্দালয়, অমরাপুর প্রভৃতি কোন নগরই ব্রহ্মেতিহাসে ঐরূপ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই।

* রাজা সিনব্যুয়িন-স্থাপিত শিলাফলক ব্যতীত তামোনগর—ব্রহ্মপুরি, রতনসিংহ—যেনাথেজা—থেবো, পেঙ্গুগোন—দিত্তম্মচেটী, রেঙ্গুন—তিগুম্প (ত্রিকূত) নগরেরও এইরূপ নামান্তর পরিলক্ষিত হয়। যে সকল পাগোদায় বুদ্ধের স্মৃতিচিহ্ন রক্ষিত, তাহা দগোন (তকুন) শব্দে কথিত। উহা সংস্কৃত ধাতুগর্ভ ও সিংহলী ভাষার দাগোব শব্দের অপভ্রংশ বলিয়া বোধ হয়।

† ব্রহ্মে যে বুদ্ধাগম হইয়াছিল, তাহা অনুমানমাত্র। প্রকৃত কোন সময়ে বৌদ্ধপরিব্রাজকগণ ব্রহ্মে পদার্পণ করিয়াছিলেন, তাহারও কোন স্থিরতা নাই। ইহাদের প্রাচীনতম ইতিহাসাংশ বিশ্বাসযোগ্য না হইলেও, ভারতসীমান্তবর্ত্তী চীনাধিকৃত রাজ্যসমূহের মধ্যযুগের ঘটনার সহিত উহার অনেক একতা আছে; কিন্তু দুঃখের বিষয় ভারতীয় হিন্দু-ইতিবৃত্তে তাহার কোনও উল্লেখ নাই।

বংশের প্রতিষ্ঠা হয়। পেগুরাজা জয়পূর্ব্বক আবারাজ-বংশধরগণ ১৭শ ও ১৮শ শতাব্দের মধ্যকাল পর্য্যন্ত অপ্রতিহতপ্রভাবে রাজ্যশাসন করেন। তৎপরে তলৈঙ্গগণ বিদ্রোহী হইয়া আবা-পতিকে বন্দী করে। রাজধানী অধিকার করিবার পর তাহারা ক্রমে সমগ্র ব্রহ্মরাজ্য স্বীয় শাসনাধীনে আনয়ন করিয়াছিলেন, মোৎশেবো (খেবো) গ্রামের অধিপতি আলোম্প্রা (অলোঙ্গপয়া) তলৈঙ্গদিগের নিকট হইতে স্বীয় রাজ্য উদ্ধার-মানসে দল বলে বেষ্টিত হইয়া ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে রাজধানী জয় করেন। ১৭৫৪ খৃষ্টাব্দে পেগুবাসিগণ পুনরায় আবানগর আক্রমণের চেষ্টায় রণতরী লইয়া তদ্রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করে, কিন্তু তাহারা আলোম্প্রার যুদ্ধে পরাজিত, বিধ্বস্ত ও বিতাড়িত হইয়াছিল। এদিকে উদ্ধত ব্রহ্মগণ প্রোম, দোনব্য প্রভৃতি নগর হইতে তলৈঙ্গদিগকে তাড়াইয়া দেন। উক্ত বৎসরেই পেগুরাজ পুনরায় প্রোম অবরোধ করেন। অলোঙ্গপয়া সদলে তথায় উপনীত হইয়া নগররক্ষা করিয়াছিলেন। এইরূপে উপর্য্যুপরি ব্রহ্মহস্তে পরাজিত হইয়া তাহারা উত্তরব্রহ্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক দক্ষিণব্রহ্মে প্রত্যাগত হয় এবং সমুদ্রতীর ও নদীর মোহানা-পার্শ্ববর্ত্তী বাণিজ্যস্থানসমূহ অধিকার করে।

১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে, পেগুরাজভ্রাতা পুনরুদ্যমে ব্রহ্মরাজবিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। কিন্তু তিনি শত্রুহস্তে পরাজিত হওয়ায় সদলে সিরিয়ম-দুর্গে আশ্রয় লইতে বাধ্য হন। ঐ সময়ে সম্রাট্ অলোঙ্গপয়া শ্যামবাসীর আক্রমণ ও প্রজাবিদ্রোহ হইতে স্বদেশ রক্ষা করিতে ব্যস্ত ছিলেন, কাজেই তিনি পেগুবাসী-দিগের পশ্চাদনুসরণ করিতে পারেন নাই। কিছুকাল সুস্থির-চিত্তে সিরিয়মদুর্গে বাস করিলেও, তাহাদের সুখস্বপ্ন অচিরায় ভাঙ্গিয়া যায়। সম্রাট্ অলোঙ্গপয়া শ্যামযুদ্ধ-জয়ে স্পর্দ্ধিত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তনকালে সিরিয়ম দুর্গ অবরোধ করেন, আত্মরক্ষাপরাঙ্মুখ পেগুবাসিগণ ভীতিপরবশ হইয়া শত্রুকে দুর্গ ছাড়িয়াদিল। এই যুদ্ধে পেগুপক্ষে ফরাসী ও ব্রহ্মপক্ষে ইংরাজ নাবিকগণ সহায়তা করিয়াছিলেন। ডুঁপ্লে প্রেরিত ফরাসীরণতরী নদীপথে আসিলে ব্রহ্মরাজসৈন্ত তাহা লুণ্ঠন করিয়া লয়। ঐ সময়ে এক খানি ফরাসী রণতরী নাবিক সহ নদীগর্ভে নিমজ্জিত হইয়াছিল।

অপরের সাহায্যলাভে বঞ্চিত এবং নদীতীরবর্ত্তীস্থানসমূহ ব্রহ্মরাজের অধিকৃত হইলে পেগুবাসিগণ সহজেই বশ্যতা-স্বীকার করিয়াছিল। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ অলোঙ্গপয়া ছল-পূর্ব্বক নগরদ্বার উদ্মোচন করাইলেন এবং নগর অধিকার করিয়াই স্বীয় প্রতিজ্ঞা ভুলিয়া গেলেন। নগর অধিকৃত হইবার পর, উন্মত্ত সেনাদল নগরলুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হইয়াছিল।

পর বৎসরে অধীনতা-শৃঙ্খল মুক্ত হইবার জন্ম পেগুবাসিগণ বৃথা চেষ্টা করে। টাভয়-জয়ের পর তিনি শ্যামরাজ বিরুদ্ধে একটী অভিযান করেন। পথিমধ্যে তিনি মার্ত্তাই ও তেনাসেরিম অধিকার করিয়াছিলেন, শ্যাম-রাজধানী-অবরোধকালে তিনি পীড়িত হইয়া পড়েন। এরূপ অবস্থায় স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনকালে পথ-মধ্যেই ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে ৫০বৎসর বয়ঃক্রমকালে তাঁহার জীবলীলা শেষ হয়। তিনি প্রায় ৮ বৎসর রাজত্বের পর এইরূপ একটী সাম্রাজ্যস্থাপনে সমর্থ হইয়াছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্ব বৎসর তিনি ইংরাজকে পেগু-দিগের সাহায্যকারী সন্দেহ করিয়া তাঁহাদের বিরুদ্ধাচারী হন। এই ভিত্তি-শূন্ত ভ্রমে পড়িয়া তিনি নেগ্রিসবন্দরে ইংরাজের হত্যাকাণ্ড সাধন করিয়াছিলেন।

তাঁহার মৃত্যুর পর, জ্যেষ্ঠপুত্র নৌঙ্গদব্ গ্যি রাজা হন। কনিষ্ঠ ভ্রাতা হ্সিন্-ফ্যু-শ্নিন্ ও জনৈক সেনানী তাঁহার রাজত্ব-সময়ে বিদ্রোহী হইয়া রাজ্যের বিশৃঙ্খলতা উৎপাদন করে। তিন বৎসর রাজ্যশাসন করিয়া তিনি কালগ্রাসে পতিত হন। নাবালক ভ্রাতুষ্পুত্রকে সিংহাসনে না বসাইয়া খুল্লতাত হ্সিন্ফ্যু-শ্নিন্ স্বয়ং রাজদণ্ড গ্রহণ করিলেন। রাজপদে অধিষ্ঠিত হইয়া তিনি স্বীয় পিতৃদেবপ্রদর্শিত পথানুসরণপূর্ব্বক ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে রাজধানীর নিকটবর্ত্তী জনপদসমূহ অধিকার করিয়াছিলেন। এমন কি, শ্যাম ও মণিপুর-রাজ্যও তাঁহার অধিকার ভুক্ত হইয়াছিল। তাঁহার বিক্রমে স্পর্দ্ধিত ব্রহ্মসৈন্ত যখন ধীরে ধীরে দেশ জয় করিতে ছিল, তৎকালে য়ুনান-প্রদেশ হইতে প্রায় ৫০ হাজার চীনসৈন্ত ব্রহ্মরাজ্য আক্রমণ করে। সুকৌশলী ব্রহ্মরাজের চাতুরীজালে আবদ্ধ হইয়া চীনসৈন্ত পরাভব স্বীকার করে। সেই সুবিশাল সেনা-বাহিনীর মধ্যে একটী প্রাণীও স্বদেশে প্রত্যাগমন করে নাই। কেবল মাত্র ২॥০ হাজার সেনা ব্রহ্মবাসীর দাসত্ব করিবার জন্ম বন্দিরূপে রাজধানীতে আনীত হইয়াছিল। চীনব্রহ্মযুদ্ধে অবসর বুঝিয়া (১৭৭১ খৃষ্টাব্দে) শ্যামরাজ অধীনতাপাশ উচ্ছেদ করিবার জন্ম ব্রহ্মরাজ-বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন। তাঁহার দণ্ডবিধান জন্ম সদলে ব্রহ্মসৈন্ত দক্ষিণাভিমুখে চলিল। রেঙ্গুন নগরের সম্মুখদেশে পেগু ও ব্রহ্মসৈন্তে বিবাদ উপস্থিত হইলে, পেগুসেনাদল দারুণ নৃশংসভাবে ব্রহ্মসৈন্তদিগকে বিনাশ করিয়াছিল। ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে রাজা হ্সিন্-ফ্যু-শ্নিন্ স্বয়ং এই দস্যুদলের কৃতাপরাধের সমুচিত দণ্ড দিতে অগ্রসর হন। প্রথম যুদ্ধেই তিনি পেগুবাসীর নিকট হইতে মার্ত্তাবান-প্রদেশ ও দুর্গ অধিকার করেন। তৎপর বৎসরে তিনি ইরাবতীবক্ষে সসৈন্ত অবতীর্ণ হইয়া রেঙ্গুন নগরে উপনীত হন এবং স্বীয় উদ্দীপ্ত

ক্রোধের শান্তির জন্ত বৃদ্ধ পেগুরাজকে অমাত্যসহ শমন-সদনে প্রেরণ করেন। ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে তিনি স্বীয় অষ্টাদশবর্ষীয় পুত্র ৎসিঙ্গু মিঙের জন্ত একটী বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য রাখিয়া পরলোকে গমন করেন। নররক্তপিপাসু এই বালক নিজের যথেচ্ছাচারিতা দোষে রাজ্যচ্যুত হইলেন। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার খুল্লতাত ভোদোফ্র (মেন্তরগ্যি) তাঁহাকে হত্যা করিয়া রাজসিংহাসন অধিকরেন। ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে তিনি আরাকানপ্রদেশ ব্রহ্মরাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন। উক্ত বর্ষেই তিনি নূতন অমরাপুর নগরে রাজপাট উঠাইয়া আনেন।

পূর্ব্বোক্ত শ্যামবিদ্রোহের পর ব্রহ্মগণ পুনরায় শ্যামরাজ্যের শাসনভার প্রাপ্ত হন নাই। কিন্তু মার্গুই উপকূলবর্ত্তী কতক গুলি স্থান তাঁহাদের অধিকারে ছিল। ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মসৈন্ত রণতরী লইয়া জলপথে জাঙ্কসিলোন আক্রমণ করে। যুদ্ধে পরাজিত ও বিশেষরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াও ব্রহ্মবাসীরা নিরুদ্যম হয় নাই। ব্রহ্মরাজ ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে সদলে আসিয়া শ্যামরাজ্য আক্রমণ করেন। এই যুদ্ধে পূর্ব্বাপমানের পূর্ণ প্রতিশোধ বিধান হইল না বটে; কিন্তু ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের সন্ধি অনুসারে ব্রহ্মরাজ শ্যামরাজের নিকট হইতে ক্ষতিপূরণস্বরূপ তেনাসেরিম প্রদেশ এবং মার্গুই ও টাভয় বন্দর লাভ করিয়াছিলেন।

১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে তিনজন দস্যু ব্রহ্মরাজের শাসনদণ্ড অতিক্রম করিয়া ইংরাজাধিকৃত চট্টগ্রামপ্রদেশে পলাইয়া আইসে। উহাদিগকে ধরিবার নিমিত্ত প্রায় ৫ হাজার ব্রহ্মসৈন্ত ভারত সীমান্তে আসিয়া উপস্থিত হয়। ইংরাজরাজ ব্রহ্মসৈন্তের সহিত কোন বাদ বিসম্বাদে লিপ্ত না হইয়া উক্ত দস্যুত্রয়কে প্রত্যর্পণ করিয়া ব্রহ্মরাজের সহিত মিত্রতাস্থাপন করিয়াছিলেন।

ক্রমে রাজ্যপিপাসু ইংরাজ ও ব্রহ্মদিগের মধ্যে ঘোরতর সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। ইংরাজগণ যেরূপ বাঙ্গালার পূর্ব্বদেশ জয়মানসে ধীরে ধীরে হস্ত প্রসারণ করিতেছিলেন, তদ্রূপ জয়দৃপ্ত ব্রহ্মসেনাও পশ্চিমাভিমুখে আসামমণিপুর জয়ান্তে শ্রীহট্টসীমান্ত পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল। এখানে ইংরাজরক্ষিত কাছাড় রাজ্যসীমায় তাহাদের গতিরোধ হয়। ব্রহ্মগণ ইংরাজের বলপরীক্ষার নিমিত্ত সেই সীমান্ত প্রদেশে থাকিয়াই অত্যাচার আরম্ভ করে। গুপ্তভাবে ইংরাজের সেনাদল আক্রমণ, ইংরাজপ্রজা হরণপূর্ব্বক পলায়ন, চট্টগ্রামে বলপূর্ব্বক পদার্পণ এবং অবশেষে ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে নাফনদীর মোহানাস্থিত ইংরাজাধিকৃত শাহপুরী দ্বীপ লুণ্ঠন ও ইংরাজহত্যারূপ বহুশত অত্যাচারেও তৃপ্ত না হইয়া, তাহাদের নৃশংস পিপাসাস্রোত দিন দিন প্রবল হইতে থাকে। এই সকল কঠোর অত্যাচার হইতে পরিত্রাণলাভের জন্ত ইংরাজরাজ বারংবার প্রার্থনা জানাইলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু প্রতিকার হইল না দেখিয়া ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ গবর্মেণ্ট ব্রহ্মরাজবিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন।

ইংরাজের একখানি বহর সজ্জিত হইল। সেনানী গ্রাণ্ট ও কাম্বেল (Commodore Grant & Sir Archibald Campbell) যুদ্ধের অধিনায়ক হইয়া সদলে রেঙ্গুন সহরের অদূরে লঙ্গর করিয়া রহিলেন। ইংরাজের গোলাগুলি দেখিয়া ব্রহ্মবাসিগণ ভীতমনে নগর ছাড়িয়া পলায়ন করিল। এইরূপে যেখানেই ইংরাজসেনা প্রবেশ লাভ করে, সেই জনশূন্ত ও খাদ্যাদিবিহীন স্থান ইংরাজের করতল গত হয়। জুলাই হইতে আগষ্টের মধ্যে কএকটী খণ্ড যুদ্ধ হয় বটে, কিন্তু আবা ও থরাবতী-রাজসৈন্ত ভগ্নোদ্যম হইয়া পলায়নপর হইয়াছিল। প্রাণভয়ে লুকায়িত ব্রহ্মসেনার সহিত বিশেষ কোন যুদ্ধের আশঙ্কা না দেখিয়া কাম্বেল ব্রহ্মাধিকৃত টাভয় ও মার্গুই প্রদেশ এবং সমগ্র তেনাসেরিম উপকূল অধিকার করিয়া ফেলিলেন। উক্ত বর্ষের অক্টোবর মাসের মধ্যেই তিনি পেগুনদীর মোহানাবর্ত্তী পর্ত্তুগীজদিগের প্রাচীন সিরিয়ম্ দুর্গ ও কুঠী এবং মার্ত্তাবন প্রদেশ অধিকার করিয়া ব্রহ্মরাজ্যে ইংরাজপ্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন।

সেনাসমূহের এইরূপ ভীতি ও তন্নিবন্ধন রণবিমুখতা অবলোকন করিয়া আবা-রাজ বিখ্যাত বৃদ্ধসেনানী মহাবন্দুলাকেই সেনাপতিত্বে বরণ করিলেন। বন্দুলা সসৈন্তে আসিয়া ইংরাজসেনাদলকে ঘেরিয়া বসিলেন বটে, কিন্তু এই বৃদ্ধবয়সে তাহার অস্ত্রধারণ বৃথা হইয়াছিল। ইংরাজসৈন্ত সমক্ষে দণ্ডায়মান হইতে অসমর্থ বুঝিয়া ব্রহ্মসৈন্ত ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। বন্দুলা বিশেষ রণনিপুণতার সহিত আপন সেনাগণকে একত্র করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কামানভয়ে ভীত ব্রহ্মগণ কিছুতেই রণক্ষেত্রে থাকিতে পারিল না। তাহারা প্রাণ লইয়া নদীপথে পলাইয়া গেল। ১৫ই ডিসেম্বর এই ঘটনা ঘটে।

ব্রহ্মপরাজয়ে স্পর্দ্ধিত হইয়া কাম্বেল সাহেব প্রোমনগর আক্রমণে উদ্যত হইলেন। ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে স্বীয় সেনাদলকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া স্থল ও জলপথে দোনব্যু নগর আক্রমণ করেন। এখানে সেই বৃদ্ধ ব্রহ্মসেনানী বন্দুলা ইংরাজের গোলাঘাতে নিহত হন। ইংরাজগণ প্রোমনগরে প্রবেশপূর্ব্বক বর্ষাতিবাহন করিলেন। শরৎকালে এক মাসের জন্ত শান্তি প্রার্থনা করায় যুদ্ধ স্থগিদ্ থাকে। এদিকে ভারতে থাকিয়া ইংরাজগণ আসাম হইতে ব্রহ্মদিগকে তাড়াইয়া দিল এবং আরাকান প্রদেশ জয় করিয়া সেনানী মরিসন্

(General Morrison) ব্রহ্মরাজ্যে ইংরাজশক্তি বিস্তারের ত্রুটি করিলেন না।

অক্টোবর মাসে ব্রহ্মসৈন্য পুনরায় রণসাজে সজ্জিত হইয়া প্রোমনগরস্থ ইংরাজদিগকে তিনদিক্ হইতে আক্রমণ করে, কিন্তু ইংরাজসেনানী বিশেষ দক্ষতার সহিত সৈন্যভাগ রক্ষা করিয়াছিলেন। অবশেষে ব্রহ্মরাজ ইংরাজের সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হন। সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইলেও ব্রহ্মরাজের অন্তর্নিহিত ক্রোধবহ্নি নির্ব্বাপিত হয় নাই। পুনরায় কতকগুলি খণ্ড যুদ্ধের পর ১৮২৬ খৃষ্টাব্দের ৯ই ফেব্রুয়ারী য়ান্দাবুর সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইলে ব্রহ্ম ও ইংরাজবিবাদের শান্তি ঘটে।

রাজা ফগ্যি-দৌ (নৌঙ্-দৌগ্যি) ইংরাজের সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়া ব্রহ্মরাজ্য শাসন করিতে থাকেন। কোনবৌঙ-মেননামা তাঁহার অনৈক জ্ঞাতিভ্রাতা ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে বলপূর্ব্বক সিংহাসনাধিকার করেন। ইংরাজদিগের উপর অনাস্থা বশতঃ তিনি ব্রহ্মসৈন্যসহায়ে ইংরাজের ঘোর বিরোধী হইয়া পড়েন। উক্ত বৎসরের ইংরাজপ্রতিনিধি মেজর বার্ণি (Major Burney) ও ১৮৪০ খৃঃ অঃ সেনানী ম্যাক্লিওড আবা নগরে উপহাসাস্পদ পুত্তলীর ন্যায় দাঁড়াইয়া না থাকিয়া প্রত্যাবৃত্ত হন। ক্রমেই ব্রহ্মরাজ্যে ইংরাজের প্রতি অত্যাচার আরম্ভ হয়। ইংরাজের পোতনাশ, নাবিকদিগের লাঞ্ছনা, সেনাবিনাশ ও ইংরাজরাজকর্ম্মচারীর অবমাননায় ইংরাজ গবর্মেণ্ট বিশেষরূপে বিরক্ত হইয়া পড়েন। ১৮৪৬ খৃঃ অঃ রাজা পগান-মেঙ্গ পিতৃসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তিনি মুখে বন্ধুত্ব দেখাইলেও, ভিতরে ভিতরে ইংরাজের ঘোর শত্রু ছিলেন। তিনি নিজ পিতৃদেবকৃত অত্যাচারের প্রতিকার করিতে অস্বীকার করিলে ইংরাজরাজ ব্রহ্মপতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। এই যুদ্ধের ফলে পেগুপ্রদেশ ইংরাজের হস্তগত এবং ঐ বর্ষে ২০শে ডিসেম্বর লর্ড ডালহৌসীর অনুমতিক্রমে উহা ভারতসাম্রাজ্য ভুক্ত হয়।

এদিকে রাজসরকার মধ্যে একটী ঘোর বিপ্লব উপস্থিত হইল। ব্রহ্মরাজ পগানমেঙ্গ স্বীয় নিষ্ঠুর অত্যাচারের জন্য রাজ্যচ্যুত হইলেন এবং তাঁহার ভ্রাতা মেঙ্গদুন্রাজ আত্মরক্ষার জন্য তাঁহাকে ১৮৫৩ খৃঃ অঃ বন্দী করিয়া সিংহাসন অধিকার করিলেন। উক্ত রাজা মেঙ্-দুন্মেঙ্গ ইংরাজের প্রতি দাম্ভিকতা প্রকাশ করিলেও, ভারত গবর্মেণ্টের সহিত তাঁহার কোন ভাববৈলক্ষণ্য দেখা যায় নাই। ১৮৫৫ খৃঃ অঃ তিনি লর্ড ডালহৌসীর প্রীতিসম্বর্দ্ধনা জন্য দূত পাঠান, তদনুসারে ভারত-প্রতিনিধিও পেগুর শাসনকর্ত্তা আর্থার ফেয়িরে তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দেন। ঐ সঙ্গে সেনানী য়ুল (Colonel H. Yule) ও ভূতত্ত্ববিদ্ ওল্ডহাম সহকারী হইয়া গমন করেন। ১৮৬২ খৃঃ অঃ ব্রহ্মরাজ ইংরাজদিগকে বাণিজ্য করিবার অধিকার দেন। ব্রহ্মদেশস্থ নদীসমূহে বাণিজ্যতরী চালাইবার জন্য ১৮৬৭ খৃঃ অঃ পুনরায় ইংরাজগণ আদেশপত্র এবং ভামো প্রভৃতি প্রধান প্রধান সহরে বাণিজ্যপরিদর্শনের এক একজন কর্ম্মচারিনিয়োগেরও ব্যবস্থা প্রাপ্ত হন। পরবৎসরে মান্দালয়ে অধিষ্ঠিত ইংরাজপ্রতিনিধি স্লাডেন (Major Sladen) সাহেবের তত্ত্বাবধানে কাপ্তেন উইলিয়মস্ প্রভৃতি কএকজন ইংরাজ বাণিজ্যাদি পরিদর্শনের নিমিত্ত ব্রহ্মে গমন করেন। রাজপ্রদত্ত 'যেনানশক্যা' পোতে আরোহণপূর্ব্বক তাঁহারা পায়্যে নগরাভিমুখে ধাবিত হন। এই সময়ে য়ুনান প্রদেশে মুসলমানগণ বিদ্রোহী হওয়ায় তাঁহারা আর অভ্যন্তর দেশে প্রবেশ করিতে পারেন নাই। ডাঃ জন এণ্ডারসন্ ঐ সময়ে ব্রহ্মের উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে ষ্ট্রোভার সাহেব ভামো নগরে ইংরাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত হন। তাঁহার সময়ে ইরাবতী দিয়া ফ্লোটিলা কোম্পানি লোকদিগের গমনাগমনের সুবিধার জন্য একখানি ষ্টীমার চালনার বন্দোবস্ত করেন। ব্রহ্মরাজও স্বদেশে বাণিজ্যের উন্নতি দেখিয়া দস্যুহস্ত হইতে বণিক্‌দিগের রক্ষার জন্য কথ্যেন পর্ব্বতের বিপদ্‌সঙ্কুল স্থানসমূহে সৈন্যাবাস স্থাপন করেন।

১৮৭৫ খৃঃ অঃ চীন-রাজ্যের সাঙ্ঘাই প্রদেশে পদার্পণমানসে ডাঃ এণ্ডারসন্ প্রভৃতি মার্গারি সাহেবের সহিত ব্রহ্মরাজ্যের মধ্য দিয়া গমন করেন। চীনসীমান্তে উপনীত হইলে, মানবৈনের নিকট মিঃ মার্গারি চীনদস্যুহস্তে নিহত হন এবং সেই সঙ্গেই এই অভিযানের মুখ্য উদ্দেশ্য বিলীন হইয়া যায়।

১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে রাজা মেন্দুনের মৃত্যু হইলে তাঁহার অন্যতম পুত্র থিবো সাধারণের অনুমতিক্রমে রাজসিংহাসন অধিকার করেন। রাজাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াই তিনি ১৮৭৯ খৃঃ অঃ স্বীয় আত্মীয়বর্গের বিনাশসাধন করিয়াছিলেন। তাঁহার এই দুর্বৃত্ততার জন্য ইংরাজপ্রতিনিধি তাঁহাকে বিশেষ ভর্ৎসনা করেন। কারণ তাঁহার এরূপ নিষ্ঠুর প্রকৃতি ভবিষ্যতে ইংরাজেরও বিপজ্জনক হইতে পারে। ভূতপূর্ব্ব রাজচরিত্র একবারেই দোষমুক্ত না হইলেও, তাঁহার রাজত্ব সময়ে এরূপ নৃশংস হত্যাকাণ্ড সাধিত হয় নাই। তিনি ধর্ম্মভীরু ও দয়ালু ছিলেন। বৌদ্ধধর্ম্মে তাঁহার প্রবল অনুরাগ ছিল এবং এক মুহূর্ত্তও তিনি ধর্ম্মযাজকদিগের কথার বিপরীতে কার্য্য করিতেন না। তিনি স্বীয় ধর্ম্মমতানুযায়ী কএকটী

নূতন আইন প্রবর্ত্তন করেন। ইংরাজের সহিত তাঁহার সখ্যতা ছিল। ভিন্নদেশীয় রাজন্তগণের সহিত বন্ধুত্বস্থাপনে এবং রাজ্যের উন্নতিকল্পে তিনি বিশেষ মনোযোগী ছিলেন।

থিবোর রাজকীয় হত্যাকাণ্ডের অব্যবহিত পরেই ইংরাজ প্রতিনিধি শা (R. B. Shaw C.I.E.) সাহেবের মান্দালয়-নগরে মৃত্যু হয়। তৎপরে বার্ব সাহেব (Mr St. Barbe) নিযুক্ত হন, কিন্তু বেশী দিন তাঁহাকে রাজদরবারে থাকিতে হয় নাই। তিনি সদলে আবানগর পরিত্যাগ করিয়া পলাইয়া আইসেন। অত্যাচারী রাজার প্রভাবে উত্তেজিত হইয়া ব্রহ্মগণ ইংরাজবিদ্বেষী হইয়া উঠিল। উভয় পক্ষে কিছুতেই সাম্য বিধান হইল না। ১৮৮০ খৃঃ অঃ রাজপুত্র নৌঙ্ ওকে সীমান্ত প্রদেশে থাকিয়া রাজবিদ্রোহী হন, কিন্তু সৈন্তবল হীন হওয়ায়, তিনি অধিকক্ষণ রাজসৈন্তের সম্মুখে দাঁড়াইতে পারেন নাই। রণে ভঙ্গ দিয়া তিনি ইংরাজের আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইংরাজের কর্ত্তৃত্বাধীনে তিনি কিছুকাল কলিকাতা মহানগরীতে বাস করিয়াছিলেন। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মরাজ ইংরাজের সহিত গোলযোগ মিটাইবার জন্ত সিমলাশৈলে ভারত-প্রতিনিধির নিকট দূত প্রেরণ করেন, কিন্তু এ দৌত্যে কোন ফলোদয় হয় নাই। ১৮৮৬ খৃঃ অঃ লর্ড ডাফ্রিনের আদেশক্রমে ইংরাজ-সৈন্ত ব্রহ্মজয় করিয়া ভারতের অন্তর্ভুক্ত করেন এবং ব্রহ্মরাজ থিবো বন্দিভাবে ভারতে আনীত হন। এখন একজন স্বতন্ত্র ইংরাজ শাসনকর্ত্তার হস্তে ব্রহ্মরাজ্যের কর্ত্তৃত্ব ন্যস্ত রহিয়াছে।

ব্রহ্মের রাজতন্ত্র যথেচ্ছাচারিতা-দোষে দুষ্ট ছিল। রাজা স্বীয় ইচ্ছামত ব্যক্তি-বিশেষকে কঠোর যন্ত্রণা, কারাবাস বা মৃত্যু পর্য্যন্ত দণ্ডাদেশ করিতে পারিতেন। তাঁহার মন্ত্রিবর্গের স্বতন্ত্র কার্য্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। ব্রহ্মের মন্ত্রিসভা দুইভাগে বিভক্ত। একদল রাজপ্রসাদের পরিদর্শন লইয়াই ব্যস্ত, অপরে শাসনবিভাগীয় কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নিরূপণে নিয়োজিত। ইহাদের হ্লুৎদব্ নামক মহাসভা হইতেই সমস্ত ব্রহ্মসাম্রাজ্যের শাসনাদেশ প্রচারিত হইত। এই সভার অধীনে রাজনিয়ম সংস্কার ও সংগঠন, মন্ত্রিসভা ও মহাধর্ম্মাধিকরণ অধিষ্ঠিত ছিল। নামতঃ রাজাই এই হ্লুৎ-সভার সভাপতি, তদভাবে যুবরাজ বা অন্ত কোন রাজপুরুষ সভাপতির আসনে উপবেশন করিতেন, এইরূপ ব্যবস্থা ছিল; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রধান-মন্ত্রীই সভাপতির আসন গ্রহণ করিতেন।

হ্লুৎ সভাস্থ কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে ১৪টী শ্রেণী ছিল। উহাদের কার্য্যপরম্পরাও বিভিন্ন।—

১ বুঙ্গি বা মিঙ্গি—ইঁহারা চারিজন প্রধান সচিব (Secretary of State)। ইঁহাদের পরস্পরের কার্য্যবিভাগ স্বতন্ত্র হইলেও প্রকৃত পক্ষে সকলেই আবশ্যকমতে পরস্পরের কার্য্য সম্পাদন করিতেন।

রাজস্ব, রাজস্ব ও আয়ব্যয়-সম্পর্কীয় যাবতীয় কার্য্যই ইঁহাদিগকে পরিদর্শন করিতে হইত। দেওয়ানী ও ফৌজদারী সংক্রান্ত গুরুতর বিচারের ভার ইঁহাদের উপরেই ন্যস্ত ছিল। ইঁহারা যুদ্ধবিগ্রহের সময় সেনাবাহিনীপরিচালনের আদেশ দিতেন, তদ্ব্যতীত অপর কোন ব্যক্তিই অভিযানে প্রবৃত্ত হইতে পারিতেন না। এমন কি, আবশ্যক হইলে তাঁহাদিগকে সশরীরে রণক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিয়া সেনাপতির কার্য্যও করিতে হইত। ২ মিন্‌হুগি-বুন্—অশ্বারোহী সেনাপতি এবং ৩ অথি-বুন্—রাজপরিবার ব্যতীত জন সাধারণের পরিদর্শক। হ্লুৎ সভায় ইঁহাদের কোন কার্য্য না থাকিলেও ইঁহারা দ্বিতীয় শ্রেণীর সভ্য মধ্যে পরিগণিত ছিলেন। ৪ ঘুন্‌দোক—প্রধান সচিবের সহকারী (Under-Secretary of State)। ইঁহারাও চারিজন। সময় সময় ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের শাসনকর্ত্তারাও এইপদে নিয়োজিত হইতেন। তৎপরে ৫ নাখনদব্—এই চারিজন ব্যক্তি রাজবাক্যাবলী নিজ নিজ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া সভায় উপস্থিত করিতেন এবং পুনরায় সভায় অনুমোদিত যুক্তি সমুদায় লিপিবদ্ধ করিয়া রাজার কর্ণগোচর করিতেন। ৬ সম্যদবৃগি—রাজলিপিকার বা সহযোগী সম্পাদক। বাস্তবিক পক্ষে ইঁহারাই রাজ্যের অধিকাংশ কার্য্য সমাধা করিতেন। তৎপরে চারিজন আমেন্দব্যয়—ইহারা রাজকীয় নথিপত্র-রক্ষা ও রাজাদেশ লিপিকার্য্যে নিয়োজিত ছিল। ৭ অথোজসয়রদিগের উপর রাজপ্রাসাদ বা রাজকর্ম্মচারিদিগের কর্ম্মস্থান নির্ম্মাণের ভার অর্পিত ছিল। তৎপরে ৮ অজ্ঞদব্যয় ও অবযোক—প্রথমব্যক্তি হ্লুৎ-সভার অনুমোদিত আদেশাদির লিপিকরণ করিতেন এবং তাহাদের অনুমত্যনুসারে পত্র লিখিয়া যথাস্থানে পাঠাইয়া দিতেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি বিভিন্ন স্থানীয় পত্রাদি গ্রহণপূর্ব্বক পাঠ করিতেন। তন্মধ্যে যে গুলি মন্ত্রিসভার অনুমতিসাপেক্ষ, এইরূপ পত্রগুলি তিনি মন্ত্রিসভায় দাখিল করিয়া দিতেন। ৯ থোদব্‌গন—রাজপত্রগ্রাহক। ইহারা কেবল রাজার নামীয় পত্রাদি দেখিতেন, অন্ত রাজকীয় পত্রে ইঁহাদের কোন অধিকার ছিল না। ইঁহারা রাজাদেশানুসারে বৎসরে তিনটী 'কদওবে' উৎসব সংঘটন করাইতেন। উক্ত সময়ে সামন্ত ও অমাত্যগণ দরবারে উপস্থিত হইয়া রাজোচিত সম্মান প্রদর্শন করিতেন। রাজাও তাঁহাদিগকে স্নেহ, দয়া, ক্ষমা ও অভয়দানে তৃপ্ত করিয়া বিদায় দিতেন। ১০ সেন্‌সোজসয়র—তোষাখানার

বেওয়ান, রাজপ্রদত্ত উপঢৌকনাদির তালিকা প্রস্তুত, তত্রক্ষা ও দরবার গৃহে উপঢৌকনদাতার নাম পাঠ করাই ইঁহাদের কার্য্য ছিল। যোন্ জোওণ দরবার বা উৎসবাদির কর্ম্মকর্ত্তা। তৎপরে নেচা ও থিন্দবায়দিগের কার্য্য। ইঁহারা উৎসবসভায় আগত ব্যক্তিগণের আসননির্দ্দেশ ও শপথগ্রহণ করিতেন।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। হ্লুৎ-সভার সদস্য ব্যতীত অপর একটী মন্ত্রিসভা রাজপ্রসাদের পরিদর্শনকার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন। তাঁহাদের মধ্যে অথিন্‌যুন্ সর্ব্বপ্রথম। ইঁহারা হ্লুৎ-সভায় রাজবার্ত্তা প্রেরণ এবং তাহাদের কথাও রাজ-সকাশে জ্ঞাপন করিতেন। তৎপরবর্ত্তী থওব্‌যিন্ তাঁহাদের সহকারী ছিলেন। এই অন্তঃপুরসভার নাম বেঃ-দকে। ব্রহ্মের হ্লুৎ ও বেঃ-দকে সভা ব্যতীত ধনাগাররক্ষার জন্য শ-ডকে নামে আর একটী সভা আছে। এখানে রাজার বহুমূল্য দ্রব্যাদি রক্ষিত হইত।

তৎকালে ব্রহ্মদেশের বিভাগগুলি প্রদেশ, জেলা, নগর ও গ্রামাদিতে বিভক্ত ছিল। প্রদেশে একজন ম্যোবুন (শাসনকর্ত্তা) নিয়োজিত ছিলেন। ইঁহারাই প্রজাবর্গের হর্ত্তা কর্ত্তা, কিন্তু ইঁহার আদেশের বিরুদ্ধে প্রত্যেক ব্যক্তিই মহাসভায় আপত্তির অধিকারী। প্রত্যেক উপবিভাগ ও গ্রামে এক একজন নিম্নতম কর্ম্মচারী রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন।

ব্রহ্মবাসিগণ অধিকাংশই বৌদ্ধ। ইহাদের মধ্যে কোন সাম্প্রদায়িক ভেদ দেখা যায় না। প্রত্যেক শ্রেণীর মধ্যে এক একটী মঠ বা ধর্ম্মালয় আছে। পবিত্রতা, মিতাচার ও সত্যরক্ষাই ইহাদের প্রধান ধর্ম্ম। ধর্ম্মগত বা জাতিগত কোন বিভাগ না থাকিলেও এখানে ধর্ম্মমন্দিরাদির অধিষ্ঠাতা বা ধনবান্ রাজপুরুষদিগের সহিত সাধারণ লোকের অল্প পার্থক্য লক্ষিত হয়, কিন্তু অন্যত্র ধনের কোন বিশেষ গৌরব নাই। বৌদ্ধপুরোহিত পুঙ্গিগণ সর্ব্বত্রই যাজন করিয়া থাকেন।

বুদ্ধ ব্যতীত এখানে 'নাট' গণের (উপদেবতা বিশেষের) উপাসনাপ্রভাব পরিলক্ষিত হয়। অধিবাসীগণের বিশ্বাস এই, উপদেবতাগণ স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের যাবতীয় পদার্থের উপর প্রচ্ছন্ন ভাবে আধিপত্য করিতেছে। মনুষ্যের অহিতকারী এই মন্দ-শক্তিগণের তৃপ্তি বিধান জন্য তাহারা নানা উপচারে পূজা দিয়া থাকে। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাববিস্তারে ব্রহ্মবাসিগণ তদ্ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেও তাহাদের পূর্ব্বানুষ্ঠিত ভূতোপাসনাপ্রভাব তিরোহিত হয় নাই। এখনও করেন, চীন প্রভৃতি পার্ব্বতীয় জাতির মধ্যে নাটপূজার বহুল প্রচার দেখা যায়। অধুনা করেনগণ আপনাদিগকে বৌদ্ধ বলিয়া পরিচিত করিতেছে।

বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ব্রহ্মদিগের মধ্যে বালিকাবিবাহ প্রচলিত নাই। কন্যাগণ সর্ব্বতোভাবে পিতামাতার অধীন। কোন যুবক রূপমুগ্ধ হইয়া কোন যুবতীর পাণিগ্রহণে ইচ্ছুক হইলে, প্রথমে তাহাকে সেই কন্যার পিতার অনুমতি লইতে হয়। সুপাত্র বুঝিয়া পিতাও সেই যুবককে স্বীয় কন্যার প্রীতি-সাহচর্য্য (Courtship) করিতে আদেশ দেন। এই ভালবাসা বিনিময়ের সময় উভয়ের প্রতিই বিশেষ কটাক্ষ রাখা হইয়া থাকে। কন্যার মাতাই সাধারণতঃ বিবাহের ঘটক হইয়া স্বীয় কন্যার অভিমতে উপযুক্ত পাত্র মনোনীত করেন এবং কায়মনোবাক্যে উক্ত দম্পতির মধ্যে সুপ্রণয় সংঘটনের চেষ্টা করিয়া থাকেন। পিতার অনুমতিসাপেক্ষ হইলেও, বিবাহে কন্যার সম্মতিই বাঞ্ছনীয়। এতদ্ব্যতীত প্রায়ই বিবাহে বিভ্রাট্ ঘটিতে দেখা যায়।

বৌদ্ধধর্ম্মে বহুবিবাহ নিষিদ্ধ না হইলেও ব্রহ্মবাসিগণ সাধারণতঃই পত্ন্যন্তরগ্রহণে অনিচ্ছুক। ধনবান্ বণিক্ ও রাজ-কীয় কর্ম্মচারীদিগের একাধিক পত্নীগ্রহণ সমাজে বিশেষ নিন্দ-নীয়। পত্ন্যন্তর গ্রহণ করিলে, প্রথমাপত্নীকে স্বতন্ত্র বাটীতে স্থান দিতে হয়। সপত্নী লইয়া তাহারা একত্র বাস করে না। দম্পতির অভিমত হইলে, গ্রামস্থ বয়োজ্যেষ্ঠদিগের আদেশে বিবাহবন্ধনচ্ছেদ হইতে পারে; কিন্তু যে সকল স্থলে বিশেষ গোলযোগ থাকে, অথবা স্বামী বা পত্নীর মধ্যে কেহ এই বন্ধন-চ্ছেদনে অভিলাষী নহেন, এরূপ স্থলে রাজধর্ম্মাধিকরণের নিষ্প-ত্তিই গ্রাহ্য। এইরূপে স্বামী বা স্ত্রী পরস্পরে ভিন্ন হইলেও সম্পত্তির অংশলাভে বঞ্চিত হন না। কোন কোন স্থলে পরিত্যক্তা রমণী বা পুরুষ সমগ্র সম্পত্তিরই অধিকারী হন।

ব্রহ্মে যথায় রমণীগণ ব্যবসাবাণিজ্যলব্ধ জীবিকা দ্বারা আনন্দে দিনাতিপাত করে, তথায় বিবাহজীবন অতীব সুখকর। করেন, চীন প্রভৃতি পার্ব্বত্য জাতির বিবাহ-প্রথা স্বতন্ত্র। কিন্তু যে সকল করেন, ব্রহ্মরাজের শাসনে আসিয়া ব্রহ্মদিগের আচারব্যবহার অভ্যাস ও অনুকরণ করিয়াছে, তাহাদের রীতিনীতি প্রায়ই ব্রহ্মদিগের ন্যায়। পার্ব্বতীয় করেনদিগের আচারব্যবহার সেই মত অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে।

করেনদিগের মধ্যে বহুবিবাহ প্রচলিত নাই। কিন্তু যাহারা ব্রহ্মসংসর্গে বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে কদাচিৎ একাধিক বিবাহ দেখিতে পাওয়া যায়। ব্যভিচার দোষে দুষ্ট হইলে পত্নীত্যাগ করাই নিয়ম। সতীত্বরক্ষাই এই জাতীয় রমণীর প্রধান কার্য্য। চীনদিগের মধ্যে বহুবিবাহ প্রচলিত আছে। সমগ্র ব্রহ্মসাম্রাজ্যে বহু শত মঠ আছে। পুঙ্গিগণ ঐ সকল মঠে অধ্যক্ষতা করিয়া থাকেন। ধর্ম্মচর্য্যা

ব্যতীত ইহাদের জীবনে আর অন্য কার্য্য নাই। ঐ ধর্ম্মাধ্যক্ষগণ নিজ নিজ মঠে (ক্যোঙ) থাকিয়া গ্রামস্থ বালকদিগকে শিক্ষা দিয়া থাকেন। শিক্ষাকালে বৌদ্ধ বালকগণকে মঠেই থাকিতে হয়। এখানে গ্রন্থাদি পাঠ ও লিপি এবং শাক্যবুদ্ধপ্রবর্ত্তিত ধর্ম্মমতের অনুশীলন তাহাদের প্রধান কার্য্য। পিতার দরিদ্রতা নিবন্ধন বালক যথাবিহিত হরিদ্রাবস্ত্র পরিধান ও সংস্কারাদি সম্পন্ন হইতে পারে না সত্য; কিন্তু সকলেই শিক্ষার্থী হইয়া ক্যোঙ্‌থা (মঠবালক) নামের সার্থকতা করিতে পারেন। বালিকাদিগের মঠে প্রবেশাধিকার নাই। নগর এবং বর্দ্ধিষ্ণু গণ্ডগ্রামস্থ বিদ্যালয়ে বালকবালিকাগণ একত্র শিক্ষা লাভ করিতে পারে।

উপরি উক্ত জাতিবিভাগ ব্যতীত ব্রহ্মরাজ্যে ব্রহ্ম, তলৈঙ (মোন), থৌঙ্‌থা, ম্রো, ক্যমি, শান প্রভৃতি কএকটী বিশিষ্ট জাতি এবং উহাদের সংযোগে উৎপন্ন মিশ্রজাতিরও অস্তিত্ব আছে। আরাকান প্রদেশে ঔপনিবেশিক হিন্দু ও ব্রহ্ম জাতির বাস বটে*। এতদ্ভিন্ন পার্ব্বত্য প্রদেশ, সক্, চব্, কুন্, শন্দু, যবেন্, বব্ প্রভৃতি কএকটী জাতিও দেখা যায়। উহাদের ভাষাগত কতক কতক পার্থক্যও আছে।

ব্রহ্মের অধিবাসিগণ সাধারণতঃ কঠোর পরিশ্রমী ও শিল্পনিপুণ। নৌকা ও গৃহাদি নির্ম্মাণ এবং শিল্পনৈপুণ্যপূর্ণ ধর্ম্মমঠাদি তাহার অত্যুৎকৃষ্ট নিদর্শন। শিল্পকার্য্যে তাহাদের কোমল স্বভাবের পরিচয় পাইলেও, অতি সামান্য কারণেই তাহাদের ক্রোধোদ্রেক হইয়া থাকে। মনুষ্য জীবনের প্রতি তাহাদের অল্পমাত্রও দয়া নাই। সামান্য কারণে ক্রোধ সঞ্চার হইলে অথবা ক্ষুদ্রতর প্রতিশ্রুতিবশেই তাহারা নরহত্যা করিতে কুণ্ঠিত হয় না। এমন কি, একদিন ব্যঞ্জনাদি মন্দ হইলে তাহারা স্বীয় প্রিয়তমা পত্নীর প্রাণহরণ করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। দস্যুবৃত্তি ও অত্যাচার ব্যভিচার তাহাদের জীবনের একটী পৌরুষজনক কার্য্য।

এখনকার রমণীগণ পর্দানশিন নহে। তাহারা স্বচ্ছন্দে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে পারে। বাজার হইতে দ্রব্যাদি ক্রয় ও গৃহকর্ম্মপালন, পণ্যদ্রব্যবিক্রয় ও রেশমী বস্ত্রাদি বয়ন ইহাদের প্রধান কার্য্য। বিবাহের পূর্ব্বে বালিকাগণ বাজারে ফল মূলাদি বিক্রয় করিয়া যে লাভ সঞ্চয় করে, তাহাতেই তাহারা আপনাপন বেশভূষা করিয়া লয়।

ব্রহ্মদেশে এখন যে যে সম্বৎ প্রচলিত, তাহা ৬৩৯ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল (বৈশাখ) হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ২৯ বা ৩০ দিনের চান্দ্রমাসরূপ ১২ মাসে এই বর্ষগণনা হয়। প্রতি মাসের শুক্ল বা কৃষ্ণ পক্ষ ধরিয়া মাসগণনা হয়। ইহাদের দিবারাত্র ৮ প্রহরে, অর্থাৎ দিনে ও রাত্রে প্রতি ৩ ঘণ্টা অন্তর বিভক্ত; ঐ সময়ে একএকবার ঘটিকা ধ্বনি হইয়া থাকে।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, ব্রহ্মের ভাষায় অনেক পালি ও অপভ্রংশ সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ আছে*। ব্রহ্মভাষার প্রত্যেক অক্ষরই ভারতীয় বর্ণমালা হইতে গৃহীত। ইহাদের কাব্যবিভাগ বিশেষ আলোচনা ভিন্ন বোধগম্য হইবার নহে†। ব্রহ্মরাজ্যস্থিত সমগ্র মঠেই তালপত্র ও বংশ হইতে প্রস্তুত একপ্রকার কাগজে লিখিত পুথি দেখিতে পাওয়া যায়।

[থতুন, পেগু ও প্রোম প্রভৃতি শব্দে তত্তৎস্থানের বিবরণ প্রকটিত হইয়াছে।] পেগুর শিও-মহু পাগোদা ব্রহ্মের একটী প্রাচীন ও বিখ্যাত মন্দির। রেঙ্গুন নগরের সন্নিকটবর্ত্তী শিন্‌-দ্যাগোন মন্দিরও বড় সুন্দর। পর্ব্বতের শিখরদেশে অবস্থিত হওয়ায় এই স্থান দূরদেশবাসীরও দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে এবং ইহার স্বর্ণচূড়া সূর্য্যালোকে বিভাষিত হইয়া চতুর্দ্দিকে আলোকরশ্মি বিকীর্ণ করিতেছে। এই মন্দিরবাটিকা ও চারিদিকস্থ সৌধমালা দেবকীর্ত্তির অপূর্ব্ব শ্রীসম্পাদন করিতেছে। নগর হইতে এই মন্দিরে আসিতে যে রাস্তা আছে, তাহার স্থানে স্থানে গৌতম বুদ্ধের প্রতিমূর্ত্তিপরিশোভিত। অমরাবতীর রাজপ্রাসাদও শিল্পনৈপুণ্যে কোন অংশে ন্যূন নহে।

ব্রহ্মবাসিগণ উৎসবের বড়ই পক্ষপাতী। প্রায় প্রতি সপ্তাহেই এক একটী মহোৎসব সম্পাদিত হয়। ধনী ব্যক্তিগণের দাহ কার্য্যে, যুবকদিগের রাহান্ (অর্হৎ=পুরোহিত) দীক্ষায় ইহাদের অধিক অর্থ ব্যয় হইয়া থাকে। ৮ হইতে ১২ বৎসর-বয়স্ক বালকগণ মঠপ্রবেশের অধিকারী। ইহাদের মধ্যে কেহ নিরূপিত সময়ের জন্য কেহ বা আজীবন ধর্ম্মপরিচর্য্যার জন্য

* আর্থর ফেয়ি লিখিয়াছেন যে, যেরূপ মধ্য এসিয়া হইতে আর্য্য হিন্দু ভারতে পদার্পণ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ অপর একটী জনস্রোত হিমালয়ের পূর্ব্বদিক্ অতিক্রম করিয়া তগৌঙ্গ প্রদেশে রাজ্য স্থাপন করেন। ক্রমে তথা হইতে পশ্চিমে আরাকান এবং দক্ষিণে প্রোম ও তৌঙ্গুঙ্গ নগরে রাজ্যবিস্তার করেন।

* সংস্কৃত শব্দের ব্রহ্মভাষায় পরিবর্ত্তন অমৃত (অমেক) অভিষেক, (ভিথিক), চক্র (চক), দ্রব্য (দ্রপ), কল্প (কপ), ঋষি (রসি) প্রভৃতি।

† ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে ২১শে ফেব্রুয়ারী সাইম সাহেব (Micheal Symes) প্রভৃতি কলিকাতা পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রহ্মদেশে ইংরাজের দৌত্যকার্য্যে উপনীত হন। এখানে তিনি পেগুর শাসনকর্ত্তা কর্ত্তৃক বিশেষ সমাদৃত হইয়াছিলেন। উক্ত বর্ষের এপ্রিল মাসে বাৎসরিক উৎসবের সময় তাঁহারা অভ্যর্থিত হইয়া নৃত্যগীতাদি দর্শন করেন। ঐ সময়ে রামায়ণের রামরাবণযুদ্ধ ও হনুমানের ইন্দ্রগিরি হইতে ঔষধ আনয়ন অভিনীত হইয়াছিল।

রাহান্‌দিগের তত্ত্বাবধানে রক্ষিত হয়। ফুঙ্গি বা পুঙ্গিগণ রাহান্‌দিগের অপেক্ষা নিম্নশ্রেণীর পুরোহিত। ইহারা সকলেই হরিদ্রারঞ্জিত বস্ত্র পরিধান করেন এবং নগ্নপদ ও মুণ্ডিতমস্তকে বিচরণ করিয়া থাকেন। প্রত্যেকের এক হস্তে তালবৃন্ত ও অপর হস্তে ভিক্ষাপাত্র শোভিত। ইহারা সর্ব্বতোভাবে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিতে বাধ্য। যদি কাহাকেও কখন স্ত্রীসহবাস করিতে দেখা যায়; তাহা হইলে তিনি ধর্ম্মমার্গ-বিচ্যুত হয়েন এবং তাঁহার মুখে চুণকালি প্রদানপূর্ব্বক গর্দ্দভপৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া রাজপথে ভ্রমণ করান হয়। যুবক পুরোহিতদিগের দিবসে বা রাত্রিকালে অসদভিপ্রায়ে ভ্রমণ নিষিদ্ধ। প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে রাহান্‌গণ প্রত্যহ ভিক্ষাপাত্রহস্তে রাজপথে বাহির হন। পথে ভিক্ষালব্ধ যাহা কিছু পান, তাহাতেই তাঁহাদের মঠস্থ ব্যক্তিবর্গের উদরপূর্ত্তি হইয়া থাকে। অতিরিক্ত অংশ দীন-দুঃখীকে দান করা হয়। ইহারা নিজে অন্নাদি পাক করেন না। দাতাই পাচিত-অন্ন, ফল মূল ও মিষ্টান্ন প্রভৃতি তাঁহাদের দক্ষিণহস্তস্থিত ভিক্ষাপাত্রে অর্পণ করেন। মঠের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অধ্যক্ষের নাম সরিদগী। ইনি রাহান্‌দিগের উপরও কর্ত্তৃত্ব করিয়া থাকেন। রাহান্‌দিগের ন্যায় পূর্ব্বে কুমারীগণও ব্রহ্মচারিণী হইয়া মঠে থাকিতেন। সতীত্ব ও ধর্ম্মরক্ষা তাঁহাদের মুখ্যকার্য্য ছিল। তাঁহারাও মাথা মুড়াইয়া হরিদ্রারঞ্জিত বস্ত্রে গাত্রাচ্ছাদন করিতেন। এখন এই কৌমার্য্যপ্রথা রহিত হইয়াছে, কেবলমাত্র শ্বেতবস্ত্রপরিধানা কতকগুলি প্রাচীনা রমণীই মঠকার্য্যে নিযুক্ত আছেন। [ব্রহ্মের পুরাতত্ত্বের বিস্তৃত বিবরণ Herr Thomann's Archæological Exploration of Pagan, in 1896 গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।]

ব্রহ্মদৈত্য (পুং) ব্রহ্মা ব্রাহ্মণরূপী দৈত্যঃ। প্রেতযোনি প্রাপ্ত ব্রাহ্মণ। যে সকল ব্রাহ্মণ মরিয়া প্রেতযোনি প্রাপ্ত হয়, তাহাদিগকে ব্রহ্মদৈত্য কহে।

ব্রহ্মদ্বার (স্ত্রী) ব্রহ্মপ্রাপ্তিকর পন্থা।

ব্রহ্মদ্বিষ (ত্রি) ব্রহ্মণে বেদায় বিপ্রায় চ দ্বেষ্টি দ্বিষ্-ক্বিপ্। বেদ ও ব্রাহ্মণদ্বেষক। যিনি বেদ ও ব্রাহ্মণের হিংসা করেন।

"ব্রহ্মদ্বিট্ পরিবিত্তিশ্চ গণাভ্যন্তর এবচ।" (মনু ৩।১৫৪)

ব্রহ্মধর (স্ত্রী) ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন।

ব্রহ্মধাতু (পুং) ১ ব্রহ্মরূপ ধাতু। ২ রুদ্র।

সূর্য্যো মহী জলং বহ্নির্বায়ুরাকাশ এব চ।
দীক্ষিতো ব্রাহ্মণশ্চন্দ্র ইত্যেতে ব্রহ্মধাতবঃ॥ (বায়ু পু॰)

ব্রহ্মন্ (ক্লী) বৃংহতি বর্দ্ধতে নিরতিশয়মহত্বলক্ষণবৃদ্ধিমান্ ভবতীতি বৃহি বৃদ্ধৌ (বৃংহের্নোচ্চ। উণ্ ৪।১৪৫) মনিন্ নকারস্যাকারঃ রত্বঞ্চ। ১ বেদ। "তস্মাদেতদ্ ব্রহ্মনামরূপমন্নঞ্চ জায়তে" (শ্রুতি) ২ তপস্যা। ৩ সত্য। ৪ তত্ত্ব, যথার্থ। (অমর) সর্ব্বগুণাতীত বিশুদ্ধ তুরীয় চিৎস্বরূপ। বেদান্তসারে লিখিত আছে—

"অজ্ঞানাদিসকলজড়সমূহোঽবস্তু, ব্রহ্মৈব নিত্যং বস্তু, তদন্যদখিলমনিত্যং" অর্থাৎ ব্রহ্মই একমাত্র নিত্যবস্তু। ব্রহ্ম ব্যতীত অজ্ঞানাদি সকল জড় সমূহ অবস্তু ও অনিত্য। শ্রুতিতে আছে—"যতো বা ইমানি ভূতানি জাতানি যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রয়ন্তি অভিসংবিশন্তি" (শ্রুতি)

যাহা হইতে এই ভূতসমূহের উৎপত্তি হইয়া স্থিতি হইতেছে এবং যাহাতে লীন হইতেছে। তাহাই ব্রহ্ম। বেদান্তদর্শনে ব্রহ্মজিজ্ঞাসা স্থলে 'অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা' এই সূত্রের পরে 'জন্মাদ্যস্য যতঃ' এই সূত্রে ব্রহ্মের লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে। অতি সংক্ষিপ্তভাবে বেদান্তপ্রতিপাদিত ব্রহ্মের বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা যাউক।

"সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্" (শ্রুতি) এই জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে কেবল সন্মাত্র ছিল, নাম ও রূপ কিছুই ছিল না। সমস্ত একমাত্র এবং অদ্বিতীয়।

"এতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং তৎ সত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো।" (শ্রুতি) এই সমস্ত জগৎ এতদাত্মক অর্থাৎ সদ্বস্তুই এ সকলের আত্মা, সেই সদ্বস্তুই একমাত্র সত্য এবং তাহাই আত্মা বা ব্রহ্ম, হে শ্বেতকেতো! তুমিই সেই ব্রহ্ম। সেই সদ্বস্তু সত্য, ইহা বলাতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, কার্য্য অর্থাৎ জগৎ সত্য নহে, অসত্য বা মিথ্যা। তুমি সেই আছ, এরূপ বলাতে জীবাত্মা ও পরমাত্মা এক, ভিন্ন নহে। সেই একই ব্রহ্ম। 'একমেবাদ্বিতীয়ং' 'একং' 'এব' 'অদ্বিতীয়ং' এই পদত্রয় দ্বারা সদ্বস্তুতে অর্থাৎ ব্রহ্মে ভেদত্রয় নিবারিত হইয়াছে। অনাত্মা অর্থাৎ জগতে তিন প্রকার ভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা স্বগতভেদ, সজাতীয়ভেদ ও বিজাতীয়ভেদ। অবয়বের সহিত অবয়বীর ভেদ স্বগতভেদ অর্থাৎ পত্র, পুষ্প ও ফলাদির সহিত বৃক্ষের যে ভেদ, তাহাকে স্বগতভেদ কহে। এখানে ধরিয়া লওয়া হইল যে, পুষ্পফলাদিও বৃক্ষের অবয়ববিশেষ। এক বৃক্ষ হইতে অপর বৃক্ষের ভেদ অবশ্যই আছে। এই ভেদের নাম সজাতীয় ভেদ। কেননা ঐ ভেদের প্রতিযোগী ও অনুযোগী উভয়ই বৃক্ষজাতীয়। শিলাদি হইতে বৃক্ষের ভেদ বিজাতীয় ভেদ। অনাত্ম বস্তুর ন্যায় আত্মবস্তুতে অর্থাৎ ব্রহ্মে ভেদত্রয়ের আশঙ্কা হইতে পারে। এই আশঙ্কা নিবারণের জন্য 'একমেবাদ্বিতীয়ং' এইরূপ হইয়াছে। 'একং' এই পদ দ্বারা স্বগত ভেদ 'এব' সজাতীয় ভেদ, এবং 'অদ্বিতীয়ং' এই পদ দ্বারা বিজাতীয় ভেদ নিবারিত

হইয়াছে। যাহা এক অর্থাৎ নিরংশ বা নিরবয়ব, তাহার স্বগতভেদ হইতে পারে না। কেন না, অংশ বা অবয়ব দ্বারাই স্বগতভেদ হইয়া থাকে। সদ্বস্তুর অবয়ব নাই। কারণ যাহা সাবয়ব, অবশ্য তাহার উৎপত্তি থাকিবে। অবয়ব সকলের পরস্পর সংযোগ বা সন্নিবেশের পূর্ব্বে সাবয়ব বস্তুর অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। অবয়ব সংযোগের পরে সাবয়ব বস্তুর উৎপত্তি হয়, ইহা বলিতে হইবে। সুতরাং সাবয়ব বস্তুর উৎপত্তি আছে। যাহার উৎপত্তি আছে, সে জগতের আদি কারণ হইতে পারে না। কেননা তাহার উৎপত্তি কারণান্তরসাপেক্ষ। সিদ্ধ হইল যে, আদি কারণ বা সদ্বস্তুর অবয়ব নাই। যাহার অবয়ব নাই, তাহার স্বগতভেদ হইতে পারে না। নাম এবং রূপ সদ্বস্তুর অবয়বরূপে কল্পিত হইতে পারে না। নাম অর্থে ঘটশরাবাদি সংজ্ঞা, রূপ অর্থে ঘটশরাবাদির আকার। নাম ও রূপের উদ্ভবের নাম সৃষ্টি। সৃষ্টির পূর্ব্বে নাম ও রূপের উদ্ভব হয় নাই। অতএব নাম ও রূপকে অংশরূপে কল্পনা করিয়া তদ্দ্বারাও সদ্বস্তুর স্বগতভেদ সমর্থন করিতে পারা যায় না। সিদ্ধান্ত হইল যে, ব্রহ্মে স্বগতভেদ নাই এবং থাকিতেও পারে না। সদ্বস্তুর অর্থাৎ ব্রহ্মের সজাতীয় ভেদও অসম্ভব। কেন না সদ্বস্তুর সজাতীয় বস্তু সৎস্বরূপ হইবে। সৎপদার্থ একমাত্র। কারণ 'সৎ' 'সৎ' এইরূপ এক আকারে প্রতীয়মান বস্তু একই হইবে, নানা হইতে পারে না। দুইটী সৎপদার্থ মানিতে হইলে তাহাদের পরস্পর বৈলক্ষণ্য মানিতে হয়। সৎ পদার্থের স্বাভাবিক বৈলক্ষণ্য অসম্ভব, অতএব সদন্তরকল্পনায় কোন প্রমাণ নাই। সৎপদার্থ একমাত্র হইলে, সুতরাং অপর সৎপদার্থ না থাকিলে সৎপদার্থের সজাতীয় ভেদ থাকা একান্ত অসম্ভব। ঘটসত্তা, পটসত্তা ইত্যাদিরূপে সদ্বস্তুর সজাতীয় ভেদের প্রতীতি হয় বটে, কিন্তু ঘটাকাশ মঠাকাশ ইত্যাদির ন্যায় ঐ ভেদও ঔপাধিক, স্বাভাবিক নহে। নাম ও রূপ-স্বরূপ উপাধিভেদে সৎপদার্থের ভেদও সৃষ্টির উত্তরকালেই হইতে পারে, সৃষ্টির পূর্ব্বকালে হইতে পারে না। কেন না সৃষ্টির পূর্ব্বকালে নামরূপের উদ্ভবই হয় নাই। অতএব ব্রহ্মে সজাতীয় ভেদ নাই। স্বগত ভেদ এবং সজাতীয় ভেদের ন্যায় সৎপদার্থের বিজাতীয় ভেদ বলা যাইতে পারে না। যে হেতু যাহা সতের বিজাতীয়, তাহা সৎ নহে, অসৎ। যাহা অসৎ তাহার অস্তিত্ব নাই। যাহার অস্তিত্ব নাই, তাহা ভেদের প্রতিযোগী হইতে পারে না। যাহা বিদ্যমান, তাহা অপর বস্তু হইতে ভিন্ন এবং অপর বস্তুও তাহা হইতে ভিন্ন হইতে পারে। যাহার অস্তিত্ব নাই, তাহা কিছুই নহে। সে ভেদের প্রতিযোগী বা অনুযোগী কিছুই হইতে পারে না। অতএব সৎপদার্থের বিজাতীয় ভেদও অজাতপুত্রের নামকরণের ন্যায় অলীক। এক, এব, অদ্বিতীয়, এই পদত্রয় দ্বারা ব্রহ্মে স্বগতভেদ, সজাতীয় ভেদ এবং বিজাতীয় ভেদ নাই, ইহাই বলা হইল।

সৃষ্টির পূর্ব্বে অদ্বৈতত্ব অর্থাৎ 'একং ব্রহ্ম' ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবে না। যাহা বস্তুতঃ অদ্বৈত, তাহা কোনও কালে দ্বৈত হইতে পারে না। বস্তুর অন্যথাভাব অসম্ভব। আলোক কখন অন্ধকার হয় না এবং অন্ধকার কখন আলোক হয় না। বাস্তবিক ভেদ ও অভেদ এ উভয় পরস্পর বিরোধী বলিয়া উভয় সত্য হইতে পারে না। সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে পর্য্যালোচনা করিলেই বুঝা যাইবে যে, অভেদ সত্য, ভেদ মিথ্যা। অভেদ শব্দের অর্থ একত্ব, ভেদ অর্থে নানাত্ব।

একত্বব্যবহার অত্র নিরপেক্ষ, নানাত্বব্যবহার একত্বসাপেক্ষ। পূর্ব্বসিদ্ধ একত্ব উত্তরকালে ব্যবহ্রিয়মান নানাত্ব দ্বারা বাধিত হইতে পারে না। বরং পূর্ব্বসিদ্ধ একত্ব দ্বারা পরভাবী নানাত্বই বাধিত হইতে পারে। নিরপেক্ষ বলিয়া একত্ব প্রবল, এবং সাপেক্ষ বলিয়া নানাত্ব দুর্ব্বল। বিরোধ স্থলে প্রবল দুর্ব্বলকে বাধিত করে, একত্ব বা অভেদ নানাত্ব অর্থাৎ ভেদের উপজীব্য। প্রতিযোগিজ্ঞান ভিন্ন ভেদের জ্ঞান হইতে পারে না। আশ্রয় ভিন্ন কেহ দাঁড়াইতে পারে না। এজন্যও ভেদ অভেদ অপেক্ষা দুর্ব্বল। অতএব অভেদ সত্য, ভেদ মিথ্যা। ব্রহ্ম এক এবং অদ্বিতীয়। উপনিষদে ইহা বিস্তৃত ভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে। দ্বৈত উপদিষ্ট না হইলেও উপনিষদে কোন কোন স্থলে দ্বৈতের আভাস পাওয়া যায়। দ্বৈত ও অদ্বৈত এই উভয়ের মধ্যে একটী সত্য, অপরটী কাল্পনিক, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। কেন না বস্তু একরূপ হইবে, দুইরূপ হইতে পারে না। দ্বৈত পারমার্থিক ও অদ্বৈত কাল্পনিক বলিলে এক বিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞানপ্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়, উপাদানমাত্রের সত্যতাবধারণ অসঙ্গত হয়, এবং ব্রহ্মাত্মভাবের সিদ্ধবন্নির্দ্দেশ অনুপপন্ন হয়। সুতরাং অদ্বৈত বা অভেদ পারমার্থিক, দ্বৈত বা ভেদ কাল্পনিক, মিথ্যা বা ব্যবহারিক; এ সিদ্ধান্ত শ্রুতি-সঙ্গত।

"যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি তদিতর ইতরং পশ্যতি" (শ্রুতি)
যে সময়ে দ্বৈতের ন্যায় হয়, সে সময়ে একে অন্যকে দেখিতে পায়। শ্রুতিতে "দ্বৈতমিব" এই "ইব" শব্দের প্রয়োগ দ্বারা দ্বৈতের মিথ্যাত্ব প্রজ্ঞাপিত হইয়াছে।

"মন্দান্ধকারে রজ্জুঃ সর্প-ইব ভবতি" (শ্রুতি)
অল্প অন্ধকারে রজ্জু সর্পের ন্যায় হয়। এরূপ স্থলে 'সর্প-ইব' বলাতে সর্পের মিথ্যাত্ব যেমন জানান হইয়াছে। তদ্রূপ

"মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি" (শ্রুতি)

যিনি এই ব্রহ্মে নানার ন্যায় দর্শন করেন, তিনি মৃত্যু হইতে বিনাশ প্রাপ্ত হন। এই স্থলেও 'নানেব' এই 'ইব' শব্দের প্রয়োগ দ্বারা নানাত্ব বাস্তবিক নহে, নানাত্ব মিথ্যা, ইহাই জানান হইয়াছে। "একং সন্তং বহুধা কল্পয়ন্তি" (শ্রুতি) এক ব্রহ্মকে অনেকরূপে কল্পনা করে। বাহুল্যভয়ে অধিক প্রমাণ প্রদর্শিত হইল না। ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ এবং বেদান্তদর্শন দেখিলে ইহার বহুতর প্রমাণ দেখিতে পাইবেন।

অদ্বৈতমতে সৃষ্টি বস্তুতঃ সত্য নহে, কাল্পনিক মাত্র। কল্পনা দ্বারা পারমার্থিক অদ্বৈতের কোন ক্ষতি হইতে পারে না। যাহার চক্ষু তিমিরোপহত, সেই ব্যক্তি এক চন্দ্রকে অনেক চন্দ্রের ন্যায় দর্শন করে, তাহা বলিয়া কিন্তু চন্দ্র অনেক হয় না। কেন না চন্দ্রের অনেকত্ব বাস্তবিক নহে, উহা তৈমিরিকের কল্পনা মাত্র। কল্পিতরূপ বস্তুকে স্পর্শ করে না, বস্তুর সহিত কল্পিত রূপের কোন সম্বন্ধ নাই। সেই রূপ অবিদ্যাদোষে আমরা বিচিত্র বস্তুনিচয় দর্শন করিলেও তদ্দ্বারা প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্ম জগদাকারে প্রতিপন্ন হন না।

কোন কোন শ্রুতিতে ব্রহ্মের পরিণামবাদের আভাস দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু অবিদ্যাকল্পিত নামরূপাত্মক রূপভেদে ব্রহ্মপরিণাম ব্যবহারের গোচর হইলেও দ্বৈত মিথ্যাত্ব এবং অদ্বৈত সত্যত্ব-বোধক শ্রুতি সকলের মতানুসারে বিবর্ত্তবাদের পারমার্থিকত্ব সিদ্ধ হয়। কিন্তু পরিণাম প্রতিপাদনবিষয়ে শ্রুতির তাৎপর্য্য নাই। কেন না, তাহা হইলে পরিণামবাদে জ্ঞানের কোনরূপ ফল কীর্ত্তন থাকিত। যাহা নিষ্ফল—তাহা নিষ্প্রয়োজন, তাহা বেদে উপদিষ্ট হয় নাই। কিন্তু নিষ্প্রপঞ্চ বা সর্ব্বব্যবহারশূন্য ব্রহ্মাত্মভাব প্রতিপাদনবিষয়ে শ্রুতি সকল উপদিষ্ট হইয়াছে। কেন না ঐ রূপ ব্রহ্মাত্মভাব জ্ঞানমোক্ষসাধন। সহজবোধ্য পরিণামপ্রক্রিয়া অনুসারে সৃষ্টি বলিয়া শ্রুতিতে 'নেতি' 'নেতি' অর্থাৎ ইহা ব্রহ্ম নহে, ইহা ব্রহ্ম নহে, এইরূপে প্রপঞ্চের নিষেধ করিয়া নিষ্প্রপঞ্চ ব্রহ্মাত্মভাবই উপদিষ্ট হইয়াছে।

এক ব্রহ্ম বহুরূপে কল্পিত হন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, 'জন্মাদ্যস্য', 'যতো বা ইমানি ভূতানি জাতানি' যে ব্রহ্ম হইতে এই জগতের সৃষ্টি হইয়াছে।

"আত্মা বা ইদমগ্রেঽভূৎ স ঐক্ষত সৃজা ইতি।
সঙ্কল্পেনাসৃজল্লোকান্ স এতানিতি বহ্বৃচাঃ ॥
খবায়ুগ্নিজলোর্ব্ব্যোষধ্যন্নদেহাঃ ক্রমাদমী।
সম্ভূতা ব্রহ্মণস্তস্মাদেতস্মাদাত্মনোঽখিলাঃ ॥
বহুস্যামহমেবাতঃ প্রজায়েয়েতি কাময়ৎ।
তপস্তপ্ত্বাঽসৃজৎ সর্ব্বং জগদিত্যাহ তৈত্তিরিঃ ॥
ইদমগ্রে সদেবাসীৎ বহুত্বায় তদৈক্ষত।
তেজোঽবন্নাণ্ডজাদীনি সসর্জ্জেতি চ সামগাঃ ॥"

(পঞ্চদশী দ্বৈত বি° ৩-৬)

এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির পূর্ব্বে কেবল একমাত্র ব্রহ্মই বিদ্যমান ছিলেন, তৎকালে আর কিছুই বিদ্যমান ছিল না। সেই অদ্বিতীয় ব্রহ্মের মনে সঙ্কল্প হইল, আমি জগৎ সৃষ্টি করিব। তাঁহার এই সঙ্কল্পমাত্রেই চরাচর জগৎ-সৃষ্টি হইল। তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে জানা যায় যে, ব্রহ্মের সঙ্কল্প মাত্রই আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী এবং ওষধি সকল যথাক্রমে উৎপন্ন হয়। ব্রহ্ম—আমি বহু হইয়া জগৎ পরিব্যাপ্ত হইব—এইরূপ সঙ্কল্প করিলেন, এই সঙ্কল্পরূপ তপোবলে তিনি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়াছেন।

ছান্দোগ্য উপনিষদেও উক্ত হইয়াছে যে, এই অপরিসীম ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির পূর্ব্বে আর কিছুই ছিল না, কেবল একমাত্র সৎস্বরূপ ব্রহ্মই বিদ্যমান ছিলেন। তিনি সংকল্প করিলেন যে, নানাকারে জগৎ উৎপন্ন হউক, তৎক্ষণাৎ ব্রহ্মের সেই সংকল্পবলে এই জগৎ উৎপন্ন হইল।

এই সকল শ্রুতি প্রমাণের দ্বারা ব্রহ্মই একমাত্র জগৎকারণ। তাঁহা হইতেই সৃষ্টি স্থিতি ও লয় হইতেছে। অখণ্ডচেতন, অরূপ, অস্পর্শ, অশব্দ ও অদ্বয় ব্রহ্মের পার্শ্বচর শক্তি অজ্ঞান। তাহার প্রাদুর্ভাবে অন্তঃকরণাদির উৎপত্তি, অনন্তর তিনি অন্তঃকরণাদি পরিচ্ছিন্ন জীব, আবার তাহারই তিরোভাবে অপরিচ্ছিন্ন ও নিরঞ্জন। ঐ অজ্ঞান ঐশীশক্তি, জগদ্যোনি, অজ্ঞানশক্তি, মায়া, সৃষ্টিশক্তি, মূলপ্রকৃতি প্রভৃতি নামে পরিভাষিত হইয়াছে। কি অন্তঃপ্রপঞ্চ, কি বাহ্য প্রপঞ্চ সমস্তই অজ্ঞানের বিলাস, সেই জন্যই তাহা ভ্রান্তির বিজৃম্ভণ বলিয়া অভিহিত।

"অস্তি ভাতি প্রিয়ং রূপং নাম চেত্যংশপঞ্চকম্।
আদ্যত্রয়ং ব্রহ্মরূপং জগদ্রূপং ততো দ্বয়ম্ ॥"

(বেদান্তদর্শন, শাঙ্কর ভাষ্য)

শক্তিরূপী ব্রহ্মাশ্রিত অজ্ঞান ব্রহ্মে বা ব্রহ্মাকে জগৎ দেখাইয়াছে। এই জন্য জগৎ ও ব্রহ্ম এখন বিমিশ্র বা একাবভাসে ভাসিত। সেই কারণে এখন প্রত্যেক দৃশ্যই পঞ্চরূপী। (১) 'অস্তি' আছে, (২) 'ভাতি' প্রকাশ পাইতেছে, (৩) 'প্রিয়' ভাল, উত্তম এইভাব, (৪) 'রূপ' ইহা এই প্রকার, (৫) 'নাম' ইহা অমুক বস্তু। এই পঞ্চরূপের প্রথমোক্ত তিন রূপ ব্রহ্ম, অবশিষ্ট দুইরূপ জগৎ অর্থাৎ অজ্ঞানবিকার। অজ্ঞানবিকার

বা জগৎ পরমার্থতঃ সত্য নহে, সেই জন্যই বলা হইয়াছে, জগৎ মিথ্যা, একমাত্র ব্রহ্মই সত্য। শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনাদি দ্বারা অজ্ঞান তিরোহিত হয়।

স্বরূপ ও তটস্থ এই দুইটী লক্ষণদ্বারা শ্রুতি ব্রহ্মনিরূপণ করিয়াছেন। ব্রহ্ম—জগৎকারণ, ইহা তটস্থ—লক্ষণ, ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ, অখণ্ড, একরস ও অদ্বয়, ইহা স্বরূপ লক্ষণ। ব্রহ্ম জগৎকারণ হইলেও সাংখ্যের প্রকৃতি ও বৈশেষিকের পরমাণুর ন্যায় পরিণামী ও আরম্ভক নহেন। তিনি নিজেই নিজ মায়ায় আকাশাদিরূপে বিবর্ত্তিত হইয়াছেন। সুতরাং অভিন্ন নিমিত্তোপাদান বিবর্ত্ত কারণ। অভিন্ন নিমিত্তোপাদানের দৃষ্টান্ত লূতা (মাকড়সা), লূতা সৃজ্যমান সূত্রের প্রতি স্বচৈতন্য প্রাধান্যে নিমিত্তকারণ, এবং স্বশরীরপ্রাধান্যে উপাদান কারণ। লূতা যে সূত্র সৃষ্টি করে, তাহার উপাদান সে অন্য কোথা হইতে আনে না, তাহা তাহার নিজ শরীরেই আছে।

জগৎ ব্রহ্মের বিকার নহে, বিবর্ত্ত। সত্য সত্যই এক-প্রকার বস্তু অন্যপ্রকার হইলে তাহা বিকার এবং মিথ্যা, অন্যথা প্রতীত হইলে তাহা বিবর্ত্ত। দুগ্ধ দধি হয়, তাহা বিকার, রজ্জু সর্পাকারে প্রতীত হয়, তাহা বিবর্ত্ত। জগৎ ব্রহ্মের বিকার নহে; কিন্তু বিবর্ত্ত। সুতরাং এই দৃশ্য-জগৎ ইন্দ্রজাল সদৃশ তাত্ত্বিকসত্তাশূন্য অর্থাৎ মিথ্যা।

ব্রহ্ম বিনা ব্যাপারে স্বেচ্ছাদ্বারা জগৎ সৃষ্টি করেন। তাঁহার তাদৃশী ইচ্ছাশক্তিই মায়া নামে অভিহিত। গুণবতী মায়া এক হইলেও গুণের প্রভেদে বিভিন্ন, সেই প্রভেদেই জীব ও ব্রহ্মে এইরূপ বিভাগ প্রচলিত। উৎকৃষ্ট সত্ত্ব প্রাবল্যে মায়া এবং মলিন সত্ত্বপ্রাবল্যে অবিদ্যা। মায়ার উপহিত ব্রহ্ম ও অবিদ্যার উপহিত জীব। জীব কেবল উপহিত নহে, অবিদ্যার বশ্যও বটে। মায়া এক এই নিমিত্ত ব্রহ্মও এক। মালিন্যের অল্লাধিক্য অনুসারে অবিদ্যা নানা, তদনুসারে জীবও নানা—সুর, অসুর, পশু, পক্ষী মানুষ প্রভৃতি। মায়ার জ্ঞানশক্তির চরমোৎকর্ষ, সেইজন্য তদুপহিত ব্রহ্মও সর্ব্বজ্ঞ, স্বতন্ত্র ও সর্ব্বনিয়ন্তা। জীব জ্ঞান শক্তির অল্পতাবশতঃ সেইরূপ নহে। যেমন একই আকাশ ঘটরূপ উপাধিতে ঘটাকাশ, তত্ত্যাগে মহাকাশ, তেমনই ব্রহ্মও মনুষ্যাদি উপাধিতে জীব এবং তদপগমে ব্রহ্ম।

শাস্ত্র, যুক্তি ও অনুভব এই তিন প্রকার অনুসন্ধানে পাওয়া যায় যে, অস্তিত্ব ও প্রকাশ যাহার অধীন, তাহা তাহাতেই কল্পিত। যেমন তরঙ্গ বুদ্বুদ প্রভৃতি জলের অধীন বলিয়া জলে কল্পিত অর্থাৎ সে সকলের সত্তা জলসত্তার অতিরিক্ত নহে। তেমনি এই দৃশ্যব্রহ্মাণ্ডের অস্তিত্ব ও প্রকাশ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মসত্তার অধীন। এতদ্দৃষ্টে স্থির করা যায় যে, সমস্তই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম, চৈতন্যে কল্পিত জীব এই ব্রহ্মকল্পিত ভাব সাক্ষাৎকার করিতে অসমর্থ, যেরূপ দর্পণের কালিমা দর্পণের স্বচ্ছ স্বভাব প্রচ্ছন্ন করে, তদ্রূপ স্বীয় অনির্ব্বাচ্য অনাদি অজ্ঞানও স্বস্বরূপ প্রচ্ছন্ন করিয়াছে, তাহাতেই অজ্ঞ জীব দ্বৈতপ্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব জ্ঞাত নহে। শ্রবণাদি দ্বারা অজ্ঞানমালিন্য পরিমার্জ্জিত হইলে তখন তাহারা বুঝিতে পারে, আমি পূর্ণ, অনবচ্ছিন্ন ও সত্য। অপর সমস্ত আমাতে ও আমার কল্পিত। আমিই ব্রহ্ম।

সৃষ্টির পূর্ব্বে এ সকল সৎ অর্থাৎ ব্রহ্ম ছিল, আর কিছুই ছিল না, এ সকলই ব্রহ্ম। অদ্বয় ব্রহ্মই আদিতত্ত্ব, এই সকল শ্রুতি সুব্যক্তরূপে অদ্বয় ব্রহ্মতত্ত্ব উপদেশ করিয়া অনন্তর তৎপ্রতিপাদনার্থ তত্ত্বমসি প্রভৃতি মহাবাক্য উপদেশ করায় স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, 'ত্বং ব্রহ্ম' তুমিই ব্রহ্ম।

বৈদান্তিক আচার্য্যেরা সাধারণতঃ অদ্বৈতবাদী হইলেও তাঁহাদের মধ্যেও প্রকারান্তরে দ্বৈতবাদের নিতান্ত অসদ্ভাব নাই, বৈষ্ণব আচার্য্যেরা প্রায় সকলেই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী। ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিযুক্ত এবং নিখিল কল্যাণগুণের আশ্রয়। জীবাত্মা সকল ব্রহ্মের অংশ, পরস্পর ভিন্ন এবং ব্রহ্মের দাস। জগৎ ব্রহ্মের শক্তি-বিকাশ বা পরিণাম; সুতরাং সত্য। সর্ব্বজ্ঞত্বাদি গুণবিশিষ্ট ব্রহ্ম, সত্যত্বাদি গুণবিশিষ্ট জগৎ এবং অল্পজ্ঞ ও ধর্ম্মাধর্ম্মাদি গুণবিশিষ্ট জীবাত্মা অভিন্ন অর্থাৎ জীবাত্মাও জগৎব্রহ্ম হইতে ভিন্ন হইয়াও ভিন্ন নহে। জীব ও ব্রহ্মের স্বরূপ অভিন্ন নহে, কিন্তু আদিত্যের প্রভার ন্যায় জীব ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে, ব্রহ্ম কিন্তু জীব হইতে অধিক। যেমন প্রভা হইতে আদিত্য অধিক; সেইরূপ জীব হইতে ব্রহ্ম অধিক। ব্রহ্ম সর্ব্বশক্তিমান্ ও সমস্ত কল্যাণগুণের আকর, ধর্ম্মাধর্ম্মাদিশূন্য জীব তাহার বিপরীত।

ব্রহ্ম ভেদাভেদ, দ্বৈতাদ্বৈত এবং অনেকান্তবাদ বিশিষ্টা-দ্বৈতবাদের নামান্তর মাত্র। ব্রহ্ম একও বটে, অনেকও বটেন। বৃক্ষ যেমন অনেক শাখা-যুক্ত, ব্রহ্মও সেইরূপ অনেক শক্তিযুক্ত নানা, অদ্বৈতবাদীদিগের মতে এই মত ভ্রমাত্মক। কারণ বস্তুদ্বয় এককালে পরস্পর ভিন্ন ও অভিন্ন হইতে পারে না। কেন না, ভেদ ও অভেদ পরস্পর বিরোধী। অভেদ কিনা ভেদের অভাব। ভেদ ও ভেদের অভাব এককালে এক বস্তুতে থাকা অসম্ভব। কার্য্য ও কারণ যদি অভিন্ন হয়, তাহা হইলে জগৎ ব্রহ্মের অভিন্ন হইতে পারে। কিন্তু কার্য্য ও কারণ অভিন্ন হইলে যেমন মৃত্তিকারূপে ঘটশরাবাদির এবং সুবর্ণরূপে কুণ্ডলমুকুটাদির একত্ব বলা হয়, সেইরূপ ঘটশরাবাদি ও কুণ্ডলমুকুটাদির একত্ব বলা হয় না কেন?

অর্থাৎ ঘটশরাবাদি ও কুণ্ডল মুকুটাদিরূপে যেমন নানাত্ব বলা হয়, সেইরূপ ঐ রূপেই একত্বও বলা হয় কেন? কারণ মৃত্তিকা ও ঘটশরাবাদি এবং সুবর্ণ ও কুণ্ডলমুকুটাদি অভিন্ন হইলে মৃত্তিকা সুবর্ণাদির ধর্ম একত্ব ঘটশরাবাদি ও কুণ্ডল মুকুটাদির ধর্ম নানাত্ব মৃৎসুবর্ণাদিতে অবশ্যই আছে, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কেননা, কার্য্য ও কারণ যখন এক বস্তু, তখন একত্ব ও নানাত্ব ধর্মও অবশ্যই কার্য্য ও কারণগত হইবে। এ বিষয়ে অধিক বলা বাহুল্য।

কোন কোন আচার্য্য এই দোষ পরিহারের জন্য অন্যরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, ভেদ ও অভেদ অবস্থা-ভেদে অবস্থিত। অর্থাৎ অবস্থাভেদে একত্ব ও নানাত্ব উভয়ই সত্য। সংসারাবস্থায় নানাত্ব, এবং মোক্ষাবস্থায় একত্ব। অর্থাৎ সংসারাবস্থায় জীব ও ব্রহ্ম ভিন্ন এবং লৌকিক ও শাস্ত্রীয় ব্যবহার সত্য। মোক্ষাবস্থায় জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন এবং তখন লৌকিক ও শাস্ত্রীয় সমস্ত ব্যবহার নিবৃত্ত হয়। এ সিদ্ধান্তও সঙ্গত নহে। কারণ 'তত্ত্বমসি' 'অহং ব্রহ্মাস্মি' ইত্যাদি শ্রুতিবোধিত জীবের ব্রহ্মভাব অবস্থাবিশেষ-নিয়মিত নহে। কেন না ব্রহ্মাত্মভাববোধক শ্রুতিতে অবস্থাবিশেষের উল্লেখ নাই। জীবের অসংসারিব্রহ্মাভেদ সনাতন অর্থাৎ সর্ব্বদা বিদ্যমান, ইহাই শ্রুতি দ্বারা অবগত হওয়া যায়। শ্রুতিতে উহা সিদ্ধের ন্যায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। শ্রুতিবাক্যের অবস্থাবিশেষ অভিপ্রায় কল্পনা করা নিষ্প্রমাণ। 'তত্ত্বমসি' এই শ্রুতিবোধিত জীবের ব্রহ্মভাব কোনরূপ প্রযত্ন বা চেষ্টা-সাধ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। 'অসি' এই পদ দ্বারা স্বতঃসিদ্ধ অর্থের প্রজ্ঞাপন করা হইয়াছে মাত্র।

অতএব যাঁহারা বলেন যে, জীবের ব্রহ্মভাব জ্ঞান ও কর্ম্ম সমুচ্চয়সাধ্য, তাঁহাদের সিদ্ধান্তও সঙ্গত হইতেছে না। আর বিবেচ্য এই যে, একত্ব ও নানাত্ব নিবর্ত্তিত হইতে পারে না। কারণ, যথার্থজ্ঞান অযথার্থ জ্ঞানের এবং তৎকার্য্যের নিবর্ত্তক হইতে পারে, যথার্থ বা সত্য বস্তুর নিবর্ত্তক হইতে পারে না। রজ্জুজ্ঞান পরিকল্পিত সর্পের নিবর্ত্তক হয়, সুবর্ণজ্ঞান কুণ্ডলাদির নিবর্ত্তক হয় না। একত্ব জ্ঞান দ্বারা নানাত্ব নিবর্ত্তিত না হইলে মোক্ষাবস্থাতেও বন্ধনাবস্থার ন্যায় নানাত্ব থাকিবে। সুতরাং মুক্তিই হইতে পারে না।

শৈবাচার্য্যেরা বিশিষ্টশিবাদ্বৈতবাদী। তাঁহাদের মতে চিৎ ও অচিৎ অর্থাৎ জীব ও জড়রূপ প্রপঞ্চবিশিষ্ট আত্মা শিব অদ্বিতীয়, তিনিই ব্রহ্ম। এই শিবরূপ ব্রহ্মই কারণ ও কার্য্য। ইহার নাম বিশিষ্ট শিবাদ্বৈত। চিদচিৎ সমস্ত প্রপঞ্চই শিব নামক ব্রহ্মের শরীর। তিনি জীবের ন্যায় শরীরী হইলেও জীবের ন্যায় দুঃখভোক্তা নহেন। অনিষ্ট ভোগের প্রতি শরীরসম্বন্ধ কারণ নহে অর্থাৎ শরীরী হইলেও নিজের আজ্ঞান অনুবর্ত্তনজনিত অনিষ্ট ভোগ করেন না। জীব ঈশ্বরপরবশ। ঈশ্বরের আজ্ঞার অনুবর্ত্তন না করিলে তাহাদিগকে অনিষ্ট ভোগ করিতে হয়। ঈশ্বর স্বাধীন, এই জন্য তাঁহার অনিষ্ট ভোগ নাই। শরীর ও শরীরীর ন্যায়—গুণ ও গুণীর ন্যায়—বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ শৈবাচার্য্যদিগের অনুমত। মৃত্তিকা ও ঘটের ন্যায় কার্য্য কারণরূপে এবং গুণ ও গুণীর ন্যায় বিশেষণবিশেষ্যরূপে বিনা-ভাবরাহিত্যই প্রপঞ্চ ও ব্রহ্মের অনন্যত্ব। যেমন উপাদানকারণ ব্যতিরেকে কার্য্যের ভাব অর্থাৎ সত্তা থাকে না, মৃত্তিকা ব্যতিরেকে ঘট থাকে না, সুবর্ণ ব্যতিরেকে কুণ্ডল থাকে না, গুণী ব্যতিরেকে গুণ থাকে না, সেইরূপ ব্রহ্ম ব্যতিরেকে প্রপঞ্চ-শক্তি থাকে না। উষ্ণতা ব্যতিরেকে যেমন বহ্নিকে জানিবার উপায় নাই, সেইরূপ শক্তি ব্যতিরেকে ব্রহ্মকে জানা যাইতে পারে না। যাহা ভিন্ন যাহাকে জানা যায় না, সে তদ্বিশিষ্ট। গুণ ভিন্ন গুণীকে জানা যায় না, সুতরাং গুণী গুণবিশিষ্ট। প্রপঞ্চশক্তি ভিন্ন ব্রহ্মকে জানা যায় না, এই জন্য ব্রহ্ম প্রপঞ্চশক্তিবিশিষ্ট। ইহাই তাঁহার স্বভাব। দেবতা এবং যোগিগণ যেমন কারণান্তরনিরপেক্ষ হইয়াও অচিন্ত্যশক্তিপ্রভাবে নানারূপ সৃষ্টি করিতে পারেন, ব্রহ্মও সেইরূপ অচিন্ত্যশক্তিপ্রভাবে নানারূপে পরিণত হইয়া থাকেন। নানারূপে পরিণত হইলেও তাঁহার একত্ব বিলুপ্ত বা বিকারিত্ব হয় না।

অচিন্ত্য, অনন্ত ও বিচিত্র শক্তি ব্রহ্মে অবস্থিত। ব্রহ্মের কিছুই অসাধ্য এবং অসম্ভব হয় না; অতএব ইহা সম্ভব, ইহা অসম্ভব, এরূপ বিচার ব্রহ্মে হইতেই পারে না। লৌকিক প্রমাণ দ্বারা যে সকল বস্তু অবগত হওয়া যায়, ব্রহ্ম তৎসমস্ত হইতে বিজাতীয়। তিনি কেবল মাত্র শাস্ত্রগম্য। শাস্ত্রে তিনি যেরূপ উপদিষ্ট হইয়াছেন, তিনি সেইরূপ। এবিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে না। লৌকিক দৃষ্টান্ত অনুসারে তদ্বিষয়ে বিরোধ আশঙ্কা করা উচিত নহে। কেন না তিনি লোকাতীত বা অলৌকিক।

ব্রহ্মের মায়াশক্তি অচিন্ত্য, অনন্ত ও বিচিত্র শক্তিযুক্ত। তাদৃশ শক্তিযুক্ত মায়াশক্তিবিশিষ্ট পরমেশ্বর নিজ শক্তির অংশ দ্বারা প্রপঞ্চাকারে পরিণত এবং স্বতঃ বা স্বয়ং প্রপঞ্চাতীত।

ব্রহ্ম প্রপঞ্চাকারে পরিণত হন, এ বিষয়ে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, কৃৎস্ন অর্থাৎ সমস্ত ব্রহ্ম প্রপঞ্চাকারে পরিণত হন,

কি ব্রহ্মের একদেশ বা একাংশ প্রপঞ্চাকারে পরিণত হয়। ইহার উত্তরে যদি বলা যায় যে, কৃৎস্ন ব্রহ্ম জগদাকারে অর্থাৎ কার্য্যাকারে পরিণত হন, তবে মূলোচ্ছেদ হইয়া পড়ে এবং ব্রহ্মের দ্রষ্টব্যত্ব উপদেশ এবং তাহার উপায়রূপে শ্রবণমননাদি ও শমদমাদির উপদেশ অনর্থক হয়। কেন না কৃৎস্নপরিণাম পক্ষে কার্য্যাতিরিক্ত ব্রহ্ম নাই। কার্য্য অযত্নদৃষ্ট, তাহার দর্শনের উপদেশ অনাবশ্যক। তজ্জন্য শ্রবণমননাদি বা শমদমাদিও অনাবশ্যক। ব্রহ্ম যদি মৃদাদির ন্যায় সাবয়ব হইতেন, তবে তাঁহার একদেশ কার্য্যাকারে পরিণত বা একদেশ যথাবদবস্থিত এরূপ কল্পনা করা যাইতে পারিত ও দ্রষ্টব্যত্বাদির উপদেশও সার্থক হইত। কেন না, কার্য্যাকারে পরিণত ব্রহ্মাংশ অযত্নদৃষ্ট হইলেও অপরিণত ব্রহ্মাংশ অযত্নদৃষ্ট নহে। ব্রহ্মের কিন্তু অবয়ব স্বীকার করা যায় না, কারণ ব্রহ্ম নিরবয়ব ইহা শ্রুতিসিদ্ধ। ব্রহ্মের অবয়ব স্বীকার করিলে ঐ শ্রুতির বিরোধ উপস্থিত হয়। এতদুত্তরে শৈবাচার্য্যেরা বলিয়া থাকেন যে, ব্রহ্ম শাস্ত্রৈকসমধিগম্য, প্রমাণান্তরগম্য নহে। শাস্ত্রে ব্রহ্মের কার্য্যাকার-পরিণাম, নিরবয়বত্ব এবং কার্য্যব্যতিরেকে ব্রহ্মের অবস্থান এ সমস্তই শ্রুত হইয়াছে। সুতরাং উক্ত আপত্তি উঠিতেই পারে না।

ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য এই সকল মতের প্রতি দোষ দিয়া বলেন যে, ব্রহ্মের পরিণামবাদ কোন মতেই সঙ্গত হইতে পারে না। কারণ কার্য্যাকারে পরিণাম এবং অপরিণত ব্রহ্মের অবস্থান এই দুইটী পরস্পরবিরুদ্ধ। এক সময়ে এক বস্তুর পরিণাম ও অপরিণাম হইতে পারে না। তদ্রূপ সাবয়বত্ব ও নিরবয়বত্ব পরস্পরবিরুদ্ধ। এক বস্তু এক সময়ে সাবয়ব ও নিরবয়ব হইবে ইহা একান্ত অসম্ভব। শ্রুতিও অসম্ভব এবং বিরুদ্ধ অর্থ প্রতিপাদন করিতে পারে না। যোগ্যতা শাব্দ বোধের অন্যতম কারণ। সুতরাং শব্দ, অযোগ্য অর্থ প্রতিপাদন করিতে অক্ষম।

"গ্রাবাণঃ প্লবন্তে বনস্পতয়ঃ সত্রমাসত" অর্থাৎ প্রস্তর জলে ভাসিতেছে, বৃক্ষ সকল যজ্ঞ করিয়া ছিল, ইত্যাদি অসম্ভাবিত অর্থের বোধক অর্থবাদবাক্যের যেমন যথাশ্রুত অর্থে তাৎপর্য্য নাই, অর্থান্তরে তাৎপর্য্য, সেইরূপ পরিণামবোধক বাক্যেরও অর্থবিশেষে তাৎপর্য্য বলিতে হইবে। ব্রহ্ম একাংশে পরিণত এবং অংশান্তরে অপরিণত, এ কল্পনাও যুক্তিসিদ্ধ নহে। ইহাতে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, কার্য্যাকারে পরিণত ব্রহ্মাংশ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন কি অভিন্ন? যদি ভিন্ন হয়, তবে ব্রহ্মের কার্য্যাকারে পরিণতি হইল না। কেন না কার্য্যাকারে পরিণত ব্রহ্মাংশ ব্রহ্ম নহে, ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন। অন্যের পরিণামে অন্যের পরিণাম বলা যাইতে পারে না। মৃত্তিকার পরিণামে সুবর্ণের পরিণাম হয় না। পক্ষান্তরে কার্য্যাকারে পরিণত ব্রহ্মাংশ যদি ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন না হয়, অর্থাৎ অভিন্ন হয়, তবে মূলোচ্ছেদের আপত্তি উপস্থিত হয়। পরিণত অংশ ব্রহ্মের অভিন্ন হইলে পরিণত অংশ এবং ব্রহ্ম এক বস্তু হইতেছে। সুতরাং সম্পূর্ণ ব্রহ্মের পরিণাম অস্বীকার করিতে পারা যায় না। যদি বলা হয় যে, পরিণত ব্রহ্মাংশ ব্রহ্মের ভিন্নাভিন্ন, অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে ভিন্নও বটে, অভিন্নও বটে। পরিণত ব্রহ্মাংশ কারণরূপে ব্রহ্মের অভিন্ন, এবং কার্য্যরূপে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন। দৃষ্টান্তস্থলে বলিতে পারা যায় যে, কুণ্ডলমুকুটাদি সুবর্ণরূপে অভিন্ন এবং কুণ্ডলমুকুটাদি রূপে ভিন্ন। ভেদ ও অভেদ পরস্পর বিরুদ্ধ পদার্থ, উভয় এক সময়ে এক বস্তুতে থাকিতে পারে না, কার্য্যাকারে পরিণত অংশ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন হইবে, না হয় অভিন্ন হইবে। ভিন্নও হইবে অভিন্নও হইবে, ইহা হইতে পারে না। আরও বিবেচ্য এই যে, ব্রহ্ম স্বভাবতঃ অমৃত, তিনি পরিণাম ক্রমে মর্ত্ত্যতা প্রাপ্ত হইবেন, ইহা হইতে পারে না। পক্ষান্তরে মর্ত্ত্য জীব, অমৃতব্রহ্ম হইবে, ইহাও হইতে পারে না। অমৃত মর্ত্ত্য হয় না, মর্ত্ত্যও অমৃত হয় না। কোন মতেই স্বভাবের অন্যথা হয় না। যাঁহারা বলেন যে, শাস্ত্রানুসারে কর্ম্ম ও জ্ঞান এই উভয়ের অনুষ্ঠান দ্বারা মর্ত্ত্য জীবের অমৃতত্ব হইবে, তাহাদের মতও অসঙ্গত। কেন না স্বভাবতঃ অমৃত ব্রহ্মেরও যদি মর্ত্ত্যতা হয়, তবে মর্ত্ত্য জীবের কর্ম্মজ্ঞানসমুচ্চয়সাধ্য অমৃতভাব অর্থাৎ মোক্ষাবস্থা স্থায়ী হইবে, ইহা দুরাশা মাত্র। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য এই সকল দেখিয়া ব্রহ্মবিবর্ত্তবাদপক্ষই স্থির করিয়াছেন। তাঁহার মতে ব্রহ্ম শুদ্ধ বা নির্ব্বিশেষ। প্রপঞ্চ সত্য নহে, রজ্জুসর্পাদির ন্যায় মিথ্যা; সুতরাং ব্রহ্মে কোন বিশেষ বা ধর্ম্ম নাই, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম অদ্বিতীয়। প্রপঞ্চ যখন মিথ্যা, ব্রহ্মের অতিরিক্ত বস্তু যখন সত্য নহে, তখন ব্রহ্ম অদ্বিতীয়, ইহা অনায়াসবোধ্য। জীব ব্রহ্ম ভিন্ন নহে, ইহা একটী সামান্য শ্লোকে অভিহিত হইয়াছে।

"শ্লোকার্দ্ধেন প্রবক্ষ্যামি যদুক্তং গ্রন্থকোটিভিঃ।
ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব কেবলম্॥"

কোটি কোটি গ্রন্থে যাহা উক্ত হইয়াছে, আমি শ্লোকার্দ্ধ দ্বারা তাহা বলিব। তাহা এই, ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, জীবই ব্রহ্ম। শঙ্করাচার্য্যের ইহাই অভিমত। সমস্ত অদ্বৈতবাদীরাই একবাক্যে শ্রুতিকেই অদ্বৈতবাদের মূল প্রমাণ করিয়াছেন। শ্রুতির তাৎপর্য্য পর্য্যালোচনা দ্বারা যাহা স্থির হইবে, তাহা অবনতমস্তকে স্বীকার করিতে সকলেই বাধ্য।

শ্বেতকেতুর ব্রহ্মোপদেশের স্থলে ছান্দোগ্য উপনিষদের একটী আখ্যায়িকার সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য্য এই স্থলে প্রদর্শিত হইল। আরুণি শ্বেতকেতুনামক নিজপুত্রকে কহিলেন যে, হে শ্বেতকেতো,গুরুকুলে যাইয়া ব্রহ্মচর্য্য আচরণ কর। যে হেতু আমাদের কুলজাত কোন ব্যক্তি অধ্যয়ন না করিয়া ব্রহ্মবন্ধু হয় না। দ্বাদশবর্ষীয় বালক শ্বেতকেতু পিতার উপদেশানুসারে গুরুকুলে যাইয়া অধ্যয়ন সমাপন করিয়া চতুর্ব্বিংশতিবর্ষ সময়ে পিতৃগৃহে সমাগত হইলেন এবং তিনি নিজে আপনাকে অসামান্য বিদ্বান্ বিবেচনা করিতে লাগিলেন। সুতরাং কাহারও সহিত বাক্যালাপ পর্য্যন্ত করিতেন না। পুত্রের এইরূপ অবস্থা ও অভিমানের প্রতি লক্ষ্য করিয়া আরুণি বলিলেন, হে শ্বেতকেতো! তুমি অনূচানমানী অর্থাৎ নিজেকে অতিশয় বিদ্বান্ বিবেচনা করিতেছ এবং কাহারও সহিত বাক্যালাপ করিতেছ না। ভাল, বল দেখি, তুমি গুরুর নিকট এমন কোন প্রশ্ন করিয়াছিলে, যাহার উত্তর যথাবৎ অবগত হইলে অশ্রুত বিষয় শ্রুত, অমত বিষয় মত এবং অবিজ্ঞাত বিষয় বিজ্ঞাত হওয়া যায়। শ্বেতকেতু ইহা অসম্ভব বিবেচনা করিয়া কহিলেন, হে ভগবন্! ইহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? আরুণি বলিলেন, হে প্রিয়দর্শন! যেমন একটী মৃৎপিণ্ড বিজ্ঞাত হইলে সমস্ত মৃণ্ময় অর্থাৎ মৃত্তিকার বিজ্ঞাত হয়, একটী লোহমণি বিজ্ঞাত হইলে সমস্ত লোহবিকার জ্ঞাত হয়, একটী নখনিকৃন্তন (নরুণ) বিজ্ঞাত হইলে সমস্ত কার্ষ্ণায়স অর্থাৎ কৃষ্ণলৌহের বিকার বিজ্ঞাত হয়—কেন না মৃত্তিকা, লৌহ ও কৃষ্ণায়স ইহাই সত্য, বিকার কেবল বাক্য দ্বারাই আরব্ধ হয়, অর্থাৎ মৃত্তিকাদির সংস্থান বিশেষ অনুসারে ঘটপটাদি নাম হয়। বাস্তবিক কিন্তু মৃত্তিকাদির অতিরিক্ত বিকার নাই—সেইরূপে এক বিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান সম্ভবপর হইতে পারে। উপাদান মাত্রই সত্য, বিকার মিথ্যা। সুতরাং জগতের উপাদান জানিতে পারিলে সমস্তই জানিতে পারা যায়। ইহাতে শ্বেতকেতু বলিলেন, গুরু নিশ্চয়ই ইহা অবগত নহেন, অবগত থাকিলে অবশ্যই আমাকে বলিতেন। হে ভগবন্! আপনিই আমাকে উপদেশ করুন। শ্বেতকেতুর এইরূপ প্রার্থনানুসারে আরুণি তাহাকে জগৎকারণের উপদেশ দেন। এস্থলে এক বিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহার উপপাদনের জন্য জগৎকারণের উপদেশ প্রদত্ত হয়। বিকার বস্তুগত্যা সত্য হইলে কখনই এক বিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান হইতে পারে না। উপাদান বিজ্ঞাত হইলেও উপাদের অর্থাৎ তাহার বিকার অবিজ্ঞাত থাকিতে পারে। অতএব প্রতিপন্ন হইতেছে যে, উপাদান ভিন্ন বিকারের বাস্তবিক অস্তিত্ব নাই। দৃষ্টান্ত-স্থলে—"মৃত্তিকেত্যেব সত্যং,লোহমিত্যেব সত্যং, কৃষ্ণায়সমিত্যেব সত্যং" (শ্রুতি) অর্থাৎ মৃত্তিকাই সত্য, লৌহই সত্য, কৃষ্ণলৌহই সত্য, এইরূপে উপাদানের সত্যতা অবধারণ করাতে বিকারের অসত্যতা স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে। যাহা অসত্য—তাহা মিথ্যা, ইহা বলাই বাহুল্য; উপদেশ দিবার সময়ে আরুণি পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন।

"এতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং তৎ সত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো!"

সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্"

সেই সৎ বস্তুই একমাত্র সত্য, তিনিই ব্রহ্ম এবং তিনিই তুমি। তুমিই সমস্ত, একমাত্র এবং অদ্বিতীয়। এই শ্রুতির তাৎপর্য্যের বিষয় পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি।

জীবাত্মা ও পরমাত্মা বা ব্রহ্মের ঐক্যই বেদান্তশাস্ত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে। সাধারণতঃ জীবাত্মা ব্রহ্মভিন্নরূপে প্রতীয়মান হইলেও বেদান্তশাস্ত্র বুঝাইয়া দেয় যে, জীবাত্মা বাস্তবিক ব্রহ্মভিন্ন নহে, ব্রহ্মস্বরূপ। বেদান্তাদি দর্শনশাস্ত্রের প্রয়োজন মুক্তি। মুক্তি কি না অজ্ঞান বা অবিদ্যার নিবৃত্তি এবং স্বস্বরূপ আনন্দপ্রাপ্তি। এই মুক্তি জীবব্রহ্মের ঐক্যসাক্ষাৎকার-সাধ্য। অর্থাৎ জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য সাক্ষাৎকার হইলেই মুক্তি হয়। আপত্তি হইতে পারে যে, সংসার দশাতেও স্বস্বরূপ আনন্দের অন্যথাভাব নাই। কেন না বস্তুস্বরূপের অন্যথাভাব অসম্ভব। সুতরাং স্বস্বরূপ আনন্দ নিত্যপ্রাপ্ত বলিয়া তাহার প্রাপ্তি হইতে পারে না। অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি হইতে পারে, যাহা নিত্যপ্রাপ্ত, তাহার আর প্রাপ্তি হইবে কি? স্বস্বরূপ আনন্দের প্রাপ্তি হইতে না পারিলে জীব ব্রহ্মের ঐক্য সাক্ষাৎকার ও তাহার সাধনও হইতে পারে না। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, নিত্যপ্রাপ্ত বস্তুও মিথ্যাজ্ঞান বা ভ্রমবশতঃ অপ্রাপ্ত বলিয়া বোধ হয়। ঐ ভ্রম অপনীত হইলে তাহা প্রাপ্তরূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে। কণ্ঠগত স্বর্ণহার নিত্যপ্রাপ্ত হইলেও বিস্মরণ হেতু অপ্রাপ্ত এবং তদন্বেষণে উহাই আবার প্রাপ্ত বলিয়া প্রতীত হয়। সেইরূপ আনন্দ ব্রহ্মের স্বরূপ হইলেও সংসারদশায় অবিদ্যাদোষে তাহা সম্যক্ প্রতিভাত হয় না, সুতরাং অপ্রাপ্ত বলিয়া বোধ হয়। বিদ্যা দ্বারা অবিদ্যা নিবৃত্তি হইলে তাহাই সম্যক্রূপে প্রতিভাত হয়, বলিয়া তখন উহা প্রাপ্ত হইলরূপে বিবেচিত হয়।

সংসারাবস্থায় অবিদ্যাদোষে ব্রহ্মের আনন্দরূপত্ব বিশেষরূপে প্রতীয়মান হয় না বটে, কিন্তু সামান্যরূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে। যেমন কোন গৃহে কতকগুলি বালক বেদাধ্যয়ন করিলে গৃহান্তরস্থিত পিতা সামান্যরূপে জানিতে পারেন

যে, তাহার পুত্রও বেদাধ্যয়ন করিতেছে। কিন্তু তাহার পুত্রের বেদাধ্যয়ন ধ্বনি বিশেষরূপে জানিতে পারেন না। সেইরূপ ব্রহ্মের আনন্দরূপত্ব সংসারদশায় সামান্যরূপে প্রতিভাত হইলেও বিশেষরূপে প্রতিভাত হয় না। বিশেষরূপে প্রতিভাত না হইলেও কোন অবস্থাতেই ব্রহ্মের আনন্দরূপত্বের অন্যথা হয় না। ব্রহ্ম চৈতন্যস্বরূপ, ব্রহ্মচৈতন্যপ্রভাবে জড় সমূহ প্রকাশিত হয়। জড়সমূহ স্বপ্রকাশ নহে। এইজন্য জড়বর্গ ব্রহ্ম নহে। ব্রহ্ম চেতন ও নিত্য। ব্রহ্মের শরীরাদির এবং তাহার সম্বন্ধের উৎপত্তি ও বিনাশ থাকিলেও ব্রহ্মের উৎপত্তি ও বিনাশ নাই। সুতরাং ব্রহ্ম নিত্য, যাহা নিত্য, তাহা অসত্য হইতে পারে না। এইজন্য ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ।

"বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম, সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" (শ্রুতি)

জীব ও ব্রহ্ম এক হইলেও অনাদি অবিদ্যা বা অজ্ঞান বশতঃ জীবাত্মার সংসার বা বদ্ধ হইয়া থাকে। অজ্ঞানের আবরণ ও বিক্ষেপ নামে দুইটী শক্তি আছে। অনেক সময়ে রজ্জুতে সর্পভ্রম হয়, রজ্জুর জ্ঞান থাকিলে সর্পভ্রম হয় না। রজ্জুর অজ্ঞান সর্পভ্রমের কারণ। রজ্জুর অজ্ঞান আবরণশক্তি দ্বারা রজ্জুস্বরূপের আবরণ করে, পরে বিক্ষেপশক্তি দ্বারা রজ্জুতে সর্প উদ্ভাবিত করে। ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মবিষয়ক অজ্ঞানও আবরণশক্তি দ্বারা ব্রহ্ম বা ব্রহ্মস্বরূপের আবরণ করিয়া বিক্ষেপ শক্তি দ্বারা ব্রহ্মে কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদি ধর্ম্মের ও আকাশাদি প্রপঞ্চের উদ্ভাবন করে। আকাশে মেঘ হইলে আদিত্যমণ্ডল দৃষ্টিগোচর হয় না। তাহা কিন্তু সত্য নহে। কারণ অল্পমেঘ অনেক যোজনবিস্তৃত আদিত্যমণ্ডল আবৃত করিতে পারে না। মেঘ দ্রষ্টার লোচনপথ আবৃত করে, তাহাতেই আদিত্যমণ্ডলের আবরণ ভ্রম হয়। সেইরূপ পরিচ্ছিন্ন অজ্ঞান অপরিচ্ছিন্ন অসংসারী ব্রহ্মকে বস্তুগত্যা আবৃত করিতে পারে না। কিন্তু অবলোকয়িতা বা বোদ্ধার বুদ্ধি আবৃত করে। তাহাতেই ব্রহ্ম আবৃত হইয়াছে, বলিয়া বোধ হয়। ব্রহ্মের স্বরূপ আবৃত হইলে প্রকৃত ব্রহ্মবোধ হইতে পারে না। তখন অবলোকয়িতা বা বোদ্ধা দিশেহারা হইয়া অব্রহ্মে ব্রহ্ম এবং অব্রহ্মের ধর্ম্মকে ব্রহ্মের ধর্ম্ম বলিয়া বোধ করে। এই বোধের অপর নাম অধ্যাস। আমি মনুষ্য ইহা অব্রহ্মে ব্রহ্মাধ্যাসের উদাহরণ। ইহার নামান্তর তাদাত্ম্যাধ্যাস। আমি স্থূল, আমি কৃশ ইত্যাদি ব্রহ্ম বা আত্মাতে দেহধর্ম্মের অধ্যাসের উদাহরণ। কেন না স্থূলত্বাদি দেহধর্ম্ম তাহা ব্রহ্মে অধ্যস্ত হইয়াছে। ইহা আমার ইত্যাদি মমকারের নাম সংসর্গাধ্যাস। এই অধ্যাস পরম্পরা অনাদি। তন্মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যাস বা তজ্জনিত সংস্কার পর পর অধ্যাসের কারণ। ব্রহ্ম স্বভাবতঃই অচ্ছেদ্য, অভেদ্য ও অদাহ্য। কেহ ব্রহ্মের ইষ্ট বা অনিষ্ট সংঘটন করিতে পারে না। কারণ প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মের ইষ্ট বা অনিষ্ট কিছুই নাই। সুতরাং যিনি ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ তাহার রাগদ্বেষ হওয়া অসম্ভব। দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির ইষ্ট এবং অনিষ্ট হইতে পারে, অধ্যাসবশতঃ দেহাদির ইষ্ট ও অনিষ্ট আত্মার ইষ্ট ও অনিষ্ট বলিয়া বিবেচিত হয়। সুতরাং ঐ ইষ্ট ও অনিষ্ট বিষয়ে রাগদ্বেষ বশতঃ প্রবৃত্তির আবির্ভাব এবং প্রবৃত্তি হইলে আচরিত কর্ম্মের ফল ভোগ করিতে হয়। কর্ম্মফল ভোগ সুখ দুঃখের উপলব্ধি ভিন্ন অন্য কিছু নহে। শরীর ভিন্ন সুখ দুঃখের উপলব্ধি হইতে পারে না। সুতরাং সুখদুঃখের উপলব্ধির জন্য অর্থাৎ কর্ম্মফল-ভোগের জন্য জন্মপরিগ্রহ করিতে হয়। মোহান্ধ মানব ভোগের জন্য কর্ম্ম করে এবং কর্ম্ম করিবার জন্য ভোগ করে যে জাতীয় দ্রব্যের উপযোগে সুখানুভব হয়, সেই জাতীয় দ্রব্যের সম্পাদন প্রবৃত্তি স্বাভাবিক ও প্রত্যক্ষসিদ্ধ। অধ্যাস এই অনর্থপরম্পরার নিদান। অধ্যাসও অবিদ্যার কার্য্য বলিয়া অবিদ্যা মধ্যে পরিগণিত। যখন বিদ্যা দ্বারা অবিদ্যা নষ্ট হয়, তখন ব্রহ্মের স্বরূপ অবগত হওয়া যায়, ইহাতে তখন 'সোঽহং ব্রহ্ম' এই জ্ঞান দৃঢ়ীভূত হয়।

এইক্ষণ বুঝা যাইতেছে যে, ব্রহ্ম বাস্তবিক অসঙ্গ, পদ্মপত্রে জলের ন্যায় নির্লিপ্ত এবং সুখদুঃখ-পরিশূন্য হইলেও অবিদ্যাবশতঃ ব্রহ্মের সংসার, পুণ্য পাপের লেপ এবং সুখ দুঃখ ভোগ হয়। সুতরাং অবিদ্যাই সমস্ত অনর্থের মূল। বিদ্যাদ্বারা সর্ব্বানর্থমূল অবিদ্যার বিনাশ সম্পাদন বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য। কিন্তু জিজ্ঞাস্য হইতেছে যে, আলোকে অন্ধকারের ন্যায় স্বপ্রকাশ ব্রহ্মে অবিদ্যা কিরূপে থাকিতে পারে? দ্বিতীয়তঃ ব্রহ্ম ইচ্ছাপূর্ব্বক নিজের অনর্থকর মিথ্যাজ্ঞান অবলম্বন করিবেন ইহাও একান্ত অসম্ভব। কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্ব্বক নিজের অনিষ্টকর বিষয় অবলম্বন করিতে পারে না। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, উভয়ই সম্ভবপর।

স্বপ্রকাশক ব্রহ্মে অবিদ্যা কিরূপে থাকিতে পারে, অবিদ্যা কাহার? এ বিষয়ে বৈদান্তিক আচার্য্যগণ বিস্তর আলোচনা করিয়াছেন। সংক্ষেপে তাহার যৎকিঞ্চিৎ আভাস মাত্র প্রদর্শিত হইল।

স্বপ্রকাশে কুতোঽবিদ্যা তাং বিনা কথমাবৃতিঃ।
ইত্যাদি তর্কজালানি স্বানুভূতির্গ্রসত্যসৌ॥
স্বানুভূতাববিশ্বাসে তর্কস্যাপ্যনবস্থিতেঃ।
কথং বা তার্কিকম্মন্যস্তত্ত্বনিশ্চয়মাপ্নুয়াৎ॥
বুদ্ধ্যারোহায় তর্কশ্চেদপেক্ষ্যেত তথা সতি।
স্বানুভূত্যনুসারেণ তর্ক্যতাং মা কুতর্ক্যতাম্॥"

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, স্বপ্রকাশ ব্রহ্মে কিরূপে অবিদ্যা থাকিবে? অবিদ্যা না থাকিলেই বা কিরূপে ব্রহ্মের স্বরূপের আবরণ হইবে। স্বানুভব ইত্যাদি তর্কজালকে গ্রাস করে, অর্থাৎ নিরাকৃত করে, নিজের অনুভবেই ঐ সকল অকিঞ্চিৎকরত্ব প্রতিপন্ন হয়। কেন না, আমি অজ্ঞ, আমাকে আমি জানি না, এইরূপ অনুভব প্রত্যক্ষসিদ্ধ। স্বানুভবের প্রতি বিশ্বাস না করিলে যিনি আপনাকে তার্কিক বলিয়া বিবেচনা করেন, তিনি কিরূপে তত্ত্বনিশ্চয় করিবেন? কারণ তর্ক ত অবস্থিত হয় না। দেখিতে পাওয়া যায় যে, একজন তার্কিক যে তর্কের উপন্যাস করেন, অপর তার্কিক তাহা তর্কাভাসরূপে প্রতিপন্ন করেন। তাহার তর্কও অন্য তার্কিক কর্ত্তৃক তর্কাভাসে পরিণত হয়। সুতরাং কেবল তর্ক দ্বারা তত্ত্বনিশ্চয় হইতে পারে না। অনুভূত বিষয় বুদ্ধ্যারূঢ় হইবার জন্য অর্থাৎ যাহা অনুভব তাহা ভালরূপে বুঝিবার জন্য বা তাহাতে দৃঢ়বিশ্বাস স্থাপনের জন্য তর্কের অপেক্ষা হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহা হইলে নিজের অনুভব অনুসারে তর্ক করা উচিত। কুতর্ক করা উচিত নহে। ফলতঃ যখন সকলেই নিজের অজ্ঞান অনুভব করিতেছেন, তখন অজ্ঞান কাহার? এ প্রশ্ন উঠিতেই পারে না। স্বপ্রকাশ ব্রহ্মে অজ্ঞান কিরূপে সম্ভবপর হয়, এ প্রশ্ন হইতে পারিলেও তাহার কোন মূল নাই। কেন না, স্বপ্রকাশ ব্রহ্মে অজ্ঞান যখন সাক্ষাৎ অনুভূত হইতেছে, তখন অজ্ঞানের অস্তিত্বে সন্দেহ হইবার কারণ নাই। সুতরাং অজ্ঞানসত্তার কারণ নির্ণয় না হইলেও কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি হইতে পারে না। তাদৃশ অনুভব হয় বলিয়া বৈদান্তিক আচার্য্যেরা বলেন যে, নিত্য স্বপ্রকাশ চৈতন্য অজ্ঞানের বিরোধী নহে। কেন না, নিত্য স্বপ্রকাশ চৈতন্যে অজ্ঞানের অনুভব হইতেছে বলিয়া নিত্য স্বপ্রকাশ চৈতন্যকে অজ্ঞানের বিরোধী বলা যাইতে পারে না। কারণ বিরোধও অবিরোধ অনুভব অনুসারে নির্ণীত হয়। বিবেক বা বিচারজনিত যথার্থজ্ঞান হইলে অজ্ঞান বিনষ্ট হয়, সুতরাং বিবেকজনিত জ্ঞান অজ্ঞানের বিরোধী।

রজ্জুগোচর অজ্ঞান রজ্জুস্বরূপ আবৃত করিয়া তাহাতে সর্পের উদ্ভাবন করে। রজ্জুতত্ত্ব সাক্ষাৎকার হইলে রজ্জুগোচর অজ্ঞান এবং তৎকার্য্য সর্প বাধিত হয়। রজ্জুতত্ত্ব সাক্ষাৎকারের পূর্ব্বে রজ্জুগোচর অজ্ঞান ও তৎকার্য্য সর্প বাধিত বলিয়া বোধ হয় না বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তৎকালেও তাহা বাধিত থাকে। তৎকালেও রজ্জু-সর্পের বাস্তবিক অস্তিত্ব নাই। সেইরূপ ব্রহ্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকারের পরে অজ্ঞান এবং তৎকার্য্য বাধিত হয়। ব্রহ্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকারের পূর্ব্বে অজ্ঞান ও তৎকার্য্য বাধিত বলিয়া প্রতীয়মান না হইলেও তৎকালে উহা বাধিতই থাকে। যাহা নিত্যবাধিত, তাহার বাস্তবিক অস্তিত্ব হইতে পারে না। এইজন্য শ্রুতি বলিয়াছেন, ব্রহ্ম নিত্যমুক্ত। তাহার বন্ধ বাস্তবিক নহে। সুতরাং মুক্তিলাভও বাস্তবিক নহে। অতএব শাস্ত্রদৃষ্টিতে অবিদ্যা তুচ্ছ, অর্থাৎ আকাশকুসুমের ন্যায় অলীক। কিন্তু যুক্তিদৃষ্টিতে অনির্বাচ্য অবিদ্যা নাই, ইহা বলা যায় না; যেহেতু উহা সর্ব্বত্রই স্পষ্ট প্রতীয়মান আছে। অবিদ্যা আছে, ইহাও বলা যায় না, যেহেতু তাহা নিত্যবাধিত। যাহা নিত্যবাধিত, তাহার বাস্তবিক অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। লোকদৃষ্টিতে অবিদ্যা ও তৎকার্য্য উভয়ই বাস্তবিক। কারণ সমস্ত লোকে তাহা অনুভব করিতেছে। সমস্ত দার্শনিকই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন, ব্রহ্ম দেহাদি হইতে অতিরিক্ত। তাঁহার সংসার মিথ্যাজ্ঞানমূলক। তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা মিথ্যাজ্ঞান অপনীত হইলে ব্রহ্মের মোক্ষ লাভ হয়। (বেদান্তদ০)

কুসুমাঞ্জলিবৃত্তিতে ব্রহ্মের লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে,—

"সত্যমানন্দময়মমৃতমেকরূপং বাঙ্মনসোঽগোচরং সর্ব্বগং সর্ব্বাতীতং চিদেকরসং দেশকালাপরিচ্ছিন্নমপাদমপি শীঘ্রগমপাণি চ সর্ব্বগ্রহমচক্ষুরপি সর্ব্বদ্রষ্টৃ অশ্রোত্রমপি সর্ব্বশ্রোতৃ অচিন্ত্যমপি সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বশক্তি সর্ব্বেষাং সৃষ্টিস্থিতিলয়কর্তৃ কিমপি বস্তু ব্রহ্মেতি বেদা বদন্তি"

সত্যস্বরূপ, আনন্দময়, মনের অগোচর, সর্ব্বগ, সর্ব্বাতীত, চিদেকরস, দেশ ও কাল দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন, অপাদ তথাচ শীঘ্রগামী, অপাণি অথচ সর্ব্বগ্রাহক, অচক্ষু তথাপি সকলের দ্রষ্টা, অকর্ণ হইলেও সর্ব্বশ্রোতা, অচিন্ত্য হইলেও সর্ব্বজ্ঞ, সকলের নিয়ন্তা, সর্ব্বশক্তিমান্ এবং সমুদয়ের সৃষ্টিস্থিতি ও লয়কারী এবংবিধ কোন এক অনির্ব্বচনীয় বস্তুই ব্রহ্ম। বেদই ব্রহ্মের এইরূপ লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

"শুদ্ধবুদ্ধস্বভাব ইত্যোপনিষদাঃ" উপনিষদের মতে শুদ্ধ বুদ্ধস্বভাবই ব্রহ্ম। "আদিবিদ্বান্ সিদ্ধ ইতি কাপিলাঃ" কাপিলগণ আদিবিদ্বান্ ও সিদ্ধপুরুষকেই ব্রহ্ম বলিয়াছেন। পাতঞ্জলে ব্রহ্মের লক্ষণ এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে,—"ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টো নির্ম্মাণকায়মধিষ্ঠায় সম্প্রদায়প্রদ্যোতকোঽনুগ্রাহকশ্চেতি পাতঞ্জলাঃ" ক্লেশ, কর্ম্মবিপাক ও আশয় দ্বারা অপরামৃষ্ট এবং নির্ম্মাণকায় অবলম্বন করিয়া সম্প্রদায়-প্রদ্যোতক ও অনুগ্রাহকই ব্রহ্ম।

"লোকবেদবিরুদ্ধৈরপি নির্লেপঃ স্বতন্ত্রশ্চেতি মহাপাশুপতাঃ"। লোক ও বেদ বিরুদ্ধ হইলেও নির্লেপ ও স্বতন্ত্রই ব্রহ্ম। ইহাই মহাপাশুপতদিগের মত। "শিব ইতি শৈবাঃ' শৈবদিগের মতে শিবই ব্রহ্ম। "পুরুষোত্তম ইতি বৈষ্ণবাঃ" বৈষ্ণব-

দিগের মত পুরুষোত্তম বিষ্ণুই ব্রহ্ম। "পিতামহ ইতি পৌরাণিকাঃ" পৌরাণিকদিগের মতে পিতামহই ব্রহ্ম। "যজ্ঞপুরুষ ইতি যাজ্ঞিকাঃ" যাজ্ঞিকদিগের মতে যজ্ঞপুরুষই ব্রহ্ম। "সর্ব্বজ্ঞ ইতি সৌগতাঃ" সৌগতগণ সর্ব্বজ্ঞকেই ব্রহ্ম বলিয়া থাকেন। "নিরাবরণ ইতি দিগম্বরাঃ" দিগম্বরদিগের মতে নিরাবরণই ব্রহ্ম। "উপাস্যত্বেন দেশিত ইতি মীমাংসকাঃ" উপাস্যরূপে যিনি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন, তিনিই ব্রহ্ম। ইহা মীমাংসকদিগের মত। "লোকব্যবহারসিদ্ধ ইতি চার্ব্বাকাঃ" চার্ব্বাকদিগের মতে লোকব্যবহারসিদ্ধই ব্রহ্ম। "যাবদুক্তো-পপন্ন ইতি নৈয়ায়িকাঃ" যেরূপ যুক্তি দ্বারা উপপন্ন হয়, তিনিই ব্রহ্ম। "বিশ্বকর্ম্মেতি শিল্পিনঃ" শিল্পীরা বিশ্বকর্ম্মাকেই ব্রহ্ম বলিয়া থাকেন।

কুসুমাঞ্জলিবৃত্তিতে বিভিন্নবাদীদিগের মত এইরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে। তাহাই এই স্থলে প্রদর্শিত হইল। পঞ্চদশীতে মহাবাক্যবিবেকস্থলে ব্রহ্মের লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।*

যে নিত্য চৈতন্যের সাহায্যে চক্ষুঃ দ্বারা রূপাদি দৃশ্য পদার্থ সকল দর্শন করা যায়, যাঁহা দ্বারা বাক্যাদি শ্রবণ করা যায়, যাঁহা দ্বারা গন্ধের আঘ্রাণ করা হয়, যাঁহার সহায়তায় কণ্ঠনালী প্রভৃতি বাগিন্দ্রিয় দ্বারা বাক্য উচ্চারিত হয়, এবং যাঁহাতে স্বাদু ও অস্বাদু প্রভৃতি রসের আস্বাদন হয়, সেই জ্যোতির্ম্ময় জীবচৈতন্যই প্রজ্ঞান—এই প্রজ্ঞানই ব্রহ্ম। এই জন্য শ্রুতিতে 'প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম' এইরূপ অভিহিত হইয়াছে। সচ্চিদানন্দময় সর্ব্বব্যাপী এক ব্রহ্মই ব্রহ্মা ও ইন্দ্র প্রভৃতি দেববৃন্দে, মনুষ্য, গো, অশ্ব প্রভৃতি জন্তুবর্গে এবং অন্যান্য দৃষ্ট-পদার্থসমূহে অন্তর্যামিরূপে অবস্থান করিতেছেন, সুতরাং আমাতেও তিনি অবস্থিত আছেন। অতএব উভয় চৈতন্যই এক। সেই একই ব্রহ্ম, অর্থাৎ জীবচৈতন্য ও ব্রহ্মচৈতন্য উভয়ই অভিন্ন। এইজন্য শ্রুতিতে 'অহং ব্রহ্মাস্মি' এইরূপ অভিহিত হইয়াছে। পূর্ণজ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম স্বীয় মায়াশক্তির বশীভূত হইয়া মায়াময় সংসার মধ্যে শমদমাদি সাধন দ্বারা ব্রহ্মতত্ত্বসাধনের উপায়স্বরূপ পাঞ্চভৌতিক দেহে অবস্থানপূর্ব্বক অন্তঃকরণের সাক্ষিস্বরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন। তাঁহাকে দেশকালাদি দ্বারা পরিচ্ছিন্ন করা যায় না, সেই পূর্ণজ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মাই অহং শব্দে বাচ্য। তাদৃশ 'অহং'ই ব্রহ্ম। যিনি স্বতঃসিদ্ধ সর্ব্বব্যাপী, পূর্ণব্রহ্মরূপী পরমাত্মা, তিনিই ব্রহ্ম শব্দের প্রতিপাদ্য, অর্থাৎ 'ব্রহ্ম' এই শব্দ উচ্চারণ করিলেই সেই সর্ব্বব্যাপী পরব্রহ্মের বোধ হয়, এবং 'অস্মি' এই শব্দ দ্বারা অহংশব্দপ্রতিপাদ্য চৈতন্য ও ব্রহ্মচৈতন্য এই উভয়ের ঐক্য প্রতিপাদিত হইতেছে। যদি অহং শব্দবাচ্য জীবচৈতন্য, ও ব্রহ্মচৈতন্য এই উভয়ের ঐক্য প্রতিপন্ন হইল, তাহা হইলে জীবন্মুক্ত পুরুষেরা যে, 'আমিই ব্রহ্ম' এইরূপ বলেন, তাহাতে কোন দোষ হয় না এবং ঐরূপ ব্যবহারও হইয়া থাকে। এই প্রত্যক্ষীভূত নামরূপস্বরূপ দেদীপ্যমান জগতের উৎপত্তির পূর্ব্বে কেবলমাত্র নামরূপবিবর্জ্জিত অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দ স্বরূপ, সর্ব্বব্যাপী পরমব্রহ্মই বিদ্যমান ছিলেন, এবং এক্ষণেও তিনি তদ্রূপে বিরাজিত আছেন। এই জন্যই উপনিষদে 'তত্ত্বমসি' রূপে উপদিষ্ট হইয়াছে। যিনি এই পরিদৃশ্যমান জগতের মূলাধার এবং একমাত্র কারণ স্বরূপ, সেই সচ্চিদানন্দ পরাৎপর ব্রহ্মচৈতন্যই ব্রহ্মপদের প্রতিপাদ্য। তিনি স্বপ্রকাশ স্বরূপ, অর্থাৎ যিনি স্বয়ং প্রকাশিত না হইলে কেহই তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না। তিনি স্বয়ংই প্রকাশস্বরূপ। ব্রহ্মোপনিষদে লিখিত আছে—ব্রহ্মের অবস্থানের চারিটী স্থান, নাভি, হৃদয়, কণ্ঠ ও মূর্দ্ধা*।

এই চারিস্থানেই ব্রহ্ম প্রকাশ পাইয়া থাকেন। জাগরিত, স্বপ্ন, সুষুপ্ত ও তুরীয় ইহাই ব্রহ্মের চারিপাদ। জাগরিতে ব্রহ্মা, স্বপ্নে বিষ্ণু, সুষুপ্তে রুদ্র এবং তুরীয়ে পরমাক্ষর। উক্ত চারিপ্রকার অবস্থাযুক্ত ব্রহ্মই আদিত্য, বিষ্ণু, ঈশ্বর এবং

* "যেনেক্ষতে শৃণোতীদং জিঘ্রতি ব্যাকরোতি চ।
স্বাদ্বস্বাদু বিজানাতি তৎপ্রজ্ঞানমুদীরিতম্।
চতুর্ম্মুখেন্দ্রদেবেষু মনুষ্যাশ্বগবাদিষু।
চৈতন্যমেকং ব্রহ্মাতঃ প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম ময্যপি।
পরিপূর্ণঃ পরাত্মাস্মিন্ দেহে বিদ্যাধিকারিণি
বুদ্ধেঃ সাক্ষিতয়া স্থিত্বা স্ফুরন্নহমিতীর্য্যতে।
স্বতঃ পূর্ণঃ পরাত্মাত্র ব্রহ্মশব্দেন বর্ণিতঃ।
অস্মীত্যৈক্যপরামর্শস্তেন ব্রহ্ম ভবাম্যহম্।
একমেবাদ্বিতীয়ং সৎ নামরূপবিবর্জ্জিতম্।
সৃষ্টেঃ পুরাধুনাপ্যস্য তাদৃক্ত্বং তদিতীর্য্যতে।
শ্রোতুর্দ্দেহেন্দ্রিয়াতীতং বস্ত্বত্র ত্বংপদেরিতম্।
একতা গৃহ্যতেঽসীতি তদৈক্যমনুভূয়তাম্।
স্বপ্রকাশাপরোক্ষত্বময়মিত্যুক্তিতো মতম্।
অহঙ্কারাদিদেহান্তাৎ প্রত্যগাত্মেতি গীয়তে।
দৃশ্যমানস্য সর্ব্বস্য জগতস্তত্ত্বমীর্য্যতে।
ব্রহ্মশব্দেন তদ্ব্রহ্ম স্বপ্রকাশাত্মরূপকম্"।
(পঞ্চদশীর মহাবাক্যবি॰ ১—৮)

* "অথাস্য পুরুষস্য চত্বারি স্থানানি ভবন্তি, নাভি র্হৃদয়ং কণ্ঠং মূর্দ্ধেতি।" "তত্র চতুষ্পাদং ব্রহ্ম বিভাতি।" জাগরিতং স্বপ্নং সুষুপ্তং তুরীয়মিতি। জাগরিতে ব্রহ্মা, স্বপ্নে বিষ্ণুঃ সুষুপ্তে রুদ্রঃ তুরীয়ে পরমক্ষরং, স আদিত্যশ্চ বিষ্ণুশ্চেশ্বরশ্চ স পুরুষঃ স প্রাণঃ সজীবঃ সোঽগ্নিঃ সেশ্বরশ্চ জাগ্রৎ তেষাং মধ্যে যৎপরং ব্রহ্ম বিভাতি" (ব্রহ্মোপনি॰ ১৪-১৭)

তিনিই প্রাণ, জীব এবং ব্রহ্মা। এই জাগ্রদাদি অবস্থার মধ্যেই ব্রহ্ম প্রকাশরূপে অবস্থিত আছেন।

ব্রহ্ম মনোবিহীন, তাঁহার কর্ণ নাই, হস্ত নাই এবং পাদ নাই, তিনি ইন্দ্রিয়াদিরহিত অথচ স্বপ্রকাশস্বরূপ, তাঁহার নিকটে লোকও লোক নহে, দেবতাও দেবতা নহে, বেদও বেদ নহে, যজ্ঞ, পিতা, মাতা, পুত্রবধূ, চণ্ডাল, অন্ত্যজাতি প্রভৃতি কেহ কিছুই নহে—সকলেই ব্রহ্মের নিকট সমান। কেহই ব্রহ্ম সমীপে আপন প্রভাব প্রকাশ করিতে পারেন না। কেবল ব্রহ্মই সর্ব্বদা প্রকাশ পাইতেছেন।

"অশ্রমমনস্কমশ্রোত্রমপাণিপাদং জ্যোতির্বর্জ্জিতং ন তত্র লোকা ন লোকাঃ, দেবা ন দেবাঃ, বেদা ন বেদাঃ, যজ্ঞা ন যজ্ঞাঃ, মাতা ন মাতা, পিতা ন পিতা, স্নুষা ন স্নুষা, চাণ্ডালো ন চাণ্ডালঃ, পৌক্কসো ন পৌক্কসঃ, শ্রমণো ন শ্রমণঃ, পশবো ন পশবঃ, তাপসো ন তাপসঃ ইত্যেকমেব পরং ব্রহ্ম বিভাতি"

(ব্রহ্মোপনি॰ ১৮)

হৃদয়াকাশেই ব্রহ্ম প্রকাশিত হন। তিনি চিন্ময়, আকাশবৎ স্বচ্ছ। ব্রহ্ম সর্ব্বত্র বিদ্যমান আছেন। এই জগৎ ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। ব্রহ্ম-বিজ্ঞান হইলে সকলই জ্ঞাত হওয়া যায়।

"যল্লাভান্নাপরো লাভঃ যৎসুখান্নাপরং সুখম্।
যজ্জ্ঞানান্নাপরং জ্ঞানং তদ্‌ব্রহ্মেত্যবধারয়েৎ ॥"
যদ্ দৃষ্ট্বা নাপরং দৃশ্যং যদ্ভূত্বা ন পুনর্ভবঃ।
যজ্জ্ঞাত্বা নাপরং জ্ঞেয়ং তদ্‌ব্রহ্মেত্যবধারয়েৎ ॥
তির্য্যগূর্দ্ধমধঃপূর্ণং সচ্চিদানন্দমদ্বয়ম্।
অনন্তং নিত্যমেকং যত্তদ্‌ব্রহ্মেত্যবধারয়েৎ ॥" (আত্মবোধ)

যে লাভ হইতে অধিক লাভ আর নাই, যে সুখই শ্রেষ্ঠ সুখ, যে জ্ঞান হইতে অধিক জ্ঞান আর নাই, তাহাই ব্রহ্ম। যাহা দেখিলে আর কোন দৃশ্যই থাকে না, যাহা হইলে আর পুনর্ব্বার জন্ম হয় না, যাহা জানিলে আর কিছুই জানার বিষয় থাকে না, তাহাই ব্রহ্ম। যিনি পূর্ণ, সচ্চিদানন্দ, অদ্বয়, নিত্য এবং এক, তিনিই ব্রহ্ম।

ব্রহ্ম সগুণ ও নির্গুণভেদে দ্বিবিধ। সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্মই নির্গুণ, জগৎ সৃষ্টি প্রভৃতি কারক ব্রহ্ম সগুণ।

ব্রহ্মৈকং মূর্ত্তিভেদৈস্তু গুণভেদেন সম্মতম্ ॥
তদ্ ব্রহ্ম দ্বিবিধং বস্তু সগুণং নির্গুণং শিবং ॥
মায়াশ্রিতো যঃ সগুণো মায়াতীতশ্চ নির্গুণঃ।
স্বেচ্ছাময়শ্চ ভগবানিচ্ছয়া বিকরোতি চ ॥ ইত্যাদি।

(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু॰ জন্মখঃ ৪২ অঃ)

এক ব্রহ্ম গুণভেদে দ্বিবিধ, সগুণ ও নির্গুণ। মায়াশ্রিত ব্রহ্ম সগুণ এবং মায়াতীত ব্রহ্ম নির্গুণ। স্বেচ্ছাময় ভগবান্ ইচ্ছাশক্তি দ্বারা এই সকল সৃষ্টি করেন। •

বিষ্ণুপুরাণে ব্রহ্মের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—যিনি পরাৎপর, শ্রেষ্ঠ, আত্মসংস্থিত, রূপবর্ণাদিরহিত, ক্ষয়, বিনাশপরিণাম, বৃদ্ধি ও জন্মবর্জ্জিত, যিনি সর্ব্বত্র বিদ্যমান, অক্ষয় ও অব্যয় তিনিই ব্রহ্ম। তাঁহার চারিটী রূপ ব্যক্ত (মহদাদি), অব্যক্ত (মায়া) পুরুষ ও কাল। ইহার মধ্যে প্রথমরূপ পুরুষ, দ্বিতীয় ও তৃতীয়রূপ ব্যক্ত ও অব্যক্ত, এবং চতুর্থরূপ কাল। বিভাগানুসারে প্রধানাদিরূপ সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়ের উদ্ভব ও প্রকাশের হেতু।

প্রলয়কালে দিবা, রাত্রি, আকাশ ভূমি, অন্ধকার বা আলোক প্রভৃতি কিছুই ছিল না। তখন কেবল প্রধান এবং পুরুষ মাত্র ছিলেন। পরে সৃষ্টির সময় ব্রহ্ম ইচ্ছানুসারে পরিণামী ও অপরিণামী প্রকৃতি ও পুরুষে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদিগকে ক্ষোভিত অর্থাৎ সৃষ্টিকরণে উন্মুখ করিয়া থাকেন। কিন্তু ইহাতে তাঁহার কোনও ক্রিয়াবত্তা নাই। যেমন গন্ধ নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র মনের চঞ্চলতা জন্মে, ব্রহ্মের এই ক্ষোভও তদ্রূপ। পরে আবার কাল প্রভাবে প্রলয় হইয়া থাকে।

(বিষ্ণু পুঃ ১।২ অঃ)

"ব্রহ্মৈবেদং জগৎসর্ব্বং ব্রহ্মণোঽন্যৎ ন বিদ্যতে।
ব্রহ্মান্যৎ ভাতি চেন্মিথ্যা যথা মরু মরীচিকা" ॥ (আত্মবোধ)

এই সমস্ত জগৎই ব্রহ্ম, ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নাই ব্রহ্মই একমাত্র দীপ্তি পাইতেছেন, ব্রহ্ম ভিন্ন সকলই মরু মরীচিকার ন্যায় মিথ্যা। ভাগবতের একটী শ্লোকেই ব্রহ্মের সম্পূর্ণ লক্ষণ লিখিত হইয়াছে।

"জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্
তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎসূরয়ঃ।
তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গো মৃষা
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি" ॥

(ভাগবত ১।১।১)

যাহা হইতে এই পরিদৃশ্যমান জগতের জন্ম, স্থিতি ও লয় হইতেছে। যিনি সৃষ্ট বস্তু মাত্রেই সদ্রূপে বর্ত্তমান আছেন বলিয়া সে সকলের সত্তা, আর আকাশ কুসুমাদি অবস্তুতে তাঁহার কোন সম্বন্ধ নাই বলিয়া তৎতাবতের অসত্তা স্বীকার করা যায়; যিনি সর্ব্বজ্ঞরূপে স্বয়ংই বিরাজমান রহিয়াছেন। যাহাতে পণ্ডিতগণও বিমোহিত হইয়া থাকেন, সেই বেদ যিনি আদিকবি ব্রহ্মার হৃদয়ে মন দ্বারাই প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং তেজ, জল ও কাঁচ এই তিনের পরস্পর ব্যতিক্রম অর্থাৎ তেজে জল জ্ঞান, কাঁচাদিতে বারি বুদ্ধি ইত্যাদি ভ্রম

অধিষ্ঠানের সত্যতা হেতু যেমন সত্য বলিয়া বোধ হইয়া থাকে, সেইরূপ যাঁহার সত্যতা হেতু সত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ের সৃষ্টি বাস্তবিক অসত্য হইলেও সত্যরূপে প্রতীয়মান হইতেছে, অথবা তেজে যেরূপ জল ভ্রম ইত্যাদি যেমন বস্তুতঃ মিথ্যা, তদ্রূপ যাঁহা ব্যতীত সত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ের সৃষ্টি সকলই অলীক এবং স্বীয় তেজঃপ্রভাবে যাঁহাতে কোন প্রকার উপাধিসম্বন্ধ নাই, সেই সত্যস্বরূপ পরব্রহ্মকে নমস্কার,

[ব্রহ্মের অন্যান্য বিবরণ বেদান্ত দর্শন শব্দ দেখ]

ব্রহ্ম বৈবর্ত্ত পুরাণে সগুণ ব্রহ্মের নব প্রকার রূপের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

যোগিনো যং বদন্ত্যেবং জ্যোতীরূপং সনাতনম্।
জ্যোতিরভ্যন্তরে নিত্য-রূপং ভক্তা বদন্তি যম্॥
বেদা বদন্তি সত্যং যং নিত্যমাদ্যং বিচক্ষণাঃ।
যং বদন্তি সুরাঃ সর্ব্বে পরং স্বেচ্ছাময়ং প্রভুম্॥
সিদ্ধেন্দ্রা মুনয়ঃ সর্ব্বে সর্ব্বরূপং বদন্তি যম্।
যমনির্ব্বচনীয়ঞ্চ যোগীন্দ্রঃ শঙ্করো বদেৎ॥
স্বয়ং ধাতা চ প্রবদেৎ কারণানাঞ্চ কারণং।
শেষো বদেদনন্তং যং নবধারূপমীশ্বরম্॥

(ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পু॰ শ্রীকৃষ্ণ জন্মখঃ ১২৮অঃ)

(১) জ্যোতীরূপ সনাতন, (২) অভ্যন্তরজ্যোতি নিত্যরূপ (৩) সত্যস্বরূপ, (৪) নিত্য ও আদিপুরুষ, (৫) স্বেচ্ছাময় প্রভু, (৬) সর্ব্বরূপ (৭) অনির্ব্বচনীয় (৮) কারণের কারণ ও (৯) অনন্ত। বিভিন্ন লোকে ব্রহ্মের এই নব প্রকার নাম নির্দ্দেশ করিয়া থাকে।

গরুড় পুরাণের ■■ অধ্যায়ে সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মের ধ্যান লিখিত আছে, বাহুল্য ভয়ে তাহা লিখিত হইল না। (পুং) ৫ সৃষ্টিকর্ত্তৃ দেবতা বিশেষ। "বৃংহতি প্রজা যঃ" যিনি প্রজা সৃষ্টি করেন, তিনিই ব্রহ্মা। ইহার পর্য্যায়,—আত্মভূ, সুরজ্যেষ্ঠ, পরমেষ্ঠী, পিতামহ, হিরণ্যগর্ভ, লোকেশ, স্বয়ম্ভু, চতুরানন, ধাতা, অব্জযোনি, দ্রুহিণ, বিরিঞ্চি, কমলাসন, স্রষ্টৃ, প্রজাপতি, বেধস্, বিধাতা, বিশ্বসৃজ্, বিধি, (অমর) নাভিজন্মন্, অণ্ডজ, পূর্ব্বনিধন, কমলোদ্ভব, সদানন্দ, রজোমূর্ত্তি, সত্যক, হংসবাহন, কোন কোন অমরকোষে এইকয়টী পর্য্যায়ও দেখিতে পাওয়া যায়; দ্রুঘণ, বিরিঞ্চি, স্বয়ম্ভূ, পদ্মযোনি, পদ্মাসন, বিশ্বসৃজ্, বিধি, (ভরত) দেবদেব, পদ্মগর্ভ, গুণসাগর, বেদগর্ভ, বহুরেতস্, স্বভূ, সন্ধ্যারাম, সুধাবর্ষ্য, কৃপাদ্বৈত, স্বসর্পণ, লোকনাথ, মহাবীর্য্য, সরোজী, মধুপ্রাণ, নাভিজন্মন্, বহুরূপ, জটাধর, সনংশতধৃতি, কঞ্জজ, প্রভু, চিন্তামণি পদ্মপাণি, পুরাণগ, অষ্টকর্ণ, হংসরথ, সর্ব্বকর্ত্তা, চতুর্মুখ, (শব্দরত্ন) ক, (একাক্ষরকোষ) অ, শতপত্রনিবাস, স্বায়ম্ভুব মনুপিতা, (কবিকল্প॰) ম, (প্রণবব্যাখ্যা)

ব্রহ্মার উৎপত্তি বিবরণ প্রায় সকল পুরাণাদিতেই আলোচিত হইয়াছে। অতি সংক্ষিপ্তভাবে তাহার বিষয় আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। মনুতে লিখিত আছে, যখন এই পরিদৃশ্যমান জগৎ একমাত্র অন্ধকারাবৃত এবং সকলই অপ্রত্যক্ষ ছিল, তখন অব্যক্ত স্বয়ম্ভূ ব্রহ্ম, স্বকীয় শরীর হইতে বিবিধ প্রজা সৃষ্টির ইচ্ছা করিয়া প্রথমতঃ ধ্যানযোগে জলের সৃষ্টি করিলেন। পরে ঐ জলে বীজ নিক্ষেপ করিলেন, ঐ বীজ নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র একটী অণ্ড হইল। ঐ অণ্ডে তিনি স্বয়ংই সর্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মারূপে জন্ম গ্রহণ করেন। নর অর্থাৎ পরমাত্মা হইতে উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া জলের নাম নারা, ব্রহ্মরূপে অবস্থিত পরমাত্মার সর্ব্বপ্রথম অয়ন বা আশ্রয় বলিয়া ব্রহ্মাকে নারায়ণ বলে এবং আদিকারণ, অব্যক্ত ও নিত্য পুরুষ হইতে উৎপাদিত বলিয়া উহাকে ব্রহ্মা কহে। ব্রহ্মা ঐ অণ্ডে ব্রাহ্মমানের সম্বৎসর কাল বাস করিয়া শেষে উহাকে দুইভাগে বিভক্ত করেন। ইহার ঊর্দ্ধখণ্ডে স্বর্গাদিলোক এবং অধোখণ্ডে পৃথিব্যাদি এবং মধ্যভাগে আকাশ, অষ্টদিক্ ও সমুদ্রসকল নির্ম্মাণ করিলেন। পরে ব্রহ্মা এই জগৎ ও বিবিধ প্রজা সৃষ্টি করেন*। [সৃষ্টির বিষয় সৃষ্টি শব্দ দেখ]

কালিকাপুরাণে লিখিত আছে—পূর্ব্বে যখন জগৎ ছিল না, সমস্তই সুপ্তের ন্যায় তমোগুণের দুর্ভেদ্য আবরণে আবৃত, অলক্ষ্য ও অপরিজ্ঞাত ছিল। তখন দিবারাত্র, পৃথিবী, জ্যোতি, আকাশ, বায়ু ও জল প্রভৃতি কিছুই ছিল না, সেই সময় সূক্ষ্ম, নিত্য, অতীন্দ্রিয়, অব্যক্ত, অদ্বয়, জ্ঞানময় পরম ব্রহ্ম এবং সর্ব্বগত, সনাতন, প্রকৃতি পুরুষ ও অখণ্ড কাল বিদ্যমান ছিল। সেই পরম ব্রহ্মই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই তিনরূপে বিভক্ত হন।

* সোঽভিধ্যায় শরীরাৎ স্বাৎ সিসৃক্ষুর্বিবিধাঃ প্রজাঃ।
অপ এব সসর্জ্জাদৌ তাসু বীজমবাসৃজৎ॥
তদণ্ডমভবদ্ধৈমং সহস্রাংশুসমপ্রভম্।
তস্মিন্ জজ্ঞে স্বয়ং ব্রহ্মা সর্ব্বলোকপিতামহঃ॥
আপো নারা ইতি প্রোক্তা আপো বৈ নরসূনবঃ।
তা যদস্যায়নং পূর্ব্বং তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ॥
যত্তৎ কারণমব্যক্তং নিত্যং সদসদাত্মকম্।
তদ্বিসৃষ্টঃ স পুরুষো লোকে ব্রহ্মেতি কীর্ত্ত্যতে॥
তস্মিন্নণ্ডে স ভগবানুষিত্বা পরিবৎসরম্।
স্বয়মেবাত্মনো ধ্যানাত্তদণ্ডমকরোদ্দ্বিধা॥
তাভ্যাং স শকলাভ্যাঞ্চ দিবং ভূমিঞ্চ নির্ম্মমে।
মধ্যে ব্যোম দিশশ্চাষ্টাবপাং স্থানঞ্চ শাশ্বতম্॥ (মনু ১।৮-১৩)

পরমব্রহ্ম সৃষ্টি করিবার অভিপ্রায়ে প্রথমে প্রকৃতিকে বিক্ষোভিত করেন। প্রকৃতি বিক্ষুব্ধ হইলে মহত্তত্ত্ব, মহত্তত্ত্ব হইতে ত্রিবিধ অহঙ্কার এবং অহঙ্কার হইতে পঞ্চতন্মাত্রের উৎপত্তি হয়। পরে ব্রহ্ম শব্দতন্মাত্র হইতে মূর্তিহীন অনন্ত আকাশ, এবং রসতন্মাত্র হইতে জলের সৃষ্টি করিয়া নিজমায়াবলে ঐ জলরাশি স্বয়ং ধারণ করেন। তৎপরে তিনি গুণত্রয় স্বরূপে অবস্থিত প্রকৃতিকে সৃষ্টির জন্য বিক্ষোভিত করিলেন। অনন্তর প্রকৃতি সেই কারণ-জলে ত্রিগুণময় জগদ্বীজ স্থাপিত করিলেন। সেই বীজ ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া সুবিশাল সুবর্ণময় অণ্ডাকারে পরিণত হইল। ক্রমে ঐ অণ্ড বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে জলরাশি তাহার মধ্যে লীন হইল। স্বয়ং ব্রহ্ম ব্রহ্মস্বরূপে সেই অণ্ড মধ্যে এক দৈববর্ষ বাস করনান্তর উহা ভেদ করিলেন। তৎপরে তাহাতে জরায়ুরূপ সুমেরু ও অন্যান্য পর্ব্বতসমূহের অভ্যন্তরস্থ জলরাশি হইতে সপ্ত সমুদ্র এবং ত্রিগুণময়ী পৃথিবী উৎপন্ন হইলেন। তখন ব্রহ্ম প্রকৃতির ইচ্ছাক্রমে নিজ শরীরকে তিনভাগে বিভক্ত করিলেন। সেই অখণ্ড শরীরের ঊর্দ্ধভাগ, চতুর্মুখ, চতুর্ভুজ, কমলকেশরসন্নিভ আরক্তবর্ণ বিরিঞ্চি-শরীরে পরিণত হইল। তাহার মধ্যভাগে বিষ্ণু এবং অধোভাগে শিবরূপ—সুতরাং একাধারে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বররূপ ত্রিশক্তির উদয় হইল। ব্রহ্মার উপর সৃষ্টিশক্তি নিহিত থাকায় তিনিই স্রষ্টা হইলেন।

[কালিকাপুরাণের ১২—১৪ অধ্যায়ে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত আছে যে,—

"জগৃহে পৌরুষং রূপং ভগবান্ মহদাদিভিঃ।
সম্ভূতং ষোড়শকলমাদৌ লোকসিসৃক্ষয়া॥
যস্যাম্ভসি শয়ানস্য যোগনিদ্রাং বিতন্বতঃ।
নাভিহ্রদাম্বুজাদাসীদ্‌ব্রহ্মা বিশ্বসৃজাম্পতিঃ॥" ইত্যাদি।

(ভাগ০ ১।৩।১-২) ভগবান্ বিষ্ণু সৃষ্টির মানসে প্রথমতঃ মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কারতত্ত্ব, এবং পঞ্চতন্মাত্র দ্বারা ষোড়শকলা যুক্ত পৌরুষরূপ অর্থাৎ একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চমহাভূত এই ষোড়শ অংশ বিশিষ্ট বিরাট্ মূর্তি ধারণ করিয়া ছিলেন। পূর্ব্বে তিনি যোগনিদ্রা বিস্তার করিয়া একার্ণবে শয়ান হইলে তাহার নাভিস্বরূপ হ্রদস্থ অম্বুজ হইতে বিশ্বস্রষ্টৃগণের পতি ব্রহ্মা উৎপন্ন হন। তাঁহার ঐ বিরাট্‌মূর্তির অবয়বসংস্থান দ্বারা ভূর্লোকাদি সকললোক কল্পিত হয়।

"সত্ত্বং রজস্তমইতি প্রকৃতেগুর্ণাস্তৈ-
র্যুক্তঃ পরঃ পুরুষ এক ইহাস্য ধত্তে।
স্থিত্যাদয়ে হরিবিরিঞ্চিহরেতিসংজ্ঞাঃ
শ্রেয়াংসি তত্র খলু সত্ত্বতনোর্নৃণাং স্যুঃ॥" (ভাগ০ ১।২।২৩)

এক পরমপুরুষ প্রকৃতির সত্ত্ব, রজ ও তম এই গুণত্রয়ে যুক্ত হইয়া বিশ্বসংসারের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের জন্য ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর রূপে বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি ব্রহ্মারূপে জগতের সৃষ্টি, বিষ্ণুরূপে পালন, ও রুদ্ররূপে সংহার করেন।

ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই তিনই পরব্রহ্মের অংশ। এই তিনই এক। প্রভেদ এই যে, যিনি সৃষ্টি করেন, তিনিই ব্রহ্মা নামে অভিহিত হন।

ভৃগু, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, অঙ্গিরা, মরীচি, দক্ষ, অত্রি ও বশিষ্ঠ এই নয় জন ব্রহ্মার মানস পুত্র। ইঁহারাও ব্রহ্মা নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।

ভৃগুং পুলস্ত্যং পুলহং ক্রতুমঙ্গিরসন্তথা।
মরীচিং দক্ষমত্রিঞ্চ বশিষ্ঠঞ্চৈব মানসম্।
নব ব্রহ্মাণ ইত্যেতে পুরাণে নিশ্চয়ং গতাঃ॥" (মার্কণ্ডেয় পু০)

মৎস্যপুরাণে তৃতীয় অধ্যায়ে ব্রহ্মার চতুর্মুখ হইবার কারণ এইরূপ লিখিত আছে। ব্রহ্মার স্বদেহ হইতে একটী কন্যা উৎপন্ন হয়। ব্রহ্মা ঐ কন্যাকে দেখিয়া কামপীড়িত হন। পরে সতৃষ্ণ নয়নে তিনি ঐ কন্যাকে পুনঃ পুনঃ অবলোকন করিয়া 'অতি আশ্চর্য্যরূপ' 'অতি আশ্চর্য্যরূপ' ইহাই বারংবার বলিতে লাগিলেন। ঐ কন্যা ব্রহ্মার ভাবগতিক দেখিয়া ব্রহ্মাকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল। ক্রমে ঐ কন্যাকে অবলোকন করিবার জন্য তাঁহার চারিদিক্ হইতে চারিটী মুখ হইল। (মৎস্য পু০ ৩ অ০)

সৃষ্টির প্রথমে ব্রহ্মার দশটী মানস পুত্র জন্মে। প্রথমে মরীচি, তৎপরে অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, প্রচেতা, বসিষ্ঠ, ভৃগু ও নারদ।

ব্রহ্মার শরীর হইতে দশ প্রজাপতির উৎপত্তি হয়। দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ হইতে দক্ষপ্রজাপতি, স্তনাগ্র হইতে ধর্ম্ম, হৃদয় হইতে কুসুমায়ুধ, ভ্রূমধ্য হইতে ক্রোধ, অধর হইতে লোভ, বুদ্ধি হইতে মোহ, অহঙ্কার হইতে মদ, কণ্ঠ হইতে প্রমোদ, এবং লোচন হইতে মৃত্যুর উদ্ভব হইয়াছিল [দশপ্রজাপতির বিষয় তত্তৎ শব্দে ও প্রজাপতি শব্দে দ্রষ্টব্য]

মহাভারতে শান্তিপর্ব্বে ১৮২ অধ্যায়ে ব্রহ্মার উৎপত্তির বিবরণ লিখিত আছে, বাহুল্য ভয়ে তাহা লিখিত হইল না।

কল্পারম্ভে ব্রহ্মা সৃষ্ট হন, এবং কল্পক্ষয়ে ব্রহ্মার ধ্বংস হয়। ব্রহ্মার পূজাদির বিষয় কালিকাপুরাণে লিখিত আছে—

ব্রহ্মার মন্ত্রোদ্ধার যথা—

"পষ্ঠতীয়স্চ বহ্নিশ্চ শেষস্বরসমন্বিতঃ।
চন্দ্রবিন্দুসমাযুক্তো ব্রহ্মমন্ত্রঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥" (কালিকাপু০)

পবর্গের তৃতীয়বর্ণ 'ব' তাহিরে রকার যোগ করিলে 'ব্র' তাহাতে ঔকার এবং চন্দ্রবিন্দু দিলে ব্রহ্মার মন্ত্র হয়। 'ব্রৌঁ'—ইহাই ব্রহ্মার বীজ মন্ত্র। এই মন্ত্র দ্বারা ব্রহ্মার পূজা করিলে অভিলষিত বস্তু লাভ হয়।

ব্রহ্মার ধ্যান—

"ব্রহ্মা কমণ্ডলুধরশ্চতুর্বক্ত্রশ্চতুর্ভুজঃ।
কদাচিদ্রক্তকমলে হংসারূঢ়ঃ কদাচন॥
বর্ণেন রক্তগৌরাঙ্গঃ প্রাংশুস্তুঙ্গাঙ্গ উন্নতঃ।
কমণ্ডলুর্বামকরে স্রুবো হস্তে তু দক্ষিণে॥
দক্ষিণাধস্তথা মালা বামাধশ্চ তথা স্রুবঃ।
আজ্যস্থালী বামপার্শ্বে বেদাঃ সর্ব্বেঽগ্রতঃ স্থিতাঃ॥
সাবিত্রীবামপার্শ্বস্থা দক্ষিণস্থা সরস্বতী।
সর্ব্বে চ ঋষয়ো হ্যগ্রে কুর্য্যাদেভিশ্চ চিন্তনম্॥

(কালিকাপু° ৮২ অ°)

এই মন্ত্রে ব্রহ্মার ধ্যান করিতে হয়। 'পদ্মাসনায় বিদ্মহে হংসারূঢ়ায় ধীমহি তন্নো ব্রহ্মন্ প্রচোদয়াৎ' ইহা ব্রহ্মার গায়ত্রী। নেত্ররঞ্জন ব্যতীত সকল উপচারই ব্রহ্মাকে দেওয়া যাইতে পারে। রক্তবর্ণ কৌষেয় বস্ত্র ব্রহ্মার পরম প্রীতিকর। আজ্য, পায়স এবং তিলযুক্ত ঘৃতই ব্রহ্মার প্রধান ভোজ্য। ব্রহ্মার পার্শ্বে বিষ্ণু ও শিবের পূজা করিতে হয়। ব্রহ্মার করস্থিত স্রুবাদি, সরস্বতী, সাবিত্রী, হংস ও পদ্ম ইহাদিগেরও পূজা করা বিধেয়। ইঁহার অর্ঘ শুদ্ধ দ্বারা এবং প্রণাম দণ্ডবৎ হইয়া করিতে হয়। এইরূপে ব্রহ্মার পূজা করিতে হইবে।

(কালিকাপু° ৮২ অ°)

গৃহদাহাদি হইলে ব্রহ্মার পূজা করা হইয়া থাকে। ৪ ঋত্বিক্‌ভেদ। হোম করিবার সময় ব্রহ্ম স্থাপন করিতে হয়। বেদবিদ্ ব্রাহ্মণ অভাবে কুশপত্র দ্বারা ব্রহ্মা প্রস্তুত করিয়া স্থাপন করিতে হইবে।

"ঊর্দ্ধকেশো ভবেৎ ব্রহ্মা অধঃকেশস্তু বিষ্টরঃ।" (উদ্বাহতত্ত্ব) কুশময় ব্রহ্মা যথানিয়মে প্রস্তুত করিয়া তাহার অগ্রভাগ ঊর্দ্ধ করিয়া দিতে হইবে। সমগ্র অর্থাৎ অগ্রভাগ সমান এইরূপ ৫০ গাছ কুশ পত্র দ্বারা ব্রহ্মা প্রস্তুত করিতে হয়। অগ্নির পূর্ব্বাভিমুখে প্রাগগ্র কুশা বিছাইয়া তদুপরি ব্রহ্মা স্থাপন করিতে হয়। তবদেবে ইহার প্রণালী বিস্তৃত ভাবে লিখিত আছে।

৫ বিষ্কুম্ভ প্রভৃতি সপ্তবিংশতি যোগের অন্তর্গত পঞ্চবিংশ যোগ। এইযোগে সকল শুভকর্ম্মাদি করা যাইতে পারে। এইযোগে বালক জন্ম গ্রহণ করিলে নানাশাস্ত্রে পণ্ডিত, ধর্ম্মজ্ঞ, চারুকীর্ত্তি, শমদমগুণান্বিত এবং কর্ম্মকুশল হয়।

নানাশাস্ত্রাভ্যাসসঙ্গীতকালো বর্ণাচারৈঃ সংযুতশ্চারুকীর্ত্তিঃ।
শান্তো দান্তো জায়তে চারুকর্ম্মা সূতৌ যস্য ব্রহ্মযোগপ্রয়োগঃ॥

(কোষ্ঠিপ্রদীপ)

ব্রহ্মনাভ (পুং) ব্রহ্ম নাভৌ যস্য। বিষ্ণু। (শব্দার্থ চি°।

ব্রহ্মনাল (ক্লী) ব্রহ্মণো ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তের্নালমিব। কাশীধামের মণিকর্ণিকা-সমীপস্থ তীর্থবিশেষ।

"পিতামহেশ্বরং লিঙ্গং ব্রহ্মনালোপরিস্থিতম্।
পূজয়িত্বা নরো ভক্ত্যা ব্রহ্মলোকমবাপ্নুয়াৎ॥" (কাশীখ° ৬১ অ°

ব্রহ্মনালের উপরি মহেশ্বর লিঙ্গ স্থাপিত, এই লিঙ্গ পূজা করিলে ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়। এই তীর্থে শুভাশুভ যে কর্ম করা যায়, তাহা অক্ষয় হইয়া থাকে। কাশীখণ্ডে ৬১ অধ্যায়ে বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে, বাহুল্য ভয়ে তাহা লিখিত হইল না।

ব্রহ্মনির্ব্বাণ (ক্লী) ব্রহ্মণি পরব্রহ্মে নির্ব্বাণং লয়ঃ। ব্রহ্মে নিবৃত্ত, পরব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত হওয়াই ব্রহ্মনির্ব্বাণ। যখন অজ্ঞান একেবারে তিরোহিত হয়, তখন ব্রহ্মনির্ব্বাণ হইয়া থাকে।

"এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ! নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি।
স্থিত্বাস্যামন্তকালেঽপি ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃচ্ছতি॥" (গীতা ২।৭২)

যিনি সমস্ত বাসনা নিঃশেষরূপে পরিত্যাগ করিয়া অবশেষে জীবনের উপরেও নিস্পৃহ হইয়া অহং মদীয়ত্বভাব বিসর্জন পূর্ব্বক বিচরণ করেন, তাহারই নির্ব্বাণমুক্তি হইয়া থাকে। এই অবস্থাকে ব্রহ্মসংস্থান বলে। এই ব্রহ্মসংস্থা বা ব্রাহ্মী-স্থিতি প্রাপ্ত হইলে জীব পুনর্ব্বার মুগ্ধ হইতে পারে না। জীবনের শেষ দশাতেও যদি এইরূপ ব্রহ্মনিষ্ঠায় অবস্থিতি করে, তাহা হইলেও জীব ব্রহ্মতেই বিলীন হইয়া যায়। উহাই ব্রহ্মনির্ব্বাণ।

ব্রহ্মনিষ্ঠ (পুং) পারিশপিপ্পল, পলাশপিপুল। (বৈদ্যক নি°) (ত্রি) ব্রহ্মণি নিষ্ঠা যস্য। ২ ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন।

ব্রহ্মনীড় (ক্লী) ব্রহ্মার অবস্থিতি স্থান।

ব্রহ্মনুত্ত (ত্রি) মন্ত্রবলে অপসারিত।

ব্রহ্মপতি (পুং) ১ বৃহস্পতি। ব্রহ্মণস্পতি।

ব্রহ্মপত্র (ক্লী) ব্রহ্মণস্তদাখ্যয়া প্রসিদ্ধস্য বৃক্ষস্য পত্রং। পলাশ পত্র।

"ভোজনং ব্রহ্মপত্রেষু কথয়া লোচনং হরেঃ।
দর্শনং বৈষ্ণবানাঞ্চ মহাপাতকনাশনম্॥"

(পাদ্মোত্তরখ° কার্ত্তিকমা° ১১৮ অ°)

ব্রহ্মপথ (ক্লী) ব্রহ্ম প্রাপ্তিকর পন্থা।

ব্রহ্মপদ (পুং) ১ ব্রহ্মের স্থান। (ক্লী) ২ ব্রহ্মত্ব। ৩ ব্রাহ্মণত্ব।

ব্রহ্মপন্নগ (পুং) মরুদ্ভেদ।

ব্রহ্মপর্ণী (স্ত্রী) ব্রহ্মেব বিস্তীর্ণানি আমূলং স্থিতানি পর্ণানি যস্তাঃ। পৃশ্নিপর্ণী।

ব্রহ্মপত্রী (স্ত্রী) বারাহীনামক মহাকন্দশাক, চলিত শুয়ার আলু। (রাজনি॰)

ব্রহ্মপর্ব্বত (ক্লী) পর্ব্বত ভেদ।

ব্রহ্মপলাশ (পুং) অথর্ব্ববেদের শাখাভেদ।

ব্রহ্মপবিত্র (পুং) ব্রহ্মণি বেদোক্তকর্ম্মণি পবিত্রঃ। কুশ।

ব্রহ্মপাদপ (পুং) ব্রহ্মা তদাখ্যয়া প্রসিদ্ধঃ পাদপঃ। পলাশ বৃক্ষ।

ব্রহ্মপার্ষদ্য (পুং) বৃক্ষ বিশেষ, ব্রহ্মপর্ণী (Hemionitis Cordifolia) ২ বৌদ্ধ মতে ব্রহ্মার পরিচারকবর্গ।

ব্রহ্মপাশ (পুং) ব্রহ্মপ্রদত্ত অস্ত্র বিশেষ।

"অবয়াদপরিস্কন্দং ব্রহ্মপাশেন বিস্ফুরন্।" (ভট্টি ৯।৭৫)

ব্রহ্মপিতৃ (পুং) ব্রহ্মার পিতা, বিষ্ণু।

ব্রহ্মপিশাচ (পুং) ব্রহ্মরাক্ষস।

ব্রহ্মপুত্র (পুং) ব্রহ্মণঃ পুত্র ইব কপিলবর্ণত্বাৎ। বিষ ভেদ।

"বর্ণতঃ কপিলো যঃ স্যাত্তথা ভবতি সারকঃ।

ব্রহ্মপুত্রঃ স বিজ্ঞেয়ো জায়তে মলয়াচলে॥" (ভাব প্রঃ)

এই বিষের বর্ণ কপিল, এবং অতিশয় সারযুক্ত মলয়পর্ব্বতে ইহার উৎপত্তি হয়। জাতিভেদে ব্রহ্মপুত্র বিষ চারিপ্রকার। পাণ্ডুবর্ণ বিষ ব্রাহ্মণজাতীয়, রক্তবর্ণ বিষ ক্ষত্রিয়, পীতবর্ণ বিষ বৈশ্য, এবং কৃষ্ণবর্ণ বিষ শূদ্র জাতীয় হয়। এইচারি প্রকার বিষের মধ্যে ব্রাহ্মণজাতীয় বিষ রসায়ণকার্য্যে, ক্ষত্রিয় শরীর পুষ্টির জন্য ও বৈশ্য কুষ্ঠরোগনাশের পক্ষে প্রশস্ত। শূদ্রজাতীয় বিষ প্রাণনাশক।

ইহার গুণ—প্রাণনাশক, ব্যবায়িগুণযুক্ত অর্থাৎ উহার গুণ সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত হইয়া পরে পরিপাক হয়। বিকাশিগুণান্বিত অর্থাৎ ওজোধাতু শোষণান্তর সন্ধিবন্ধনসমূহকে শিথিল করিয়া দেয়। অগ্নিগুণাধিক্য, বাতঘ্ন, কফনাশক ও যোগবাহী অর্থাৎ যে দ্রব্যের সহিত মিলিত হয়, তাহার গুণ গ্রহণ করে। মত্ততাজনক এবং তমোগুণাধিক্য হেতু বুদ্ধিনাশক।

এই বিষ যদি বিবেচনার সহিত উপযুক্ত মাত্রায় প্রযোজিত হয়, তবে উহা প্রাণরক্ষক, রসায়ণ, যোগবাহী, ত্রিদোষনাশক, শরীরের উপচয়কারক ও বীর্য্যবর্দ্ধক। পূর্ব্বে অনিষ্টজনক যে গুণের বিষয় বলা হইয়াছে, তাহা অবিশুদ্ধ বিষের জানিবে। বিষ যথোক্তনিয়মে শোধিত হইলে রোগবিশেষে ব্যবহৃত হইবার উপযোগী হয়। (ভাবপ্র॰ পূর্ব্বখ॰)

ইহার পর্য্যায়—কাকোলী, গরল, শৃঙ্গ, বৎসনাভ, প্রদীপন ও শৌক্লিকেয়, (বৈদ্যকরত্নমালা) ব্রহ্মণঃ পুত্রঃ। ২ সত্য। ৩ ধর্ম্ম। ৪ মরীচ্যাদি। ৫ মনু।

"মন্বন্তরেচ দশমে ব্রহ্মপুত্রস্ত ধীমতঃ।

সুখাসীনা নিরুদ্ধাশ্চ ত্রিঃপ্রকারাঃ সুরাঃ স্মৃতাঃ॥

(মার্কণ্ডেয় পু॰ ৯৪।১১)

৬ নারদ। ৭ বশিষ্ঠ। ৮ ক্ষেত্রভেদ। ৯ নদভেদ, ব্রহ্মপুত্রনদ। ইহার পর্য্যায় অমোঘানন্দন, লৌহিত্য, লোহিত।

উত্তর পূর্ব্ব ভারতে প্রবাহিত একটী নদ। হিমালয় অতিক্রম পূর্ব্বক আসামের পার্ব্বত্য প্রদেশ দিয়া প্রবাহিত হওয়ায়, তদ্দেশবাসীর পক্ষে ইহার বিস্তীর্ণ জলরাশি বিশেষ উপকারিতা সম্পাদন করিতেছে। সাধারণের বিশ্বাস, উত্তর তিব্বতের কৈলাস পর্ব্বতের পাদমূলস্থ একটী ক্ষুদ্র হ্রদ হইতে ইহার উৎপত্তি। প্রকৃতপক্ষে তিব্বতের হুণদেশ বিভাগের অন্তর্বর্ত্তী রাখাসতাল (লোঙ্-চো) ও মানস হ্রদের নিকট (অক্ষা॰ ৩১° ৩০´ উঃ এবং দ্রাঘি॰ ৮২° পূঃ) হইতে ব্রহ্মপুত্র (সন্ পু) নদ উদ্ভূত হইয়া পূর্ব্বাভিমুখে সন্‌পু উপত্যকাদেশে প্রবাহিত হইয়াছে। তিব্বত রাজধানী লাসা নগরীর উত্তর দিয়া প্রায় ৮ শত মাইল অতিবাহনের পর, বক্রগতিতে এই নদ হিমালয়ের পূর্ব্বশৃঙ্গ ভেদ করিয়া উত্তরপূর্ব্ব আসামে ডিহিঙ্গের সহিত মিলিত হইয়াছে। তিব্বত সীমা পরিত্যাগ করিয়া যেখানে ব্রহ্মপুত্র হিমালয় বক্ষে পদার্পণ করিয়াছে, তদ্দেশ অসভ্য ও বন্য জাতিতে পরিপূর্ণ। এখানে চীনসীমান্ত ও হিমালয়গাত্রপ্রবাহিত কতকগুলি শাখানদী ইহার কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছে *।

আসাম উপত্যকায় ডিহিঙ্গ সম্মিলনে সানপু-নদ ডিহিঙ্গ-আখ্যা লাভ করিয়াছে। পরে সদিয়ার ১২ ক্রোশ পশ্চিমে আবর ও মিশ্‌মী গিরিমালা প্রবাহিত তালুকা নদীর পবিত্র সলিলে সম্মিলিত হইয়া ব্রহ্মপুত্র নামে আখ্যাত হইয়াছে। এই তালুকাপ্রপাতের সন্নিকটে ব্রহ্মকুণ্ড নামে একটী সরোবর আছে। উহার পবিত্র ও পুণ্যময় জলে স্নান করিলে মানবগণ পাপমুক্ত হয়। এই হেতু ভারতের নানাস্থান হইতে হিন্দুগণ

* য়ুরোপীয় ভৌগোলিকগণ এই মহানদের প্রকৃত গর্ভ অনুসরণে অক্ষম হইয়াছেন। তজ্জন্ত তাঁহারা এই নদীর উৎপত্তি ও বিস্তৃতি সম্বন্ধে বিশেষ সমস্যায় উপনীত হইয়া থাকেন। তিব্বতের পার্ব্বতীয় প্রদেশ ও হিমালয়বক্ষ অসভ্যদিগের বাসভূমি হওয়ায় ইহার প্রকৃততত্ত্বানুসন্ধান অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। যে হেতু তদ্দেশে য়ুরোপীয় ভ্রমণকারীদিগের গমনে তাহারা এবং পর্ব্বতশিখর ও গহ্বরসমূহ একান্ত বিরোধী। জলবিদ্যাবিদ্‌গণ ইহার জলনির্গম ও স্রোতোবেগ দেখিয়া অবাক্ হইয়াছেন। তাঁহারা শীত গ্রীষ্মের সময় ডিব্রুগড়ের নিকটে প্রতিমুহূর্ত্তে প্রায় ১লক্ষ ৩৪ হাজার এবং গোয়ালপাড়ার নিকট অনুমান ১লক্ষ ৪৭ হাজার কিউবিক্ ফিট্ জল-নির্গম-পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। বর্ষার প্রাবল্যে এই নদীবক্ষ প্রায় ৪০ ফিট্ স্ফীত হয়। তৎকালে গোয়াল পাড়ায় প্রতি সেকেণ্ডে ৫ লক্ষ কিউবিক ফিট জল নির্গম হইয়া থাকে

এখানে তীর্থ যাত্রা করিয়া থাকেন। ব্রহ্মকুণ্ড হইতেই উক্ত মিলিত নদীত্রয় ব্রহ্মপুত্র নাম ধারণ করিয়াছে।

[ব্রহ্মকুণ্ড দেখ]

আসামের পার্ব্বত্য বক্ষে মহাবেগে প্রবাহিত ব্রহ্মপুত্র নদ স্বীয় স্রোতপথে বালুকণাসমূহ সঞ্চিত করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চরের সৃষ্টি করিতেছে। চোরা বালুর সঞ্চিত চরগুলি ক্রমে বর্দ্ধিতায়তন ও বিস্তীর্ণ জলরাশিপরিবেষ্টিত হওয়ায় অনেকাংশেই দ্বীপের ন্যায় পরিলক্ষিত হইতেছে। লোহিত্য ও ব্রহ্মপুত্রের মধ্যবর্ত্তী মাজুলির চর এবং বিশ্বনাথ হইতে গৌহাটী পর্য্যন্ত বিস্তৃত কদলবেষ্টিত ভূভাগ উহার প্রধান নিদর্শন। বিশ্বনাথ, শীলঘাট, তেজপুর, সিঙ্গিপর্ব্বত, গৌহাটী, হাতীমোড়া, গোয়ালপাড়া ও ধুবড়ি প্রভৃতি সহরের পার্শ্বতীর নদীতীর সমূহ ব্রহ্মপুত্রের প্রবলবেগে কখনও ধসিয়া যায় না। সুতরাং সেই স্রোতলহরী অপ্রতিহত গতিতে নিম্ন ভূমে উপনীত হইয়া প্রচ্ছন্নভাবে নদীকূল ভাঙ্গিয়া বৃহৎ বৃহৎ খাত বা গাঙ্গের সৃষ্টি করিয়াছে।

আসাম উপত্যকা হইতে ৪৫০ মাইল পথ দক্ষিণপশ্চিমে আসিয়া এই নদী গারো পর্ব্বতমালা ঘুরিয়া গিয়াছে। ইহার দক্ষিণগামী যমুনাস্রোত পদ্মা ও মেঘনার সহিত মিলিত হইয়া পূর্ব্ববঙ্গে একটী খরস্রোতা নদীমালার অবতারণা করিয়াছে। পার্ব্বত্যস্রোতোমালাব্যতীত ব্রহ্মপুত্রনদের দক্ষিণকূলে সুবর্ণশ্রী, ভোরোলী, মনসা, গদাধর বা সঙ্কোশ, ধর্লা ও তিস্তা এবং বামকূলে নোয়াডিহিঙ্গ, বুড়িডিহিঙ্গ, ডিসঙ্গ, দিখু, ধানশ্রী, কলঙ্গ ও কাপিলী প্রভৃতি শাখা নদী প্রবাহিত। উক্ত নদীমালায় নৌকাযোগে ইচ্ছামত বাণিজ্য দ্রব্য লইয়া যাওয়া যায়।

বাণিজ্যকল্পে ব্রহ্মপুত্র নদ গঙ্গার দ্বিতীয়স্থান অধিকার করিয়াছে, কিন্তু ব্রহ্মপুত্র বিধৌত পূর্ব্ববঙ্গের সৈকতভূমি সমূহে ধান্য, পাট প্রভৃতি প্রভূতপরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ডিব্রুগড়, ডিহিঙ্গমুখ, ডিসঙ্গমুখ বা দিখুমুখ (শিবসাগরযাত্রী); কোকিলমুখ (জোড়াহাট ও লখিমপুরযাত্রী) ; নিগ্রিটিং (গোয়ালঘাট যাত্রী) ; ধানশ্রীমুখ, বিশ্বনাথ, কালিয়াবর বা শিলঘাট (নওগাঁ যাত্রী) ; তেজপুর, রাঙ্গামাটী (মঙ্গলদৈ যাত্রী) ; গোয়ালপাড়া, গৌহাটী ও ধুবড়ী প্রভৃতি নগরে ষ্টীমারযোগে গমনাগমন করা যায়। ঐ সকল নদীতীরবর্ত্তী স্থানও আসামপ্রদেশের বাণিজ্যবন্দর বলিলেও চলে। ষ্টীমার আসিবারকালে বাঙ্গালার কালীগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, বরিশাল ও নলছিটি প্রভৃতি প্রধান প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র ঘুরিয়া আইসে।

এই নদের উৎপত্তি বিবরণ কালিকাপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে। রাজা সগর ঔর্ব্বঋষিকে ব্রহ্মপুত্র নদের উৎপত্তি বিবরণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিয়াছিলেন, হরিবর্ষে শান্তনুনামে তপঃপরায়ণ এক মুনি ছিলেন। হিরণ্যগর্ভ মুনির কন্যা অমোঘার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। অমোঘা অসামান্যা রূপবতী ছিল। মুনি শান্তনু অমোঘার সহিত গন্ধমাদন পর্ব্বতে বাস করিতেন। একদা শান্তনু ফলপুষ্পান্বেষণে বহির্গত হইলে সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা যথায় শান্তনুভার্য্যা অমোঘা ছিলেন, সেইস্থানে উপস্থিত হইলেন। অমোঘার রূপলাবণ্য দেখিয়া ব্রহ্মা মদনবশবর্ত্তী হইয়া তাহাকে ধরিতে যান, অমোঘা ভীতা হইয়া নিজকুটীরে পলায়ন করেন। পরে পর্ণশালার দ্বার রুদ্ধ করিয়া সক্রোধে ব্রহ্মাকে বলিয়াছিলেন, আমি মুনিপত্নী ও সাধ্বী, ভ্রমেও কখন পাপ করি নাই এবং স্বেচ্ছাক্রমে কখনই পাপ করিব না। যদি তুমি বলাৎকার কর, তাহা হইলে শাপ দিব। অমোঘা এইরূপ বলিলে, বিধাতার তখন রেতঃস্খলন হইল। রেতঃস্খলন হইলে ব্রহ্মা হংসযানে আরোহণ করিয়া লজ্জাপূর্ণচিত্তে সত্বর নিজ আশ্রমাভিমুখে গমন করিলেন। বিধাতা চলিয়া যাইলে শান্তনু নিজ আশ্রমে আসিলেন। সেইস্থলে হংসকুলের পদচিহ্ন এবং ভূতল-পতিত ব্রহ্মবীর্য্য অবলোকন করিয়া পর্ণশালার অভ্যন্তরে অবস্থিতা অমোঘাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সুভগে! এখানে কি হইয়াছিল? এই যে পক্ষীদিগের পদচিহ্ন এবং অলৌকিক বীর্য্য পতিত রহিয়াছে, এ কি? অমোঘা শান্তনুর এই কথা শুনিয়া ব্যাকুলভাবে ও ক্রোধের সহিত বলিয়াছিল, একজন কমণ্ডলুধারী চতুর্ম্মুখ হংসবিমানে এখানে আসিয়া আমাকে সম্ভোগ করিতে প্রার্থনা করে। তৎপরে আমি তাঁহাকে তিরস্কার করিলে তিনি স্খলিতবীর্য্য হইয়া আমার শাপভয়ে এই স্থান হইতে প্রস্থান করেন। প্রভো! আপনার উপর আমার এই অনুরোধ, যদি আপনি সমর্থ হন, তাহা হইলে ইহার প্রতীকার করুন। তবে ইহা নিশ্চয় জানিবেন, কোন প্রাণীই আমাকে বলাৎকার করিতে সমর্থ নহে।

শান্তনু অমোঘার কথা শুনিয়া বুঝিলেন, স্বয়ং ব্রহ্মাই এইখানে আসিয়াছিলেন। ইহা স্থির করিয়া তিনি ধ্যানে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন তিনি জানিতে পারিলেন জগতের হিতার্থে তীর্থোৎপাদন দেবগণের উপস্থিত-কার্য্য। তদনুসারে তিনি স্বীয় পত্নীকে কহিলেন, অমোঘে! ত্রিভুবনের হিতার্থে এবং দেবগণের কার্য্যসিদ্ধির জন্য এবং আমার অনুমতিক্রমে তুমি এই ব্রহ্মবীর্য্য পান কর। স্বয়ং ব্রহ্মা তোমার নিকট আসিয়াছিলেন, তোমাকে না পাইয়া মহৎকার্য্য সাধনোদ্দেশে এই বীর্য্য আমাদিগের উভয়কে সমর্পণ করিয়া নিজালয়ে গমন করিয়াছেন, এইক্ষণ তুমি আমার এই

অনুরোধ রক্ষা কর। অমোঘা শান্তনুর এই কথার অত্যন্ত লজ্জিতা হইয়া স্বামীকে প্রণামপূর্ব্বক কহিলেন, প্রভো! আপনার আদেশ সর্ব্বথা পালনীয়, কিন্তু আপনি আমার উপর ক্রুদ্ধ হইবেন না, আমি অপরের বীর্য্য ধারণ করিতে পারিব না। যদি নিতান্তই ইহা আপনার অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে আপনি এই বীর্য্য পান করিয়া পরে আমাতে নিষেক করুন। শান্তনু তাহাই করিলেন। ইহাতে অমোঘা গর্ভবতী হইলেন। যথাকালে সেই অমোঘার গর্ভ হইতে জলরাশি প্রসূত হইল। সেই জলরাশির মধ্যে রত্নমালাবিভূষিত নীলাম্বর পরিধান, কিরীটধারী, ব্রহ্মার ন্যায় আরক্ত গৌরবর্ণ, চতুর্ভুজ, পদ্ম, বিদ্যা, ধ্বজ ও শক্তিধারী, শিশুমার মস্তকে আরূঢ় একটী পুত্র আবির্ভূত হইলেন। ঐ জলরাশি ও বর্ণিতরূপ দেহই তাঁহার শরীর।

এইরূপে উৎপন্ন ব্রহ্মপুত্রকে চারিটী পর্ব্বতের মধ্যস্থিত গহ্বরে স্থাপন করা হয়। উহার উত্তরপার্শ্বে কৈলাস, দক্ষিণপার্শ্বে গন্ধমাদন, পশ্চিমে জারুধিপর্ব্বত এবং পূর্ব্বে সম্বর্ত্তকাদি পর্ব্বতশ্রেণী। ব্রহ্মপুত্র ইহার মধ্যভাগে থাকিয়া ক্রমে বাড়িতে লাগিলেন। ব্রহ্মা স্বয়ং আসিয়া এই পুত্রের সকল সংস্কারকার্য্য সম্পাদন করেন। এইরূপে বহুকাল অতীত হইলে ব্রহ্মপুত্র জলরাশিরূপে পাঁচ যোজন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হন।

পরে পরশুরাম মাতৃহত্যাজনিত পাপবিমোচনের জন্য পিতার আজ্ঞানুসারে ব্রহ্মপুত্রনদে স্নান করেন। এই নদে স্নান করিবামাত্রই তাঁহার পাপ সকল বিমোচিত হয়। তখন পরশুরাম এই তীর্থের প্রতি পরমশ্রদ্ধান্ হইয়া পরশুদ্বারা পথ প্রস্তুত করিয়া ইহাকে প্রবাহিত করেন। ব্রহ্মপুত্রনদ ব্রহ্মকুণ্ড হইতে নিঃসৃত হইয়া কৈলাসপর্ব্বতের উপত্যকা হইতে লোহিত সরোবরে পতিত হয়। তখন পরশুরাম লোহিত সরোবরের তীরে উঠিয়া কুঠারাঘাতে পথ পরিষ্কার করিয়া ইহাকে পূর্ব্বদিগ্বাহিনী করেন। পরে এই ব্রহ্মপুত্রনদ হেমশৃঙ্গগিরি ভেদ করিয়া কামরূপের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হয়। ব্রহ্মা স্বয়ং ইহার নাম লোহিত রাখিয়াছিলেন এবং লোহিত-সরোবর হইতে নিঃসৃত হইয়াছে বলিয়া ইহার আর একটী নাম লৌহিত্য হয়। ব্রহ্মপুত্রনদ স্বীয় জলরাশি দ্বারা সমগ্র কামপীঠ প্লাবিত করিয়া দক্ষিণসাগরে মিলিত হইয়াছে। যমুনা ব্রহ্মপুত্রের সহিত এক সঙ্গেই চলিয়াছিল, মধ্যে ব্রহ্মপুত্রকে ত্যাগ করিয়া দ্বাদশ যোজনের পর পুনরায় ঐ লৌহিত্য নদে মিলিত হইয়াছে। চৈত্রমাসে শুক্লাষ্টমীর দিন জিতেন্দ্রিয় হইয়া এই ব্রহ্মপুত্র নদে স্নান করিলে ব্রহ্মপদ প্রাপ্তি হয়।

(কালিকাপু॰ ৮৪।৮৫ অ॰)

তিথিতত্ত্বে লিখিত আছে—

"মীনে মধৌ শুক্লপক্ষে অশোকাখ্যাং তথাষ্টমীম্।
পিবেদশোককলিকাঃ স্নায়াল্লৌহিত্যবারিণি॥
পুনর্ব্বসৌ বৃষে লগ্নে চৈত্রে মাসি সিতাষ্টমীম্।
লৌহিত্যে বিরজে স্নায়াৎ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥" (তিথিতত্ত্ব)

অশোকাষ্টমীর দিন অর্থাৎ চৈত্রমাসের শুক্লাষ্টমীর দিন পুনর্ব্বসুনক্ষত্রে ও বৃষলগ্নে ব্রহ্মপুত্র নদে স্নান করিলে সকল পাপ বিনষ্ট হয়। ব্রহ্মপুত্রে স্নান করিবার সময় এই মন্ত্রে স্নান করিতে হয়। মন্ত্র যথা—

"পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি সরিতঃ সাগরাদয়ঃ।
সর্ব্বে লৌহিত্যমায়ান্তি চৈত্রে মাসি সিতাষ্টমীম্॥
ব্রহ্মপুত্র মহাভাগ শান্তনোঃ কুলনন্দন।
অমোঘাগর্ভসম্ভূত পাপং লৌহিত্য মে হর॥" (তিথিতত্ত্ব)

ব্রহ্মপুত্রী (স্ত্রী) ব্রহ্মণঃ পুত্রী কন্যা। সরস্বতী নদী। (হেম) ২ বারাহীকন্দ। (রাজনি॰)

ব্রহ্মপুর (ক্লী) ব্রহ্মণঃ পুরং। ব্রহ্মের উপাসনার্থ হৃদয়স্থান।

"অথ যদিদং ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং" (ছান্দোগ্য উপ॰)

"যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্ যস্যৈষ মহিমা ভুবি।
দিব্যে ব্রহ্মপুরে হ্যেষ ব্যোম্ন্যাত্মা প্রতিষ্ঠিতঃ॥" (মুণ্ডকোপনি॰)

'ব্রহ্মণোহত্র চৈতন্যস্বরূপেণ নিত্যাভিব্যক্তত্বাৎ ব্রহ্মণঃ পুরং হৃদয়পুণ্ডরীকং' (ভাষ্য)

হৃদয়-পুণ্ডরীকই ব্রহ্মপুর, কারণ চৈতন্য স্বরূপ ব্রহ্ম ঐ স্থানে অবস্থিত। (পুং) ২ বৃহৎসংহিতোক্ত ঈশানদিক্‌স্থিত দেশভেদ, (বৃহৎস॰ ১৪ অ॰) ৩ ব্রহ্ম-(বর্ম্মা) দেশ। স্বার্থে-ক। ৪ পূর্ব্বোত্তর কূর্ম্মভাগস্থ দেশভেদ। (মার্কণ্ডেয় পু॰)

ব্রহ্মপুরাণ (ক্লী) বেদব্যাসপ্রণীত মহাপুরাণভেদ।

"ব্রাহ্মং পুরাণং তত্রাদৌ সর্ব্বলোকহিতায় বৈ।
ব্যাসেন বেদবিদুষা সমাখ্যাতং মহাত্মনা॥
তদ্বৈ সর্ব্বপুরাণাগ্র্যং ধর্ম্মকামার্থমোক্ষদং।
নানাখ্যানেতিহাসাঢ্যং দাশসাহস্রমুচ্যতে॥"

(বৃহন্নারদীয়পু॰ ৯২ অ॰) [বিশেষ বিবরণ 'পুরাণ'শব্দে দেখ]

ব্রহ্মপুরি, মধ্যপ্রদেশের চান্দা জেলার অন্তর্গত একটী তহসীল। ভূ-পরিমাণ ৩৩২১ বর্গ মাইল।

২ উক্ত জেলার একটী নগর এবং ব্রহ্মপুরি তহসীলের সদর। নগরাংশ পর্ব্বতোপরি স্থাপিত। উহার সর্ব্বোচ্চ স্থানে একটী প্রাচীন দুর্গ অবস্থিত ছিল। এক্ষণে ঐ স্থানে বিচারালয়, বিদ্যালয় ও পুলিশাবাস নির্ম্মিত হইয়াছে। এখানে অতি উৎকৃষ্ট কার্পাস বস্ত্র, সূতা এবং পিতল ও তামার বাসন প্রস্তুত হয়।

ব্রহ্মপুরী (স্ত্রী) ব্রহ্মণঃ পুরী। বিধাতার ধাম। "ভূলোকান্তরীক্ষস্বর্গলোকাদিব্রহ্মাণ্ডোদরবর্ত্তি চ ব্রহ্মপুরীনামকং ত্রৈলোক্যস্বরূপং মম হৃদয়মধ্যে বাহ্যে চ সূর্য্যমণ্ডলমধ্যবর্ত্তি তেজসা চ একীভূতং জ্যোতিরহমিতি চিন্তয়ন্ জপং কুর্য্যাৎ। (গায়ত্রীব্যাখ্যা) ২ কাশীধাম।

"বিদ্যাপ্রবোধোদয়জন্মভূমির্বারাণসী ব্রহ্মপুরী দুরত্যয়া।"
(প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক (

ব্রহ্মপুরুষ (পুং) ব্রহ্মণঃ পুরুষ ইব। ব্রহ্মপাবক দ্বারপালরূপ চক্ষু, বাক্, মন, ও প্রাণাদি পঞ্চ ব্রহ্মপুরুষ। ইঁহারা স্বর্গলোকের দ্বারপালস্বরূপ। "তে বা এতে পঞ্চ ব্রহ্মপুরুষাঃ স্বর্গস্য লোকস্য দ্বারপালাঃ।" (ছান্দোগ্য উপ॰)

ব্রহ্মপুরোগব (ত্রি) পুরোগত ব্রহ্ম। (শত পথ ব্রা॰ ১৩৷৮৷৪৷১)

ব্রহ্মপুরোহিত (পুং) ব্রহ্ম বৃহস্পতিঃ পুরোহিতো যস্য। দেবতা। দেবতাদিগের পুরোহিত বৃহস্পতি।

"ত্রয়স্ত্রিংশদ্ধি দেবাঃ ব্রহ্মপুরোহিতা ইতি ব্রহ্ম বৈ বৃহস্পতির্ব্রহ্মপুরোহিতা" (শতপথ ১২৷৮৷৩৷২৯)

ব্রহ্মপূত (ত্রি) ব্রহ্মণা পূতঃ। ব্রহ্মদ্বারা পবিত্র। তপস্যাদি দ্বারা পূতদেহ। (অথর্ব্ব॰ ১৩৷১৷৩৬)

ব্রহ্মপ্রসূত (ত্রি) ব্রহ্মণা প্রসূতঃ। ১ ব্রহ্মজাত জগৎ। ব্রহ্ম হইতে এই জগতের উৎপত্তি হইয়াছে। (ক্লী) ২ ব্রাহ্মণারব্ধ কর্ম্ম। "ব্রহ্মণা মিত্রেণ ন হৈবাস্মৈ তৎ সমৃধ্যতে তস্মাৎ ক্ষত্রিয়েণ কর্ম্ম কারিষ্যমাণেনোপসর্ত্তব্য এব ব্রাহ্মণঃ সং হৈবাস্মৈ তদ্ ব্রহ্মপ্রসূতং কর্ম্ম" (শতপথ ব্রা॰ ৪৷১৷৪৷৬)

ব্রহ্মপ্রিয় (ত্রি) ব্রহ্মধ্যাননিরত। যিনি সদা ব্রহ্মচিন্তায় নিমগ্ন।

ব্রহ্মপ্রী (ত্রি) ব্রহ্মণা প্রীণাতি প্রী-ক্বিপ্। সোমলক্ষণ অন্ন দ্বারা প্রীত।

"প্রণয়ন্তি দেবযুং ব্রহ্মপ্রিয়ং জোষয়ন্তে" (ঋক্ ১৷৮৩৷২)
'ব্রহ্মপ্রিয়ং ব্রহ্মণা সোমলক্ষণান্নেন প্রীতং সন্তুষ্টং' (সায়ণ)
২ স্তোত্রপ্রিয়। 'ব্রহ্মপ্রিয়ং স্তোত্রপ্রিয়ং'। (ভাষ্য)

ব্রহ্মবন্ধু (পুং) ব্রহ্মণো বন্ধুরিব। ১ অধিক্ষেপ। ২ নির্দ্দেশ ৩ নিন্দিত ব্রাহ্মণ,অগ্রাহ্য নামক ব্রাহ্মণ—বিপ্রাচাররহিত নিন্দ্যকর্ম্মকারী কেবল জাতিতে ব্রাহ্মণ। ৪ বিপ্রতুল্য ভট্টাদি।

"অস্মৎ কুলীনোঽননূচ্য ব্রহ্মবন্ধুরিব ভবতি" (ছান্দোগ্য উপ॰)
'হে সৌম্যাঽননূচ্যানধীত্য ব্রহ্মবন্ধুরিব ভবতীতি ব্রাহ্মণান্ বন্ধূন্ ব্যপদিশতি ন স্বয়ং ব্রাহ্মণবৃত্তঃ' (শাঙ্করভাষ্য)

এইরূপ নিন্দিত ব্রাহ্মণেরও রাজা দৈহিক দণ্ড দিতে পারিবেন না। অর্থাৎ যে কোনরূপ ব্রাহ্মণই বধ্য নহে।

"বপনং দ্রাবিণাদানং স্থানান্নির্ব্বাসনং তথা।
এষ হি ব্রহ্মবন্ধূনাং বধো নান্যোঽস্তি দৈহিকঃ॥" (ভাগ॰ ১৷৭অ॰)

স্ত্রিয়াং (উঙ্তঃ। পা ৪৷১৷৬৬) ইতি উঙ্। ব্রহ্মবন্ধূ।

ব্রহ্মবধ্যা (স্ত্রী) বধ-ভাবে ক্যপ্, টাপ্, ব্রহ্মণঃ বধ্যা। ব্রহ্মহত্যা, ব্রাহ্মণ বধ।

ব্রহ্মবলি (পুং) অথর্ব্ববেদের মন্ত্রবিবর্ত্তক গুরুভেদ।

ব্রহ্মবিন্দু (পুং) ব্রহ্মণি বেদাধ্যয়নকালে বিন্দুঃ। বেদাধ্যয়ন কালে মুখনিঃসৃত লালালেশ। বেদ পড়িবার সময় মুখ হইতে যে লালা পড়ে। বেদাদিতে এই বিন্দু পড়িলে দোষাবহ হয় না।

ব্রহ্মবীজ (ক্লী) ব্রহ্মসংজ্ঞক বীজমন্ত্র। ওম্ (ভাগবত ২৷১৷১৭) ২ বৃক্ষবিশেষ।

ব্রহ্মবেধ্যা (স্ত্রী) নদীভেদ। (ভারত ৬৷৯৷৩০)

ব্রহ্মব্রুবাণ (পুং) আত্মানং ব্রহ্মাণং ব্রূতে ব্রূ-শানচ্। আপনাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া কথক। কর্ণ ব্রাহ্মণ পরিচয় দিয়া পরশুরামের নিকট অস্ত্রশাস্ত্র শিক্ষা করেন। (ভারত ৫৷৬১ অ॰) ২ ব্রাহ্মণজ, অপকৃষ্ট ব্রাহ্মণ।

ব্রহ্মভদ্রা (স্ত্রী) ব্রহ্মণি ভদ্রা ৭ তৎ। বিপ্রহিতার্থ ত্রায়মণোষধীভেদ। (নৈঘণ্টু প্র॰)

ব্রহ্মভবন (ক্লী) ব্রহ্মার বাসস্থান। ব্রহ্মলোক।

ব্রহ্মভাগ (পুং) ব্রহ্মণো ভাগঃ। ব্রহ্মরূপ ঋত্বিকের হরণীয় যজ্ঞদ্রব্যের ভাগভেদ। "অথাস্মৈ ব্রহ্মভাগং পর্য্যাহরন্তি। ব্রহ্মা বৈ যজ্ঞস্য দক্ষিণত আস্তে অভিগোপ্তা স এতং ভাগং প্রতিবিদান আস্তে" (শত॰ ব্রা॰ ১৷৭৷৪৷১৮)

ব্রহ্মভাব (পুং) ব্রহ্মণো ভাবঃ। ব্রাহ্ম। ২ ব্রহ্মের স্বরূপ।

ব্রহ্মভাবন (ত্রি) ব্রহ্ম ভাবয়তি উপদিশতি ব্রহ্ম-ভূ-ণিচ্-ল্যু। ব্রহ্মোপদেশক,

"ছেত্তা তে হৃদয়গ্রন্থিমৌদর্য্যো ব্রহ্মভাবনঃ।" (ভাগ॰ ৩৷২৪৷৪)
ব্রহ্ম ভাবনা যস্য। যিনি ব্রহ্মধ্যান করেন।

ব্রহ্মভিদ্ (ত্রি) ব্রহ্ম ভেদক। যে এক ব্রহ্মের বিবিধভেদ কল্পনা করে।

ব্রহ্মভুবন (ক্লী) ব্রহ্মলোক।

ব্রহ্মভূতি (স্ত্রী) ব্রহ্মণো ভূতিরঙ্গসম্পদিব ভূতির্যস্যাঃ। সন্ধ্যা, (শব্দরত্না॰) ব্রহ্মণো ভূতিরুৎপত্তির্যস্যাঃ। (ত্রি) ২ ব্রহ্মজাতমাত্র।

ব্রহ্মভূমিজা (স্ত্রী) ব্রহ্মভূমের্জায়তে বা, ব্রহ্ম-ভূমি-জন স্ত্রিয়াং টাপ্। সিংহলী। (রাজনি॰)

ব্রহ্মভূয় (ক্লী) ব্রহ্মণো ভাবঃ। ব্রহ্ম ভূ (ভুবো ভাবে। পা ৩৷১৷১০৭) ইতি ক্যপ্। ব্রহ্মত্ব। (অমর)

"বেদশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞো যত্র তত্রাশ্রমে বসন্।
ইহৈব লোকে তিষ্ঠন্ স ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥" (মনু ১২৷১০২)
'অস্মিন্নেব লোকে তিষ্ঠন্ ব্রহ্মভূয়ায় ব্রহ্মত্বায় কল্পতে' (কুল্লূক)
২ মোক্ষ। (গীতা ১৪।২৬) ৩ ব্রহ্মভাব, শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপপ্রাপ্তি।

ব্রহ্মভূয়স্ (ক্লী) ব্রহ্মে লীনভাব। ২ ব্রহ্মধ্যানে একাগ্রতা।

ব্রহ্মভূয়ত্ব (ক্লী) ব্রহ্মাভিন্নরূপে অবস্থান। ২ ব্রহ্মলীনতা। ৩ ব্রাহ্মণত্ব।

ধৃষ্টাদ্যার্ষ্ট মতৃৎ ক্ষত্রং ব্রহ্মভূয়ং গতং ক্ষিতৌ।" (ভাগ০ ৯।২।১৭)

ব্রহ্মমঙ্গলদেবতা (স্ত্রী) লক্ষ্মীর নামান্তর।

ব্রহ্মমঠ (পুং) ব্রাহ্মণের বিদ্যামন্দির। ২ রাজতরঙ্গিনীবর্ণিত কাশ্মীরস্থ একটী বিদ্যামন্দির।

ব্রহ্মমণ্ডুকী (স্ত্রী) অধ্যাণ্ডাখ্য ওষধিভেদ। ২ ব্রাহ্মীশাক (কাত্যা০ শ্রৌ০ ২৫।৭।১৭)

ব্রহ্মমতি (পুং) বৌদ্ধমতে উপদেবতা বিশেষ। (ললিতবিস্তর।)

ব্রহ্মময় (ত্রি) ব্রহ্মাত্মকং ব্রহ্মন্-ময়ট্। ব্রহ্মাত্মক, ব্রহ্মস্বরূপ।

"দর্শনং তত্র লাভঃ স্যাৎ ত্বং হি ব্রহ্মময়ো নিধিঃ।"

(ভারত শান্তি০ ৪৬ অ০)

২ ব্রহ্মাত্র। স্ত্রিয়াং ঙীপ্। যথা 'কালী ব্রহ্মময়ী' ইত্যাদি।

ব্রহ্মমহ (পুং) ব্রহ্মণঃ মহঃ। ব্রাহ্মণের উদ্দেশে উৎসব।

(ভারত আদিপ০ ১৬৪ অ০)

ব্রহ্মমাণ্ডূকী, (স্ত্রী) ব্রাহ্মীশাক। [ব্রহ্মমণ্ডুকী দেখ]

ব্রহ্মমিত্র (পুং) ব্রহ্মমিত্রমস্ত। মুনিভেদ। (মার্কণ্ডেয়পু০ ৬৩ অ০)

ব্রহ্মমীমাংসা (স্ত্রী) ব্রহ্মণঃ মীমাংসা ৬তৎ। ব্রহ্মজ্ঞানার্থ বেদান্ত বাক্যবিচারাত্মক ব্যাস-প্রণীত গ্রন্থভেদ।

[বিশেষ বিবরণ 'বেদান্তদর্শন' শব্দে দেখ]

ব্রহ্মমূর্দ্ধভৃৎ (পুং) ব্রহ্মণো মূর্দ্ধভৃৎ শিরোমণিরিব। ১ শিব।

(বটুকভৈরবের বকারাদি-সহস্রনাম ,

ব্রহ্মমেখল (পুং) ব্রহ্মণাং ব্রাহ্মণানাং মেখলা পুংবদ্ভাবঃ। মুঞ্জতৃণ। (বৈদ্যক নি০)

ব্রহ্মমেধ্যা (স্ত্রী) নদীভেদ। (ভারত ৬।৯।৩০)

ব্রহ্মযজ্ঞ (পুং) ব্রহ্মণো ব্রহ্মণে বা যজ্ঞঃ। বিধিপূর্ব্বক বেদাভ্যসন, শিষ্যদিগের বেদাধ্যাপন। ইহা পঞ্চযজ্ঞের অন্তর্গত।

"অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণম্।

হোমো দৈবো বলির্ভৌতো নৃযজ্ঞোঽতিথিপূজনম্॥"(মনু ৩।৭০)

প্রতিদিন ব্রহ্মযজ্ঞরূপ বেদাধ্যয়ন ব্রাহ্মণের অবশ্যকর্ত্তব্য।

ব্রহ্মযশস্ (ক্লী) ব্রহ্মার যশোরাশি (কৌশিকোপনিষৎ ১।৫)

ব্রহ্মযশস (ক্লী) ব্রহ্মার যশোগায়কসামমন্ত্র বিশেষ।

(পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ ১৫।৫।২৬)

ব্রহ্মযশস্বিন্ (ত্রি) অত্যধিক পবিত্রতাশালী।

ব্রহ্মযষ্টি (স্ত্রি) ব্রহ্মণো যষ্টিরিব। ১ ভার্গী। (শব্দরত্না০) ২ বৃক্ষবিশেষ, বামনহাটী গাছ।

"ব্রহ্মযষ্টিফলং পিষ্টং বারিণা তেন লেপতঃ।

তেন দুষ্টং রক্তদোষঃ প্রণশ্যতি ন সংশয়ঃ॥" (গরুড়পু ১৯২অ০)

ব্রহ্মযষ্টির ফল জলে পেষণ করিয়া লেপন করিলে রক্তদোষ প্রশমিত হয়। ৩ ব্রাহ্মণের হস্তস্থিত লাঠী।

ব্রহ্মযাগ (পুং) ব্রহ্মণো যাগঃ। ব্রহ্মযজ্ঞ। [ব্রহ্মযজ্ঞ দেখ]

ব্রহ্মযাতু (পুং) যাতু ভেদ।

ব্রহ্মযামল (ক্লী) তন্ত্রশাস্ত্র বিশেষ।

ব্রহ্মযুগ (ক্লী) ব্রহ্ম বিপ্রস্তদুপলক্ষিতং যুগং। হিরণ্যগর্ভের বিপ্রসৃষ্টিপ্রধান কালভেদ। (হরিব০ ২১০ অ০)

ব্রহ্মযুজ্ (ত্রি) ব্রহ্ম যুজ্-কিপ্। মন্ত্র দ্বারা যুক্ত।

"ব্রহ্মণা তে ব্রহ্মযুজা" (ঋক্ ৩।৩৫।৪)

'ব্রহ্মযুজা ব্রহ্মণা মন্ত্রেণ যোক্তব্যৌ'। (সায়ণ)

ব্রহ্মযোগ (পুং) ব্রহ্মণস্তৎসাক্ষাৎকারস্য যোগঃ সমাধিঃ। ব্রহ্মসাক্ষাৎকারসাধন সমাধিভেদ।

"এষ ব্রহ্মময়ো যজ্ঞো যোগঃ সাংখ্যশ্চ তত্ত্বতঃ।

বিজ্ঞানঞ্চ স্বভাবশ্চ ক্ষেত্রং ক্ষেত্রজ্ঞ এব চ॥

একত্বঞ্চ পৃথক্ত্বঞ্চ সম্ভবং নিধনং তথা।

কালঃ কালক্ষয়শ্চৈব জ্ঞেয়ো বিজ্ঞানমেব চ॥ ইত্যাদি।

প্রজাপতি ব্রহ্মাই ব্রহ্মময় যজ্ঞ, তিনিই প্রকৃত সাংখ্যযোগ, ও বিজ্ঞান। তিনিই চার্ব্বাকদিগের স্বভাব এবং সাংখ্যদিগের প্রকৃতি ও পুরুষ, স্রষ্টা ও সংহর্ত্তা। তিনিই কালরূপী সাক্ষাৎ ঈশ্বর। তিনিই আবার কালক্ষয়, জ্ঞেয় ও বিজ্ঞান, অর্থাৎ যিনি যে ভাবে গ্রহণ করেন, তিনিই তাহার তৎস্বরূপ। ইহাই ব্রহ্মযোগ। এই ব্রহ্মযোগ অবগত হইতে পারিলে সকল অজ্ঞান তিরোহিত হয়। (হরিব০ ২১০ অ০)

২ বিষ্কুম্ভাদি পঞ্চবিংশ-যোগের অন্তর্গত যোগভেদ।

ব্রহ্মযোনি (পুং) ব্রহ্মণো যোনিরুৎপত্তিরত্র। ১ ব্রহ্মগিরি। ২ ব্রহ্মপ্রাপ্তিকারণ ব্রহ্মধ্যান।

"ব্রাহ্মণা ব্রহ্মযোনিস্থা যে স্বকর্ম্মণ্যবস্থিতাঃ।

তে সম্যগুপজীবেয়ুঃ ষট্ কর্ম্মাণি যথাক্রমম্॥" (মনু ১০।৭৪)

'যে ব্রাহ্মণা ব্রহ্মপ্রাপ্তিকারণব্রহ্মধ্যাননিষ্ঠাঃ স্বকর্ম্মানুষ্ঠাননিরতাশ্চ তে ষট্কর্ম্মাণি বক্ষ্যমাণাস্তধ্যাপনাদীনি ক্রমেণ সম্যগনুতিষ্ঠেয়ুঃ' (কুল্লূক) ব্রহ্মণো যোনিরুৎপত্তিকারণম্। ৩ সকলের উৎপত্তিকারণ—ব্রহ্ম।

"যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্॥"

(মুণ্ডকোপনিষৎ ৩।১।৩)

৪ তীর্থবিশেষ। (ভারত ৩।৮৩।১৩১) ব্রহ্মা যোনিরুৎপত্তিকারণং যস্য। (ত্রি) ৫ যাহার উৎপত্তিকারণ ব্রহ্ম।

"ত্বয়ৈবং চিন্ত্যমানস্য গুরুণা ব্রহ্মযোনিনা।" (রঘু ১৪।৬)

ব্রহ্মযোনী (স্ত্রী) ব্রহ্মা যোনিরুৎপত্তিকারণং যস্যাঃ। স্ত্রিয়াং পক্ষে ঙীপ্। কুরুক্ষেত্রস্থ সরস্বতীতীরবর্ত্তী পৃথূদক সন্নিকটে

অবস্থিত তীর্থবিশেষ। এইখানে ব্রহ্মা চারিবর্ণের সৃষ্টি করেন। এই তীর্থে স্নান করিলে মুক্তি লাভ হয়।

"সরস্বত্যাস্তু তীরে যঃ সংত্যজেদাত্মনস্তনুম্।
পৃথূদকে জপ্যপরো নৈনং শ্বো মরণং লভেৎ ॥
তত্রৈব ব্রহ্মযোন্যস্তি ব্রহ্মণা যত্র নির্ম্মিতা।
পৃথূদকং সমাশ্রিত্য সরস্বত্যাস্তটে স্থিতা ॥ (বামন পু০ ৩৮ অ০)

ব্রহ্মরক্ষস্ (ক্লী) অপদেবতা বিশেষ।

ব্রহ্মরথ (পুং) ব্রাহ্মণের শকট বা যানবিশেষ। ২ ব্রহ্মার বাহন, হংস

ব্রহ্মরত্ন (ক্লী) ব্রাহ্মণকে প্রদত্ত ধনরত্ন।

ব্রহ্মরন্ধ্র (ক্লী) ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ অধিষ্ঠানায় রন্ধ্রং আকাশঃ, বা ব্রহ্মণে ব্রহ্মপ্রাপ্তয়ে রন্ধ্রং। এতদ্রন্ধ্রে প্রাণোৎক্রমণে ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তেরস্য তথাত্বং। উত্তমাঙ্গ, ব্রহ্মতালু।

"জ্ঞাত্বা সুষুম্না সম্ভেদং কৃত্বা বায়ুঞ্চ মধ্যগম্।
স্থিত্বা সদৈব সুস্থানে ব্রহ্মরন্ধ্রে নিরোধয়েৎ ॥"
(হটযোগদীপিকা ৪।১৬)

ব্রহ্মরস (পুং) ব্রহ্মজ্ঞানরূপ উৎকৃষ্ট সুধা।

ব্রহ্মরাক্ষস (পুং) আদৌ ব্রহ্মা ব্রাহ্মণঃ পশ্চাদ্রাক্ষসঃ কুকর্মভিঃ রাক্ষসযোনিং গতঃ। ভূতবিশেষ।

"সংযোগং পতিতৈর্গত্বা পরস্যৈব চ যোষিতাম্।
অপহৃত্য চ বিপ্রস্বং ভবতি ব্রহ্মরাক্ষসঃ ॥" (মনু ১২।৬০)

যাহারা পতিতের সহিত সংসর্গ, পরস্ত্রী গমন এবং ব্রাহ্মণের ধন অপহরণ করে, তাহারা ব্রহ্মরাক্ষস হয়। রামায়ণে লিখিত আছে, ইহারা যজ্ঞের বিঘ্নোৎপাদক। (রামায়ণ ১।১১ অ০)
২ মহাদেবের গণবিশেষ।

"ডাকিনীর্যাতুধানাংশ্চ বেতালান্ সবিনায়কান্ ॥
প্রেতমাতৃপিশাচাংশ্চ কুষ্মাণ্ডান্ ব্রহ্মরাক্ষসান্।"
(ভাগবত ১০।৬৩।১০-১১ অ০)

পারিভাষিক প্রয়োগে—মূর্খ, স্ত্রী, কচ্ছপ, বাজী ও বধির এই পাঁচজন ব্রহ্মরাক্ষস নামে কথিত হয়।

"মূর্খঃ স্ত্রী কচ্ছপ শ্চৈব বাজী বধির এবচ।
গৃহীতার্থং ন মুঞ্চন্তি পঞ্চৈতে ব্রহ্মরাক্ষসাঃ ॥" (ব্যবহার প্র০)

ব্রহ্মরাজ (পুং) ১ রাজপুত্র ভেদ। ২ ব্রহ্মদেশের অধিপতি।

ব্রহ্মরাত (ক্লী) ব্রহ্ম তত্ত্বজ্ঞানং রাতং যস্মৈ। ১ শুকদেব।

"ব্রহ্মরাতো ভৃশং প্রীতো বিষ্ণুরাতেন সংসদি ॥" (ভাগ০ ২।৮।২৭)

২ যাজ্ঞবল্ক্যমুনি। (হেম চ০)

ইহার পাঠান্তর ব্রহ্মরাতি। এই ব্রহ্মরাত জনকের নিকট ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিয়াছিলেন, বৃহদারণ্যক উপনিষদে এই উপাখ্যান বর্ণিত আছে।

ব্রহ্মরাত্র (পুং) রাত্রেরয়ং রাত্রঃ। ব্রহ্মণো রাত্রঃ। ব্রাহ্মমুহূর্ত, রাত্রির শেষ চারিদণ্ড। এই রাত্রে সকলের নিদ্রা হইতে উঠিতে হয়।

"ব্রহ্মরাত্র উপাবৃত্তে বাসুদেবানুমোদিতাঃ।
অনিচ্ছন্ত্যো যযুর্গোপ্যঃ স্বগৃহান্ ভগবৎপ্রিয়াঃ ॥"
(ভাগবত ১০।৩৩।৪৯)

ব্রহ্মরাত্রি (পুং) ১ যাজ্ঞবল্ক্যমুনি। তিনি ব্রহ্মজ্ঞান দেন বলিয়া ব্রহ্মরাত্রি নামে কথিত হইয়াছেন। হেমচন্দ্রটীকায় ইঁহার ব্যুৎপত্তি এইরূপ লিখিত আছে। 'ব্রহ্মজ্ঞানং রাতি দদাতি যঃ, ব্রহ্মশব্দাৎ রাধাতোর্নামীতি ত্রিপ্রত্যয়নিষ্পন্নোঽয়ম্।' (হেমটীকা) (স্ত্রী) ২ ব্রহ্মার রাত্রি। (মনুতে এই ব্রহ্মরাত্রির পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অষ্টাদশ নিমেষে অর্থাৎ চক্ষুর পলকে এক কাষ্ঠা হয়, ত্রিংশৎ কাষ্ঠায় এক কলা, ত্রিংশৎ কলায় এক মুহূর্ত্ত, এবং ত্রিংশৎ মুহূর্ত্তে এক দিবারাত্র হয়। মনুষ্যদিগের দিবাভাগে জাগরণ, এবং রাত্রিকালে নিদ্রা বিহিত হইয়াছে। মনুষ্যদিগের একমাসে পিতৃলোকের এক দিবারাত্রি হয়। তন্মধ্যে কৃষ্ণপক্ষে তাঁহাদের দিন ও শুক্লপক্ষ তাঁহাদের রাত্রি। কৃষ্ণপক্ষ কর্ম্ম করিবার, এবং শুক্লপক্ষ নিদ্রা যাইবার সময়। মনুষ্যদিগের একবৎসরে দেবতাদিগের এক দিবারাত্রি হয়। তাঁহাদেরও আবার এইরূপ বিভাগ আছে,—উত্তরায়ণ দেবতাদিগের দিন এবং দক্ষিণায়ন তাঁহাদের রাত্রি। দৈবপরিমাণ চারি সহস্র বৎসরে সত্য যুগ হয়। এই যুগের পূর্ব্ব চারিশত বৎসর সন্ধ্যা ও উত্তর চারি শত বৎসর সন্ধ্যাংশ। তিন সহস্র বৎসরে ত্রেতাযুগ কথিত হইয়াছে। উহার সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশের পরিমাণ তিন শত বৎসর। দ্বাপর যুগ দ্বি-সহস্র বৎসর এবং কলিযুগ সহস্র বৎসর ইহাদের সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ এক এক শত করিয়া কম। মনুষ্যদিগের এই যে চারিযুগের সংখ্যা নিরূপিত হইল, ইহার দ্বাদশ সহস্র পরিমাণে দেবগণের একযুগ হয়। এইরূপ দৈবপরিমাণ সহস্র যুগে ব্রহ্মার একদিন হয় এবং ঐ পরিমাণ কালই তাঁহার রাত্রি। ব্রহ্মা স্বীয় রাত্রির অবসানে প্রসুপ্ত অবস্থা হইতে জাগরিত হন। (মনু ১ অঃ)

ব্রহ্মরাশি (পুং) ১ পবিত্র জ্ঞানরাশি। ২ পবিত্র গ্রন্থসমূহ। ৩ পরশুরামের নামান্তর। ৪ বৃহস্পতি কর্ত্তৃক আক্রান্ত শ্রবণা নক্ষত্র।

"ব্রহ্মরাশিং সমাবৃত্য লোহিতাঙ্গো ব্যবস্থিতঃ।"
(মহাভারত ৬।৩।১৮)

'ব্রহ্মণা বৃহস্পতিনাক্রান্তং রাশিং নক্ষত্রং শ্রবণং (নীলকণ্ঠ।)

ব্রহ্মরীতি (স্ত্রী) ব্রহ্মবর্ণা রীতিঃ। পিত্তল ভেদ। (হেম)

"পিত্তলস্বারকূটং স্যাদারো রীতিশ্চ কথ্যতে।
রাজরীতি র্ব্রহ্মরীতিঃ কপিলা পিঙ্গলাপি বা ॥" (বৈদ্যক রত্ন০)

২ ব্রহ্মা বা ব্রাহ্মণের রাত্রি।

ব্রহ্মরূপিণী (স্ত্রী) বন্দা চলিত বান্দড়া। ২ ব্রহ্মস্বরূপা (দেবী)।

ব্রহ্মরেখা (স্ত্রী) ব্রহ্মা কর্ত্তৃক নৃ-কপালে লিখিত অদৃষ্টলিপি।

ব্রহ্মর্ষি (পুং) ব্রহ্ম ব্রাহ্মণঃ ঋষিঃ বা ব্রহ্ম বেদং পরব্রহ্ম বা ঋষতি বেত্তি। বশিষ্ঠাদি মুনিগণ।

"ততো বৈশ্রবণোঽভ্যেত্য অষ্টাবক্রমনিন্দিতং।
বিধিবৎ কুশলং পৃষ্ট্বা ততো ব্রহ্মর্ষিমব্রবীৎ ॥"
(মহাভারত ১৩।১৯।৩৭)

ব্রহ্মর্ষিদেশ (পুং) ব্রহ্মর্ষীণাং দেশঃ বাসযোগ্যস্থানং। কুরু-ক্ষেত্রাদি দেশচতুষ্টয়। কুরুক্ষেত্র, মৎস্য, পাঞ্চাল ও শূরসেনক প্রভৃতি ব্রহ্মর্ষি দেশ নামে কথিত।

"কুরুক্ষেত্রঞ্চ মৎস্যাশ্চ পাঞ্চালাঃ শূরসেনকাঃ।
এষ ব্রহ্মর্ষিদেশো বৈ ব্রহ্মাবর্ত্তাদনন্তরং ॥
এতদ্দেশপ্রসূতস্য সকাশাদগ্রজন্মনঃ।
স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরন্ পৃথিব্যাং সর্ব্বমানবাঃ। (মনু ২।১৯-২০)

এই ব্রহ্মর্ষিদেশসভূত ব্রাহ্মণের নিকট হইতে পৃথিবীর সকল লোকেরই সদাচার শিক্ষা করা উচিত। ব্রহ্মর্ষিদেশ ব্রহ্মাবর্ত্ত হইতে কিঞ্চিৎ হীন।

ব্রহ্মলিখিত (পুং) ব্রহ্মলেখ। মানবের অদৃষ্টলিপি।

ব্রহ্মলক্ষণ (ক্লী) ব্রহ্মণঃ লক্ষণং। ব্রহ্মের স্বরূপ ও তটস্থ-লক্ষণ। ব্রহ্ম-নিরূপণ স্থলে, স্বরূপ ও তটস্থ লক্ষণ দ্বারাই ব্রহ্মের স্বরূপ নিরূপিত হইয়াছে। [ব্রহ্ম শব্দ দেখ]

ব্রহ্মলোক (পুং) ব্রহ্মণো লোকঃ ভুবনং। ব্রহ্মাধিষ্ঠান ভুবন, সত্যলোক। ব্রহ্মা এই লোকে অবস্থান করেন।

"সত্যস্তু সপ্তমো লোকঃ হ্যপুনর্ভববাসিনাম্।
ব্রহ্মলোকঃ সমাখ্যাতো হ্যপ্রতীঘাতলক্ষণঃ ॥" (দেবীপুরাণ)

বিষ্ণুপুরাণ মতে তপোলোক হইতে ষড়্গুণ ঊর্দ্ধে সত্য-লোক। ইহাই ব্রহ্মলোক।

"ষড়্গুণেন তপোলোকাৎ সত্যলোকো বিরাজতে।
অপুনর্মারকা যত্র ব্রহ্মলোকোহি স স্মৃতঃ ॥" (বিষ্ণুপু° ২।৭অ°)

ব্রহ্মৈব লোকঃ। ২ তুরীয় ব্রহ্মস্বরূপ।

বেদান্ত দর্শনে লিখিত আছে, যাঁহারা নাড়ীরশ্মিসম্বন্ধঘটিত অর্চ্চিরাদি পর্ব্ববিশিষ্ট দেবযানপথে ব্রহ্মলোকে গমন করেন, সেই সকল উপাসকগণ চন্দ্রলোকগত উপাসকদিগের ন্যায় ভোগক্ষয়ে পুনর্ব্বার এ লোকে জন্মগ্রহণ করেন না। এই পৃথিবী হইতে তৃতীয় স্বর্গে ব্রহ্মলোক—ব্রহ্মার বসতি স্থান। সে স্থানে 'অর' ও 'ণ্য' নামক সমুদ্রতুল্য সুধাহ্রদ, অন্নময় ও মদকর সরোবর এবং অমৃতবর্ষী অশ্বত্থ আছে। এই স্থান তত্ত্বজ্ঞানী ব্রহ্মোপাসকব্যতীত অন্যের অগম্য। এই লোক অজের ব্রহ্মপুরী, এখানে প্রভু ব্রহ্মার বিনির্ম্মিত হিরন্ময় গৃহ আছে। উপাসনা দ্বারা ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইলে আর প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয় না। উপাসক ব্রহ্মলোকে গমন করিলে অমর হন, অর্থাৎ মুক্তিলাভ করেন।*

[বেদান্ত ও ব্রহ্ম শব্দ দেখ]

ব্রহ্মবক্তৃ (পুং) ১ পরব্রহ্মরূপ সত্যধর্ম্মের প্রচারক। ২ বেদ-ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক আচার্য্য।

ব্রহ্মবৎ (ত্রি) ব্রহ্ম বা ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন। (অব্যয়) বেদ-সম্বন্ধীয়।

ব্রহ্মবদ (পুং) সম্প্রদায়বিশেষ।

ব্রহ্মবদ্য (ক্লী) ব্রহ্ম বেদস্তস্য বদনং (বদ-সুপি ক্যপ্ চ। পা ৩।১।১০৬) ইতি ভাবে যৎ। ব্রহ্মার বাক্য।

ব্রহ্মবদ্যা (ত্রি) ব্রহ্মণা বেদেন উদ্যতে যা ব্রহ্মবদ্য-টাপ্। কথা।

ব্রহ্মবধ (পুং) ব্রাহ্মণহত্যা। স্ত্রীলিঙ্গে ব্রহ্মবধ্যা পাঠ হয়।

ব্রহ্মবধ্যাকৃত (ক্লী) ব্রাহ্মণ হত্যাজনিত পাপ।

ব্রহ্মবনি (ত্রি) ব্রাহ্মণানুরক্ত। (মহীধর)

ব্রহ্মবর্চ্চস (ক্লী) ব্রহ্মণো বেদস্য তপসো বা বর্চ্চস্তেজঃ।

(ব্রহ্মহস্তিভ্যাং বর্চ্চসঃ। পা ৫।৪।৭৮) ইতি অচ্। ব্রহ্ম-তেজ, ব্রাহ্মণের বেদাধ্যয়নজনিত তেজ। তপস্যা ও স্বাধ্যায়জ যে তেজ, তাহার নাম ব্রহ্মবর্চ্চস।

'তপঃ স্বাধ্যায়জং যচ্চ তেজস্তু ব্রহ্মবর্চ্চসম্।' (জটাধর)

অমরটীকায় ভরত নিম্নলিখিত অর্থ ও ব্যুৎপত্তি করিয়া-ছেন। ব্রাহ্মণের বৃত্তাধ্যয়ন ঋদ্ধি। 'বেদবোধিতস্যাচারস্য পরি-পালনং বৃত্তং ব্রতগ্রহণপূর্ব্বকং গুরুমুখেন বেদাভ্যাসোঽধ্যয়নং তয়োর্দ্ধিস্তৎপরিপালনকৃতস্তেজস উপচয়ো ব্রহ্মবর্চ্চসং স্যাৎ' (অমর ২।৭।৩৯) মনুতে লিখিত আছে, ঋষিগণ দীর্ঘকাল ধরিয়া সন্ধ্যার অনুষ্ঠান করেন বলিয়া দীর্ঘ আয়ু, প্রজ্ঞা, যশ, কীর্ত্তি এবং ব্রহ্মতেজ লাভ করেন।

"ঋষয়ো দীর্ঘসন্ধ্যত্বাদ্দীর্ঘমায়ুরবাপ্নুয়ুঃ।
প্রজ্ঞাং যশশ্চ কীর্ত্তিঞ্চ ব্রহ্মবর্চ্চসমেব চ ॥" (মনু ৪।৯৪)

---

* "নাড়ীরশ্মিসমন্বিতেনার্চ্চিরাদিপর্ব্বণা দেবযানেন পথা যে ব্রহ্মলোকং শাস্ত্রোক্তবিশেষণং গচ্ছন্তি যস্মিন্নরশ্চ হ বৈ ণ্যশ্চার্ণবৌ ব্রহ্মলোকে তৃতীয়স্যা-মিতো দিবি যস্মিন্নৈরম্মদীয়ং সরো যস্মিন্নশ্বত্থঃ সোমসবনো যস্মিন্নপরাজিতা পূঃ ব্রহ্মণো যস্মিংশ্চ প্রভুবিমিতং হিরণ্ময়ং বেশ্ম, যশ্চানেকধা মন্ত্রার্থবাদাদি-প্রদেশেষু প্রপঞ্চ্যতে তং তে প্রাপ্য ন চন্দ্রলোকাদিবৎ বিমুক্তা ভোগা আবর্ত্তন্তে। কুতঃ 'তয়োর্দ্ধমায়ন্নমৃতত্বং' ইতি 'তেষাং ন পুনরাবৃত্তিঃ এতেন প্রতিপদ্যমানা ইমং মানবমাবর্ত্তং না বর্ত্তন্তে ব্রহ্মলোকমভিসম্পদ্যতে।"

(বেদান্তদ° ৪।৪।২১ সূত্রভা°)

ব্রহ্মবর্চ্চস্বিন্ (পুং) ব্রহ্মণো বর্চ্চঃ সমাসান্তবিধেরনিত্যত্বাৎ ন অচ্‌সমাসন্তঃ ততোঽস্ত্যর্থে বিনি। ব্রহ্মতেজোযুক্ত।
"ব্রহ্মবর্চ্চস্বিনঃ পুত্রা জায়ন্তে শিষ্টসম্মতাঃ।" (মনু ৩।৩৯)

ব্রহ্মবর্ত্ত (পুং) ব্রহ্মণাং ব্রাহ্মণানাং বর্ত্তঃ বর্ত্তনং যস্মিন্। ব্রহ্মাবর্ত্ত-দেশ (শব্দরত্নাবলী)

ব্রহ্মবর্দ্ধন (ক্লী) ব্রহ্মণস্তপসো বর্দ্ধনং যস্মাৎ। তাম্র। (হেম)

ব্রহ্মবল (পুং) সম্প্রদায়বিশেষ।

ব্রহ্মবল্লী (স্ত্রী) লতাবিশেষ।

ব্রহ্মবাটীয় (পুং) মুনিভেদ। (হরিব৹ ১৪১ অ৹)

ব্রহ্মবাদ (পুং) ব্রহ্মণো বেদস্ত বাদো বদনং পঠনমিতি যাবৎ। বেদপাঠ, পর্য্যায় ব্রতাদান, (হারাবলী)
"বৃহস্পতির্ব্রহ্মবাদে আত্মতত্ত্বে স্বয়ং হরিঃ।" (ভাগবত ৪।২২।৬২)
ব্রহ্মবাদো বেদপাঠোঽস্ত্যস্তীতি। (ত্রি) ২ ব্রহ্মবাদবিশিষ্ট, বেদাধ্যায়ী।

ব্রহ্মবাদিন্ (পুং) ব্রহ্মবাদঃ বেদপাঠোঽস্ত্যস্তীতি ব্রহ্মবাদ-ণিনি। বেদবক্তা, বেদপাঠক। পর্য্যায়—বেদান্তী। (জটাধর) ব্রহ্ম শুদ্ধচৈতন্যং সর্ব্বাত্মকতয়া বদতীতি বদ-ণিনি। ২ বেদান্ত-প্রতিপাদ্য সর্ব্বাত্মক ব্রহ্মনির্ণয়ার্থ কথাভেদরূপ বাদযুক্ত।
"ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি।" (ছান্দোগ্য উপ৹)
ব্রহ্মজ্ঞানী—ব্রহ্মের বিষয় যাঁহারা বলিতে সমর্থ।
"তস্মাদোমিত্যুদাহৃত্য যজ্ঞদানতপঃক্রিয়াঃ।
প্রবর্ত্তন্তে বিধানোক্তাঃ সততং ব্রহ্মবাদিনাম্॥" (গীতা ১৭।২৪)
ব্রহ্ম শুদ্ধচৈতন্যং বদতি বোধয়তি ণিনি। ৩ ব্রহ্মবোধক শাস্ত্র।

ব্রহ্মবাদিনী (স্ত্রী) ব্রহ্মবাদিন্-ঙীপ্। গায়ত্রী।
"আয়াহি বরদে দেবি! ত্র্যক্ষরে ব্রহ্মবাদিনি।" (গায়ত্রীমন্ত্র)

ব্রহ্মবাদ্য (ক্লী) ব্রহ্মজ্ঞান বিষয়ে প্রতিযোগিতা।

ব্রহ্মবলুক (ক্লী) তীর্থভেদ। (ভারত বনপ৹ ৮২অ৹)

ব্রহ্মবাস (পুং) ব্রহ্মণো বাসঃ। ব্রহ্মলোক। (হরিব৹ ২১৬অ৹)

ব্রহ্মবাহস (ত্রি) ব্রহ্মণা মন্ত্ররূপবেদেন উহ্যতে বহ-কর্ম্মণি বাহ৹ অসিচ্ ণিচ্চ। মন্ত্রদ্বারা প্রাপ্যমান। (ঋক্ ১।১০১।৯)

ব্রহ্মবিত্ব (ক্লী) ব্রহ্মবিদো ভাবঃ ত্ব। ব্রহ্মবিদের ভাব বা ধর্ম্ম।

ব্রহ্মবিদ্ (পুং) ব্রহ্মস্বরূপতয়া বেত্তি আত্মানং বিদ্-ক্বিপ্। ব্রহ্মাত্মৈক্যবেত্তা। 'ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্ম ভবতি' (শ্রুতি)
২ বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।৮৪) বেদং বেদার্থং যথাবৎ বেত্তীতি। (ত্রি) ৩ বেদার্থজ্ঞাতা। (পুং) ৪ শিব।

ব্রহ্মবিদ্যা (স্ত্রী) ব্রহ্মণো ব্রহ্মবিষয়িণী যা বিদ্যা। ১ ব্রহ্মজ্ঞান, শুদ্ধচৈতন্যাত্মক ব্রহ্মে আত্মবিষয়ের অভেদ জ্ঞান।
"ন্যায়াগতধনঃ শান্তো ব্রহ্মবিদ্যাপরায়ণঃ।
স্বধর্ম্মপালকো নিত্যং সোঽমৃতত্বায় কল্প্যতে॥" (কূর্ম্মপু৹ ৩অ৹)
২ দুর্গা।
"ত্বং ব্রহ্মবিদ্যা বিদ্যানাং মহানিদ্রা চ দেহিনাং।
স্কন্দমাতর্ভগবতি! দুর্গে কান্তারবাসিনি!॥" (ভারত ৬।২২।২৭)
৩ উপনিষদ্ভেদ।

ব্রহ্মবিদ্যাতীর্থ (পুং) জনৈক গ্রন্থকার।

ব্রহ্মবিদ্বিষ্ (ত্রি) বেদ বা ব্রাহ্মণের হিংসা, দ্বেষ বা ঘৃণাকারী। ব্রাহ্মণানাং মন্ত্রাণাং বা দ্বেষ্টা, (ঋক্ ২।২৩।৪ সায়ণ)

ব্রহ্মবিবর্দ্ধন (পুং) ব্রহ্মণো বিবর্দ্ধনঃ ৬তৎ। ১ তপোবর্দ্ধক। ২ বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১০৯।৮৪) বৃধ-ণিচ্‌ভাবে ল্যুট্। (ক্লী) ৩ তপ-আদির বিশেষরূপে বর্দ্ধন।

ব্রহ্মবৃক্ষ (পুং) তদাখ্যয়া প্রসিদ্ধো বৃক্ষঃ বা ব্রহ্মণো বেদকর্ম্মার্থং যো বৃক্ষঃ। ১ পলাশবৃক্ষ। (হলায়ুধ) ২ উডুম্বর। (রত্নমালা) 'ব্রহ্ম বৈ পলাশঃ (শত৹ ব্রা৹ ১৩।৮।৪।১)

ব্রহ্মবৃত্তি (স্ত্রী) ব্রহ্মণো ব্রাহ্মণস্য বৃত্তির্জীবনোপায়ঃ। ব্রাহ্মণের জীবনোপায়, ব্রাহ্মণের জীবিকা।
"স্বদত্তাং পরদত্তাং বা ব্রহ্মবৃত্তিং হরেৎ তু যঃ।
ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি বিষ্ঠায়াং জায়তে কৃমিঃ॥" (স্মৃতিধৃত-আদ৹)
২ ব্রহ্মাকার অন্তঃকরণবৃত্তি।

ব্রহ্মবৃদ্ধ (ত্রি) জপ তপ দ্বারা বর্দ্ধিতশক্তি বা তৎসম্পন্ন।

ব্রহ্মবৃন্দ (ক্লী) ব্রাহ্মণ-সভা।

ব্রহ্মবৃন্দা (স্ত্রী) ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠিত নগরভেদ।

ব্রহ্মবেদ (পুং) ব্রহ্মণো বেদঃ জ্ঞানং ৬তৎ। ব্রহ্মজ্ঞান।
"প্রাণায়ামঃ পরং ব্রহ্ম পরমাত্মা চতুর্ম্মুখঃ।
প্রাণায়ামঃ পদং বিষ্ণোর্ব্রহ্মবেদস্বরূপকম্॥" (গীতাসার)
২ ব্রহ্মপ্রতিপাদক বেদভাগ। বেদান্ত।

ব্রহ্মবেদময় (ত্রি) ব্রহ্মবেদযুক্ত।

ব্রহ্মবেদী (স্ত্রী) ব্রহ্মণো বেদিরিব। ১ দেশবিশেষ।
'ব্রহ্মবেদিঃ কুরুক্ষেত্রে পঞ্চরামহ্রদান্তরম্। (হেম)
২ ব্রহ্মার বসিবার আসন।

ব্রহ্মবেদিন্ (ত্রি) ব্রহ্ম-বিদ-ণিন্। ব্রহ্মবিদ্, ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ।
"ব্রাহ্মণেষু তু বিদ্বাংসো বিদ্বৎসু কৃতবুদ্ধয়ঃ।
কৃতবুদ্ধিষু কর্ত্তারঃ কর্ত্তৃষু ব্রহ্মবেদিনঃ॥" (মনু ১।৯৭)

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত (ক্লী) বিবৃত্তিরেব বৈবর্ত্তং স্বার্থে অণ্, ব্রহ্মণো বৈবর্ত্তং বিশেষেণ বিবৃত্তির্যত্র। ১ ব্রহ্মের অতুল্যসত্তাক কার্য্য। এই জগৎ ব্রহ্মের বিকার নহে,—বিবর্ত্ত। বিবর্ত্ত ও বিকারের লক্ষণ এইরূপ।
"সতত্ত্বতোঽন্যথাপ্রথা বিকার ইত্যুদাহৃতঃ।
অতত্ত্বতোঽন্যথাপ্রথা বিবর্ত্ত ইত্যুদাহৃতঃ॥" (বেদান্তদ৹)
এক প্রকার বস্তু অন্যপ্রকার হইলে তাহা বিকার এবং

অন্যথা প্রতীত হইলে তাহা বিবর্ত। দুগ্ধ দধি হয়, তাহা বিকার, রজ্জু সর্পাকারে প্রতীত হয়, তাহা বিবর্ত। জগৎ ব্রহ্মের বিকার নহে, কিন্তু বিবর্ত। ইহাই ব্রহ্মবৈবর্ত।
২ অষ্টাদশ মহাপুরাণের অন্তর্গত মহাপুরাণ ভেদ।
"বিবৃতং ব্রহ্মকার্ৎস্ন্যেন কৃষ্ণেন যত্র শৌনক।
ব্রহ্মবৈবর্তকং তেন প্রবদন্তি পুরাবিদঃ॥" (ব্রহ্মবৈবর্তপু° ১।৫৮)
এই পুস্তকে সমগ্ররূপে ব্রহ্ম বিবৃত হইয়াছে, এইজন্য ইহার নাম ব্রহ্মবৈবর্ত। [বিস্তৃত বিবরণ পুরাণ শব্দে দেখ]

ব্রহ্মব্রত (ক্লী) ব্রতবিশেষ। এই ব্রত সহস্র বৎসর ধরিয়া করিতে হয়। যিনি এই ব্রত করেন, তাঁহার ব্রহ্মলোকে গতি হয়। (ভারত সভাপ° ১১ অ°)

ব্রহ্মশল্য (পুং) ব্রহ্মেব হৃষ্যং শল্যং অগ্রভাগো যস্য, অতি হৃষ্যাগ্রত্বাৎ তথাত্বং। সোমবল্ক, চলিত বাব্‌লা গাছ। (রত্নমালা)

ব্রহ্মশালা (স্ত্রী) তীর্থ ভেদ। (ভারত বনপ° ৮৭ অ°)
২ বেদপাঠার্থ গৃহ।

ব্রহ্মশাসন (ক্লী) ব্রহ্মণঃ শাসনং নির্দ্দেশো উপদেশো বা যস্মিন্।
১ ব্রহ্মবিচার গৃহ। পর্য্যায়—ধর্ম্মকীলক। (শব্দরত্না°)
২ ব্রহ্মার আজ্ঞা বা তত্তৎকার্য্যে ব্রহ্মকর্তৃক নিয়োজন। শ্রুতি ও স্মৃতিবিহিত বাক্যসমস্তই ব্রহ্মাজ্ঞা। আজ্ঞা-লঙ্ঘনকারী ব্রহ্মদ্বেষীর নরকে গতি হয়।
"শ্রুতিস্মৃতী মমৈবাজ্ঞে যস্তে উল্লঙ্ঘ্য বর্ত্ততে।
আজ্ঞাচ্ছেদী মম দ্বেষী নরকং প্রতিপদ্যতে॥" (স্মৃতি)
সমগ্র জগদ্ব্রহ্মাণ্ডই ব্রহ্ম-শাসনাধীন বা তদাদেশে পরিচালিত।
৩ বিধাতার অনুশাসন বা কর্ত্তব্যরূপ উপদেশ। ৪ বেদ।
৫ নবদ্বীপের পূর্ব্বদক্ষিণকোণে গঙ্গাপারে অবস্থিত একখানি গ্রাম।
৬ হিন্দুরাজগণ ব্রাহ্মণদিগকে যে গ্রামাদি দান করিয়া থাকেন।

ব্রহ্মশিরস্ (ক্লী) অস্ত্রভেদ। দ্রোণাচার্য্য অগস্ত্যের নিকট হইতে প্রাপ্ত এই অস্ত্রের প্রয়োগ ও সংহারোপায় অর্জ্জুন ও অশ্বত্থামাকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। (ভারত সৌপ্তিকপ° ১২ অ°)

ব্রহ্মগুপ্তিত (ত্রি) অভিষবসাধন মন্ত্র দ্বারা অলঙ্কৃত।
"ধৈশ্য ভক্রঃ পবতে ব্রহ্মগুপ্তিতঃ"। (অথর্ব্ব° ৪।২৪।৪)
ব্রহ্মগুপ্তিতঃ ব্রহ্মভির্মন্ত্রৈরভিষবসাধনৈরলঙ্কৃতঃ। (সায়ণ)

ব্রহ্মশ্রী (স্ত্রী) সামভেদ। "ব্রহ্মশ্রীর্বৈ নামৈতৎ সাম যৎস্বব্রহ্মণ্যা"। (ষড়্‌বিংশ ব্রা° ১।২)

ব্রহ্মসংশিত (ত্রি) ব্রহ্মণা সংশিতঃ ৩তৎ। মন্ত্রদ্বারা তীক্ষ্ণীকৃত।

ব্রহ্মসংসদ্ (স্ত্রী) ব্রহ্মলোক বা ব্রহ্মসদন।

ব্রহ্মসংস্থ (ত্রি) ব্রহ্মে সম্পূর্ণভাবে স্থিত। ২ ব্রহ্মজ্ঞানময়।

ব্রহ্মসংহিতা (স্ত্রী) বৈষ্ণবাচারসিদ্ধান্ত অধ্যায়শতাত্মক গ্রন্থভেদ, ভগবৎসিদ্ধান্ত সংগ্রহগ্রন্থবিশেষ।
"অধ্যায়শতসম্পন্না ভগবদ্ ব্রহ্মসংহিতা।
কিঞ্চোপনিষদাংসারৈঃ সঙ্কিতা ব্রহ্মণোদিতা॥"
(ব্রহ্মসংহিতায়াং ভগবৎসিদ্ধান্তসংগ্রহে মূলসূত্রাখ্যপঞ্চমাধ্যায়স্য জীবগোস্বামিকৃতটীকা)

ব্রহ্মসতী (স্ত্রী) সরস্বতী নদী।

ব্রহ্মসত্র (ক্লী) ব্রহ্ম বেদস্তৎপাঠরূপং সত্রং। ব্রহ্মযজ্ঞ। বিধিপূর্ব্বক বেদ পাঠ।
"নৈত্যকে নাস্ত্যনধ্যায়ো ব্রহ্মসত্রং হি তৎ স্মৃতম্। (মনু ২।১০৬)
নিত্যানুষ্ঠেয়রূপ যজ্ঞাদিতে বেদাধ্যয়নের নিষেধ নাই। এইরূপ বিরামশূন্য হওয়াতেই ইহার নাম ব্রহ্মসত্র হইয়াছে।

ব্রহ্মসত্রিন্ (ত্রি) ব্রহ্মসত্র-অস্ত্যর্থে ইনি। ব্রহ্মযজ্ঞকারক।

ব্রহ্মসদন (ক্লী) সীদত্যস্মিন্ সদ-আধারে ল্যুট্। ব্রহ্মণঃ সদনং ৬তৎ। ব্রহ্মার অর্থাৎ ঋত্বিক্‌ভেদের বারুণীবৃক্ষাদিজাত কুশাবৃত প্রাগগ্র আসন। (কাত্যা° শ্রৌ° ২।১।২)
২ হিরণ্যগর্ভ-সদন। ৩ তীর্থভেদ।

ব্রহ্মসদস্ (ক্লী) ব্রহ্মার আলয়।

ব্রহ্মসভা (স্ত্রী) ব্রহ্মার সমিতি।

ব্রহ্মসম্ভব (পুং) দ্বিপৃষ্ঠনামক জৈনবিশেষ। (হেম)

ব্রহ্মসরস্ (ক্লী) তীর্থভেদ। এই তীর্থে গমন করিয়া একরাত্রি বাস করিলে ব্রহ্মলোকে গতি হয়। ব্রহ্মা স্বয়ং এ সরোবরে এক শ্রেষ্ঠ যূপ উচ্ছ্রিত করিয়াছিলেন। এই যূপ প্রদক্ষিণ করিলে বাজপেয়-যজ্ঞের ফললাভ হয়। (ভারত ৩৮৪।৭৯)

ব্রহ্মসর্প (পুং) ব্রহ্মবৃহান্ সর্পঃ। সর্পবিশেষ। পর্য্যায়—হলাহল, অবলালা। (ত্রিকা°)

ব্রহ্মসব (পুং) ব্রহ্মযজ্ঞ। (মনু ৫।২৩)

ব্রহ্মসাগর (পুং) তীর্থভেদ।

ব্রহ্মসাৎ (অব্য°) ব্রহ্মাধীনং করোতীতি সাতি। ব্রহ্মাধীন।
সাতি প্রত্যয়ের পর কৃঞাদির অনুপ্রয়োগ হয়। যথা—
'ব্রহ্মসাৎ করোতি, ভবতি সম্পদ্যতে বা'।

ব্রহ্মসামন্ (ক্লী) সামভেদ।
"অভীবর্ত্তো ব্রহ্ম সাম ভবতি" (তাণ্ড্যব্রা°)

ব্রহ্মসাযুজ্য (ক্লী) যুনক্তীতি যুজঃ (ইগুপধেতি। পা ৩।১।১৩৫ ক। ততঃ ('তেন সহেতি। পা ২।২।২৮) ইতি বহুব্রীহিঃ, 'বোপসর্জ্জনস্যেতি' সহস্য সঃ, ততঃ সযুজস্য ভাবঃ সাযুজ্যং অথবা যোজয়তীতি যুজ্ সম্পদাদিত্বাৎ কিপ্, ততো বহুব্রীহিঃ, ব্রহ্মণঃ সাযুজ্যং। ব্রহ্মের ভাব। পর্য্যায়—ব্রহ্মভূয়, ব্রহ্মত্ব (অমর) ব্রহ্মসাযুজ্য। (শব্দরত্না°)

ব্রহ্মসার্ষ্টিতা (স্ত্রী) ব্রহ্মণঃ সার্ষ্টিতা সমানগতিতা। ব্রহ্মতুল্য গতিত্ব।

"ধানশয্যাপ্রদো ভার্য্যামৈশ্বর্য্যমভয়প্রদঃ।
ধান্যদঃ শাশ্বতং সৌখ্যং ব্রহ্মদো ব্রহ্মসার্ষ্টিতাম্ ॥" (মনু ৪।২৩২)

ব্রহ্মসাবর্ণি (পুং) ব্রহ্মপুত্রো সাবর্ণিঃ। দশম মনুভেদ। এই মন্বন্তরে বিষক্সেন অবতার, ইন্দ্র শম্ভু, সুবাসন বিরুদ্ধাদি দেবগণ, হবিষ্মৎ প্রভৃতি সপ্তর্ষি ও ভূরিসেনাদি মনুপুত্র উৎপন্ন হইবেন।

"দশমো ব্রহ্মসাবর্ণিরুপশ্লোকসুতো মনুঃ।
তৎসুতো ভূরিসেনাদ্যা হবিষ্মৎপ্রমুখা দ্বিজাঃ ॥
হবিষ্মান্ সুকৃতঃ সত্যো জয়ো মূর্ত্তিস্তদা দ্বিজাঃ।
সুবাসনবিরুদ্ধাদ্যা দেবাঃ শম্ভুঃ সুরেশ্বরঃ ॥" (ভাগ° ৮।১৩অ°)

[মার্কণ্ডেয় পুরাণে ৯৪ অধ্যায়ে ব্রহ্মসাবর্ণি মনুর বিষয় দ্রষ্টব্য।]

ব্রহ্মসিদ্ধান্ত (পুং) পৈতামহ জ্যোতিষসিদ্ধান্তভেদ।

ব্রহ্মসুত (পুং) ব্রহ্মণঃ সুতঃ। ১ কেতুভেদ। (বৃহৎ স° ১১ অ°) ২ মরীচি প্রভৃতি ব্রহ্মার পুত্র।

ব্রহ্মসুবর্চ্চলা (স্ত্রী) তন্নামক ওষধিবিশেষ। চলিত হিরণ্যক্ষীরা, ইহার পত্র পদ্মপত্রসদৃশ।

"দেবসুন্দে হ্রদবরে তথা সিন্ধৌ মহানদে।
দৃশ্যতে ॥ জলান্তেষু মধ্যে ব্রহ্মসুবর্চ্চলা ॥" (সুশ্রুত)

২ আদিত্যভক্তা, চলিত হুড়হুড়িয়া। ৩ ব্রাহ্মীশাক।

ব্রহ্মসূ (পুং) চতুর্ব্যূহাত্মক বিষ্ণুর মূর্ত্তিভেদ, অনিরুদ্ধ অবতার। পর্য্যায়—উষাপতি, প্রদ্যুম্ন, কামদেব। ভরত ইহার এইরূপ ব্যুৎপত্তি করিয়াছেন,—অনিরুদ্ধপক্ষে 'ব্রহ্মাণং সূতবান্ ব্রহ্মসূঃ। (সূঙ প্রসবে) অন্যেভ্যোঽপীতি (পা ৩।২।১৭৮) কিপ্। কল্পান্তরে কিলানিরুদ্ধমূর্ত্তের্ভগবতো ব্রহ্মা জাতঃ।' কল্পান্তরে ব্রহ্মা অনিরুদ্ধ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন।

"অনিরুদ্ধাত্ততো ব্রহ্মা তন্নাভিকমোলোদ্ভবঃ।" (ব্রহ্মপুরাণ)

কামদেবপক্ষে 'ব্রহ্ম তপঃ সুবতি প্রেরয়তীতি ব্রহ্মসূঃ।' তপঃপ্রবর্ত্তক কাম। তদভিমানিদেবতা, কন্দর্প।

ব্রহ্মসূত্র (ক্লী) ব্রহ্মণি বেদগ্রহণকালে উপনয়নসময়ে ধৃতং যৎ সূত্রং। ১ যজ্ঞসূত্র। পর্য্যায়—পবিত্র, যজ্ঞোপবীত, দ্বিজায়নী, (ত্রিকা°) উপবীত, সাবিত্র, সাবিত্রীসূত্র, (শব্দরত্না°)

"তস্যোপনীয়মানস্য সাবিত্রীং সবিতাব্রবীৎ।
বৃহস্পতির্ব্রহ্মসূত্রং মেখলাং কশ্যপোঽদদাৎ ॥" (ভাগ° ৮।১৮।১৪)

২ তটস্থলক্ষণপর উপনিষদ্বাক্য বা ব্রহ্মপ্রতিপাদক শারীরকসূত্র।

"ঋষিভির্বহুধা গীতং ছন্দোভির্বিবিধৈঃ পৃথক্।
ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব হেতুমদ্ভির্বিনিশ্চিতং ॥" (গীতা ১৩।৪)

ব্রহ্মসূত্রিন্ (ত্রি) ব্রহ্মসূত্র-অস্ত্যর্থে ইনি। ব্রহ্মসূত্রধারী, যজ্ঞসূত্রী।

"দাক্ষয়ণী ব্রহ্মসূত্রী বেণুমান্ সকমণ্ডলুঃ।
কুর্য্যাৎ প্রদক্ষিণং দেবমৃদ্গোবিপ্রবনস্পতীন্ ॥"
(যাজ্ঞবল্ক্য স° ১।১৩৩)

ব্রহ্মসূনু (পুং) ব্রহ্মণঃ সূনুঃ পুত্রঃ। ইক্ষ্বাকুবংশোদ্ভব রাজবিশেষ। পর্য্যায়—ব্রহ্মদত্ত। ২ ব্রহ্মপুত্র (বশিষ্ঠাদি)।

ব্রহ্মসৃজ্ (পুং) ১ ব্রহ্মার সৃষ্টিকর্ত্তা। ২ শিবের নামান্তর।

ব্রহ্মস্তম্ব (পুং) ব্রহ্মার আশ্রয়স্বরূপ জগদ্ব্রহ্মাণ্ড।

ব্রহ্মস্তেয় (পুং) ব্রহ্মণঃ স্তেয়ঃ ৬তৎ। গুরুর অনুমতি ব্যতীত তদাবৃত্তি শ্রবণান্তর অপহরণে বেদাধ্যয়ন।

"ব্রহ্ম যস্ত্বননুজ্ঞাতমধীয়ানাদবাপ্নুয়াৎ।
স ব্রহ্মস্তেয়সংযুক্তো নরকং প্রতিপদ্যতে ॥" (মনু ২।১১৬)

ব্রহ্মস্থল (ক্লী) নগরভেদ।

ব্রহ্মস্থান (ক্লী) ব্রহ্মণঃ স্থানং ৬তৎ। তীর্থভেদ। (ভারত ৩।৮৪।৯৬)

ব্রহ্মস্ব (ক্লী) ব্রহ্মণো ব্রাহ্মণস্য স্বং ধনং। ব্রাহ্মণসম্বন্ধি ধন। ব্রাহ্মণের ধন অপহরণ করিতে নাই। যদি কেহ ব্রাহ্মণ বা গুরুর ধন অপহরণ করে, তাহা হইলে তাহার মহাপাতক হয়, এবং যতদিন চন্দ্রসূর্য্য থাকে, ততদিন তাহার নরক হয়।

"ব্রহ্মস্বং বা গুরুস্বং বা দেবস্বং বাপি যো হরেৎ।
স কৃতঘ্ন ইতি জ্ঞেয়ো মহাপাপী ॥ ভারতে ॥
অবটোদে বসেৎ সোঽপি যাবদিন্দ্রশতং শতম্।
ততো ভবেৎ সুরাপীতী ততঃ শূদ্রস্ততঃ শুচিঃ ॥"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্ত প্রকৃতিখ° ৪৯ অ°)

ব্রহ্মস্বরূপ (ত্রি) ১ ব্রহ্ম। ২ জগৎপ্রকৃতির প্রতিরূপ। স্ত্রীলিঙ্গে ব্রহ্মস্বরূপা ও ব্রহ্মস্বরূপিণী পদ হয়। ৩ মূল-প্রকৃতিরূপা ভগবতী।

ব্রহ্মহত্যা (স্ত্রী) ব্রহ্মণো হননং (হনস্ত ৮।৩।১।১০৮) ইতি ভাবে ক্যপ্, তকারোঽন্তাদেশশ্চ স্ত্রীত্বং লোকাৎ। ব্রাহ্মণবধ, ইহা একটা মহাপাতক।

"ব্রহ্মহত্যা সুরাপানং স্তেয়ং গুর্ব্বঙ্গনাগমঃ।
মহান্তি পাতকান্যেব সংসর্গশ্চাপি তৈঃ সহ ॥" (মনু)

ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, স্তেয়, গুরুপত্নীগমন এবং ইহাদিগের সংসর্গও মহাপাতক।

ব্রহ্মহত্যাধিষ্ঠাত্রীদেবতার স্বরূপ ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে যথা—

"রক্তবস্ত্রপরীধানা বৃদ্ধাস্ত্রীবেশধারিণী।
সপ্ততালপ্রমাণা সা শুষ্ককণ্ঠৌষ্ঠতালুকা ॥
ঈশাপ্রমাণদশনা মহাভীতঞ্চ কাতরম্।
ধাবন্তং পরিধাবন্তী বলিষ্ঠা হতচেতনম্ ॥
খড়্গহস্তো হতাস্ত্রং তং দয়াহীনা চ মূর্চ্ছিতম্ ॥
ইন্দ্রো দৃষ্ট্বা চ তাং ঘোরাং স্মারং স্মারং গুরোঃপদম্।
বিবেশ মানসসরো মৃণালসূক্ষ্মসূত্রতঃ ॥"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° শ্রীকৃষ্ণের জন্মখ° ৪৭ অঃ)

ব্রহ্মহত্যাজনিত মহাপাতকের নিবৃত্তিকল্পে প্রায়শ্চিত্ত করা বিধেয়। এই প্রায়শ্চিত্তের বিষয় প্রায়শ্চিত্ত-বিবেকে বিবৃত

ভাবে বর্ণিত আছে। ব্রাহ্মণ যদি না জানিতে পারিয়া ব্রাহ্মণ বধ করে, তাহা হইলে সেই পাপশান্তির জন্য দ্বাদশবার্ষিক ব্রতানুষ্ঠান করিতে হয়। প্রায়শ্চিত্তবিবেকে লিখিত আছে—

"ব্রহ্মহা দ্বাদশাব্দানি কুটীং কৃত্বা বনে বসেৎ।
ভৈক্ষ্যাশ্যাত্মবিশুদ্ধ্যর্থং কৃত্বা শবশিরোধ্বজম্।
ভিক্ষাশী বিচরেদ্‌গ্রামং কর্ম্মৈর্যদি ন জীবতি॥" (মনু ১১।৭৩)

এই দ্বাদশবার্ষিক ব্রত সম্পাদনে অসমর্থ হইলে ১৮০ ধেনু দান করিতে হয়, তাহাতেও অশক্ত হইলে চূর্ণীদান করা আবশ্যক। উহাতে ৫৪০ কাহন কড়ি উৎসর্গ এবং ১০০ কাহন কড়ি দক্ষিণা দিতে হয়। তৎপরে প্রায়শ্চিত্তের বিধানানুসারে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। শাস্ত্রবিহিত এইরূপ প্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠানে ব্রহ্মহত্যাপাতক নিবৃত্তি হইয়া থাকে।

ব্রাহ্মণ জ্ঞানপূর্ব্বক ব্রহ্মহত্যা করিলে দ্বিগুণ দ্বাদশবার্ষিক ব্রতের অনুষ্ঠান করিবে, তাহাতে অসমর্থ হইলে ৩৬০ ধেনু দান, তদভাবে ১০৮০ কাহন কড়ি উৎসর্গ ও ২০০ কাহন কড়ি দক্ষিণা দিবে। তৎপরে তিনি প্রায়শ্চিত্তের বিধানানুসারে প্রায়শ্চিত্ত করিবেন। ক্ষত্রিয় যদি অজ্ঞানতঃ ব্রাহ্মণ হত্যা করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি ব্রাহ্মণকর্তৃক বধের প্রায়শ্চিত্তের দ্বিগুণ প্রায়শ্চিত্ত করিবে। ইচ্ছাপূর্ব্বক ব্রহ্মহত্যা করিলে ক্ষত্রিয়কে পূর্ব্বোক্ত প্রায়শ্চিত্তের দ্বিগুণ করিতে হইবে।

বৈশ্য অকামতঃ ব্রহ্মহত্যা করিলে ষট্‌ত্রিংশবার্ষিক ব্রতাচরণ করিবে। তাহাতে অশক্ত হইলে তাহাকে ৫৪০ ধেনু দান, এবং তদ্বিষয়ে অসমর্থ হইলে ১৬২০ কাহন কড়ি দান ও ৪০০ শত কাহন কড়ি দক্ষিণা দিতে হইবে। ইচ্ছাপূর্ব্বক করিলে তাহাকে দ্বিসপ্ততিবার্ষিক ব্রতানুষ্ঠান করিতে হইবে। ইহাতে অসমর্থ হইলে ১০৮০ ধেনুদান করিবে এবং তদভাবে ৩২৪০ কাহন কড়ি দান ও চারি শত কাহন দক্ষিণা দিবে। শূদ্র যদি অজ্ঞানতঃ ব্রহ্মহত্যা করে, তাহা হইলে তাহাকে অষ্টচত্বারিংশবার্ষিক ব্রত করিতে হইবে। অসমর্থ পক্ষে ৭২০ ধেনুদান এবং তদভাবে ২১৬০ কাহন কড়ি উৎসর্গ ও ৪০০ কাহন দক্ষিণা দান বিধেয়। জ্ঞানপূর্ব্বক করিলে ইহার দ্বিগুণ প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান আবশ্যক। (প্রায়শ্চিত্ত-বিবেক)

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে আতিদেশিক ব্রহ্মহত্যার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে :—

শ্রীকৃষ্ণ, শিব, গণেশ ও সূর্য্য প্রভৃতি দেবতার পূজায় ভেদজ্ঞান করিলে ব্রহ্মহত্যার পাতক হয়। গুরু, ইষ্টদেবতা, জন্মদাতা, পিতা ও মাতা প্রভৃতি গুরুজনের প্রতি ভেদবুদ্ধিতে ব্রহ্মহত্যার পাতক হয়। যিনি হরির পাদোদকের সহিত অন্যদেবতার পাদোদকের তুলনা করেন এবং যিনি বিষ্ণু, বিষ্ণুপাসক ও সর্ব্বশক্তিস্বরূপা প্রকৃতিকে নিন্দা করেন, তাঁহারও ব্রহ্মহত্যাপাতক হইয়া থাকে। ভারতবর্ষে অম্বুবাচী দিনে ভূখনন, জলে শৌচাদিত্যাগ, গুরু, মাতা, পিতা, সাধ্বী স্ত্রী ও অনাথাকে পোষণ না করিলে ব্রহ্মহত্যাপাতক হয়।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের প্রকৃতিখণ্ডে ৩০ অধ্যায়ে ইহার বিস্তৃত বর্ণনা আছে। বাহুল্যভয়ে তৎসমস্ত উদ্ধৃত হইল না*।

ব্রহ্মহন্ (পুং) ব্রহ্মাণং ব্রাহ্মণং হতবান্ ব্রহ্ম-হন (ব্রহ্মভ্রূণবৃত্রেষু ক্বিপ্। পা ৩।২।৮৭) ইতি ক্বিপ্। ব্রহ্মঘ্ন, ব্রাহ্মণবধকর্ত্তা, ব্রাহ্মণ হত্যাকারক।

[ব্রহ্মহত্যার প্রায়শ্চিত্তের বিষয় ব্রহ্মহত্যা শব্দে দেখ]

ব্রহ্মহত্যাদি মহাপাতককারী বহুবর্ষ নরকভোগ করিয়া পাপক্ষয়ে কুক্কুর, শূকর, গর্দ্দভ, উষ্ট্র, ছাগ, মেষ, মৃগ, পক্ষী, চণ্ডাল ও পুক্কশপ্রভৃতি যোনিতে জন্ম গ্রহণ করে।

"শ্বশূকরখরোষ্ট্রাণাং গোহজাবিমৃগপক্ষিণাম্।
চণ্ডালপুক্কশানাঞ্চ ব্রহ্মহা যোনিমৃচ্ছতি॥" (মনু ১২।৫৫)

ব্রহ্মহবিস্ (ক্লী) ব্রহ্মৈব হবিরর্প্যমাণমাজ্যং। অর্প্যমাণ হবিঃ।

"ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্ম সমাধিনা॥" (গীতা ৪।২৪)

ব্রহ্মহুত (ক্লী) ব্রহ্মণি ব্রাহ্মণে হুতং দত্তং ব্রহ্মপদমত্র উপলক্ষণং তেন নৃমাত্রে বোধ্যং। পঞ্চমহাযজ্ঞের অন্তর্গত অতিথিপূজনরূপ যজ্ঞবিশেষ।

ব্রহ্মহৃদয় (পুং) নক্ষত্রভেদ। (সূর্য্যসি° ৮।১১)

ব্রহ্মদ্রুম (পুং) দ্রুমবিশেষ। (ব্রহ্মপু°)

ব্রহ্মাক্ষর (ক্লী) ১ প্রণব, ওঙ্কার।

---

* "শ্রীকৃষ্ণে চ তদর্চ্চায়াং মূলমায়াঃ প্রকৃতৌ যথা।
শিবে চ শিবলিঙ্গে বা সূর্য্যে সূর্য্যমণৌ যথা॥
গণেশে বা তদর্চ্চায়ামেবং সর্ব্বত্র সুন্দরি।
যঃ করোতি ভেদবুদ্ধিং ব্রহ্মহত্যাং লভেৎ তু সঃ॥
হরেঃ পাদোদকেষ্বন্যদেব-পাদোদকে তথা।
করোতি সমতাং যো হি ব্রহ্মহত্যাং লভেৎ তু সঃ॥
যে নিন্দন্তি হৃষীকেশং তন্মন্ত্রোপাসকং তথা।
পবিত্রাণাং পবিত্রঞ্চ ব্রহ্মহত্যাং লভন্তি তে॥
যে নিন্দন্তি বিষ্ণুমায়াং বিষ্ণুশক্তিপ্রদাং সতীং।
সর্ব্বশক্তিস্বরূপাঞ্চ প্রকৃতিং সর্ব্বমাতরম্॥
সর্ব্বদেবাস্বরূপাঞ্চ সর্ব্বদাং ব্রহ্মবন্দিতাং।
সর্ব্বকারণরূপাঞ্চ ব্রহ্মহত্যাং লভন্তি তে॥
গুরুঞ্চ মাতরং তাতং সাধ্বীং ভার্য্যাং সুতং সুতাং।
অনাথাং যো ন পুষ্ণাতি ব্রহ্মহত্যাং লভেৎ তু সঃ।
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° প্রকৃতিখ° ৩০ অ°)

"ব্রহ্মাক্ষরমভিগৃণানো মুহূর্ত্তত্রয়মুদকান্ত উপবিবেশ।"
(ভাগবত ৫।৮।১)

'ব্রহ্মাক্ষরং প্রণবং' (স্বামী)

ব্রহ্মাক্ষরময় (ত্রি) ব্রহ্মাক্ষর-ময়ট্। মন্ত্র।

ব্রহ্মাগ্রভূ (পুং) ব্রহ্মণোঽগ্রে সম্মুখে ভবতীতি ভূ-কিপ্, যজ্ঞার্থং ব্রহ্মণো দেহাজ্জাতত্বাৎ তথাত্বং। ঘোটক। (হারাবলী) ইহার 'ব্রহ্মাঙ্কভূ' পাঠও দেখিতে পাওয়া যায়।

ব্রহ্মাঞ্জলি (পুং) ব্রহ্মণে বেদপাঠার্থং কৃতো যোঽঞ্জলিঃ। সামবেদ পাঠের সময় স্বরবিভাগার্থ যে অঞ্জলি করা হয়, তাহার নাম ব্রহ্মাঞ্জলি।

"অধ্যেষ্যমাণস্ত্বাচান্তো যথাশাস্ত্রমুদঙ্মুখঃ।
ব্রহ্মাঞ্জলিকৃতোঽধ্যাপ্যো লঘুবাসা জিতেন্দ্রিয়ঃ॥" (মনু ২।৮০)

২ বেদপাঠার্থ গুরুনিকটে কর্ত্তব্য বিনয়াঞ্জলি।

ব্রহ্মাণী (স্ত্রী) ব্রহ্মাণমণতি কীর্ত্তয়তীতি অণ-শব্দে কর্ম্মণ্যণ্ ঙীপ্, বা ব্রহ্মাণমানয়তি জীবয়তীতি অন্ প্রাণনে ণ্যন্তাদস্মাৎ কর্ম্মণি অণি কৃতে (ণেরনিটি। পা ৬।৪।৫১) ইতি ণিলোপঃ। ততো ঙীপ্, পূর্ব্বপদাদিতি ণত্বঞ্চ। ব্রহ্মার পত্নী। (শব্দমালা) ব্রহ্মার অর্দ্ধ শরীর হইতে ইহার উৎপত্তি হয়।

"ততঃ সংজপতস্তস্য ভিত্বা দেহমকল্মষম্।
স্ত্রীরূপমর্দ্ধমকরোদর্দ্ধং পুরুষরূপবৎ॥
শতরূপা চ সা খ্যাতা সাবিত্রী চ নিগদ্যতে।
সরস্বত্যথ গায়ত্রী ব্রহ্মাণী চ পরন্তপ॥" (মৎস্যপু০ ৩ অ০)

ইহার নামান্তর সাবিত্রী, সরস্বতী ও গায়ত্রী। ২ দুর্গা।

"ব্রহ্মাণী ব্রহ্মজননী ব্রহ্মাক্ষরপরা মতা।" (দেবীপু০ ৪৫ অ০)

৩ রেণুকানাম গন্ধদ্রব্য। (রাজনি০)

ব্রহ্মাণ্ড (ক্লী) ব্রহ্মণো জগৎস্রষ্টুরণ্ডম্। ১ চতুর্দ্দশ ভুবন। গোলক। ব্রহ্মণা বিশ্বস্রষ্ট্রা কৃতমণ্ডম্। ২ ভুবনকোষ, বিশ্বগোলক। মনুতে লিখিত আছে—

"সোঽভিধ্যায় শরীরাৎ স্বাৎ সিসৃক্ষুর্বিবিধাঃ প্রজাঃ।
অপ এব সসর্জ্জাদৌ তাসু বীজমবাসৃজৎ।
তদণ্ডমভবদ্ধৈমং সহস্রাংশুসমপ্রভং।
তস্মিন্ যজ্ঞে স্বয়ং ব্রহ্মা সর্ব্বলোকপিতামহঃ॥" (মনু ১।৮৯)

স্বয়ম্ভু ভগবান্ প্রথমে স্বীয় শরীর হইতে বিবিধ প্রজাসৃষ্টি করিবার ইচ্ছা করিয়া প্রথমে জলের সৃষ্টি করেন। পরে তিনি সেই জলে বীজ নিক্ষেপ করিলেন। জলে বীজ নিক্ষিপ্ত হইবামাত্রই সুবর্ণ-বর্ণ সূর্য্যের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট এক অণ্ড উৎপন্ন হইল। সর্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মা স্বয়ং ঐ অণ্ডে জন্মগ্রহণ করিলেন। তিনি ঐ ব্রহ্মাণ্ডে ব্রাহ্ম মানের সম্বৎসরকাল বাস করিয়া পরিশেষে ধ্যানবলে উহাকে দ্বিধা করিলেন। তিনি উহার ঊর্দ্ধ খণ্ডে স্বর্গাদিলোক ও অধোখণ্ডে পৃথিব্যাদি এবং মধ্যভাগে আকাশ, অষ্টদিক ও সমুদ্রসকল স্থাপিত করিয়াছিলেন। এইজন্য বিশ্বগোলকের নাম ব্রহ্মাণ্ড।
(মনুসংহিতা ১অধ্যায়)

বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে, ভগবান্ ব্রহ্মা একটা অণ্ড উৎপাদন করেন, ঐ প্রাকৃত অণ্ড ভূতগণের সাহায্যে ক্রমে বিবৃত হইল। অব্যক্তরূপ জগৎপতি বিষ্ণু ব্যক্তরূপী হইয়া ব্রহ্মস্বরূপে ঐ অণ্ডে ব্যবস্থিত হইলেন। সুমেরু ইহার উল্ব অর্থাৎ গর্ভবেষ্টন চর্ম্ম, অন্যান্য মহীধর জরায়ু এবং সমুদ্রসকল গর্ভোদক হইল। পরে ঐ অণ্ডে সপর্ব্বত দ্বীপ সকল, সমুদ্রসকল এবং সদেবাসুর মানুষ প্রভৃতি সমুদায়ই উৎপন্ন হইল। ব্রহ্মের অণ্ড হইতে উৎপন্ন বলিয়া ইহার নাম ব্রহ্মাণ্ড। (বিষ্ণুপু০ ১।২অঃ)

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ডে ৮৪ অধ্যায়ে ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে, বাহুল্য ভয়ে তাহা লিখিত হইল না। সূর্য্যসিদ্ধান্ত ও সিদ্ধান্তশিরোমণি প্রভৃতিগ্রন্থে ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি-কথা বিবৃত হইয়াছে।

[বিস্তৃত বিবরণ খগোল, পৃথিবী ও ভূগোল শব্দে দ্রষ্টব্য]

২ মহাদান বিশেষ।

"অথাতঃ সংপ্রবক্ষ্যামি ব্রহ্মাণ্ডবিধিমুত্তমং।
যচ্ছ্রেষ্ঠং সর্ব্বদানানাং মহাপাতকনাশনম্॥" (মৎস্যপু০ ২৫০অঃ)

পুণ্যদিনে তুলাপুরুষ দানের বিধানানুসারে এই দান বিধেয়। সুবর্ণ দ্বারা ব্রহ্মাণ্ড প্রস্তুত করিয়া উহাতে অষ্টদিগ্‌গজ, ষড়্‌বেদাঙ্গ, অষ্টলোকপাল, ব্রহ্মাদি দেবগণ, উমা, লক্ষ্মী, বসু, আদিত্য ও মরুৎ প্রভৃতি অঙ্কিত করিবে। ঐ সুবর্ণনির্ম্মিত ব্রহ্মাণ্ড শত অঙ্গুলিমান হইবে। ইহার পূর্ব্বদিকে অনন্তশয্যা, পূর্ব্বদক্ষিণে প্রদ্যুম্ন, দক্ষিণে প্রকৃতি ও সঙ্কর্ষণ, পশ্চিমদিকে চারিবেদ ও অনিরুদ্ধ এবং উত্তরদিকে অগ্নি ও বাসুদেবের মূর্ত্তি অঙ্কিত থাকিবে। পরে যথাবিধানে পূজা ও হোমাদি করিয়া সুবর্ণ-ব্রহ্মাণ্ডকে তিনবার প্রদক্ষিণ করিতে হইবে। প্রদক্ষিণের সময় নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিতে হয়। মন্ত্র—

"নমোঽস্তু বিশ্বেশ্বর বিশ্বধাম জগৎসবিত্রে ভগবন্নমস্তে।
সপ্তর্ষিলোকামরভূতলেশ গর্ভেণ সার্দ্ধং বিতরামি রক্ষাম্॥
যে দুঃখিতাস্তে সুখিনো ভবন্তু প্রযান্তু পাপানি চরাচরাণাম্।
ত্বদ্দানশস্ত্রাহতপাতকানাং ব্রহ্মাণ্ডদোষাঃ প্রলয়ং ব্রজন্তু॥"
(মৎস্য পুরাণ)

এই ব্রহ্মাণ্ড দান করিলে সকল পাতক নষ্ট হয়। উক্ত মহাপুরাণের ২৫০ অধ্যায়ে ইহার বিস্তৃত বিবরণ লিখিত আছে। বরাহপুরাণেও এই দানের বিধান দেখিতে পাওয়া যায়। কার্ত্তিক মাসের শুক্লাদ্বাদশী বা পূর্ণিমার দিন সুবর্ণ-

নির্ম্মিত ব্রহ্মাণ্ড দান করিলে পৃথিবীস্থিত বস্তুসমস্ত দানে যে পুণ্য, তাদৃশ পুণ্যসঞ্চয় হইয়া থাকে।

"ব্রহ্মাণ্ডোদরবর্ত্তীনি যানি ভূতানি পার্থিব।
তানি দত্তানি তেন স্যুঃ সর্ব্বাসাং কথিতং তব॥" (বরাহপুং)

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ অষ্টাদশ মহাপুরাণের অন্তর্গত একখানি পুরাণ*। এই পুরাণ পূর্ব্ব ও উত্তর ভাগে এবং প্রক্রিয়া, অনুষঙ্গ, উপোদ্ঘাত ও উপসংহার নামক চারিপাদে বিভক্ত। উহার শ্লোকসংখ্যা দ্বাদশ সহস্র। খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দে এই মহাপুরাণ যবদ্বীপে গিয়াছিল এবং তথায় কবিভাষায় অনুবাদিত হয়। [বিস্তৃত বিবরণ পুরাণ ও বালিদ্বীপ শব্দে দেখ]

ব্রহ্মাত্মভূ (পুং) ব্রহ্মণ আত্মনঃ শরীরাৎ ভবতীতি ব্রহ্মাত্মন্‌-ভূ-ক্বিপ্। অশ্ব। (শব্দমালা) বৃহদারণ্যক উপনিষদে লিখিত আছে, অশ্ব ব্রহ্মের শরীর হইতে উৎপন্ন। শঙ্করাচার্য্য ভাষ্যে উহার অর্থ করিয়াছেন, 'অশ্ব নামে প্রজাপতি ব্রহ্মার শরীর হইতে উৎপন্ন হয়'।†

ব্রহ্মাদনী (স্ত্রী) হংসপদী, রক্ত লজ্জালুকা। (রাজনি°)

ব্রহ্মাদিজাতা (স্ত্রী) ব্রহ্মণ আদিজাতা সম্ভূতা। গোদাবরী। (রাজনি°) 'ব্রহ্মাভিজাতা' ইহার পাঠান্তর।

ব্রহ্মাদিত্য, বিবাহপটল ও প্রশ্নজ্ঞান বা প্রশ্নব্রহ্মার্ক নামক গ্রন্থ প্রণেতা। যোক্কেশ্বরের পুত্র। ইহার অপরনাম ব্রহ্মার্ক।

ব্রহ্মানন্দ (পুং) ব্রহ্মস্বরূপ আনন্দ। এই আনন্দ সকল আনন্দ হইতে শ্রেষ্ঠ। ব্রহ্মজ্ঞানলাভ হইলে যে আনন্দ হয়, তাহার নাম ব্রহ্মানন্দ।

"এষোঽস্য পরমো লোক এষোঽস্য পরম আনন্দ এতস্যৈবা-নন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি।" (শত°ব্রা° ১৪।৭।১।৩১)
[ব্রহ্মশব্দ দেখ]

ব্রহ্মানন্দ, ১ মেরুশাস্ত্রীর শিষ্য। ইনি ষট্‌চক্র দীপিকা, শাক্তানন্দতরঙ্গিণী, ভাবার্থদীপিকা আনন্দলহরীটীকা, ত্রিপুরার্চ্চনরহস্য ও জ্যোৎস্না (হঠ প্রদীপিকা) নামে কএকখানি গ্রন্থ রচনা করেন। ২ শিবলীলামৃত প্রণেতা।

ব্রহ্মানন্দগিরি, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-টীকা-প্রণেতা।

ব্রহ্মানন্দভারতী, ১ ভাগবতপুরাণৈকাদশস্কন্ধসার প্রণেতা। ২ রামানন্দ ও গোপালানন্দের শিষ্য। ইনি শঙ্করাচার্য্যকৃত বাক্যসুধা ও বিষ্ণুসহস্রনামভাষ্যের টীকাপ্রণয়ন কর্ত্তা।

ব্রহ্মানন্দযোগী, বৈদিকসিদ্ধান্ত প্রণেতা।

ব্রহ্মানন্দসরস্বতী, ১ আনন্দদীপনী কর্পূরস্তোত্রটীকাপ্রণেতা। ২ চিৎপ্রভাপরিভাষেন্দুশেখরটীকা রচয়িতা। ২ ঈশাবাস্যোপনিষৎশ্লোকার্থ, ঈশাবাস্যোপনিষদ্রহস্য, মাণ্ডুক্যোপনিষদ্ভাষ্য ও বেদান্তসূত্রমুক্তাবলী প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা। ৪ পুরুষার্থপ্রবোধ প্রণয়নকর্ত্তা। ৫ নারায়ণতীর্থ, পরমানন্দ সরস্বতী ও বিশ্বেশ্বরের শিষ্য। ইনি অদ্বৈতচন্দ্রিকা বা লঘুচন্দ্রিকা নামে মধুসূদনকৃত অদ্বৈতসিদ্ধির একখানি টিপ্পনী এবং অদ্বৈতসিদ্ধান্তবিদ্যোতন, সিদ্ধান্তবিন্দুন্যায়রত্নাবলী, গৌড়-ব্রহ্মানন্দীয় ও ব্রহ্মানন্দীয় নামে কএকখানি গ্রন্থ রচনা করেন। ইনি সাধারণে গৌড় ব্রহ্মানন্দ নামে পরিচিত ছিলেন।

ব্রহ্মানন্দী, সন্ন্যাসপদ্ধতি প্রণেতা।

ব্রহ্মাপেত (পুং) ব্রহ্মাণং ব্রহ্মতেজঃস্বরূপং সূর্য্যমুপেত উপগতঃ, ততঃ পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। সূর্য্যমণ্ডলসমীপবাসী রাক্ষস ভেদ। মাঘমাসে সূর্য্যমণ্ডলে ত্বষ্টা, যমদগ্নি, কম্বল, তিলোত্তমা, ব্রহ্মাপেত, ঋতজিৎ ও ধৃতরাষ্ট্র, এই সাতজন রাক্ষস বাস করে।

"ত্বষ্টা চ যমদগ্নিশ্চ কম্বলোঽথ তিলোত্তমা।
ব্রহ্মাপেতোঽথ ঋতজিদ্‌ধৃতরাষ্ট্রশ্চ সপ্তমঃ॥
মাঘমাসে বসন্ত্যেতে সপ্ত মৈত্রেয় ভাস্করে।" (বিষ্ণুপু° ২।১০।১৫)

ব্রহ্মাভ্যাস (পুং) ব্রহ্মণঃ বেদস্য অভ্যাসঃ। বেদাভ্যাস।

ব্রহ্মায়ণ (ত্রি)১ ব্রহ্মের আশ্রয় স্থান। ২ নারায়ণের নামান্তর।

ব্রহ্মায়তন (ক্লী) ব্রহ্মণঃ আয়তনং। ব্রাহ্মণের গৃহ। ২ ব্রহ্মমন্দির।

"ব্রহ্মায়তনে বিপ্রান্ বিনিহন্ত্যাদ্যগামিনো গোষ্ঠে।"
(বৃহৎস° ৩৩।২২)

ব্রাহ্মণের গৃহে উল্কা পড়িলে বিপ্রগণের বিনাশ হয়।

ব্রহ্মারণ্য (ক্লী) ব্রহ্মণঃ বেদস্য অরণ্যমিব। বেদপাঠভূমি।

ব্রহ্মার্পণ (ক্লী) ব্রহ্মৈবার্পণং। সর্ব্বকর্ম্মাত্মাত্মকরূপে ব্রহ্মচিন্তন।

"ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণাহুতম্।" (গীতা ৪।২৪)

২ পরমাত্মা ব্রহ্মে সর্ব্বকর্ম্ম ফল ত্যাগ। কূর্ম্মপুরাণে যথা—
ব্রহ্মা কর্তৃক দত্ত হইতেছে, তাহাই আবার ব্রহ্মে অর্পিত হইতেছে। আমরা কোন কার্য্যের কর্ত্তা নহি,ব্রহ্মই সকলের কর্ত্তা;

---

* বিষ্ণু, পদ্ম, মৎস্য, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, দেবীভাগবত,বরাহ এবং বায়ু বা শিবপুরাণে মহাপুরাণ মধ্যে পরিগৃহীত হইয়াছে। কিন্তু কূর্ম্ম ও গরুড়পুরাণে এবং মধুসূদন সরস্বতীকৃত প্রস্থানভেদ গ্রন্থে ব্রহ্মাণ্ড মহাপুরাণ ও উপপুরাণ মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ হেমাদ্রিও ব্রহ্মাণ্ড উপপুরাণের উল্লেখ করিয়াছেন। মূল ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ তিরোহিত হইলে, তৎপরিবর্ত্তে কতকগুলি তীর্থমাহাত্ম্য, অধ্যাত্মরামায়ণ, সূর্য্যস্তোত্র ও উপাখ্যানমালা উহার উপপুরাণত্বের পরিচয় দিতেছে।

† "প্রাণা বৈ যশোবীর্য্যং তৎপ্রাণেষূৎক্রান্তেষু শরীরং শ্বয়িতুমধ্রিয়ত তস্য শরীর এব মন আসীৎ। সোঽকাময়ত মেধ্যং ম ইদং স্যাদাত্মন্বনেন স্যামিতি। ততোঽশ্বঃ সমভবদ্‌যদশ্বত্তন্মেধ্যমভূদিতি তদেবাশ্বমেধস্যাশ্বমেধত্বং"
(বৃহদারণ্যক উপনি° ১।২।৬-৭)

'তত্তস্মাদশ্বঃ সমভবৎ, ততোঽশ্বনামা প্রজাপতিরেব সাক্ষাদত্র স্তূয়তে যস্মাচ্চ পুনস্তৎ প্রবেশাৎ গতযশোবীর্য্যত্বাদমেধ্যং' (শাঙ্করভাষ্য)

এইজন্ত তাঁহাকেই দেওয়া হইতেছে। এইরূপ ভাবে কর্ম্ম সকলের অর্পণের নাম ব্রহ্মার্পণ *।

ব্রহ্মাবর্ত্ত (পুং) ব্রহ্মণাং ব্রহ্মনিষ্ঠব্রাহ্মণানামাবর্ত্ত ইব, বহুল-ব্রাহ্মণাশ্রয়ত্বাদস্য তথাত্বং। দেশবিশেষ, পর্য্যায়—তপোবট।

"সরস্বতীদৃশদ্বত্যোর্দ্দেবনদ্যোর্যদন্তরম্।
তং দেবনির্ম্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্ত্তং প্রচক্ষতে॥
তস্মিন্ দেশে য আচারঃ পারম্পর্য্যক্রমাগতঃ।
বর্ণানাং সান্তরালানাং স সদাচার উচ্যতে॥" (মনু ২।১৭-১৮)

সরস্বতী ও দৃষদ্বতী এই দুই দেবনদীর মধ্যে যে প্রদেশ, তাহার নাম ব্রহ্মাবর্ত্ত। এই দেশ দেবনির্ম্মিত বলিয়া অতি পবিত্র। এই দেশে ব্রাহ্মণাদি বর্ণের যে আচার, তাহাই সদাচার বলিয়া কথিত।

এই দেশের আচারই সকলের শিক্ষণীয়। ইহা ভিন্ন কুরুক্ষেত্র, মৎস্য, কান্তকুব্জ ও মথুরা এই সকল ব্রহ্মর্ষিদেশ। ইহা ব্রহ্মাবর্ত্ত হইতে কিঞ্চিৎ হেয়। [ব্রহ্মর্ষিদেশ দেখ।]

২ তত্রস্থতীর্থভেদ। (ভারত ৩৮৪।৪০)

ব্রহ্মাসন (ক্লী) ব্রহ্মণে ব্রহ্মপ্রাপ্ত্যৈ আসনং। ধ্যানাসন, যোগাসন। যে আসনে বসিয়া ব্রহ্মধ্যান করা হয়, পদ্ম ও স্বস্তিকাদি আসন। ২ রুদ্রযামলোক্ত দেবপূজার আসন ভেদ। ইহার লক্ষণ—

"ব্রহ্মাসনং তদা বক্ষ্যে যৎকৃত্বা ব্রাহ্মণো ভবেৎ।
একপাদমূরৌ দত্ত্বা তিষ্ঠেদ্দণ্ডাকৃতির্ভবেৎ॥" (রুদ্রযামল)

ঊরুতে এক পাদ দিয়া দণ্ডাকৃতি অবস্থান করিলে ব্রহ্মাসন হয়। এই আসন করিয়া তপস্যা করিলে ব্রহ্মত্বলাভ করা যায়।

ব্রহ্মাস্ত্র (ক্লী) ব্রহ্মস্বরূপমস্ত্রং। ব্রহ্মস্বরূপ অস্ত্র বিশেষ। ইহা সকল অস্ত্র হইতে শ্রেষ্ঠ। মন্ত্রপূত করিয়া ইহা প্রয়োগ করিতে হয়।

"তদা রামেণ ক্রুদ্ধেন ব্রহ্মাস্ত্রং প্রতি রাবণে।
নারায়ণবিঘাতার্থং চিন্তিতং চতুরাননম্॥" (দেবীপু॰)

ব্রহ্মাস্য (ক্লী) ব্রহ্মা বা ব্রাহ্মণের মুখ।

ব্রহ্মাহুত (ত্রি) কৃতাহুতি, যাহাকে আহুতি প্রদত্ত হইয়াছে।

ব্রহ্মাহুতি (স্ত্রী) ব্রহ্মৈবাহুতিঃ। ব্রহ্মযজ্ঞ, বেদাধ্যয়ন।

"ব্রহ্মাহুতিহুতং পুণ্যমনধ্যায়বষট্কৃতম্।" (মনু ২।১০৬)

ব্রহ্মিন্ (পুং) ব্রহ্ম বেদস্তপো বাহস্ত্যস্য শেষত্বা ব্রাহ্মাদিত্বা-দিনি, টিলোপঃ। ১ বেদ ও তপস্যার শেষীভূত পরমেশ্বর।

(ভারত ১৩।১৪৯।৮৪)

ব্রহ্ম বেদো বেদ্যত্বমাস্ত্যস্য ইনি। ২ বেদ ও তদর্থাভিজ্ঞ।

ব্রহ্মিষ্ঠ (ত্রি) অতিশয়েন ব্রহ্মী ইষ্ঠন্, টিলোপঃ। অতিশয় ব্রহ্মজ্ঞ, ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন।

"ব্রহ্মণা ভগবন্তো যো ব্রহ্মিষ্ঠঃ সএষাং উদজতাম্" (বৃহদা॰উপ॰)

'ব্রহ্মিষ্ঠঃ ব্রহ্মণোঽতিশয়েনাভিজ্ঞঃ' (ভাষ্য)

ব্রহ্মিষ্ঠা (স্ত্রী) ব্রহ্মিষ্ঠ-টাপ্। দুর্গা। ইনি বেদমাতা বলিয়া ব্রহ্মিষ্ঠা নামে কথিত হন।

"ব্রহ্মিষ্ঠা বেদমাতৃত্বাৎ গায়ত্রী চরণাশ্রয়া।
বেদেষু চরতে যস্মাৎ তেন সা ব্রহ্মচারিণী॥" (দেবীপু॰৪৫ অ॰)

ব্রহ্মী (স্ত্রী) মেধাজনকত্বাৎ ব্রহ্মণে হিতা ব্রহ্ম-অন্ বাহুলকাৎ ন বৃদ্ধিঃ। স্বনামখ্যাত শাকবিশেষ, ব্রহ্মীশাক (Siphouanthus Indica, Herpestis monuieria)। হিন্দী—বরম্ভী। ব্রহ্মী, খেতচমনী; তৈলঙ্গ—সম্বানীচেট্টু, অধবির্ণী। বোম্বাই—বাম। তামিল—বীমী, মহারাষ্ট্র—ব্রহ্মমাণ্ডূকী। পর্য্যায়—মৎস্যাক্ষী, সুরসা, বয়স্থা, ব্রহ্মচারিণী, (ব্রহ্মমালা)। ভাবপ্রকাশ মতে ইহার পর্য্যায়—কপোতবঙ্কা, ব্রাহ্মী ও সোমবল্লী। ইহার গুণ—সারক, শীতবীর্য্য, তিক্ত, কষায়, মধুররস, লঘু, মেধা-জনক, শীতল, মধুরবিপাক, আয়ুষ্কর, রসায়ন, স্বর ও স্মৃতি-শক্তির বর্দ্ধক, কুষ্ঠ, পাণ্ডু, মেহ, রক্তদোষ, কাস, বিষ, শোথ ও জ্বরনাশক। (ভাবপ্র॰) [ব্রাহ্মী শব্দ দেখ]

২ পঙ্কগড়ক মৎস্য, চলিত পাঁকালমাছ। (ত্রিকা॰)

৩ কঞ্জিকা, চলিত বামুন হাটী। (মেদিনী)

ব্রহ্মীঘৃত (ক্লী) ব্রহ্মীজাতং ঘৃতং। ঘৃতৌষধি বিশেষ। ইহার অপর নাম সারস্বতঘৃত। প্রস্তুত প্রণালীঃ—মূল ও পত্র সহিত ব্রহ্মীশাক জলে ধুইয়া উদূখলে পেষণ করিয়া তাহার রস নিঙ্ড়াইয়া লইবে। পরে ঐ রস ১৬ সের, গব্য ঘৃত ৪ সের, কল্কার্থ হরিদ্রা, মালতীপুষ্প, কুড়, তেউড়ীমূল, হরীতকী, ইহাদের প্রত্যেকের ১ পল পরিমাণ এবং পিপুল, বিড়ঙ্গ, সৈন্ধব, চিনি, বচ,এই সকল বস্তু প্রত্যেকের দুইতোলা দিয়া যথাবিধানে মৃদু অগ্নিতে পাক করিতে হইবে। এই ঘৃত পান করিলে স্বরবিকৃতি নিবারিত হয়। যাহারা কোকি-লের ন্যায় কণ্ঠস্বর ইচ্ছা করেন, তাহারা এই ঘৃত সেবন করুন। ৭ দিন এই ঘৃত সেবনে কিন্নরের ন্যায় কণ্ঠস্বর হয়। মাস পরিমাণ ইহা সেবন করিলে শ্রুতিধর হওয়া যায়। এই

---

* "ব্রহ্মণা দীয়তে দেয়ং ব্রহ্মণে সংপ্রদীয়তে।
ব্রহ্মৈব দীয়তে চেতি ব্রহ্মার্পণমিদং পরম্॥
নাহং কর্ত্তা সর্ব্বমেতৎ ব্রহ্মৈব কুরুতে তথা।
এতৎ ব্রহ্মার্পণং প্রোক্তং ঋষিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ।
প্রীণাতু ভগবানীশঃ কর্ম্মণানেন শাশ্বতঃ।
করোতি সততং বুদ্ধ্যা ব্রহ্মার্পণমিদং পরম্।
যদ্বা ফলানাং সন্ন্যাসং প্রকুর্য্যাৎ পরমেশ্বরে।
কর্ম্মণামেতদপ্যাহুর্ব্রহ্মার্পণমনুত্তমম্॥" (কূর্ম্মপু॰ ৪ অ॰)

ঘৃত সেবনে কুষ্ঠ, অর্শ, প্রমেহ, ও কাশরোগ প্রশমিত এবং বল, বর্ণ ও অগ্নিবর্দ্ধিত হয়।

(ভৈষজ্যরত্নাবলী যক্ষ্মরোগাধিকার)

ব্রহ্মীয়স্ (ত্রি) অতিশয়েন ব্রহ্মী ব্রহ্ম-ঈয়সুন্, টিলোপঃ। ব্রহ্মিষ্ঠ, ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন।

ব্রহ্মেন্দ্রসরস্বতী, ১ বেদান্তপরিভাষা প্রণেতা। ২ জনৈক গ্রন্থকার। কবীন্দ্রকৃত কবীন্দ্রচন্দ্রোদয়ে ইহার উল্লেখ আছে।

ব্রহ্মেন্দ্রস্বামী, জনৈক গ্রন্থকার। কবীন্দ্র-চন্দ্রোদয়ে ইঁহার পরিচয় পাওয়া যায়।

ব্রহ্মেশয় (ত্রি) ব্রহ্মণি তপসি শেতে শী-অচ্, পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। ১ কার্ত্তিকেয়। (ভারত বনপ০ ২৩১ অ০)
২ বিষ্ণু। (ভারত শান্তি০ ২৪০ অ০)

ব্রহ্মেশ্বর, গণপতিরত্নপ্রদীপ প্রণেতা।

ব্রহ্মেশ্বরতীর্থ (ক্লী) তীর্থবিশেষ।

ব্রহ্মোজ্ঝ (পুং) ব্রহ্ম বেদমুজ্ঝতি উজ্ঝ ত্যাগে অণ্। বেদত্যাগী

"ব্রহ্মোজ্ঝতা বেদনিন্দা কৌটসাক্ষ্যং সুহৃদ্বধঃ।
গর্হিতান্নাদ্যয়োর্জগ্ধিঃ সুরাপানসমানি ষট্॥" (মনু ১১।৫৭)

'ব্রহ্মোজ্ঝতা ব্রহ্মণোঽধীতবেদস্যানভ্যাসেন বিস্মরণম্।' (কুল্লূক)
মনু বেদত্যাগীকে অনুপাতকী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

ব্রহ্মোড়ুম্বর (ক্লী) তীর্থভেদ। ইহার পাঠান্তর ব্রহ্মোদুম্বর এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। (ভারত বনপ০ ৮৩ অ০)

ব্রহ্মোত (ত্রি) ব্রহ্মণি আ-সম্যক্ প্রকারেণ উতং গ্রথিতম্। 'লোপোঽস্তোমাভোঃ' ইতি সূত্রেণ অকারলোপঃ। ব্রহ্মেগ্রথিত।

ব্রহ্মোত্তর (ত্রি) ব্রহ্মা ব্রাহ্মণঃ উত্তরঃ প্রধানং যস্ত। ব্রাহ্মণস্বামিক ভূম্যাদি, যে সকল ভূমি ব্রাহ্মণকে দান করা হয়, তাহাকে ব্রহ্মোত্তর কহে। ব্রহ্মোত্তর ভূমির কোনরূপ কর দিতে হয় না। কিন্তু যে সকল ব্রহ্মোত্তর ভূমি মিউনিসিপালিটার অধীন নহে, সেই সকল ভূমির খাজনার প্রতি টাকার উপর গবর্মেন্ট এক আনা করিয়া রোড্সেস্ গ্রহণ করিয়া থাকেন। ২ ব্রহ্মপ্রধান।

ব্রহ্মোদতীর্থ (ক্লী) তীর্থবিশেষ। (শিবপুরাণ)

ব্রহ্মোদ্ভব (পুং) শিব। (ভারত ১৩।১৭।১৩২)

ব্রহ্মোদ্য (ক্লী) ব্রহ্মণো বেদস্য বদনং ব্রহ্ম বদ-ক্যপ্। ব্রহ্মবাক্য, বেদবাক্য। ২ ব্রাহ্মণের বাক্য। ৩ ব্রহ্মকথন।

ব্রহ্মোদ্যা (স্ত্রী) ব্রহ্ম-বদ-ক্যপ্-টাপ্। ব্রহ্মের কথা।
"ব্রহ্মোদ্যাশ্চ কথাঃ কুর্য্যাৎ পিতৃণামেতদীপ্সিতম্॥" (মনু ২।২৩১)
'ব্রহ্মোদ্যাঃ পরমাত্মনিরূপণপরাঃ কথাঃ' (কুল্লূক)

ব্রহ্মোপনিষদ্ (স্ত্রী) উপনিষদ্ বিশেষ।

ব্রহ্মোপণেতৃ (পুং) ব্রহ্মাণং ব্রাহ্মণং উপনয়তে ইতি, ব্রহ্ম-উপ-নী-তৃচ্। উপনয়নহেতুকদণ্ডত্বাৎ তথাত্বম্। ১ পলাশবৃক্ষ। ২ ব্রাহ্মণের উপনয়ন কর্ত্তা।

ব্রহ্মৌদন (ক্লী) ব্রহ্মণে দেয়মোদনং। যজ্ঞে ঋত্বিক্‌দিগকে দত্ত অন্ন।

"ব্রহ্মৌদনং বিশ্বজিতঃ পচামি শৃণ্বন্তু মে" (অথ০ ৪।৩৫।৭)
'ব্রাহ্মণেভ্যো দেয় ওদনো ব্রহ্মৌদনঃ তম্' (ভাষ্য)

ব্রাহুই (ব্রা-হো-ই) বেলুচিস্থানের পার্ব্বত্যদেশবাসী জাতি বিশেষ। খিলাতের খান্‌কেই তাহারা রাজা বলিয়া স্বীকার করে। তাহারা ব্রাহুইকি ভাষায় কথা কয়, ঐভাষা পারসী, পেস্তু বা বলুচী ভাষা হইতে স্বতন্ত্র *। ঝালাবার ও সারাবান প্রদেশে বহুসংখ্যক ব্রাহুইএর বাস। সাধারণতঃ তাহাদের মধ্যে ৭৫টী থাক আছে। প্রত্যেক থাকের উপর এক একজন সর্দ্দার (বদেরা) আধিপত্য করিয়া থাকে। ইহারা কোথাও স্থায়িভাবে বাস করে না। তোমান নামক পশমনির্ম্মিত তাম্বুই তাহাদের বাসগৃহ এবং শয়ন ও ভোজনোপযোগী পাত্রাদিই তাহাদের আসবাব্। সকলেই হানেফী সম্প্রদায়ভুক্ত সুন্নী মুসলমান। তাহাদের বিশ্বাস এই যে, স্বয়ং মহম্মদ বিশেষ অনুগ্রহপরবশ হইয়া তাহাদের ধর্ম্মকর্ম্ম পর্য্যবেক্ষণের জন্ত ৪০ জন সাধুকে পাঠাইয়া দেন। বলুচিস্থানের উত্তরদিগ্বর্ত্তী চিহল-তো নামক পর্ব্বতে উক্ত ৪০ জনের সমাধি আছে। উক্ত ৪০ জন ব্যতীত তাহাদের মধ্যে পীর, মোল্লা বা ফকির প্রভৃতি অপর সাধু-মুসলমান নাই। বহুশত হিন্দু এবং ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ী মুসলমানগণ এই পবিত্র পর্ব্বত পরিদর্শনে আসিয়া থাকেন।

পাঠান ও বলুচজাতি হইতে ইহাদের শারীরিক গঠন অনেক বিভিন্ন। কচ্ছ-গণ্ডাবের প্রখর সূর্য্যকর এবং পার্ব্বতীয় শীত ও হিম সহ্য করিয়া তাহারা স্বভাবতঃই বলশালী হইয়াছে।

* প্রত্নতত্ত্ববিদ্ মেসনের মতে এই জাতি পশ্চিম-এসিয়াখণ্ড হইতে বেলুচিস্থানের পার্ব্বত্যপ্রদেশে আসিয়া বাস করিয়াছে। ডাঃ কল্ডওয়েল তাহাদিগকে দ্রাবিড়বংশীয় ও ভূমধ্যসাগরের উপকূল হইতে আগত বলিয়া লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তিনি আরও অনুমান করেন যে, আর্য্য, শক ও তুর্কমঙ্গোলির প্রভৃতির ন্যায় দ্রাবিড়ীয়গণ উত্তরপশ্চিম পথে ভারতে প্রবেশলাভ করিয়াছিল। ব্রাহুইগণ বলে যে, তাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ হাব ও আলিপো নামক স্থান হইতে এদেশে আসিয়াছে। পটিঙ্গারের সাহেব তাহাদের ভাষায় প্রাচীন হিন্দু শব্দমালার প্রয়োগ পাইয়াছেন। তাঁহার ধারণা, ব্রাহুইগণ শক, তুরাণী বা তামিল শাখায় অন্তর্ভুক্ত হইবে। আলেকসন্দারের অনুগামী শক (Sakæ) সেনাগণ পারোপমিসাদ্ পর্ব্বত ও আরালহ্রদের মধ্যবর্ত্তী স্থান হইতে ভারতাভিমুখে আগমন করে, সিন্ধুপ্রদেশ হইতে তাহারা পুনরায় মুলাগিরিসঙ্কট অতিক্রম করিয়া বর্ত্তমান বাস ভূমিতে পদার্পণ করিয়াছে। এখন সেই আরালহ্রদের সমীপদেশে ঝালাবারের ব্রাহুইদিগের ন্যায় একটী অনুরূপ জাতির বাস দেখা যায়।

তাহারা কর্ম্মদক্ষ, কৃষিকার্য্য-নিরত, সহিষ্ণু, সংসাহসী, উদ্যমশীল, শিকারী ও যোদ্ধা। অর্থগৃধ্নু হইলেও তাহারা বিশ্বাসী, বিবাদশূন্য ও হিংসাবৃত্তিহীন।

শীত কিংবা গ্রীষ্ম ঋতুতে তাহাদের পরিচ্ছদ একই প্রকার থাকে। তাহারা মাথায় পাগ্‌ড়ী, গায় জামা, পরিধানে পায়জামা, কোমরে কোমরবন্ধ ও পদে চর্ম্মপাদুকা ব্যবহার করে। তরবারি, ঢালি ও বন্দুক ইহাদের প্রধান যুদ্ধাস্ত্র। ইংরাজরাজের বোম্বাই সেনাদলে অনেক ব্রাহুইসৈন্য কর্ম্ম করিতেছে।

খিলাতের খান্ স্বয়ং ব্রাহুই বংশীয়, কুম্বরাণী শাখায় প্রতিষ্ঠাতা কুম্বারের বংশধর। এই শাখায় অহ্মদজই, খানী ও কুম্বরাণী নামে তিনটী স্বতন্ত্র থাক আছে। কুম্বরাণীগণ অপর থাকদ্বয় হইতে কন্যা গ্রহণ করিয়া থাকে। খিলাতপাত ব্রাহুই জাতির প্রতিনিধিরূপে রাজনৈতিক-সম্বন্ধ রক্ষা করিয়া থাকেন।

ব্রাহ্ম (ক্লী) ব্রহ্মণ ইদং, ব্রহ্মন্ (তস্যেদং। পা ৪।৩।১২০) ইত্যণ্ (নস্তদ্ধিতে। পা ৬।৪।১৪৪) ইতি টিলোপঃ। ১ ব্রহ্মতীর্থ। এই তীর্থ বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের মূলে অবস্থিত। ব্রাহ্মণ আচমন করিবার সময় এই তীর্থে জল লইয়া আচমন করিবেন। হস্তের দক্ষিণে ও অঙ্গুষ্ঠের উত্তরে যে রেখা, উহাই ব্রাহ্মতীর্থ। ঐ রেখায় জল লইয়াই আচমন করিতে হয়।

"অন্তর্জানু শুচৌ দেশে উপবিষ্ট উদঙ্‌মুখঃ।
প্রাগ্ বা ব্রাহ্মেণ তীর্থেন দ্বিজো নিত্যমুপস্পৃশেৎ॥
অঙ্গুষ্ঠোত্তরতো রেখা যা পাণের্দক্ষিণস্য চ।
এতদ্‌ব্রাহ্মমিতি খ্যাতং তীর্থমাচমনায় বৈ॥" (আহ্নিকতত্ত্ব)

২ ব্রহ্মপুরাণ। (ত্রি) ৩ ব্রহ্মসম্বন্ধী।

"ব্রাহ্মস্য তু ক্ষপাহস্য যৎ প্রমাণং সমাসতঃ।" (মনু ১।৬৮)

ব্রহ্মদেবতাস্য ইতি ব্রহ্মন্ (সাস্য দেবতা। পা ৪।২।২৪) ইত্যন্, টিলোপঃ। ৪ ব্রহ্মদেবতাক অন্নাদি। (রঘু ১২।৯৭) (পুং) ব্রহ্মণোঽপত্যং পুমান্ ইতি অন্। ৫ নারদ। (জটাধর) ব্রহ্মণ ইবায়মিতি অন্। ৬ বিবাহবিশেষ, ব্রাহ্মবিবাহ। মহর্ষি মনু ব্রাহ্ম, প্রাজাপত্য, দৈব প্রভৃতি ৮ প্রকার বিবাহের উল্লেখ করিয়াছেন।

"আচ্ছাদ্য চার্চ্চয়িত্বা চ শ্রুতশীলবতে স্বয়ম্।
আহূয় দানং কন্যায়া ব্রাহ্মো ধর্ম্মঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥" (মনু ৩।২৭)

কন্যাকে বস্ত্রালঙ্কারাদি দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া বিদ্যা ও সদাচারসম্পন্ন বরকে স্বয়ং আমন্ত্রণ করত যথাবিধি অর্চ্চনাপূর্ব্বক যে কন্যা-সম্প্রদান, তাহাই ব্রাহ্ম বিবাহ বলিয়া কথিত।

•[বিস্তৃত বিবরণ বিবাহ শব্দে দেখ]

৭ মুহূর্ত্তবিশেষ, ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত, রাত্রির শেষ চারি দণ্ড।

৮ মনূক্ত রাজাদিগের ধর্ম্মবিশেষ।

"আবৃত্তানাং গুরুকুলাৎ বিপ্রাণাং পূজকো ভবেৎ।
নৃপাণামক্ষয়ো হ্যেষ ব্রাহ্মো ধর্ম্মঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥" (মনু)

রাজগণ গুরুকুল হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া ব্রাহ্মণদিগের পূজা করিবেন। ইহাতে রাজগণের অক্ষয়পুণ্য হইবে। ইহাই ব্রাহ্মধর্ম্ম। ৯ নক্ষত্র। ১০ ব্রহ্মসম্বন্ধী দিন।

ব্রাহ্মক (ত্রি) ব্রহ্মণা কৃতঃ কুলালাদিত্বাৎ বুঞ্। বিপ্রকৃত।

ব্রাহ্মকৃতেয় (পুং) ব্রহ্মকৃতের গোত্রাপত্য।

ব্রাহ্মগুপ্ত (পুং) ১ আয়ুধজাতি বর্গভেদ। স বর্গো যেষাং ত্রিগর্ত্তাদিত্বাৎ ছ। ২ ব্রাহ্মগুপ্তীয়-আয়ুধজাতিবর্গ ভেদযুক্ত।

ব্রাহ্মণ (পুং) ব্রহ্মণো বিপ্রস্য প্রজাপতের্বা অপত্যং, ব্রহ্ম বেদস্তমধীতে বা ব্রহ্মন্-অণ্ (ব্রাহ্মোঽজাতৌ। পা ৬।৪।১৭১) ইতি ন, টিলোপঃ। বিপ্র জাতিভেদ। ব্রাহ্মণস্বজাতি। পর্য্যায়—দ্বিজাতি, অগ্রজন্মা, ভূদেব, বাড়ব, বিপ্র। (অমর) দ্বিজ, সূত্রকণ্ঠ, জ্যেষ্ঠবর্ণ, অগ্রজাতক, দ্বিজন্মা, বক্ত্রজ, মৈত্র, বেদবাস, নর, গুরু (শব্দরত্না°) ব্রহ্মা, ষট্‌কর্ম্মা, দ্বিজোত্তম। (রাজনি°) ব্রাহ্মণ সকল বর্ণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। প্লক্ষদ্বীপে ইহাদের সংজ্ঞা হংস, শাল্মলদ্বীপে শ্রুতিধর, কুশদ্বীপে কুশল, ক্রৌঞ্চদ্বীপে গুরু, শাকদ্বীপে ঋতব্রত। পুষ্করদ্বীপে সকলই একবর্ণ। (ভাগ°) 'ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীৎ' (শ্রুতি) ব্রহ্মের মুখ হইতে ব্রাহ্মণ উৎপন্ন হন। মনুতে লিখিত আছে—

"লোকানান্তু বিবৃদ্ধ্যর্থং মুখবাহূরুপাদতঃ।
ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়ং বৈশ্যং শূদ্রঞ্চ নিরবর্ত্তয়ৎ॥" (মনু ১।৩১)

পরমেশ্বর পৃথিবীস্থিত লোকসমূহের বৃদ্ধির জন্য মুখ, বাহু, উরু ও পাদ হইতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণের সৃষ্টি করেন। ব্রাহ্মণকে সৃষ্টি করিয়া অধ্যাপন, অধ্যয়ন, যজন, যাজন, দান ও প্রতিগ্রহ এই ছয়টী কর্ম্ম নির্দ্দেশ করেন। এইজন্য ইঁহাদের একটী নাম ষট্‌কর্ম্মা।

"অধ্যাপনমধ্যয়নং যজনং যাজনং তথা।
দানং প্রতিগ্রহঞ্চৈব ব্রাহ্মণানামকল্পয়ৎ॥" (মনু ১।৮৮)

ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, ব্রাহ্মণ সকলের অগ্রে উৎপন্ন হন ও বেদধারণ করেন বলিয়া ধর্ম্মানুশাসনে ব্রাহ্মণই সৃষ্টপদার্থ সমুদায়ের প্রভু। দেবলোক ও পিতৃলোক হব্যকব্য প্রাপ্ত হইবেন এবং তদ্দ্বারা নিখিল জগৎ রক্ষা হইবে বলিয়া ব্রহ্মা তপস্যা করিয়া অগ্রে স্বীয় মুখ হইতে ব্রাহ্মণকে সৃষ্টি করেন। স্বর্গবাসী দেবগণ যাঁহার মুখে হবনীয় দ্রব্যসামগ্রী সদা ভোজন করিয়া থাকেন, শ্রাদ্ধাদিতে প্রদত্ত অন্নাদি পিতৃগণ যাঁহার মুখে গ্রহণ করেন, সেই ব্রাহ্মণ হইতে শ্রেষ্ঠ আর কে আছে? সৃষ্টপদার্থের মধ্যে যাহাদের

প্রাণ আছে, তাহারা শ্রেষ্ঠ, প্রাণিগণের মধ্যে যাহাদের বুদ্ধি আছে, তাহারা শ্রেষ্ঠ এবং বুদ্ধিজীবীদিগের মধ্যে আবার মনুষ্য শ্রেষ্ঠ ও মনুষ্যদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে যাহারা বিদ্বান্ তাঁহারা শ্রেষ্ঠ, বিদ্বান্‌দিগের মধ্যে যাহাদের কর্ত্তব্যবুদ্ধি জন্মিয়াছে, তাঁহারা শ্রেষ্ঠ, তাঁহাদিগের মধ্যে আবার অনুষ্ঠানকারী শ্রেষ্ঠ এবং অনুষ্ঠানকারীর মধ্যে ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম।

বিপ্রের যে শরীরোৎপত্তি, তাহা ধর্ম্মের শাশ্বত মূর্ত্তিমান্ অবস্থা। ধর্ম্মার্থে উপনীত হইয়া বিপ্র ব্রহ্মত্ব লাভ করেন। যখন ব্রাহ্মণ জন্মগ্রহণ করেন, তখন তিনি পৃথিবীতলে সর্ব্বোপরি প্রতিষ্ঠিত হন এবং ধর্ম্মসমূহ রক্ষার জন্য সর্ব্বজীবের ঈশ্বরত্বে ব্রতী হন। ত্রৈলোক্যান্তর্ব্বর্ত্তী সমুদায় ধনই বিপ্রের নিজস্ব। সর্ব্ববর্ণের শ্রেষ্ঠ এবং উৎকৃষ্ট স্থানজাত বলিয়া বিপ্রই সমুদায় সম্পত্তি প্রতিগ্রহের যোগ্যপাত্র। বিপ্র যাহা ভোজন করেন, পরিধান করেন বা দান করেন, তাহা পরকীয় হইলেও নিজস্ব। যেহেতু বিপ্রেরই অনুগ্রহ বলে অপরাপরলোকে ভোজনপানাদি দ্বারা জীবিত রহিয়াছে।

বিপ্র সদাই আচারানুষ্ঠানে যত্নবান্ থাকিবেন। আচারভ্রষ্ট হইলে বেদের ফলভোগী হইতে পারেন না। বিপ্র আচারযুক্ত হইয়া যদি বৈদিক অনুষ্ঠান করেন, তাহা হইলে বেদফলের সম্পূর্ণ ভাগী হইতে পারেন। (মনু ১ অ০)

মহাভারতে লিখিত আছে—ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যা গর্ভে ব্রাহ্মণ হইতে যে পুত্র হয়, সেই পুত্রও ব্রাহ্মণ হয়।

"ব্রাহ্মণ্যাং ব্রাহ্মণাজ্জাতো ব্রাহ্মণঃ স্যান্ন সংশয়ঃ।
ক্ষত্রিয়ায়াং তথৈব স্যাদ্ বৈশ্যায়ামপি চৈব হি॥"

(ভারত অনুশাসনপর্ব্ব ৪৭।২৭)

ব্রাহ্মণীর গর্ভে ব্রাহ্মণ হইতে যে জন্মগ্রহণ করে, সেই ব্রাহ্মণই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

মহাভারতে শান্তিপর্ব্বে বিপ্রের লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে,—যাহারা জাতকর্ম্মাদি সংস্কার দ্বারা সংস্কৃত, পরমপবিত্র ও বেদাধ্যয়নে অনুরক্ত হইয়া প্রতিদিন সন্ধ্যাবন্দনা, স্নান, জপ, হোম, দেবপূজা ও অতিথিসৎকাররূপ ষট্‌কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন এবং শৌচাচারপরায়ণ, নিত্য ব্রহ্মনিষ্ঠ, গুরুপ্রিয় ও সর্ব্বদা সত্যনিরত থাকেন, তাঁহারাই ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ কেবল সত্ত্বগুণপ্রধান। (ভারত শান্তিপ০ ১৮০ অ০)

বিপ্রের জীবিকা-প্রভৃতি বিষয়ে ভগবান্ মনু লিখিয়াছেন বিপ্র জীবিতকালের প্রথম চতুর্থভাগ গুরুসমীপে বাস করিয়া দ্বিতীয়ভাগে কৃতদার হইয়া স্বগৃহে অবস্থান করিবেন। যাহাতে কোন প্রাণীর কিছুমাত্র অনিষ্টাচরণ হয়, অথবা অভাবপক্ষে অল্পমাত্রই পীড়ন হয়, আপৎকাল ব্যতীত অন্যসময়ে এইরূপ বৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করা ব্রাহ্মণের বিধেয় নহে। সংসার-যাত্রা মাত্র চলিয়া যায়, এই লক্ষ্য রাখিয়া এবং শরীরকে কোনরূপ ক্লেশ না দিয়া বিপ্রের ধনসঞ্চয় করা কর্ত্তব্য। বিপ্র ঋত, অমৃত, মৃত, প্রমৃত বা সত্যানৃত দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিবেন, কিন্তু কদাচ শ্ববৃত্তি (চাকুরী) অবলম্বন করিবেন না। ঋত প্রভৃতির অর্থ এইরূপ,—ভূপতিত ধান্যাদির কণাসমূহ এক একটী করিয়া উচ্চয়নরূপ উঞ্ছবৃত্তি অথবা ধান্যাদির মঞ্জরী উচ্চয়নরূপ যে শিলবৃত্তি, এই উঞ্ছশিলবৃত্তিদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করার নাম ঋত। অযাচিতভাবে যাহা কিছু উপস্থিত হয়, তাহা অমৃতবৃত্তি। ভিক্ষাজীবনের নাম মৃতবৃত্তি। কৃষিজীবনের নাম প্রমৃত এবং বাণিজ্য দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহের নাম সত্যানৃত বৃত্তি।

এই সকল বৃত্তি দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহকারী ব্রাহ্মণ চারিশ্রেণীতে বিভক্ত, যথা কুশূল-ধান্যক, কুম্ভীধান্যক, ত্র্যৈহিক ও অশ্বস্তনিক। যে বিপ্র তিন বৎসর অনায়াসে চলিতে পারে, এইরূপ ধান্যাদি সঞ্চয় করিয়া রাখেন; তাঁহার নাম কুশূলধান্যক। এইরূপ বিপ্র সোমপান করিবার যোগ্য। যিনি এক বৎসরের উপযুক্ত ধান্যাদি সঞ্চয় করিয়া রাখেন, তাঁহার নাম কুম্ভীধান্যক। কাহারও কাহারও মতে ছয় মাস চলিতে পারে, এইরূপ ধান্যাদি সঞ্চয়কারীর নাম কুম্ভীধান্যক। তিন দিন চলিতে পারে, এইরূপ ধান্যাদিসঞ্চয়কারীর নাম ত্র্যৈহিক। যিনি আগামী কল্যের জন্যও কিছুমাত্র সঞ্চয় করেন না, প্রতিদিন সংগ্রহ করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করেন, তাঁহার নাম অশ্বস্তনিক। এই অশ্বস্তনিক বিপ্রই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তৎপরে ত্র্যৈহিক ও কুম্ভীধান্যক। কুশূলধান্যক ব্রাহ্মণের মধ্যে নিকৃষ্ট।

এই সকল বিপ্রের মধ্যে কেহ বা ঋতামৃতাদি ষট্‌কর্ম্মশালী, কেহ বা ত্রিকর্ম্মশালী, কেহ বা দ্বিকর্ম্মান্বিত, আবার কেহ কেবলমাত্র অধ্যাপনা দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করেন।

শিলোঞ্ছবৃত্তিপরায়ণ ব্রাহ্মণ ধনসাধ্য পুণ্যকর্ম্মে অক্ষম বলিয়া কেবলমাত্র অগ্নিহোত্রপরায়ণ হইবেন এবং পর্ব্ব ও অয়নান্তে যে সকল যজ্ঞ করিতে হয় অর্থাৎ দর্শপৌর্ণমাসাদি যজ্ঞ করিবেন। যাহা দম্ভাদিশূন্য ও সরল, যে জীবিকালাভে কিছুমাত্র শঠতা বা বঞ্চনা করিতে হয় না, যাহা অতিবিশুদ্ধ অর্থাৎ যাহাতে পাপের সংস্পর্শমাত্র নাই, বিপ্র এইরূপ জীবিকা যজনযাজনাদি দ্বারা সম্পন্ন করিবেন। সুখার্থী বিপ্র কেবলমাত্র সন্তোষ অবলম্বন করিয়াই ধনচেষ্টাদি হইতে বিরত থাকিবেন। যে হেতু সন্তোষই সুখের মূল ও অসন্তোষই দুঃখের কারণ।

গৃহস্থ ব্রাহ্মণগণ উপরোক্ত বৃত্তিসমুদয়ের মধ্যে কোন একটী বৃত্তি অবলম্বন করিয়া নিম্নোক্ত নিয়মসকল প্রতি-পালন করিবেন। বিপ্র যাবজ্জীবন নিরলস হইয়া স্ব স্ব আশ্রমবিহিত বেদোক্ত ও স্মার্ত্ত কর্ত্তব্যকর্ম্মসমুদায় সম্পাদন করিবেন। যে সকল বিষয়ে ইন্দ্রিয়গণের শীঘ্র আসক্তি হয়, এইরূপ কর্ম্ম, অথবা শাস্ত্রবিরুদ্ধ অযাজ্যযাজনাদি, ধন থাকিতে বা ধনাভাব হইলে যে কোন স্থল হইতে ধনসংগ্রহের চেষ্টা করা ব্রাহ্মণের বিধেয় নহে। ইচ্ছা করিয়া কোন ইন্দ্রিয়বিষয়ে আসক্ত হইবে না, ইন্দ্রিয়গণ কোন বিষয়ে আসক্ত হইলে মনোবল দ্বারা তাহাদিগকে নিবৃত্ত করাইতে হইবে। যে কোন উপার্জ্জন বেদাভ্যাসের বিরুদ্ধ, তাহা পরিত্যজনীয়। যে কোন প্রকারে পরিবার প্রতিপালন করিয়া প্রতিদিন স্বাধ্যায়কার্য্য সাধন করিতে পারিলেই বিপ্রের জীবন সফল হয়। যেমন বয়স, যেরূপ কর্ম্ম, যে পরিমাণ ধন, যে প্রকার বেদা-ধ্যয়ন ও যাদৃশ বংশমর্য্যাদা, বেশ, ভূষা, বাক্য ও বুদ্ধিকে তদনুরূপ করিয়া বিচরণ করাই বিধেয়। বিপ্র ঋষিযজ্ঞ অর্থাৎ বেদাধ্যয়ন, দেবযজ্ঞ অর্থাৎ হোম, ভূতযজ্ঞ, (ভূতবলি) মনুষ্যযজ্ঞ (অতিথিসংকার) ও পিতৃযজ্ঞ (শ্রাদ্ধ) এই পঞ্চ-যজ্ঞের সর্ব্বদা অনুষ্ঠান করিবেন। শক্তি থাকিলে এই সকল যজ্ঞানুষ্ঠান কদাচ পরিত্যাগ করিতে নাই। উদিত হোমকারী ব্রাহ্মণ দিবা ও রাত্রির প্রথমে এবং অনুদিত হোমকারী দিবা ও রাত্রির শেষে সর্ব্বদা অগ্নিহোত্রযজ্ঞ করিবেন। কৃষ্ণপক্ষ শেষ হইলে দর্শনামক-যজ্ঞ ও পূর্ণিমাতে পৌর্ণমাস যজ্ঞ, নূতন শস্য প্রস্তুত হইলে আগ্রহায়ণ যাগ, ঋতুপূর্ণ হইলে চাতুর্মাস্য যাগ এবং অয়নের প্রথমে পশুযাগ করা কর্ত্তব্য।

বেদবিরুদ্ধমার্গাবলম্বী, বর্ণান্তরবৃত্তিজীবী, বিড়ালব্রতী, বেদ-বিরুদ্ধতার্কিক ও বকব্রতী বিপ্রদিগকে বাক্য দ্বারা অর্চ্চনা করিবে না ; কিন্তু অন্নদানে নিষেধ নাই। স্নাতক ব্রাহ্মণ মুণ্ডন হইবে না, কিন্তু কেশ, নখ ও শ্মশ্রু কর্ত্তন করিবেন, সর্ব্বদা তপঃ-ক্লেশসহিষ্ণু হইবেন ও শুক্লবাস পরিধান করিবেন। ভিক্ষাদির সময় বেণুনির্ম্মিত যষ্টি ও শৌচ প্রস্রাবাদির জন্য জলপূর্ণ কমণ্ডলু সঙ্গে লইবেন। সূর্য্য উদিত হইতেছেন বা অস্ত যাইতেছেন, এইরূপ অবস্থায় সূর্য্যদর্শন করিতে নাই, রাহুগ্রস্ত সূর্য্য ও জলপ্রতিবিম্বিত সূর্য্য দেখা নিষিদ্ধ। বৎসবন্ধনের রজ্জু উল্লঙ্ঘন, বারিবর্ষণকালে দ্রুতগমন ও জলে স্বকীয় প্রতিবিম্ব দর্শন কদাচ কর্ত্তব্য নহে। এক বস্ত্র পরিধান করিয়া ভোজন, বিবস্ত্র হইয়া স্নান এবং পথে, ভস্মের উপর, গোচারণ স্থান, ফাল দ্বারা কর্ষিত ভূমি, জল, শ্মশানস্থ চিতা, দেবমন্দির, মৃত্তিকাস্তূপ ও গর্ত্ত এই সকল স্থলে মলমূত্র পরিত্যাগ করিতে নাই।

ব্রাহ্মণ মুখ দ্বারা ফুঁদিয়া অগ্নি জ্বালাইবেন না। সন্ধিবেলায় ভোজন,ভ্রমণ ও শয়ন নিষিদ্ধ। রেখাদি দ্বারা ভূমি খনন করিতে এবং পরিহিত মাল্য স্বয়ং খুলিতে নাই। যে গ্রামে অধিক সংখ্যক অধার্ম্মিক লোক বাস করে, তথায় শূদ্রবশবর্ত্তী জনপদে এবং বেদবহির্ভূত পাষণ্ডগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত দেশে ব্রাহ্মণ বাস করি-বেন না। যে সকল পদার্থের স্নেহময় সারভাগ বাহির করিয়া লওয়া হইয়াছে, তাহা ভোজন করিবেন না। যাহাতে দৃষ্ট ও অদৃষ্ট কোন ফল নাই, এইরূপ বৃথা চেষ্টা করিতে নাই। অঞ্জলি দ্বারা জলপান, উরুর উপরে রাখিয়া কোন দ্রব্য ভক্ষণ এবং প্রয়োজন না থাকিলে কোন বিষয়ে কুতূহলী হইতে নাই। অশাস্ত্রীয় নৃত্যগীত অথবা বাদিত্র-বাদন করিবে না। বাহুর ভিতরে বা উপরে হস্ততল দিয়া আস্ফোটন ধ্বনি, দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিয়া শব্দ বা অনুরাগ ভরে গর্দ্দভাদির ন্যায় চীৎকার ব্রাহ্মণের বিশেষ নিষিদ্ধ। কাংস্যপাত্রে পদ ধাবন, ভগ্নপাত্রে ভোজন অথবা যে পাত্রে আহার করিলে মনোভাব অপ্রশস্ত হয়, তাহাতে ভোজন করিবে না। অন্যের ব্যবহার্য্য চর্ম্মপাদুকা, বস্ত্র, উপবীত, অলঙ্কার, মালা ও কমণ্ডলু প্রভৃতি ব্যবহার করিতে নাই। আপনা আপনি নখ ও লোম ছেদন কিংবা দন্ত দ্বারা নখ উৎপাটন করিতে নাই।

ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে অর্থাৎ রাত্রির শেষপ্রহরে জাগরিত হইয়া ধর্ম্ম ও অর্থ এবং কিরূপ কায়ক্লেশে তাহা লভ্য, তদ্বিষয়ে চিন্তা করিবেন। বেদতত্ত্বার্থ পরব্রহ্মের নিরূপণ করিয়া শয্যা হইতে উঠিবেন। তৎপরে আবশ্যক মলমূত্র ত্যাগ করিয়া শুচি হইয়া সমাহিতমনে প্রাতঃস্নান, সন্ধ্যা ও গায়ত্রীজপ করিবেন। ইহাতে দীর্ঘায়ু, প্রজ্ঞা, যশ, কীর্ত্তি এবং ব্রহ্মতেজ লাভ হয়। ইত্যাদি। (মনুসংহিতার ৪র্থ অধ্যায়ে ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্যের বিস্তৃতবিবরণ লিখিত আছে, অতি সংক্ষিপ্তভাবে তদ্বিষয় লিখিত হইল। রঘুনন্দন আহ্নিক তত্ত্বেও ঐ সকল বিষয় সুশৃঙ্খলভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।)

ব্রাহ্মণের প্রতিদিন যথা নিয়মে সন্ধ্যাবন্দনাদি করা অবশ্য-কর্ত্তব্য। যদি কোন ব্রাহ্মণ মোহপ্রযুক্ত সন্ধ্যাবন্দনাদি না করেন, তাহা হইলে দেব ও পিতৃগণ তৎপ্রদত্ত পূজা ও শ্রাদ্ধাদি গ্রহণ করেন না এবং ঐ সকল ব্রাহ্মণ শূদ্রের ন্যায় দৈব ও পৈত্রকার্য্যে বর্জ্জনীয়।

"ন গৃহ্লন্তি সুরাস্তেষাং পিতরঃ পিণ্ডতর্পণম্।
স্বেচ্ছয়া চ দ্বিজাতেশ্চ ত্রিসন্ধ্যারহিতস্য চ ॥"
"নোপতিষ্ঠতি যঃ পূর্ব্বাং নোপাস্তে যস্তু পশ্চিমাং।
স শূদ্রবদ্বহিঃকার্য্যঃ সর্ব্বস্মাদ্দ্বিজকর্ম্মণঃ ॥"

(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু॰ প্রকৃতিখ॰ ২১ অ॰)

বেদান্তসারে লিখিত আছে—সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্যকর্ম। ইহা না করিলে প্রত্যবায় হয়। ইহার অনুষ্ঠানে দৈনন্দিন পাপ ক্ষয় হয়। "নিত্যানি, অকরণে প্রত্যবায়সাধনানি সন্ধ্যাবন্দনাদীনি" (বেদান্তসার)

ব্রাহ্মণের প্রতিদিন সন্ধ্যাকরণের ফল—

'যাবজ্জীবনপর্য্যন্তং যস্ত্রিসন্ধ্যং করোতি যঃ।
স চ সূর্য্যসমো বিপ্রস্তেজসা তপসা সদা॥
তৎপাদপদ্মরজসা সদ্যঃ পূতা বসুন্ধরা।
জীবন্মুক্তঃ স তেজস্বী সন্ধ্যাপূতো হি যো দ্বিজঃ॥
তীর্থানি চ পবিত্রাণি তস্য সংস্পর্শমাত্রতঃ।
ততঃ পাপানি যান্ত্যেব বৈনতেয়াদিবোরগাঃ॥"

(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু॰ প্রকৃতিখ॰ ২১ অ॰)

যে ব্রাহ্মণ যাবজ্জীবন ত্রিসন্ধ্যার অনুষ্ঠান করেন, তিনি সূর্য্যতুল্য তেজঃসম্পন্ন হয়েন। তাঁহার পাদপদ্ম-পরাগ দ্বারা পৃথিবী পবিত্রা হন এবং তৎসংস্পর্শে তীর্থসকল পূত ও পাপ সকল বিদূরিত হয়।

ব্রাহ্মণের নিন্দিতকর্ম—বিষ্ণুমন্ত্র পরিত্যাগ, ত্রিসন্ধ্যা-বর্জ্জন, একাদশী না করা, বিষ্ণুনৈবেদ্যভোজন, শূদ্রান্নভোজন, শূদ্রের শবদাহন, শূদ্রযাজন, কন্যাবিক্রয়, হরিনামবিক্রয় ও বিদ্যাবিক্রয় প্রভৃতি কর্ম্ম ব্রাহ্মণের পক্ষে নিন্দিত। ইহা ভিন্ন ধাবক, বৃষবাহক, বৃষলীপতি, অসিজীবী, মসীজীবী, অবীরান্নভোজী, ঋতুস্নাতান্নভোজক, ভগজীবী, বার্দ্ধুষিক, সূর্য্যোদয়ে দিবাভোজী, মৎস্যভোজী ও শালগ্রামশিলাপূজাদিরহিত ব্রাহ্মণ নিন্দিত।

(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু॰ প্রকৃতিখ॰ ২১)

"যদি শূদ্রাং ব্রজেদ্বিপ্রো বৃষলীপতিরেব সঃ।
স ভ্রষ্টো বিপ্রজাতেশ্চ চাণ্ডালাৎ সোঽধমঃ স্মৃতঃ॥"

(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু॰ প্রকৃতিখ॰ ২৭ অ॰)

যদি ব্রাহ্মণ শূদ্রাস্ত্রী গমন করেন, তবে তাহাকে বৃষলীপতি কহে। এই ব্রাহ্মণ চণ্ডালের অধম। এইরূপ ব্রাহ্মণের শ্রাদ্ধের পিণ্ড বিষ্ঠাসদৃশ, তর্পণ মূত্রতুল্য এবং তাহার কোটি জন্মার্জ্জিত তপস্যার ফল নষ্ট হয়।

ব্রাহ্মণের প্রতিগ্রহনিষেধ—কুরুক্ষেত্র, বারাণসী, বদরী, গঙ্গাসাগরসঙ্গম, পুষ্কর, ভাস্করক্ষেত্র, প্রভাস, রাসমণ্ডল, হরিদ্বার, কেদার, সোমতীর্থ, বদরপাচন, সরস্বতীনদীতীর, বৃন্দাবন, গোদাবরী, কৌশিকী, ত্রিবেণী ও নারায়ণক্ষেত্র, প্রভৃতি তীর্থসমূহে ব্রাহ্মণের প্রতিগ্রহ করিতে নাই।

(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু॰ প্রকৃতিখ॰ ২৭ অ॰)

পারিভাষিক মহাপাতকী ব্রাহ্মণ—

"শূদ্রসপ্তোত্রিকযাজী গ্রামযাজীতি কীর্ত্তিতঃ।
দেবোপজীবজীবী চ দেবলশ্চ প্রকীর্ত্তিতঃ॥

শূদ্রপাকোপজীবী যঃ সূপকারঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
সন্ধ্যাপূজাবিহীনশ্চ প্রমত্তঃ পতিতঃ স্মৃতঃ॥
এতে মহাপাতকিনঃ কুম্ভীপাকং প্রযান্তি তে॥"

(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু॰ প্রকৃতিখ॰ ২৭ অ॰)

৭ জন শূদ্রের অধিক যজনকারীর নাম গ্রামযাজী। এই গ্রামযাজীব্রাহ্মণ, দেবোপজীবী দেবল, শূদ্রের পাচক ব্রাহ্মণ এবং সন্ধ্যাদিবিহীন প্রমত্ত ব্রাহ্মণগণ মহাপাতকী বলিয়া গণ্য। এই সকল ব্রাহ্মণ কুম্ভীপাক নরকে গমন করিয়া থাকেন।

ব্রাহ্মণ প্রসন্নচিত্তে যে আশীর্ব্বাদ করেন, তাহা পূর্ণবত্সর।

"আশিষং কর্ত্তুমর্হতি প্রসন্নমনসা শিশুম্।
পূর্ণবত্সরং যাতো বিপ্রাশীর্বচনং ধ্রুবম্॥"

(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু॰ শ্রীকৃষ্ণ জন্ম খ॰ ১৩ অ॰)

ব্রাহ্মণ কর্ম্ম দ্বারা অপাঙ্‌ক্তেয় বা পঙ্‌ক্তিপাবন হইয়া থাকেন। অপাঙ্‌ক্তেয় ব্রাহ্মণ যথা—কিতব, ভ্রূণহা, যক্ষ্মী, পশুপালক, বার্দ্ধুষিক, গায়ক, সর্ব্ববিক্রয়ী, অগারদাহী, গরদ, কুণ্ডাশী, সোমবিক্রয়ী, সামুদ্রিক, রাজভৃত, তৈলিক, কূটকারক, পিতার সহিত বিবাদকারী, অভিশস্ত, স্তেন, শিল্পোপজীবী, পর্ব্বকার, সূচী, মিত্রদ্রোহী, পারদারিক পরিবিত্তি, দুশ্চর্ম্মা, গুরুতল্পগ, কুশীলব, দেবলক, ও নক্ষত্রজীবী, প্রভৃতি ব্রাহ্মণ অপাঙ্‌ক্তেয়, অর্থাৎ ইহাদের সহিত ভোজন করিতে নাই।

[পঙ্‌ক্তিপাবন ব্রাহ্মণের বিষয় 'পঙ্‌ক্তিপাবন শব্দে দ্রষ্টব্য]

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদিবর্ণত্রয়ের প্রণম্য। পুষ্পহস্ত, পয়োহস্ত, দেবহস্ত, তৈলাভ্যঙ্গিতবিগ্রহ, দেবগৃহস্থিত, ও দেবপূজার সময় ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিতে নাই।

"পুষ্পহস্তং পয়োহস্তং দেবহস্তঞ্চ ভূসুর।
ন নমেৎ ব্রাহ্মণং প্রাতস্তৈলাভ্যঙ্গিতবিগ্রহম্॥" ইত্যাদি।

(পদ্মপু॰ ক্রিয়াযোগ সা॰ ২ অ॰)

আততায়ী ব্রাহ্মণকে বধ করিলে কিছুমাত্র দোষ নাই।

(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু॰ গণপতি খ॰ ২৫ অ॰)

উপরে বিভিন্নশাস্ত্র হইতে ব্রাহ্মণের আচার ব্যবহার ও অনুষ্ঠেয় ব্রতকর্ম্মাদির বিষয় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ব্রহ্মের মানসকল্পে মানবাদি সৃষ্ট হইবার পরে, তাহাদের মধ্যে জাতি বিভাগ সংগঠিত হয়। ভারতবর্ষ ভিন্ন অপরাপর দেশের অধিবাসিগণ একজাতি বলিয়া গণ্য এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত। কিন্তু এই হিন্দুপ্রধান ভারতভূমে ব্রাহ্মণাদি-চারিজাতির বিভাগ আছে। মধ্য-এসিয়া হইতে যে সকল আর্য্য ঔপনিবেশিক প্রথমে ভারতাভিমুখে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে এরূপ বর্ণবিভাগ ছিল কি না, তাহার কোন প্রকৃষ্ট প্রমাণ নাই। আমরা ঋগ্বেদের পুরুষসূক্তে (১০।৯০।

১১-১২) দেখিতে পাই যে, পুরুষ বিভক্ত হইলে তাঁহার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন বাজসনেয় সংহিতা (১৪।২৮-৩৩), অথর্ব্ববেদ (১৫।১০।১-৩ ও ১৯।৬।৬), (তৈত্তিরীয় সংহিতা ৭।১।১।৪-৯), তৈত্তরীয়ব্রাহ্মণ (১।২।৬।৭ ও ৩।১২।৯।৩) এবং শতপথব্রাহ্মণের (২।১।৪।১৩) সূত্রে ব্রাহ্মণাদির উৎপত্তির উল্লেখ আছে। বেদ ভিন্ন মনুসংহিতা কূর্ম্মপুরাণ ও ভাগবত পুরাণেও পুরুষসূক্তানুসারে চারি জাতির উৎপত্তি কথা বর্ণিত হইয়াছে। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে (পূর্ব্বভাগ ৮।১৫৪-১৬০) "সর্ব্বভূতে ব্রহ্ম বিদ্যমান" এরূপ চিন্তাবৃত্তিধারী প্রজাগণ স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিলেন। বিষ্ণু, মৎস্য ও মার্কণ্ডেয় পুরাণেও ঠিক ঐরূপ লিখিত আছে। হরিবংশে শুদ্ধ সত্ত্বগুণ হইতে, মহাভারত আদিপর্ব্বে মনু হইতে ও শান্তিপর্ব্বে কৃষ্ণের মুখ হইতে এবং শ্রীমদ্ভাগবতে (৩৬.২৬-২৯) বিরাট্‌পুরুষের মুখ হইতে ব্রাহ্মণের উৎপত্তি হইয়াছিল, এরূপ উল্লেখ পাওয়া যায়। মুখ হইতে উৎপত্তি হেতু ব্রাহ্মণ সর্ব্ববর্ণের প্রথম ও গুরু হইয়াছিলেন।

পুরাণপ্রসঙ্গে আরও জানা যায় যে, পূর্ব্বে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতেন। ইঁহারা ক্ষত্রোপেত ব্রাহ্মণ নামে খ্যাত হইয়া ছিলেন *। বেদাদি গ্রন্থে ব্রাহ্মণের যজ্ঞাদিতে পৌরহিত্য করিবার উল্লেখ আছে।

(ঋক্ ১০।৯৮।৫ ও ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৭ম পঞ্চিকা)

ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণীতে উৎপন্ন সন্তান ব্রাহ্মণ হইবে। ব্রাহ্মণ যদি অনুলোমক্রমে হীন বর্ণের স্ত্রীতে সন্তান উৎপাদন করেন, তাহা হইলে সেই সন্তান মাতার হীনজাতিত্ব প্রযুক্ত তৎসদৃশ জাতি প্রাপ্ত হয়। উৎকৃষ্ট জাতি ব্রাহ্মণ হইতে শূদ্রকন্যাতে জাতসন্তান নিকৃষ্ট হইলেও সপ্তম জন্মে উৎকৃষ্ট জাতিত্ব অর্থাৎ ব্রাহ্মণত্ব লাভ করে। যাজ্ঞবল্ক্য লিখিয়াছেন,— সবর্ণের মধ্যে অনিন্দ্যবিবাহে যে পুত্র জন্মে, তাহাকে তজ্জাতীয় বলিয়া জানিবে। জাতির উৎকর্ষে পঞ্চম বা সপ্তম জন্মে (ব্রাহ্মণ্যলাভ), কিন্তু জীবিকার ব্যতিক্রমে পূর্ব্ববৎ অধর (প্রতিলোমজ) ও উত্তর (অনুলোমজ) হইয়া থাকে †। মহাভারতের অনুশাসন পর্ব্বে ১৪৩ অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে যে, ব্রাহ্মণধর্ম্ম অবলম্বনে জীবিকানির্ব্বাহকারী ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হয়। বনপর্ব্বের (২১১।১২-১৩) আমরা দেখিতে পাই, শূদ্রযোনিতে উৎপন্ন হইয়াও কোন ব্যক্তি যদি সদ্‌গুণ সকলের সেবা করে, তাহা হইলে তাহার বৈশ্যত্ব ও ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ হয়। এমন কি, একমাত্র সারল্য গুণে অভিনিবিষ্ট থাকিলে তাহার ব্রাহ্মণত্ব লাভ হইতে পারে *।

চাতুর্বর্ণ্যসমাজ গঠিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই ব্রাত্য ও সঙ্করগণের উৎপত্তি হয়। উপনয়নাদি সংস্কারবর্জ্জিত দ্বিজাতিগণ ব্রাত্য এবং যাহারা ভিন্নজাতীয় পিতামাতা হইতে উৎপন্ন, তাহারাই মিশ্র বা সঙ্করবর্ণ বলিয়া কথিত।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি মন্ত্রকৃৎ বা বেদস্তোতা ঋষিগণই ব্রহ্ম বা ব্রাহ্মণ বলিয়া সর্ব্ব প্রথমে পরিচিত হন। কোন ব্রাহ্মণের পরিচয় দিতে হইলে অগ্রে তাঁহার বেদ, গোত্র ও প্রবর জানা আবশ্যক। যে ঋষির বংশে যাঁহার জন্ম, সেই পূর্ব্বপুরুষপরিচায়ক ঋষিই তাঁহার গোত্র। ঋক্‌সংহিতায় যাঁহারা ঋষি, বৌধায়নাদির শ্রৌতগ্রন্থে সেই ঋষিগণের নামেই গোত্র নিরূপিত হইয়াছে। বৌধায়ন আশ্বলায়ন, কাত্যায়ন, আপস্তম্ব, সত্যাষাঢ়, ভরদ্বাজ ও লৌগাক্ষিপ্রভৃতিরচিত শ্রৌতগ্রন্থে প্রায় ৭ শত বিভিন্ন গোত্রের নাম দৃষ্ট হয়। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মণগণের মধ্যে বর্ত্তমানে প্রায় দুইশত গোত্র প্রচলিত আছে। প্রাচীন শিলালিপিতে অনেক লুপ্ত গোত্রের প্রমাণ আছে।

[বিস্তৃত বিবরণ গোত্র ও প্রবর শব্দে দেখ]

বহু প্রাচীনকালে বেদমন্ত্রদ্রষ্টা ব্রাহ্মণগণ ভারতে পদার্পণ করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী সময়েও শাকদ্বীপ হইতে ভারতে ব্রাহ্মণাগমন হইয়াছিল। বিভিন্ন স্থানের ব্রাহ্মণ বিবরণ তত্তৎ শব্দে লিখিত হইয়াছে।

মহারাজ আদিশূরের যজ্ঞে পশ্চিমাঞ্চল হইতে পাঁচ জন ব্রাহ্মণ বঙ্গে আনীত হন। রাজা বল্লালসেন ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে কৌলিন্য মর্য্যাদা স্থাপন করিয়া যান। ঘটক দেবীবর মেল বন্ধন দ্বারা শিথিলপ্রায় কৌলিন্যের পুনরায় দৃঢ়তা সম্পাদন করেন। এক্ষণে বাঙ্গালায় রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র, পাশ্চাত্য ও দাক্ষিণাত্য বৈদিক এবং শাকদ্বীপী ও অন্যান্য হীনবর্ণযাজী ব্রাহ্মণের বাস দেখা যায়। এতদ্ভিন্ন ভারতের অন্যত্রেও নানাশ্রেণীর ব্রাহ্মণের বাস আছে।

[দেবল, নম্বুরি, বৈদিক প্রভৃতি শব্দে দ্রষ্টব্য]

(ক্লী) ২ মন্ত্রেতর বেদভাগ। "তত্র ব্রাহ্মণস্য লক্ষণং নাস্তি কুতঃ ? বেদভাগানামিয়ত্তানবধারণেন ব্রাহ্মণভাগেষন্যভাগেষু চ লক্ষণস্যাব্যাপ্ত্যতিব্যাপ্তোঃ শোধয়িতুমশক্যত্বাৎ,

* হরিবংশ ১১ ও ৩২ অঃ, বিষ্ণুপুরাণ ৩।৮।১, ৪।২-৩ অঃ ও ৪।১৯।২১, ভাগবত ৯।২।২৩, ৯।২০।২৭ ও ৯।২১।২১ এবং ব্রহ্মাণ্ড, লিঙ্গ ও মৎস্যাদি পুরাণেও ঐরূপ উল্লেখ পাওয়া যায়। বিস্তৃত বিবরণ পুরু শব্দে এবং বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ব্রাহ্মণ-কাণ্ডে দ্রষ্টব্য।

† মিতাক্ষরায় বিজ্ঞানেশ্বর ইহার বিশদ ব্যাখ্যা দিয়াছেন।

* এখানে মহাভারতকার চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাজের আদিম অবস্থার কথা অবতারণা করিয়াছেন। চাতুর্বর্ণ্যসমাজের সেই শৈশবাবস্থায় আমরা শূদ্র কবষকে ব্রাহ্মণ ও বেদমন্ত্রপ্রকাশক ঋষি বলিয়া গণ্য হইতে দেখি। (ঐতরেয় ব্রা০ ২।৩।১)

পূর্ব্বোক্তমন্ত্রভাগ এবং, ভাগান্তরাণি চ কানিচিৎ পূর্ব্বৈরুদাহর্ত্তুং সংগৃহীতানি।

"হেতুর্নির্বচনং নিন্দা প্রশংসা সংশয়ো বিধিঃ।
পরক্রিয়া পুরাকল্পো ব্যবধারণকল্পনা॥"
(ঋগ্বেদ ভাষ্যোদ্ধৃত প্র০)

বেদের ব্রাহ্মণভাগের লক্ষণস্থির করা অতিদুরূহ, কারণ বেদভাগের ইয়ত্তার কোনরূপ অবধারণ না থাকায় ব্রাহ্মণভাগের অন্তভাগের লক্ষণের অব্যাপ্তি ও অতিব্যাপ্তি দোষ হয়। এইজন্য কোনরূপ নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ না করাই শ্রেয়ঃ। তবে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, মন্ত্রভাগ এক এবং ব্রাহ্মণভাগে হেতু, নির্বচন, নিন্দা, প্রশংসা, সংশয়, বিধি, পরক্রিয়া, পুরাকল্প ও ব্যবধারণ-কল্পনা প্রভৃতি উক্ত হইয়াছে। বেদ, মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ এই দুইভাগে বিভক্ত। বেদের মন্ত্রাতিরিক্ত ভাগই ব্রাহ্মণভাগ।
৩ বিষ্ণু (ভারত ১৩।১৪৯।৮৪) ৪ শিব। (ভারত ১৩।১৪৯।৮৪)
৫ অগ্নির নামান্তর (শতপথব্রা০ ১১।২।২) ৬ নক্ষত্রভেদ।

ব্রাহ্মণক (পুং) ব্রাহ্মণ কুৎসিতার্থে-কন্। কুৎসিত ব্রাহ্মণ, নিন্দিত ব্রাহ্মণ।

"এবমুক্তো ব্রাহ্মণঃ স্যাদন্যো ব্রাহ্মণকো ভবেৎ।"
(ভারত শান্তিপ০ ১৭১ অ০)

ব্রাহ্মণেন জাতিমাত্রেণ কায়তি কৈ-ক। ২ ব্রাহ্মণকৃত্যরহিত ব্রাহ্মণজাতি। সংজ্ঞায়াং কন্। ৩ আয়ুধজীবিব্রাহ্মণপ্রধান দেশ।

ব্রাহ্মণকল্প (পুং) ২ বেদের ব্রাহ্মণ ও কল্পভাগ। (ত্রি) ২ ব্রাহ্মণ সদৃশ।

ব্রাহ্মণকীয় (ত্রি) ব্রাহ্মণক-ছ (পা ৪।২।১০৪) ব্রাহ্মণকসম্বন্ধীয়।

ব্রাহ্মণকাম্যা (স্ত্রী) ব্রাহ্মণস্য কাম্যা ৬তৎ। ১ বিপ্রেচ্ছা। ২ ব্রাহ্মণ বিষয়।

"অষ্টৌ তান্যব্রতঘ্নানি আপো মূলং ফলং পয়ঃ।
হবির্ব্রাহ্মণকাম্যা চ গুরোর্বচনমৌষধম্॥" (প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব০)

ব্রাহ্মণঘ্ন (ত্রি) ব্রাহ্মণং হন্তিংহন ক। ব্রাহ্মণঘাতক।

"স্ত্রীবাল ব্রাহ্মণঘ্নাংশ্চ হন্যাদ্দ্বিট্সেবিনস্তথা॥" (মনু ৯।২৩২)

ব্রাহ্মণচক্ষুস্ (ক্লী) ব্রাহ্মণস্য সর্ব্বার্থপ্রকাশকত্বাৎ চক্ষুরিব। শ্রুতি ও স্মৃতি-ই ব্রাহ্মণের চক্ষু।

"শ্রুতিস্মৃতী চ বিপ্রাণাং চক্ষুষী দেবনির্ম্মিতে।
কাণস্তত্রৈকয়া হীনো দ্বাভ্যামন্ধঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥" (হারীত)

ব্রাহ্মণচণ্ডাল (পুং) ব্রাহ্মণশ্চাণ্ডাল ইব। শাস্ত্রনিষিদ্ধকর্ম্মকারী অপকৃষ্ট ব্রাহ্মণ।

"যত্ত তৎ কারয়েন্মোহাৎ সজাত্যা স্থিতয়ান্যয়া।
যথা ব্রাহ্মণচণ্ডালঃ পূর্ব্বদৃষ্টস্তথৈব সঃ॥" (মনু ৯।৮৭)

ব্রাহ্মণজাত (ক্লী) ১ ব্রাহ্মণবংশ সম্ভূত। ২ বিপ্র জাতি।

ব্রাহ্মণজাতীয় (ত্রি) ব্রাহ্মণ সম্বন্ধীয়।

ব্রাহ্মণজীবিকা (ত্রি) পৌরহিত্যরূপ যজনযাজনাদি এবং অধ্যাপনাদিরূপ উপজীবিকা।

ব্রাহ্মণতা (স্ত্রী) ব্রাহ্মণস্য ভাবঃ তল্, টাপ্। ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম। ব্রাহ্মণে কর্ত্তব্য কর্ম্ম। ২ ব্রাহ্মণত্ব।

"শূদ্রো ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চৈতি শূদ্রতাম্।
ক্ষত্রিয়াজ্জাতমেবন্তু বিদ্যাদ্বৈশ্যাৎ তথৈব চ॥" (মনু ১০।৬৫)

ব্রাহ্মণত্রা (অব্য০) ব্রাহ্মণায় দেয়ং ত্রাচ্। ব্রাহ্মণকে দেয়।

ব্রাহ্মণত্ব (ক্লী) ব্রাহ্মণস্য ভাবঃ ত্বল্। ব্রাহ্মণের ভাব বা ধর্ম্ম, ব্রাহ্মণতা। (মল্লিনাথকৃত কুমারসম্ভব টীকা ৬।৪০)

ব্রাহ্মণদারিকা (স্ত্রী) ব্রাহ্মণ কন্যা।

ব্রাহ্মণদ্বেষিন্ (ত্রি) ব্রাহ্মণের হিংসাকারী।

ব্রাহ্মণপথ (পুং) বেদের ব্রাহ্মণ বিশেষ। 'ন চায়ং ক্রমোহষ্টানাং ব্রাহ্মণপথানামন্যতমস্মিন্ ব্রাহ্মণপথে শ্রূয়তে'
(ঋক্প্রা০ ১১।৩৪)

ব্রাহ্মণপাল (পুং) রাজপুত্র ভেদ।

ব্রাহ্মণপ্রিয় (ত্রি) ব্রাহ্মণঃ প্রিয়ো যস্য। ১ বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।৮৪) ব্রাহ্মণস্য প্রিয়ঃ। ২ বিপ্রহিত।

ব্রাহ্মণব্রুব (পুং) ব্রাহ্মণবংশোৎপন্নতয়া বেদোক্তকর্ম্মাকুর্ব্বন্নপি আত্মানং ব্রাহ্মণং ব্রবীতীতি ব্রাহ্মণ ব্রূ-ক, বাহুলকাৎ ন বচ্যাদেশঃ। ব্রাহ্মণ জাতিমাত্রোপজীবী, বেদবিহিত কর্ম্মাদিহীন ব্রাহ্মণ। যে সকল ব্রাহ্মণ সংস্কৃত হইয়া অর্থাৎ উপনয়নাদি সংস্কারযুক্ত হইয়া নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্ম অথবা অধ্যয়ন ও অধ্যাপনাদি কোন কর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করে না, তাহাদিগকে ব্রাহ্মণব্রুব কহে। যাহারা ব্রাহ্মণ হইয়া ব্রাহ্মণের কোনরূপ কর্ত্তব্যই প্রতিপালন করে না এবং নিজেকে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দেয়।*

"সমমব্রাহ্মণে দানং দ্বিগুণং ব্রাহ্মণব্রুবে।
অধীতে শতসাহস্রমনন্তং বেদপারগে॥" (মনু ৭।৮৫)

* "বিপ্রঃ সংস্কারযুক্তো ন নিত্যং সন্ধ্যাদিকর্ম্ম যঃ।
নৈমিত্তিকন্তু নো কুর্য্যাৎ ব্রাহ্মণব্রুব উচ্যতে।
যুক্তঃ স্যাৎ সর্ব্বসংস্কারৈর্ব্বর্জ্জিত নিয়মব্রতৈঃ।
কর্ম্ম কিঞ্চিৎ ন কুরুতে বেদোক্তং ব্রাহ্মণব্রুবঃ॥
গর্ভাধানাদিভির্যুক্তস্তথোপনয়নেন চ।
ন কর্ম্মকৃৎ ন চাধীতে স জ্ঞেয়ো ব্রাহ্মণব্রুবঃ॥
অধ্যাপয়তি যো শিষ্যান্নাধীতে বেদমুত্তমম্।
গর্ভাধানাদিসংস্কারৈর্যুক্তঃ স্যাদ্ ব্রাহ্মণব্রুবঃ॥" (পাদ্মোত্তরখণ্ড ১০৯অ০)

ভগবান্ মনু লিখিয়াছেন, অব্রাহ্মণে দান করিলে তাহার তুল্যরূপ ফল হয়, ব্রাহ্মণব্রুবকে দান করিলে তাহার দ্বিগুণ, অধীত ব্রাহ্মণকে দান করিলে লক্ষগুণ এবং বেদপারগ ব্রাহ্মণকে দান করিলে অনন্ত গুণ ফল লাভ হইয়া থাকে।

ব্রাহ্মণভোজন (ক্লী) ব্রাহ্মণানাং ভোজনম্। ব্রাহ্মণদিগকে খাওয়ান। কোন দৈব বা পৈত্র্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে তাহার অঙ্গস্বরূপ ব্রাহ্মণভোজন করান অবশ্য বিধেয়। মনুতে ব্রাহ্মণ-ভোজনের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে,—

পঞ্চযজ্ঞান্তর্গত পিতৃযজ্ঞে পিতৃতৃপ্ত্যর্থ একটীও ব্রাহ্মণভোজন করান উচিত। বলিবৈশ্বে ব্রাহ্মণভোজনের আবশ্যক নাই।

দৈবকার্য্যে দুই ও পিতৃকার্য্যে তিনজন ব্রাহ্মণ অথবা দেব-পক্ষে এক এবং পিত্রাদি পক্ষেও একজন ব্রাহ্মণভোজন করাইতে হয়। সমর্থ হইলেও ইহা অপেক্ষা অধিক ব্রাহ্মণ ভোজন করান বিধেয় নহে। কারণ ব্রাহ্মণ বাহুল্য হইলে তাঁহাদের সেবা, দেশ, কাল, শুদ্ধাশুদ্ধ ও পাত্রাপাত্র বিচার প্রভৃতি সম্বন্ধে কোন নিয়ম ঠিক রাখা যায় না। এইজন্য ব্রাহ্মণ বাহুল্য নিষিদ্ধ। ব্রাহ্মণ দৈব ও পিতৃকার্য্যে এক একটী বেদবিদ্ ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবেন। বেদানভিজ্ঞ বহুতর ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলেও কোন ফল নাই। বেদপারগ ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধান করা আবশ্যক, অর্থাৎ তাঁহার পিতা পিতামহাদি, পূর্ব্বপুরুষগণেরও কিরূপ আভিজাত্যাদি গুণ ছিল, তাহা নিরূপণ করিবে। বংশপরম্পরাশুদ্ধ, বেদপারগ ব্রাহ্মণভোজনই প্রশস্ত। বেদনাভিজ্ঞ দশলক্ষ ব্রাহ্মণ যথায় ভোজন করে, সেই শ্রাদ্ধে বেদবিৎ একজন ব্রাহ্মণও ভোজন করিলে ঐ দশলক্ষ ব্রাহ্মণভোজনের ফল হইয়া থাকে। অজ্ঞ ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধে যে কয়টী গ্রাস ভোজন করে, পরলোকে তাঁহাকে ততগুলি উত্তপ্ত লোহপিণ্ড ভোজন করিতে হয়।

ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে কেহ আত্মজ্ঞাননিষ্ঠ, কেহ তপস্যা-পরায়ণ, কেহ বা তপস্যা ও অধ্যয়ন উভয়নিষ্ঠ এবং কেহ বা কর্ম্ম নিষ্ঠ। এই চারি প্রকার ব্রাহ্মণের মধ্যে আত্মজ্ঞাননিষ্ঠ ব্রাহ্মণ-কেই শ্রাদ্ধে ভোজন করাইবে। কিন্তু দৈবকর্ম্মে এই চারি প্রকার ব্রাহ্মণই ভোজনে প্রশস্ত। যাহার পিতা মূর্খ, অথবা যিনি স্বয়ং বেদপারগ বা যিনি নিজে মূর্খ ও পিতা বেদপারগ এই উভয়ের মধ্যে যাহার পিতা বেদপারগ তাহাকে ভোজন করাইলে অধিক ফল হয়। বেদপারগ ঋগ্বেদী ব্রাহ্মণ, সমুদায় শাখাধ্যায়ী যজুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণ, অথবা সামবেদী ব্রাহ্মণ, এই তিন বেদী ব্রাহ্মণের মধ্যে যে কোন বেদীয় ব্রাহ্মণকে ভোজন করান যাইতে পারে। শ্রাদ্ধে এইরূপ ব্রাহ্মণের অভাব হইলে, অনু-কল্পবিধানে কার্য্য সমাধান করিবে।

অনুকল্পবিধ—মাতামহ, মাতুল, ভাগিনেয়, শ্বশুর, গুরু, দৌহিত্র, জামাতা, মাতৃস্বসৃ, পিতৃস্বসৃ, পুত্রাদি, বন্ধু, পুরোহিত ও শিষ্য ইহাদিগকে ভোজন করাইতে হইবে। কেবল শ্রাদ্ধকর্ম্মেই এইরূপ ব্রাহ্মণ স্থির করা যাইতে পারে। তদ্ব্যতীত অন্য দৈব-ক্রিয়ার ব্রাহ্মণভোজনে এই সকল গুণাগুণ দেখিতে হয় না। কিন্তু নিম্নোক্ত নিন্দিত-ব্রাহ্মণকে কি দৈব, কি পৈত্র্য কোনরূপ কর্ম্মেই ভোজন করাইবে না। যে সকল ব্রাহ্মণ চুরি করে, যাহারা ক্লীব, নাস্তিক, বেদাধ্যয়নশূন্য ব্রহ্মচারী, চর্ম্মরোগ-গ্রস্ত, দ্যূতক্রীড়াপরায়ণ, বহুযাজী, চিকিৎসাব্যবসায়ী, প্রতিমা-পরিচালক, দেবল, বাণিজ্যোপজীবী, কুনখী, শ্যাবদন্ত অর্থাৎ কৃষ্ণবর্ণদন্তবিশিষ্ট, গুরুর প্রতিকূলাচরণকারী, শ্রৌত ও স্মার্ত্ত অগ্নিপরিত্যাগকারী, কুসীদজীবী, পশুপালক ইত্যাদি এবং আরও যে সকল নিন্দিত ব্রাহ্মণ আছে, তাহাদিগকে ভোজন করাইলে ব্রাহ্মণভোজনের ফল হয় না, বরং পাপ হইয়া থাকে।

(মনুসংহিতা ৩ অধ্যায়)

অধুনা শ্রাদ্ধে উক্ত গুণযুক্ত ব্রাহ্মণ পাওয়া যায় না বলিয়া কুশময় ব্রাহ্মণ প্রস্তুত করিয়া শ্রাদ্ধাদি নিষ্পন্ন করিতে হয়।

ব্রাহ্মণযজ্ঞ (পুং) ব্রাহ্মণমাত্রকর্ত্তৃকো যজ্ঞঃ মধ্যপদলোপি-কর্ম্মধা০। বিপ্রমাত্রকর্ত্তব্য সৌত্রামণীর যজ্ঞ। "ব্রাহ্মণযজ্ঞঃ সৌত্রামণ্যৃত্বিকামস্ত" (কাত্যা০ শ্রৌ০ ১৯।১।১)

ব্রাহ্মণযষ্টিকা (স্ত্রী) ব্রাহ্মণস্য যষ্টিরিব, ততঃ স্বার্থে সংজ্ঞায়াং বা কন্ অত ইত্বং। বৃক্ষবিশেষ, চলিত বামনহাটী। পর্য্যায়—ফঞ্জিকা, ব্রাহ্মণী, পদ্মা, ভার্গী, অঙ্গারবল্লী, বালেয়শাক, বর্ব্বর, বর্দ্ধক, ব্রহ্মযষ্টি, কঞ্জীকা, যষ্টী, ব্রহ্মযষ্টিকা, দুর্ব্বরা, অঙ্গারবল্লরী, বালেয়, ব্রাহ্মিকা, ভৃগুভবা, পথ্যা, খরশাক, হঞ্জীকা। ইহার গুণ—রুক্ষ, কটু, তিক্ত, রুচিকর, উষ্ণ, পাচন, লঘু, দীপন, গুল্ম, রক্ত, শোথ, কাস, কফ, শ্বাস, পীনসরোগ, জ্বর ও বায়ুনাশক। (ভাবপ্র০) ২ বিপ্রদণ্ড।

ব্রাহ্মণযষ্টী (স্ত্রী) ব্রাহ্মণস্য যষ্টীব। ভার্গী। (রাজনি০)

ব্রাহ্মণলক্ষণ (ক্লী) ব্রাহ্মণস্য লক্ষণম্। বিপ্রের অসাধারণ ধর্ম্মভেদ।

"যোগস্তপো দমো দানং সত্যং শৌচং দয়া শ্রুতম্।
বিদ্যা বিজ্ঞানমাস্তিক্যমেতদ্ ব্রাহ্মণলক্ষণম্॥" (বশিষ্ঠ)

যোগ, তপস্যা, দম, দান, সত্য, শৌচ, দয়া, শাস্ত্রজ্ঞান, ও আস্তিক্য এই সকল ব্রাহ্মণের লক্ষণ।

ব্রাহ্মণবধ (পুং) ব্রাহ্মণস্য বধঃ। ব্রাহ্মণহত্যা।

"কামতো ব্রাহ্মণবধে নিষ্কৃতির্ন বিধীয়তে॥" (মনু ১১।৮৯)

ব্রাহ্মণবৎ (ত্রি) ১ ব্রাহ্মণতুল্য। ২ ব্রাহ্মণযুক্ত। ৩ বেদের ব্রাহ্মণ-নির্দ্দিষ্ট বিধির অনুরূপ।

ব্রাহ্মণবর (পুং) ১ ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ। ২ রাজপুত্রভেদ।
(কথাসরিৎসাগর ৩৫।৩২)

ব্রাহ্মণবর্চ্চস (ক্লী) ব্রহ্মণস্য বর্চ্চঃ ততোঽচ্ সমাসান্তঃ। ব্রাহ্মণের তেজ। [ব্রহ্মবর্চ্চস দেখ]

ব্রাহ্মণশস্ত্র (ক্লী) ব্রাহ্মণস্য শস্ত্রমিব তৎকার্য্যকারিত্বাৎ। অভিচারাদিমন্ত্রোচ্চারণাত্মক বিপ্রবাক্য। ব্রাহ্মণ যে মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া অভিচারাদি কার্য্য সম্পন্ন করেন, ঐ বাক্য শস্ত্রের ন্যায় কার্য্য করে বলিয়া ব্রাহ্মণশস্ত্র নামে অভিহিত।

"বাক্ শস্ত্রং বৈ ব্রাহ্মণস্য তেন হন্যাদরীন্ দ্বিজঃ।" (মনু)
'যস্মাদভিচারমন্ত্রোচ্চারণাত্মিকা ব্রাহ্মণস্য বাগেব শস্ত্রং শস্ত্রসাধ্যকার্য্যকারি' (কুল্লুক)

ব্রাহ্মণসম (পুং) ব্রাহ্মণস্য সমঃ। ক্রিয়ারহিত বিপ্র, ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্যকর্ম্মপরিত্যাগী ব্রাহ্মণ।

"ব্রহ্মবীজসমুৎপন্নো মন্ত্রসংস্কারবর্জ্জিতঃ।
জাতিমাত্রোপজীবী চ স ভবেৎ ব্রাহ্মণঃ সমঃ॥" (ব্যাস)

ব্রহ্মবীজে জন্মগ্রহণ করিয়া মন্ত্র ও সংস্কারাদিবর্জ্জিত হইলে তাহাকে ব্রাহ্মণসম কহে।

ব্রাহ্মণসাৎ (অব্য॰) ব্রাহ্মণাধীনং করোতি ব্রাহ্মণ-সাতি। যাহা ব্রাহ্মণের অধীনে আছে।

ব্রাহ্মণস্পত্য (ত্রি) বৃহস্পতির কার্য্য।

ব্রাহ্মণহিত (ত্রি) ব্রাহ্মণস্য হিতঃ। ব্রাহ্মণের হিতকারী। পর্য্যায়—ব্রাহ্মণ্য। (জটাধর)

ব্রাহ্মণাচ্ছংসিন্ (পুং) ব্রাহ্মণে মন্ত্রেতরবেদভাগে বিহিতানি শাস্ত্রাণি উপচারাৎ ব্রাহ্মণানি তানি শংসতি 'দ্বিতীয়ার্থে পঞ্চম্যুপসংখ্যানং' ইতি অলুক্। সোমযজ্ঞে ব্রহ্মরূপ ঋত্বিকের সহকারী ঋত্বিক্‌ভেদ।

"তস্মাদৈন্দ্রং ব্রাহ্মণাচ্ছংসী প্রাতঃ সবনে শংসতি"
(ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৬।৪)

ব্রাহ্মণাচ্ছংসীয় (ত্রি) ব্রাহ্মণাচ্ছংসিনো ভাবঃ 'হোত্রাভ্যশ্ছ,' ইতি ছ। ব্রাহ্মণাচ্ছংসীর ভাব বা কর্ম্ম। (সাংখ্যা॰ ব্রা॰৩০।৯)

ব্রাহ্মণাচ্ছংস্য (ত্রি) ব্রাহ্মণাচ্ছংসিসম্বন্ধীয়।

ব্রাহ্মণাদি (পুং) ভাব ও কর্ম্মে ষ্যঞ্ প্রত্যয় নিমিত্ত পাণিন্যুক্ত শব্দগণ। গণ যথা—ব্রাহ্মণ, বাড়ব, মাণব, চোর, ধূর্ত্ত, আরাধয়, বিরাধয়, অপরাধয়, উপরাধয়, একভাব, দ্বিভাব, ত্রিভাব, অন্যভাব, অক্ষেত্রজ্ঞ, সংবাদিন্, সংবেশিন্, সংভাষিন্, বহুভাষিন্, শীর্ষঘাতিন্, বিঘাতিন্, সমস্থ, বিষমস্থ, পরমস্থ, মধ্যমস্থ, অনীশ্বর, কুশল, চপল, নিপুণ, পিশুন, কুতূহল, ক্ষেত্রজ্ঞ, মিশ্র, বালিশ, অলস, দুষ্পুরুষ, কাপুরুষ, রাজন্, গণপতি, অধিপতি, গড়ুল দায়াদ, বিশস্তি, বিষম, বিপাত, নিপাত। (পাণিনি)

ব্রাহ্মণায়ন (পুং) ব্রাহ্মণস্যাপত্যং নড়াদিভ্যঃ ফক্। (পা ৪।১।৯৯) ব্রাহ্মণের গোত্রাপত্য, শুদ্ধবংশজাত বিপ্র। (ত্রিকা॰)

ব্রাহ্মণিক (ত্রি) ব্রাহ্মণস্য মন্ত্রেতরবেদভাগস্য ব্যাখ্যানো-গ্রন্থঃ ঠক্। মন্ত্রেতর বেদভাগ ব্যাখ্যান গ্রন্থ।

ব্রাহ্মণী (স্ত্রী) ব্রাহ্মণ স্ত্রিয়াং ঙীষ্। ১ ব্রাহ্মণপত্নী।

"ব্রাহ্মণীং যদ্যগুপ্তাস্তু গচ্ছেতাং বৈশ্যপার্থিবৌ।
বৈশ্যং পঞ্চশতং কুর্য্যাৎ ক্ষত্রিয়ন্তু সহস্রিণম্॥" (মনু ৮।৩৭৬)

মনুতে ব্রাহ্মণীগমনের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—

শূদ্র অরক্ষিতা ব্রাহ্মণী-গমন করিলে তাহার লিঙ্গচ্ছেদ ও সর্ব্বস্বহরণ এবং ভর্ত্ত্রাদি কর্ত্তৃক রক্ষিতা ব্রাহ্মণীগমনে তাহার বধ ও সর্ব্বস্বহরণ দণ্ড বিধেয়। বৈশ্য যদি রক্ষিতা ব্রাহ্মণী গমন করে, তবে উহার এক বৎসর কারাবরোধ ও সর্ব্বস্বহরণ দণ্ড হইয়া থাকে। ক্ষত্রিয় ঐরূপ করিলে উহার সহস্র পণদণ্ড এবং গর্দ্দভমূত্র দ্বারা মস্তক মুণ্ডন বিধেয়। বৈশ্য বা ক্ষত্রিয় যদি অরক্ষিতা ব্রাহ্মণীগমন করে, তাহা হইলে বৈশ্যের ৫০০ শত পণ এবং ক্ষত্রিয়ের ১০০০ পণ দণ্ড হইবে। বৈশ্য বা ক্ষত্রিয় গুণবতী রক্ষিতা-ব্রাহ্মণীগমন করিলে শূদ্রবৎ দণ্ড হইবে। ব্রাহ্মণ বলপূর্ব্বক রক্ষিতা-ব্রাহ্মণীগমন করিলে সহস্র পণ দণ্ড আর সকামা ব্রাহ্মণী গমনে ৫০০ শত পণদণ্ড দিবেন। (মনু ৮অ॰)

"কুলটা বিপ্রপত্নীনাং গমনে শূদ্রবিপ্রয়োঃ।
ব্রহ্মহত্যাষোড়শাংশং পাতকন্তু ভবেৎ ধ্রুবম্॥"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু॰ প্রকৃতি খ॰ ৪৫ অ॰)

কুলটা ব্রাহ্মণীগমনেও ব্রহ্মহত্যার ১৬ ভাগের একভাগ পাতক হয়। ২ বুদ্ধি। মহাভারতে 'বুদ্ধি' পারিভাষিক ব্রাহ্মণীরূপে উক্ত হইয়াছে।

"ক নু সা ব্রাহ্মণী কৃষ্ণ! কচাসৌ ব্রাহ্মণর্ষভঃ।
যাভ্যাং সিদ্ধিরিয়ং প্রাপ্তা তাবুভৌ বদ মেঽচ্যুত॥
মনো মে ব্রাহ্মণং বিদ্ধি বুদ্ধিং মে বিদ্ধি ব্রাহ্মণীম্।
ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি যশ্চোক্তঃ সোঽহমেব ধনঞ্জয়ঃ॥"
(ভারত ১৪।৩৪।১১-১২)

৩ তীর্থবিশেষ। এই তীর্থে গমন করিয়া স্নানদানাদি করিলে পদ্মবর্ণ যান দ্বারা ব্রহ্মলোকে গতি হয়। (ভারত ৩।৮৪।৫৪)

ব্রাহ্মণীত্ব (ক্লী) ব্রাহ্মণী ভাবে ত্ব। ব্রাহ্মণীর ভাব বা ধর্ম্ম।

ব্রাহ্মণ্য (ক্লী) ব্রাহ্মণানাং সমূহঃ ব্রাহ্মণ (ব্রাহ্মণমানববাড়বাদ্যৎ। পা ৪।২।৪২) ইতি যৎ। ব্রাহ্মণসমূহ। ২ ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম, বিপ্রত্ব।

"শূদ্রাং শয়নমারোপ্য ব্রাহ্মণো যাত্যধোগতিম্।
জনয়িত্বা সুতং তস্যাং ব্রাহ্মণ্যাদেব হীয়তে॥" (মনু ৩।১৭)

ব্রাহ্মণ শূদ্রাতে পুত্রোৎপাদন করিলে তাঁহার ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের হানি হয়। (পুং) ৩ শনিগ্রহ। (শব্দমা॰)

ব্রাহ্মদণ্ড (পুং) ব্রহ্মার হস্তস্থিত দণ্ড। ২ ব্রহ্মাস্ত্রভেদ।

ব্রাহ্মদত্তায়ন (পুং) ব্রহ্মদত্ত-নড়াদিত্বাৎ ফক্ (পা ৪।১।৯৯) ব্রহ্মদত্তের অপত্য।

ব্রাহ্মপ্রাজাপত্য (ত্রি) ব্রহ্মপ্রজাপতি-সম্বন্ধীয়।

ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত (পুং) ব্রাহ্মো ব্রহ্মদেবতাকো মুহূর্ত্তঃ। অরুণোদয় কালের প্রথম দণ্ডদ্বয়।

"রাত্রেশ্চ পশ্চিমে যামে মুহূর্ত্তো ব্রাহ্ম উচ্যতে।"

'পশ্চিমে যামে শেষার্দ্ধপ্রহরে ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত ইতি মদনপারিজাতাৎ তত্রাপি সূর্য্যোদয়াৎ প্রাক্ অর্দ্ধ-প্রহরে যৌ মুহূর্ত্তৌ তত্রাদ্যো ব্রাহ্মঃ দ্বিতীয়ো রৌদ্রঃ।' (আহ্নিক তত্ত্ব)

ব্রাহ্মরাতি (পুং) যাজ্ঞবল্ক্যের গোত্রাপত্য।

ব্রাহ্মসমাজ, হিন্দুশাস্ত্রসম্মত ধর্ম্মসম্প্রদায় বিশেষ। একমাত্র পরব্রহ্মের উপাসনাই তাঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' ভিন্ন তাঁহারা অন্যদেবতার প্রকৃত অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। বরং সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহারা সর্ব্বত্রই 'ব্রহ্ম বিদ্যমান' এই তত্ত্ববাক্যের দোহাই দিয়া কালী দুর্গা প্রভৃতি দেবতার প্রতি ভক্তি-প্রদর্শন করিতে কুণ্ঠিত হয়েন না। এক ব্রহ্ম ব্যতীত জগতে আর দ্বিতীয় মূলশক্তি নাই, ইহা শুদ্ধ অদ্বৈতবাদীদিগের মত। মহাত্মা রামমোহন রায়ের প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মমত তাহারই অনুরূপ*। 'ওঁম্ তৎ সৎ' ইহাদের মূলমন্ত্র।

ব্রাহ্মসমাজের উৎপত্তি-প্রকরণ তৎপ্রতিষ্ঠাতা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনীসহ এতই বিজড়িত যে, তাঁহার জীবনী আলোচনা ব্যতীত উহার প্রকৃতি-নিরূপণ করা সুকঠিন। অতএব এই ধর্ম্মসমাজ স্থাপনা-প্রসঙ্গে তৎপ্রবর্ত্তকের কতক জীবনী বিবৃত হউক।

হুগলীজেলার দক্ষিণ-বিভাগে খানাকুল গ্রামের সংলগ্ন রাধানগর নামে একখানি গণ্ডগ্রাম আছে, সেই রাধানগর গ্রামে রামমোহন রায়ের জন্ম হয়। তাঁহার জন্ম-বৎসর লইয়া মতভেদ আছে। কেহ ১৭৭৪ এবং কেহ বা ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্মকাল নিরূপণ করিয়া থাকেন। রামমোহন রায় শাণ্ডিল্যগোত্রীয় বন্দ্যোপাধ্যায়বংশীয় সুরুই-মেলের রাঢ়ীয় কুলীনব্রাহ্মণ। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা মুসলমান নবাব-সরকারে প্রতিপত্তিশালী ছিলেন, তাহাতে 'রায়' উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। রামমোহন ইংরাজদিগের প্রথম অধিকারকালে কালেক্টরীর দেওয়ানপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। তদবধি তাঁহাকে দেওয়ান রামমোহন রায় বলা যাইত। শেষে দ্বিতীয় পেন্সন-প্রাপ্ত সম্রাট্ রাজা উপাধি দিয়া আপনার পেন্সনবৃদ্ধির নিমিত্ত তাঁহাকে ইংলণ্ডে প্রেরণ করেন। তাহাতে শেষজীবনে তিনি রাজা রামমোহন রায় নামেই প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন।

রামমোহন রায়ের পিতৃকুল পৌরাণিকমতের বৈষ্ণব এবং মাতৃকুল তান্ত্রিকমতের শক্তি-উপাসক। উক্ত উভয়কুলের আত্মীয়বর্গের স্ব স্ব ধর্ম্মমতে নিষ্ঠাবত্তার বিশেষ খ্যাতি ছিল। রামমোহন প্রথমবয়সে পিতৃকুলের আচরিত বৈষ্ণবধর্ম্মে পরমভক্তিমান্ ছিলেন। কথিত আছে, তিনি প্রত্যহ শ্রীমদ্ভাগবতের এক অধ্যায় পাঠ না করিয়া জলগ্রহণ করিতেন না। তদ্ভিন্ন তাঁহার ২২টী পুরশ্চরণ-ক্রিয়ার কথা শুনা যায়।

রামমোহন স্বগ্রামে বাঙ্গালা ও পারসী শিক্ষা করিয়া আরবী শিক্ষার নিমিত্ত পাটনানগরে প্রেরিত হয়েন। পরে সংস্কৃতশিক্ষার নিমিত্ত কাশীতে গমন করেন। রামমোহন সামান্য জ্ঞানলাভে পরিতৃপ্ত হন নাই। তিনি ঐ সকল ভাষায় উচ্চতম বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকগ্রন্থসকল অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। যখন বয়স পঞ্চদশ বৎসর মাত্র, তখন তিনি তিনটী ভাষায় ব্যুৎপন্ন এবং শাস্ত্রার্থের মর্ম্ম একপ্রকার অবগত হইয়াছিলেন। তাঁহার লব্ধজ্ঞান হৃদয়কুটীরে সংকীর্ণ হইয়া থাকিবার নহে। তাঁহার বিচারও পল্লবগ্রাহিতামাত্র ছিল না। তিনি যে ব্রহ্মবিচার আরম্ভ করিলেন, তাহাতে প্রশ্ন থাকিল যে,তবে আমরা বহু দেবতার আরাধনা ও পরিচ্ছিন্ন মূর্ত্তিসকল পূজা করি কেন? রামমোহন রায়ের প্রাণস্পর্শী এই বিচার উত্তরোত্তর প্রবল হইতে লাগিল। এ বিষয়ে তাঁহার পিতার সহিতও তর্কবিতর্ক চলিয়াছিল। পুত্রের ঈদৃশ ব্যবহারে পিতা ক্রুদ্ধ হইলেন। পিতার কোপ দেখিয়া পুত্রও বিমর্ষভাবাপন্ন হইয়া পড়িলেন। কিন্তু তিনি সহজে নিরস্ত হইলেন না। অধিকতর জ্ঞান উপার্জ্জনের নিমিত্ত তিনি দেশভ্রমণে বহির্গত হইলেন। এই যাত্রায় রামমোহন তিব্বত পর্য্যন্ত গিয়া বৌদ্ধলামাদিগের ধর্ম্মতত্ত্ব জানিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ৩।৪ বৎসরের পরে তিনি গৃহে প্রত্যাগত হয়েন। কিন্তু ধর্ম্মের সারতত্ত্বনির্ণয় তাঁহার জীবনের প্রধানকর্ম্ম হইয়া উঠিয়াছিল। সুতরাং তিনি গৃহবাসে কালযাপন না করিয়া পুনরায় কাশীধামে

---

* মহাত্মা রামমোহন রায় যে ব্রাহ্মমত প্রচার করিয়া যান, তাহা সম্পূর্ণরূপে শাস্ত্রানুমোদিত কি না, একথার মীমাংসা আমরা করিতে চাহি না। কিন্তু তিনি বেদান্ত ও উপনিষদাদি হইতে যে ধর্ম্মমত ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, তাহার অধিকারির সাধারণের পক্ষে কতদূর সম্ভবপর তৎসম্বন্ধে বেদান্তসারে লিখিত হইয়াছে যে,—'অধিকারী তু বিধিবদধীতবেদবেদাঙ্গত্বেনাপাততোঽধিগতাখিল বেদার্থোঽস্মিন্ জন্মনি জন্মান্তরে বা কাম্যনিষিদ্ধবর্জ্জনপুরঃসরং নিত্যনৈমিত্তিক-প্রায়শ্চিত্তোপাসনানুষ্ঠানেন নির্গতনিখিলকল্মষতয়া নিতান্তনির্ম্মলস্বান্তঃ সাধন-চতুষ্টয়সম্পন্নঃ প্রমাতা।' সে যাহাই হউক, তাঁহার পবিত্র মতবাদ্তি যে কাল-প্রাবল্যে দুষ্ট ভাবাপন্ন হইয়াছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। এখন কোন কোন গ্রন্থের মধ্যে অনেকগুলি খৃষ্টানী হাবভাব বিমিশ্রিত দেখা যায়।

প্রস্থান করিলেন। এখানে বেদান্তাদিশাস্ত্রের প্রগাঢ় আলোচনায় যে ব্রহ্মতত্ত্ব জানিতে পারিলেন, তাহার সহিত প্রচলিত ধর্ম্মসকলের বহু অন্তর দেখিয়া, সেই ব্রহ্মতত্ত্ব উদ্দীপনার নিমিত্ত তিনি প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। তখন তাঁহার বয়ঃক্রম প্রায় ২৫ বৎসর।

অতঃপর রামমোহন ইংরাজীশিক্ষা আরম্ভ করিলেন। বিশেষ উদ্যমের সহিত তিনি নূতনভাষা শিক্ষায় মনোনিবেশ করিলেও তৎকালে তাঁহার চিত্ত সেই ব্রহ্মতত্ত্ব চিন্তায় বিপ্লাবিত হইয়াছিল; সুতরাং ইংরাজী ভাষা আয়ত্ত করিতে তাঁহার অধিক বিলম্ব হইতে লাগিল।

১৮০৩ খৃষ্টাব্দে রামমোহনের পিতা রামকান্ত রায়ের মৃত্যু হয়। তখন তিনি অর্থসঙ্গতির নিমিত্ত ইংরাজরাজ সরকারে কর্ম্ম করিতে অভিলাষী হন। ১৮০৪ হইতে ১৮১৪ পর্য্যন্ত তাঁহার চাকরীর অবস্থা। শেষ কয়েক বৎসর তিনি কালেক্টরীর দেওয়ান হইয়াছিলেন।

তখনকার দেওয়ান পদের কার্য্য কি প্রকার ছিল, তাহা আমরা এক্ষণে ঠিক বুঝিতে পারি না। স্বভাবতঃ তিনি অত্যন্ত পরিশ্রমী ছিলেন এবং স্বীয় তীক্ষ্ণবুদ্ধিপ্রভাবে অচিরকালমধ্যেই তিনি জটিল বিষয়সকলের মীমাংসা করিয়া ফেলিতেন। তাহাতে তাঁহার সরকারীকার্য্যনির্ব্বাহের পর অন্যকর্ম্ম করিবার যথেষ্ট অবকাশ থাকিত। সেই সময়ে তিনি ধর্ম্মের আলোচনা করিতে সবিশেষ মনোনিবেশ করিতেন। এক্ষণে তাঁহার তত্ত্বানুসন্ধিৎসার সহিত তাঁহার অর্থশক্তি ও পদমর্য্যাদার যোগ হইল। তাহাতে ভারতের নানাসম্প্রদায়ের লোকের সহিত তাঁহার সমাগম ও শাস্ত্রচর্চ্চার বহু সুযোগ ঘটিয়াছিল। এই সময়ে তিনি নিগূঢ় শাস্ত্রার্থসকল লিপিবদ্ধ করিয়া ছিলেন।

তুহফৎ-উল মুওয়াহিদীন্ নামক তদ্রচিত গ্রন্থের মুখবন্ধ আরবীভাষায় এবং অপরাংশ পারসীভাষায় লিখিত হয়। এই গ্রন্থে রামমোহন রায়ের উক্ত উভয় ভাষায় প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রন্থ খানির মর্ম্ম এই—কোন পথিক যেন বলিতেছেন, আমি সমস্ত পৃথিবী ভ্রমণ করিলাম, কিন্তু কোথাও ধর্ম্মসম্প্রদায় সকলের সম্মিলন দেখিলাম না; কিন্তু প্রণিধান করিয়া দেখিলে জানা যায় যে, সকল ধর্ম্মেই এক ঈশ্বরের কথা আছে। কেবল ধর্ম্ম-যাজকেরাই ভেদবর্দ্ধন করিয়া থাকেন। এই গ্রন্থের শেষের কথা এই—লোকের হিত সাধন কর, তাহাই যথেষ্ট। উত্তরকালে সকল শাস্ত্রীয় বিচারে তিনি পরোপকারকে কোটিগ্রন্থের ন্যায়বাক্য বলিয়া প্রথিত করিয়া গিয়াছেন। ইহা তাঁহার তিব্বতাদি দূরদেশ পর্য্যটনের এবং বৌদ্ধসংসর্গের ফল বিবেচনা করিতে হয়। এই গ্রন্থ পূর্ব্বে রচিত হইলেও সম্ভবতঃ ঐ সময়েই মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছিল। কিন্তু সাধারণ লোকমধ্যে এই গ্রন্থের অধিক প্রচার বা বিচার হয় নাই।

প্রচ্ছন্নভাবে জ্ঞানান্বেষণে ব্যাপৃত থাকিয়া রামমোহন রায় জীবনের তৃপ্তি লাভ করিতেছিলেন। এই অপরিসীম জ্ঞানানন্দে তাঁহার অর্থতৃষ্ণা ক্রমশঃ নিবৃত্তি পাইতেছিল। তিনি দেওয়ান হইয়াও স্বয়ং অর্দ্ধ-কালেক্টর ছিলেন। কালেক্টর ডিগ্‌বি সাহেব তাঁহাকে মহাত্মা বলিয়া জানিতেন এবং তাঁহার গুণগ্রামের পরম সমাদর করিতেন। সে মর্য্যাদাও আর তাঁহার ভাল লাগিল না। তিনি সন্ন্যাসিভাবে তিব্বতে গিয়াছিলেন, যখন তথা হইতে ফিরিলেন, তখন সন্ন্যাসধর্ম্মের গূঢ়ভাব তাঁহার অস্থিমজ্জা পর্য্যন্ত অধিকার করিয়াছিল অর্থাৎ তিনি প্রকৃতপক্ষে একরূপ উদাসীন সন্ন্যাসীই হইয়াছিলেন। সাংসারিক উন্নতির নিমিত্ত তিনি যে যে কর্ম্ম করিয়াছিলেন, এক্ষণে আবশ্যক বিবেচনায় তৎসমস্তই পরিত্যাজ্য বোধ করিলেন। ৪০ বৎসর বয়সেই তিনি চতুর্থাশ্রমের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া দেওয়ানীপদ ত্যাগপূর্ব্বক ধর্ম্মোন্নতির নিমিত্ত কলিকাতার অভিমুখে ধাবমান হইলেন। তখন তাঁহার ত্যাগবুদ্ধি এমন বলবতী যে ইংরাজরাজের সাদর আহ্বানেও তিনি উদাসীনতার পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হন নাই। তৎকালীন ভারত রাজপ্রতিনিধি (গবর্ণরজেনারল বাহাদুর) তাঁহাকে একটী গুরুতর কর্ম্ম সম্পাদনের প্রার্থনা করিলেও তিনি গীতোক্ত দৈবসম্পৎসাধনায় সর্ব্বান্তঃকরণ ঢালিয়া দিয়াছিলেন।

রামমোহন রায় কলিকাতা এবং সমগ্র বাঙ্গালা দেশের অবস্থা দেখিয়া সর্ব্বসাধারণের হিতের নিমিত্ত যে কর্ত্তব্যাবধারণ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার কার্য্যাবলীতে বিশেষরূপে প্রতিভাত হইয়াছে।

এই বিস্তীর্ণ ভারতভূমে এখন আর সূর্য্য, চন্দ্র, বা অগ্নিপ্রভাসম্পন্ন হিন্দু রাজন্যগণের আধিপত্য নাই। এক্ষণে ব্রাহ্ম ও ক্ষাত্রশক্তির সংযোগবিয়োগের বিচার নিষ্প্রয়োজন। শাস্ত্রমতে রাজাই যুগপরিচায়ক, অতএব মুসলমানদিগের অধিকার হইতে ভারতে নূতনযুগের আবির্ভাব বুঝিতে হইবে। সম্প্রতি ইংরাজদিগের অধিকার। এই নবতর যুগের পূর্ব্ব হইতে দূরবর্ত্তী দেশসমূহের সঞ্চিত জ্ঞান, বিজ্ঞান ও সভ্যতার বর্ত্তিকা এক এক করিয়া ভারতক্ষেত্রে প্রজ্বালিত হইতেছিল। সম্প্রতি সমগ্র পৃথিবীর জ্ঞানোন্নতি ও সভ্যতার প্রবাহ বিদ্যুদ্বেগে এই প্রাচীনক্ষেত্রে আসিয়া পড়িতেছে।

সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের অতীতদেশীয়া ব্রহ্মবাণী ভারতের অক্ষয় ও চিরন্তন সম্পত্তি। রামমোহন রায় আপনার পূর্ব্ব-

পুরুষপরম্পরায় যুগযুগান্তর প্রবাহিতা সেই অমূল্য সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং তাহারই মৃতসঞ্জীবনী শক্তি প্রভাবে সর্ব্বশ্রেয়োবিধায়িনী সেই 'ওঁতৎসদাদি' ব্রহ্মবাণী উচ্চারণপূর্ব্বক তৎসঙ্গে মনুষ্যের সার্ব্বভৌমিক কল্যাণসাধনায় দণ্ডায়মান হইলেন।

কলিকাতায় ইংরাজদিগের রাজধানী প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই বাঙ্গালায় এক নূতনতর যুগের উপক্রম হইয়াছিল। সেই সময় রামমোহন রায় জন্মগ্রহণ করেন। যখন প্রধান বিচারপতি স্যর উইলিয়ম জোন্স এসিয়াদেশের এবং প্রধানতঃ ভারতবর্ষের জ্ঞানরত্নের অনুসন্ধানার্থ 'এসিয়াটিক-সোসাইটী' স্থাপন করেন, সেই সময় রামমোহন রায় জ্ঞানরত্ন সংগ্রহের নিমিত্ত একাকী ভারতের দেশেদেশে ভ্রমণ করিতেছিলেন। পরে তিনিও ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের ন্যায় বহুভাষায় অভিজ্ঞ হইয়া উক্ত কার্য্যে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতায় আগমন করিলেন। সেই বৎসর কলিকাতায় খৃষ্টীয়ান্ বিশপের আসন প্রতিষ্ঠিত হইল। ইহার পূর্ব্বে কলিকাতা 'টাউন' (town) মাত্র ছিল; এক্ষণে সিটি (City) শব্দে বাচ্য হইল। খৃষ্টীয়ান্ মিশনরিগণ কেবল কর্ত্তব্যনিষ্ঠায় এ দেশে আসিয়া ধর্ম্মপ্রচার করিতেছিলেন। তাঁহারা রাজশক্তির সাহায্য পাইয়া ভারতে খৃষ্টধর্ম্মের প্রভাববর্দ্ধনে যত্নবান্ হন। এরূপ কঠিন সময়ে বেদান্তগ্রন্থ হস্তে রামমোহন রায়ের আবির্ভাব হইয়াছিল।

রামমোহন কলিকাতায় আসিয়া প্রথমতঃ স্বদেশীয় লোকের ধর্ম্মমতের বিশোধন চেষ্টা করেন। তন্নিমিত্ত তিনি সর্ব্বাগ্রে বেদান্তসূত্রের সুবিস্তৃত শাঙ্করভাষ্যের মর্ম্মার্থ বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করিয়া মুদ্রাযন্ত্রের আয়োজন পূর্ব্বক তাহা মুদ্রাঙ্কিত ও প্রচারিত করিলেন। সেই সঙ্গে বেদান্তশাস্ত্রের সারমর্ম্ম সঙ্কলনপূর্ব্বক একখানি ক্ষুদ্রপুস্তিকাও প্রচারিত হইয়াছিল। পরে আরও কএকখানি উপনিষৎ ঐ প্রকারে বঙ্গানুবাদ সহ প্রচারিত হয়। ইহার অব্যবহিত পরেই তিনি ইংরাজীভাষায় ঐ সকল গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন। উক্ত গ্রন্থ কএকখানির ভূমিকায় মহাত্মা রামমোহন রায় স্বাভিপ্রায় লিপিবদ্ধ করেন। তাহাতে তিনি আপনার মনোভাব সুস্পষ্ট প্রকাশ করিতে বাক্যবিন্যাসের ত্রুটি করেন নাই। নিম্নোদ্ধৃত কথাগুলিতে তাঁহার সুব্যক্ত অভিপ্রায় সংক্ষেপে জানা যাইতে পারে।

বেদান্তসূত্রের অর্থব্যাখ্যায় প্রথমে তিনি নান্দীবাক্যে বলিয়াছেন,—"বেদে পুনঃ পুনঃ প্রতিজ্ঞা করিতেছেন যে, সমুদায় বেদে ব্রহ্মকে কহেন এবং ব্রহ্মই বেদের প্রতিপাদ্য হয়েন।"

ঐ গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি বলিয়াছেন,—"এ অকিঞ্চন বেদান্তশাস্ত্রের অর্থ ভাষাতে এক প্রকার যথাসাধ্য প্রকাশ করিলেক। ইহার দৃষ্টিতে জানিবেন যে, আমাদের শাস্ত্রানুসারে অতি পূর্ব্বপরম্পরায় এবং বুদ্ধির বিবেচনা মতে জগতের স্রষ্টা পাতা সংহর্ত্তা ইত্যাদি বিশেষণে ব্যক্ত কেবল ঈশ্বর উপাস্য হইয়াছেন। অথবা সমাধিবিষয়ক্ষমতাপন্ন হইলে সকল ব্রহ্মময় এমতরূপে সেই ব্রহ্ম সাধনীয় হইয়াছেন।"

এই সকল গ্রন্থ প্রকাশিত হইলে ব্রাহ্মণগণ নানাপ্রকারে আপত্তি করিয়াছিলেন। তদুত্তরে রামমোহন রায় এই সকল সিদ্ধান্ত জানাইলেন:—'যখন জ্ঞান ব্যতীত মোক্ষ হইবে না, তখন সকলের পক্ষে জ্ঞানসাধনা আবশ্যক। ইহাতে বর্ণ, আশ্রম, বেদাধ্যয়নাদির বিধিনিষেধ ঘটাইয়া লোককে পরমার্থভ্রষ্ট করা অনুচিত। যতির যেরূপ ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার, সেইরূপ উত্তম গৃহস্থেরও অধিকার আছে। সাধারণতঃ জ্ঞানসাধন সময়ে প্রণব উপনিষদাদির শ্রবণমনন দ্বারা আত্মাতে একনিষ্ঠ হইবার অনুষ্ঠান ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহে যত্ন, ইহাই আবশ্যক। বর্ণাশ্রমাচার করিলে উত্তম, কিন্তু তদ্ভিন্ন ব্রহ্মজ্ঞানের উৎপত্তি হয় না, এমন নহে। ফলতঃ ইন্দ্রিয়দমন, শমদমাদি অভ্যাস, পরস্পরের প্রতি প্রীতি এবং শ্রবণমননাদি দ্বারা ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার, এই গুলিন আবশ্যক।'

এবম্প্রকারে ব্রহ্মজ্ঞানসাধনের কর্ত্তব্যতা প্রতিপাদনপূর্ব্বক রামমোহন রায় গায়ত্রীর অর্থ ও গায়ত্র্যা পরমোপাসনাবিধানং ইত্যাদি পুস্তক-প্রচার করিয়া বিনয়ের সহিত বিজ্ঞাপন করিলেন যে, 'বেদমন্ত্র সকলের অর্থ না জানিয়া তাহার ব্যবহার করাতে কোন ফল নাই; বরঞ্চ দোষ আছে।' পরন্তু তিনি আরও নির্দ্দেশ করেন যে, 'বুঝিবার পক্ষে অনুকূল হইবে বলিয়া শাস্ত্রসকলের অর্থ ভাষায় অনুবাদ করিলাম; আমার আর কোন বক্তব্য নাই; শাস্ত্রার্থ বুঝিয়া যাহা কর্ত্তব্য হয় করুন।'

স্বদেশীয় জনগণ মধ্যে "একমেবাদ্বিতীয়ং" ব্রহ্মতত্ত্বকে বেদের মুখ্যতাৎপর্য্য প্রতিপন্ন করিয়া রামমোহন রায় তদ্বিরুদ্ধবাদী বিদেশীয় লোকদিগের প্রবোধ নিমিত্ত ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে ইংরাজীতে ঐ মর্ম্মে কএকখানি পুস্তক লিখিলেন। ঐ সকল পুস্তকে 'সদ্রূপ পরব্রহ্মের উপদেশই হিন্দুশাস্ত্রসকলের মুখ্যতাৎপর্য্য' ইহাই পুনঃ পুনঃ পরিব্যক্ত হইয়াছিল। ইংরাজীতে অতি ওজস্বল বচনবিন্যাসে রামমোহন রায় দেখাইলেন যে, এই ব্রহ্মজ্ঞানের অভাবে আমাদের দেশে অনেক দুর্গতি ঘটিতেছে। তাহার উদ্দীপনা ব্যতীত আর আমাদের ঐহিক ও পারত্রিকমঙ্গল সাধনের কোন উপায় নাই। ইতি-পূর্ব্বে

তাঁহার প্রকাশিত বেদান্তসার গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদ পাঠ করিয়া ইউরোপ এবং আমেরিকার বিদ্বন্মণ্ডলী চমৎকৃত হইয়াছিলেন। তিনি বিশেষ দৃঢ়তার সহিত বলিয়া ছিলেন "হিদেন" নামে হিন্দুদিগের প্রতি কলঙ্কারোপ ও তজ্জন্ত তাহাদের প্রতি অবজ্ঞা করা একান্ত অবিহিত।*

তৎপরে রামমোহন রায় খৃষ্টের উপদেশ-বাক্যাবলী সঙ্কলনপূর্ব্বক (১৮২০ খৃষ্টাব্দে) যে শান্তিপ্রায় প্রকাশ করেন, তাহাতে তিনি খৃষ্টধর্ম্মের ত্রিত্ববাদ অমূলক প্রতিপন্ন করিয়া যান; তিনি আরও বলেন যে, খৃষ্ট এক মহিমান্বিত পুরুষ, তাঁহার উপদেশ পালন করিলেই শান্তিসুখ লাভ হইতে পারে। এই গ্রন্থ-প্রকাশে মর্ম্মাহত হইয়া মিসনরিগণ আপত্তি উত্থাপনপূর্ব্বক বলিলেন, 'খৃষ্ট এবং পরমেশ্বর এক' এই তত্ত্বে এবং খৃষ্টীয় প্রায়শ্চিত্তে বিশ্বাস না করিলে কেবল তাঁহার উপদেশপালন দ্বারা কখনই পরিত্রাণ হইতে পারে না। এতদ্বিষয়ে খৃষ্টানমিসনরিদিগের সহিত রামমোহন রায়ের নানাপ্রকার বাদানুবাদ উপস্থিত হয়। তাহাতে রামমোহন রায় খৃষ্টানদিগের অবগতির জন্ত পর পর তিনখানি পুস্তক প্রকাশ করিলেন*। উক্ত পুস্তকত্রয়ে তিনি হিব্রু ও গ্রীকভাষায় লিখিত মূল-বাইবেল হইতে কোন কোন বাক্য উদ্ধৃত করিয়া দেখাইলেন যে, ইংরাজী অনুবাদে মূল-গ্রন্থের তাৎপর্য্য-স্থলে বিঘটিত হইয়াছে। এই বাদানুবাদে রামমোহন রায় প্রাচীন এবং নূতন-বিধানের বাইবেলের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করিয়া প্রতিপন্ন করিলেন যে, ঈশ্বর এক—ঈশ্বরে ত্রিত্ব নাই; খৃষ্টের যত কিছু শক্তি ও মাহাত্ম্য তৎসমস্তই ঈশ্বর-দত্ত; অতএব তিনি ঈশ্বরের প্রেরিত এক মহাপুরুষ মাত্র; খৃষ্ট সদ্ধর্ম্মের উপদেশ প্রভাবে লোকের পরিত্রাণের হেতুভূত ও পথস্বরূপ হইয়াছেন। শিষ্যদিগের প্রতি খৃষ্টের এই উপদেশ আছে—"তোমরা যাইয়া যাবতীয় জাতিকে শিষ্য কর; পিতার ও পুত্রের ও পবিত্র আত্মার নামে তাহাদিগকে বাপ্তাইজ কর।" (মথি ১৮; ১৯) খৃষ্টের নামে ধর্ম্ম-প্রচারের ইহাই মূল। রামমোহন এই বচনের বিচারে দেখাইয়াছেন যে, খৃষ্টের নববিধানিক শিষ্যগণ ইহুদী বা অন্যান্য জাতির সহিত মিশিয়া না যায়, এই নিমিত্ত তিনি সংস্কার-প্রক্রিয়াতে ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া তাঁহার নাম গ্রথিত করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। পরন্ত তাহাতেও তিনি "রসুল-আল্লা" মহম্মদের ন্যায় ঈশ্বরের প্রেরিত ধর্ম্মবক্তা ভিন্ন অন্য মর্য্যাদার আকাঙ্ক্ষা রাখেন নাই।

এই আলোচনায় মিশনরিদিগের সংস্কারানুযায়ী খৃষ্টধর্ম্ম-দীক্ষার পক্ষে বিপর্য্যয় ঘটিয়াছিল। রামমোহন রায়ের উদ্দেশ্য ছিল যে, খৃষ্টের বিশুদ্ধ ও সুনীতিপূর্ণ উপদেশ দ্বারা লোকের নীতি শিক্ষা হয়, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে মিশনরিগণ সে পথ কণ্টকাকীর্ণ করিতেছিলেন। পরন্ত রামমোহন রায়ের এই আন্দোলন একান্ত বিফল হয় নাই। তিনি রেভরাণ্ড আদম প্রভৃতি উদারচেতা কএক ব্যক্তিকে বাইবেলের প্রকৃতার্থ বুঝাইয়া তাহাদের দ্বারা ভারতীয়-একেশ্বর- খৃষ্টীয়ানসমাজের পত্তন করেন। তাঁহার প্রকাশিত বাইবেলবিচার গ্রন্থ ইউরোপ ও আমেরিকার একেশ্বরবাদী খৃষ্টানদিগের মতপোষক হইয়াছিল। এই বিচার পাঠ করিয়া তাঁহাদের আন্তরিক দৃঢ়তা জন্মে এবং তাহাদের দলও ক্রমশঃ পুষ্টি প্রাপ্ত হয়। রামমোহন রায় তাঁহাদিগকে উপনিষদুক্ত ব্রহ্মরস আস্বাদনে সমর্থ দেখিয়া পরম আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলেন।

উপরি উক্ত শুভলক্ষণদর্শনে রামমোহন রায়ের দ্বিগুণ উৎসাহ জন্মিয়াছিল, এমন কি তিনি তাঁহার বিশ্বাসী বন্ধু

* রামমোহন রায় উত্তরকালে যে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তাহা কি ভাবে এবং কি প্রকারে গঠিত হইয়াছিল তাহা দেখাইবার নিমিত্ত আমরা এই সকল অনুষ্ঠানের আলোচনা করিতেছি। এতৎ প্রসঙ্গে আর কএকটী বিষয় দ্রষ্টব্য:—

১। রামমোহন পৌরাণিক মত সম্বন্ধে বলিয়াছেন—'পুরাণ অল্প বুদ্ধির বোধাধিকারের নিমিত্ত রূপক করিয়া ঈশ্বরের মাহাত্ম্য বর্ণন করেন, কিন্তু পুরাণ ইহাও পুনঃ পুনঃ দর্শাইয়াছেন যে এই সকল কেবল অল্পবুদ্ধির হিতের নিমিত্ত কহিলাম যাহাতে পুরাণে দোষমাত্র স্পর্শে না।'

২। কোন খৃষ্টীয় মিসনরি বলিয়াছিলেন, এদেশের মনুষ্যেরা সর্ব্ব-প্রকার নীতি ও ধর্ম্মের বিনাশকারিণী অজ্ঞানতা ও জড়তা হইতে আক্রান্ত হইতেছেন। এই কথায় স্বদেশীয় পণ্ডিতগণের অবমাননা অনুভব করিয়া রামমোহন রায় তাহার উত্তর দিলেন:—'আমি এই খেদ করি যে, আপনি এতকাল এদেশে থাকিয়াও এদেশের লোকের বিদ্যার অনুশীলন ও পারমার্থিক কিছুই জানিলেন নাই এই কয়েক বৎসরের মধ্যে পরমার্থ বিষয়ে ও স্মৃতিতে ও তর্ক শাস্ত্রে ও ব্যাকরণে ও জ্যোতিষে শত শত গ্রন্থ রচিত হইয়া কেবল বাঙ্গালাদেশে এতদ্দেশীয়ের দ্বারা প্রকাশ হইয়াছে। কিন্তু আমি আশ্চর্য্য জ্ঞান করি না যে ইহা আপনকার অদ্যাপি জ্ঞাতসার হয় নাই যেহেতু আপনি ও প্রায় অন্য অন্য সকল মিসিনরিরা এদেশীয়ের কোন কিছু উত্তমত্ব দর্শনে এককালে চক্ষু মুদ্রিত করিয়াছেন।'

৩। রামমোহন রায় কোন প্রকারে আপনাকে ধর্ম্মসংস্কারক বা ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক ইত্যাদি নামের মর্য্যাদার অধিকারী বিবেচনা করিতেন না। তাঁহার বেদান্তসার গ্রন্থের শঙ্করশাস্ত্রী-কৃত প্রতিবাদে তৎপ্রতি ঐরূপ কলঙ্কারোপ করিলে তিনি তাঁহার পূর্ব্ব-লিখন ধরিয়া পরিষ্কাররূপে দেখাইলেন, 'আমি পূর্ব্ব-পুরুষের ধর্ম্মের কথা বলিতেছি, আমার:নিজের ইহাতে বিশেষ মর্য্যাদা কিছু নাই। তিনি 'A Defence of Hindu Theism' ও 'A Second Defence of the Monotheistical System of the Veds' নামে দুইখানি পুস্তকে উক্ত শাস্ত্রী মহাশয়ের পৌত্তলিকতা সম্বন্ধীয় প্রতিবাদের খণ্ডন করেন।

* I, II & III Appeal to the Christian Public.

আদম সাহেবের প্রতিপালন জন্য সর্ব্বস্ব দান করিতে সক্ষম করিয়াছিলেন। তিনি আদম সাহেবকে এখানকার একেশ্বরবাদী খৃষ্টানদিগের গির্জ্জার পাদ্রী করিয়া দিলেন এবং স্বয়ং বন্ধুবর্গে সমাবৃত হইয়া সেই ভজনালয়ে গিয়া ঈশ্বরোপাসনা করিতেন*। তাদৃশ ভজনালয়ে যে বিশুদ্ধভাবে উপাসনা হইত, তাহা তাঁহার একখানি ক্ষুদ্র পুস্তকে প্রকাশ আছে।

রামমোহন রায় খৃষ্টধর্ম্মের বিশোধনকার্য্যে অনুরক্ত থাকিয়া তদনুকূলে এতদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন যে, গির্জ্জা-প্রকরণে উপাসনাবিধি তাঁহার পূর্ব্বাভ্যস্ত না হইলেও, এই সময়ে তিনি খৃষ্টানদিগের সঙ্গে তাদৃশ উপাসনা কর্ত্তব্য-জ্ঞান করিয়াছিলেন। রামমোহন রায় আপনার পূর্ব্বসংস্কার মতে "গায়ত্র্যা ব্রহ্মোপসনাবিধানং" অর্থাৎ গায়ত্রী-জপ ও তদনুযায়ী ব্রহ্মচিন্তন দ্বারা উপাসনা-বিধান সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশ করিলেন এবং তদনন্তর ইংরাজীতে তাহার অনুবাদ করিয়াছিলেন। ইংরাজী পাঠকদিগের মধ্যে যাহারা শব্দ-ব্রহ্ম বা সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শনের তত্ত্ব বুঝিতে পারিত না, তাহাদিগের নিমিত্ত তিনি ঐ অংশের ব্যাখ্যা লিখিয়া যান।

এদিকে ক্রমশঃ আদম সাহেবের গির্জ্জা লোকশূন্য হইতে লাগিল। তখন এদেশে একেশ্বরবাদী খৃষ্টানদিগের একটা স্বতন্ত্র গির্জ্জার প্রচলন অসম্ভব বুঝিয়া এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের একেশ্বরবাদিগণও অন্য পন্থা ধরিতে লাগিলেন দেখিয়া রামমোহন রায় স্বায় চেষ্টা-সমূহ ভিন্নদিকে বাহিত করিয়াছিলেন।

কথিত আছে, এক দিবস একেশ্বরবাদী খৃষ্টানদিগের উপাসনালয় হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে রামমোহন রায়ের নিরত সহচর তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী ও চন্দ্রশেখর দেব বলিলেন, 'আমরা পরের সমাজে যাই কেন; আমাদের আপনাদের এক উপাসনালয় হউক।' রামমোহন রায়ও তাহাই চান। ধীরে ধীরে স্বগণের মত বিশোধন করাই তাঁহার অভিপ্রেত। তাঁহারা আপনাদের সংস্কার, শিক্ষা ও সাধনা অনুসারে ব্রহ্মোপাসনা করিবেন, ইহা অপেক্ষা রামমোহন রায়ের প্রার্থনীয় আর কি হইতে পারে? তাঁহার বন্ধুগণ উদ্যোগী হইলে, অচিরকালমধ্যে বেদবিধিসম্মত এক উপাসনা-সভা স্থাপিত হইল। বহু লোকের স্বতঃপ্রবৃত্ত চেষ্টায় যাহার উৎপত্তি হইল, তাহার দৃঢ়-প্রতিষ্ঠা আকাঙ্ক্ষণীয়। তাহাই আজিকার এই অশীতিবর্ষদেশীয় ব্রাহ্মসমাজ।

মহাত্মা রামমোহন রায় যখন রংপুরে নানা সম্প্রদায়ের উপাসকদিগের সহিত একত্র হইয়া ধর্ম্মানুশীলনে রত ছিলেন, তখন হইতেই একটী নূতন ধর্ম্মসভার সূত্রপাত হইয়াছিল। কলিকাতায় আসিয়া তিনি প্রকৃত প্রস্তাবে এক আত্মীয়সভা সংগঠন করেন। এই সভাতে বেদপাঠ ও ঈশ্বর উদ্দেশে সঙ্গীত হইত। কিছুদিন পরে হিন্দু ও খৃষ্টীয়ান সম্প্রদায়ের বহু দেবোপাসকদিগের সহিত বাদানুবাদে এবং সহমরণবিষয়ক মহা-আন্দোলনে প্রবৃত্ত হওয়াতে রামমোহন রায় আর আত্মীয়সভা রক্ষা করিতে পারেন নাই। ৪ বৎসর কাল যথানিয়মে স্বীয় উদ্দেশ্য সমাধান করিয়া উক্ত সভা ভাঙ্গিয়া যায়। তাহার দশ বৎসর পরে নব উদ্যমে এবং প্রশস্ততর পত্তনে বর্ত্তমান ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল।

১৭৫০ শকের ৬ই ভাদ্র বুধবার (১৮২৮ খৃষ্টাব্দে) এই সভা স্থাপিত হয়*। এই সভায় রামমোহন রায় সাধারণ লোকের ন্যায় একজন উপাসক মাত্র বলিয়া গণ্য হইতেন। প্রতি সপ্তাহে (প্রথমে বুধবারে এবং পরে বহুকাল প্রতি শনিবারে†) এই সভায় অধিবেশন হইত। সূর্য্যাস্তের কিছু পূর্ব্বে আরম্ভ হইয়া কিয়ৎক্ষণ রাত্রি পর্য্যন্ত সভার কার্য্য চলিত। সভা-গৃহের এক পার্শ্বে দুইজন তৈলঙ্গী ব্রাহ্মণ বেদপাঠ করিতেন। সূর্য্য অস্তগত হইলে উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশ সমাজগৃহে আসিয়া উপনিষদের মূল পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেন। তদনন্তর রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ বেদান্তদর্শনাদি আলোচনা করিতেন এবং ব্রাহ্মসমাজের অভিপ্রায় মতে ধর্ম্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতেন। সঙ্গীত হইয়া সভাভঙ্গ হইত। গোবিন্দ মালা এই সভার গায়ক এবং তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী সম্পাদক (সেক্রেটারী) ছিলেন‡।

---

* ১৭৪৯ শকে বাঙ্গালা হরকরা নামক ইংরেজী সংবাদপত্রের কার্য্যালয়ের উপরিভাগে সপ্তাহ মধ্যে এক দিবস সায়ংকালে আদম সাহেব ঈশ্বরোপদেশ দিতেন। রামমোহন রায়, তাঁহার ভাগিনেয়, পুত্র, অন্য কোন কুটুম্ব, তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী এবং চন্দ্রশেখর দেব তথায় উপস্থিত থাকিতেন। (তত্ত্ববোধিনী-পত্রিকা বৈশাখ, ১৭৬৯ শক।) ইহার পূর্ব্বে স্থানাভাব বশতঃ কখন কখন রামমোহন রায়ের স্কুল-গৃহেও আদম সাহেবের এই গির্জ্জা হইত।

* কলিকাতার যোড়াসাঁকোস্থিত কমললোচন বসুর বাটীতে এই সভার প্রথম প্রতিষ্ঠা হয়। ইহার ১২ বৎসর পূর্ব্বে এই গৃহে হিন্দু কলেজের কার্য্য হইয়াছিল। উত্তরকালে ১৮৩০ অব্দে এই গৃহে ডফ্ সাহেব জেনেরল এসেম্ব্রিজ্ ইন্‌ষ্টিটিউশনের কর্ম্মারম্ভ করিয়াছিলেন। এই সামান্য গৃহের পরিচয় ইতিহাসের যোগ্য বিষয় হইয়াছে।

† রামমোহন রায়ের ইংলণ্ডগমনের পর শনিবারের পরিবর্ত্তে পুনশ্চ বুধবারে সভা হইতে থাকে।

‡ ১৭৫২ শকে শ্রীযুক্ত তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তীর পরে শ্রীযুক্ত বিশ্বম্ভর দাস সম্পাদক হয়েন। ১৭৫৪ শকে রামমোহন রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত রাধাপ্রসাদ রায় এই সমাজের ন্যাসী (ট্রষ্টী) এবং সম্পাদক (সেক্রেটারী) পদের কার্য্য করিতেন। তাঁহার পরে ১৭৫৫ শকে শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদকের কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন।

ব্রাহ্মসমাজে যে সঙ্গীত হইত, তাহা সদ্যঃ পরমার্থ ভাবোদ্দীপক। রামমোহন রায় ও তাঁহার বন্ধুগণ সঙ্গীত রচনায় নিপুণ ছিলেন। আত্মীয়সভার সময় অবধি গীত রচিত হইয়া সেই সভায় গীত হইত। অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় এ বিষয়েও আপত্তি হইয়াছিল। বিচার মুখে রামমোহনকে প্রতিপন্ন করিতে হইয়াছিল যে, ধর্মচর্চ্চায় সঙ্গীত হইলে কোন দোষ হয় না; শাস্ত্রে উহার বিধি আছে। বিরোধিগণ আত্মীয়সভা ও ব্রহ্মসভার নামে পূর্ব্বাপর নানা কুৎসা রটনা করিতে বিরত হয়েন নাই। কিন্তু জীব, ঈশ্বর ও সৃষ্টি বিষয়ের আদ্যন্ত চিন্তাযুক্ত ভাবগম্ভীর ব্রহ্মসঙ্গীতশ্রবণে লোকের সেই বিরুদ্ধমতি বিদ্রাবিত এবং তত্ত্বজ্ঞানের ও পরমার্থ চেষ্টার স্ফূর্ত্তি হইয়াছিল। তদবধি 'ব্রহ্মসভার সঙ্গীত' অথবা 'রামমোহন রায়ের সঙ্গীত" একটী ভিন্ন প্রকৃতিতে পরিচিত ও সমাদৃত হইয়া আসিতেছে।

এক বৎসর পাঁচ মাস এই স্থানে ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা নির্ব্বাহিত হইলে পর, ১৭৫১ শকে ইহার পার্শ্বে নবনির্ম্মিত গৃহে ব্রাহ্মসমাজ সমানীত হয়। এই স্থানে ইহা অদ্যাপি স্থায়ী হইয়া রহিয়াছে।* উহার দুই সপ্তাহ পূর্ব্বে (১৮৩০ খৃঃ অব্দ) ৮ জানুয়ারী দিবসে এই সমাজ গৃহের এক 'ট্রাষ্টডিড্' লিখিত হয়। সেই দলিলে বয়োবৃদ্ধ পাঁচ ব্যক্তি, যুবা বয়সের তিন ব্যক্তিকে ট্রাষ্টী নিযুক্ত করিয়া নিয়মিত উপাসনার নিমিত্ত তাঁহাদের হস্তে এই সম্পত্তি অর্পণ করেন †।

ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনের পূর্ব্বে রামমোহন রায় ইউনিটেরিয়ান খৃষ্টীয়ানদিগের বলসম্বিধান নিমিত্ত যে কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহার পরিচয় পূর্ব্বে প্রদত্ত হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার ব্রাহ্মণত্ব রক্ষাহেতু এদেশীয় এবং বিদেশীয় ইউনিটেরিয়ানগণ তাঁহার প্রতি একান্ত সমদৃষ্টি করিতে পারেন নাই। তিনি খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হন নাই, অধিকন্তু সকল সময়েই বেদ মান্য জ্ঞান করিয়া জাতিবন্ধনের সমস্ত ক্রিয়ারই অনুষ্ঠান করিতেন। সুতরাং তাঁহার ধর্ম্মব্যক্তি ও কার্য্যপরম্পরা অবলোকন করিয়া কি প্রকারে তাঁহাকে খৃষ্টীয়ান বলিয়া গণ্য করা যায়? এই মর্ম্মে বহুবিধ প্রশ্ন সেই বিশুদ্ধসিদ্ধান্ত খৃষ্টীয়ানমণ্ডলীমধ্যে সমুত্থিত হয়। তাহাতে আদম সাহেবকে এবং স্বয়ং রামমোহনকে পত্র দ্বারা অনেক জবাব দিহি করিতে হইয়াছিল। ১৮২৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত আদম সাহেবের আশা থাকে যে, তিনি রামমোহন রায়ের সহিত চিরদিন একাসনে ঈশ্বরোপাসনা করিবেন। পর বৎসর ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য চলিতে থাকিলে আদম সাহেব ইতস্ততঃ করিয়া শেষে স্থির করিলেন, এই বৈদিক ভাবাপন্ন সভার সহিত তাঁহার একতা হইতে পারে না। পূর্ব্বোক্ত ট্রাষ্টডিড্ পত্রে স্পষ্ট লিপিবদ্ধ আছে যে, এই উপাসনা-মন্দিরে জাতি, বর্ণ, ও সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে সকল মনুষ্যই বিনম্রভাবে শ্রবণমননাদি দ্বারা জগতের একমাত্র স্রষ্টা পাতা পরমেশ্বরের উপাসনা করিবেন; এস্থানে কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের কোন বিশেষ চিহ্ন থাকিবে না বা কোন ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের প্রতি কোন অংশে বিরোধাচরণ হইবে না। এ প্রকার সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মলক্ষণ থাকাতেও রামমোহন রায়ের হৃদয়ের বন্ধু আদম সাহেব এই সভার সম্পর্কে তফাৎ হইয়া রহিলেন।

বস্তুতঃ ব্রহ্মতত্ত্ববিৎ না হইলে লোক সর্ব্বভৌমিক ধর্ম্মপালনে সমর্থ হয় না। অতএব রামমোহন রায়ের এই নবপ্রতিষ্ঠিত সভার কার্য্যে বৈদিকলক্ষণ সমুদায় যে যথাসম্ভব প্রোথিত হইয়াছিল, তাহাও তাঁহার উপরি-উক্ত নিরপেক্ষতা হইতে জানা যায়। ইহা যে একটী নির্ব্বিরোধ এবং সার্ব্বজনিক উপাসনা স্থান, তাহা মহাত্মা রামমোহন রায় তাঁহার প্রথম ব্যাখ্যানে বুঝাইয়া দেন। এই ভাব ও পদ্ধতিতে সভার কার্য্যবিধি পরিচালিত হইতে লাগিল। পর বৎসর তাহারই নিয়ামকরূপে ট্রাষ্টডিড্ লিখিত হইয়াছিল।

প্রথম ব্যাখ্যানের মর্ম্ম এই:—

'যেমন মনুষ্য খট্টাতে কিম্বা অট্টালিকাতে কিম্বা বৃক্ষোপরি শয়ন করিলে পরম্পরায় সে শয়নের আধার পৃথিবী হয়েন, তেমনি কেহ বৃক্ষের বা নদীর বা মূর্ত্তিবিশেষের পূজা করিলে তাহা পরম্পরায় পরমেশ্বরের উপাসনা হয়। অতএব কোন উপাসকের প্রতি দ্বেষ বা গ্লানি শাস্ত্রতঃ ও যুক্তিতঃ অযোগ্য হয়। * * * * * * পরম্পরায় উপাসনা অপেক্ষা সাক্ষাৎ উপাসনা সর্ব্বথা শ্রেষ্ঠ হয়। * * * * নাম রূপাদি নির্দ্দেশে পরস্পর মতবিরোধ হয়। অতএব তটস্থ লক্ষণে অর্থাৎ জগতের স্থিতিভঙ্গাদির কারণস্বরূপ ঈশ্বরে উপাসনা বিহিত। * * * এই সকল মতে বেদবেদান্ত মন্বাদি স্মৃতি এবং সকল শাস্ত্রের একবাক্যতা দেখা যায়।'

এই নির্ব্বিরোধ সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের সহিত একান্ত সুসঙ্গত। ইহা প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত রামমোহন গোবিন্দাচার্য্যের কারিকা হইতে প্রমাণস্বরূপে বচন উদ্ধৃত করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন তিনি যে উচ্চাবচ স্থানস্থিত মনুষ্যের একভূমি আশ্রয়ের উদাহরণ দেখাইয়াছেন, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধের ৮৭ অধ্যায়ের ১২ সংখ্যক শ্লোকের প্রতিধ্বনি মাত্র।

* ৫৫ নং আপার চিৎপুর রোডস্থ গৃহে কলিকাতা আদি-ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত আছে।

† ট্রাষ্টদাতাদিগের নাম,—দ্বারকানাথ ঠাকুর, কালীনাথ রায়, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ও রামমোহন রায়। ট্রাষ্ট-গৃহীতা বা ট্রাষ্টীদিগের নাম—বৈকুণ্ঠনাথ রায়, রাধাপ্রসাদ রায় ও রমানাথ ঠাকুর।

রামমোহন প্রথম বয়সে শ্রীমদ্ভাগবত নিয়মিতরূপে পাঠ করিতেন। তখনকার "সত্যং পরং ধীমহি" ইত্যাদি শ্লোকের পাঠ তাঁহাকে এই সত্যে সমুন্নত করিয়াছিল।

এই ভজনালয়ের বিশেষ নামকরণ হয় নাই। ইহার প্রকৃতি দেখিয়া যিনি যেমন বুঝেন, তিনি সেইরূপেই ইহার নাম উল্লেখ করিতে লাগিলেন। "ব্রহ্মসভা" "বেদান্তসভা" "Society of Vedanta, Unitarian Theophilanthropism, Hindu Theism" ইত্যাদি নামে এই সভার এবং ইহার প্রচারিত ধর্ম্মের পরিচয় হইত। "ব্রাহ্মসমাজ" নাম প্রথমে কোথাও কোথাও উল্লেখ হইত, পরে এই নামেই প্রথিত হইয়া যায়।

আত্মীয়সভায় এবং ব্রাহ্মসমাজে যাঁহারা রামমোহন রায়ের সহযোগী ছিলেন; তাঁহাদের মধ্যে কতকগুলি ব্যক্তির নাম পাওয়া যায়। অধ্যাপক হরনাথ তর্কভূষণ,রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ, রঘুরাম শিরোমণি, অবধৌত হরিহরানন্দ তীর্থস্বামী, পণ্ডিত শিবপ্রসাদ মিশ্র, উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশ, রাজা বদনচাঁদ রায়, কালীশঙ্কর ঘোষাল; বাবু গোপীমোহন ঠাকুর, দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, ব্রজমোহন মজুমদার, মথুরানাথ মল্লিক, বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়, জয়কৃষ্ণ সিংহ, কাশীনাথ মল্লিক, বৃন্দাবন মিত্র, গোপীনাথ মুন্সী, তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী, চন্দ্রশেখর দেব, নন্দকিশোর বসু, রাজনারায়ণ সেন, রামনৃসিংহ মুখোপাধ্যায়, হলধর বসু, অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, মদনমোহন মজুমদার, গোবিন্দ মালা, কৃষ্ণমোহন মজুমদার, নীলমণি ঘোষ, নীলরত্ন হালদার, গৌরমোহন সরকার, নিমাইচরণ মিত্র, ভৈরবচন্দ্র দত্ত, রামধন দত্ত এবং চৌধুরী কালীনাথ রায় মুন্সী *।

ইহাদের মধ্যে শেষোক্ত ৮ ব্যক্তি সাধনসম্পন্ন ছিলেন। তাঁহারা উচ্চভাবের ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা করিয়া গিয়াছেন। রামমোহন রায় নিজেও সঙ্গীত রচনা করিতেন।†

ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা-কল্পে মহাত্মা রামমোহন রায় ধর্ম্মবলে অনুপ্রাণিত হইয়া বেদবিহিত ব্রহ্মোপাসনারূপ ধর্ম্মপ্রচারে প্রণোদিত হইয়াছিলেন। তৎপ্রসঙ্গে তাঁহাকে সমাজসংস্কাররূপ আরও একটী দুষ্কর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে হয়। তাহা ভারতভূমের চিরন্তন প্রচলিত সতীদাহ বা সহমরণ-প্রথার নিবারণ। ব্রহ্মজ্ঞান-প্রভাবে উক্ত মহাত্মা এই লোমহর্ষণ কর্ম্ম-প্রবৃত্তির নিবৃত্তি সাধিত করিয়াছিলেন*। [সতীদাহ বা সহমরণ দেখ]

একদিকে যেমন এই অমঙ্গল নিবারিত হইল, অপর দিকে তেমনি মঙ্গলমূল ব্রাহ্মসমাজের গৃহনির্ম্মাণ কার্য্যসমাধা হইয়াছিল। রামমোহন রায় নারীহত্যার পরিবর্ত্তে ব্রহ্মচর্য্যের মঙ্গলদীপ প্রজ্বালিত করিয়া কিয়দ্দিন পরে (১১ মাঘ) ব্রাহ্মসমাজের স্বকীয় নূতনগৃহে ব্রহ্মোপাসনা আরম্ভ করিলেন।

এই ঘটনা ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে মূলতঃ অনুকূল বটে, কিন্তু কার্য্যতঃ প্রতিকূল হইল। সতীদাহের পক্ষসমর্থনকারিগণ এই আইনের খণ্ডন নিমিত্ত ব্রাহ্মসমাজের একটী প্রতিপক্ষ সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিলেন। ৫ মাঘ ব্রাহ্মসমাজের প্রবল বিরোধী ধর্ম্মসভার পত্তন হইল। ইহার ৬ দিন পরে ১১ই মাঘে ব্রহ্মসভা স্বকীয় নূতনমন্দিরে আসন দৃঢ় করিয়া বসিলেন। তদ্রূপ ধর্ম্মসভাসংস্থাপনার্থ একটী মন্দিরের নিমিত্তও চাঁদা সংগৃহীত হয়, কিন্তু তাহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই। ১৭৫১ শকের পৌষ ও মাঘমাসের এই সকল ঘটনায় কলিকাতার হিন্দু-সমাজে কি প্রকার আন্দোলন চলিয়াছিল, তাহা অনুধাবন করিলে বুঝা যায়।

যাহা হউক, গীতোক্ত জ্ঞানাগ্নির প্রভাব সত্ত্বেও ভারতভূমে কর্ম্মবীজ হইতে শাখা-প্রশাখা-যুক্ত এতাদৃশ একটী

---

* উক্ত মহাত্মগণ ব্রাহ্মসমাজের মূলভিত্তি ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁহারা সকলেই সর্ব্বান্তঃকরণে এই ব্রাহ্মসমাজের উন্নতি কল্পে সহায়তা করিয়াছিলেন।

† সেই সমস্ত সঙ্গীত একত্র মুদ্রিত হইয়া প্রচারিত হইয়াছিল। তাহাতে রচয়িতার নামের আদ্য অক্ষর শেষভাগে দেওয়া থাকিত। রামমোহন রায়ের নিজের রচিত সঙ্গীতে তদ্রূপ কোন সঙ্কেত থাকিত না। যাঁহারা রামমোহন রায়ের গুণগ্রাহী, তাঁহারা আপনারাও কোন না কোন অসামান্য গুণসম্পন্ন ছিলেন। তাঁহারা প্রায়ই তাঁহার সহিত একত্র হইয়া বা স্বতন্ত্রভাবে ব্রাহ্মসমাজের এক এক অংশে সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহাদের সকলের জীবনচরিত অথবা কোন কীর্ত্তিবিবরণ সংগৃহীত নাই। যাহা জানা যায়, আবশ্যক মতে তাহার উল্লেখ করা যাইবে।

* ভারত ভূমিতে যতবার ব্রহ্মজ্ঞানের উদ্দীপনা হইয়াছে, ততবারই স্বর্গসুখ-কামনামূলক যাগযজ্ঞাদি কর্ম্মনিবারণ তাহার প্রধান লক্ষ্য ছিল। কর্ম্মপ্রসক্তি জ্ঞানের সাক্ষাৎ বিরোধী। জ্ঞানীরা বলেন, কর্ম্ম দ্বারা মুক্তিলাভের চেষ্টা—রক্ত দ্বারা রক্ত ধৌত করা অথবা পঙ্ক দ্বারা পঙ্কদূষিত স্থান মার্জ্জনা করা অথবা সুরা দ্বারা সুরা শোধন করার—তুল্য হয়। (মনু ৩।১৩২, শ্রীমদ্ভাগবত ১।৮।৫২) গীতা গ্রন্থে জ্ঞানাগ্নি দ্বারা সর্ব্বকর্ম্ম ভস্মসাৎ হইবার কথা আছে। কিন্তু তাহার প্রকরণ অন্য প্রকার। গীতার উপদেশ এই যে, ফল কামনাত্যাগ পূর্ব্বক কর্ম্ম করিবে, পরন্তু সহমরণপ্রথার প্রবলতাতে এই উপদেশের যৎপরোনাস্তি বিপর্য্যয় হইয়াছে। যে প্রকার স্বর্গসুখের কামনায় সহমরণ অনুষ্ঠিত হইত, সে প্রকার সুখকল্পনা যে দেশে উদ্ভাবিত হইয়াছে, সে দেশে কখন গীতাগ্রন্থের প্রচার হইয়াছিল, অথবা নিষ্কামধর্ম্মের আলোচনা হইয়াছিল, তাহা অনুমান করা যায় না। এখন সেই গীতামন্ত্রের শাণিতধারেই রামমোহন রায় সহমরণরূপ পাপবৃক্ষের ছেদন করিলেন। যে বৎসর ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হয় (১৮২৮) তাহার পর বৎসর ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা ডিসেম্বর (১৭৫১ শকের ১৬ পৌষ) এই কুপ্রথা নিবারণের আইন বিধিবদ্ধ হইল।

কণ্টক-বৃক্ষের উদ্ভব হইয়াছিল। মহাত্মা রামমোহন রায়ের হস্তে সেই বৃক্ষের ছেদন ও দাহকৃত্য সম্পাদিত হয়। ইহা ভারতের একটা প্রকৃষ্ট ঐতিহাসিক ঘটনা। ঐ কণ্টক-জালের অপগমে হিন্দু-বিধবাদিগের মনূক্ত ব্রহ্মচর্য্যের এবং শাস্ত্রোক্ত মুক্তিলাভের পথ প্রশস্ত হইয়াছিল।

রামমোহনের মত্রণারূপ সূর্য্যরশ্মিতে কঠোর সতীদাহ প্রথার অপকলঙ্ক অপসারিত হইলে, হিন্দুগণ সভ্যজাতির নিকট মস্তকোত্তোলন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। সেই সহমরণ নিবারণের জন্য তাঁহাকে সতীদাহ পক্ষসমর্থনকারীদিগের বিরুদ্ধে বিলাত যাত্রা করিতে হয়। ধর্ম্মপ্রাণ রামমোহন তৎকালে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজকে তদবস্থায় রাখিয়া অকূলসাগরে ঝাঁপ দেন *।

রামমোহন রায় ভারতভূমির নিকট জন্মশোধ বিদায় লইয়া উত্তমাশা অন্তরীপ বেষ্টনপূর্ব্বক ছয়মাস সমুদ্রপথে তরঙ্গাঘাত সহ্য করিতে করিতে, ১৮৩১ খৃষ্টাব্দের ৮ এপ্রেল ইংলণ্ডে উপনীত হয়েন। তথায় তিনি তিন বৎসর অবস্থিতি করিয়াছিলেন। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের ২৭ সেপ্টেম্বর (১৭৫৫ শকের আশ্বিনমাসে শুক্লপক্ষীয় চতুর্দ্দশী তিথিতে) ব্রিষ্টল নগরে তাঁহার দেহত্যাগ হয়। তখন তাঁহার বয়ঃক্রম ৫৯ বা ৬১ বৎসর।

ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে রামমোহন রায়ের ইংলণ্ড বাসের সম্পর্কে দুইটী বিষয় দ্রষ্টব্য :—

(১) তত্রত্য একেশ্বরবাদিগণ বলেন যে, রামমোহন তিন বৎসর বাস করিয়া তথাকার বিদ্বন্মণ্ডলীর সহিত ধর্ম্মালোচনা না করিলে তথায় ইউনিটেরিয়ান সম্প্রদায়ের এত শীঘ্র পরিপুষ্টি হইত না। (২) সহমরণপ্রথা নিবারিত হইলেও প্রবর্ত্তকদিগের আহুতি প্রস্তাবে তাহার পুনরুজ্জীবনের সম্ভাবনা হইয়াছিল, কিন্তু রামমোহন রায় প্রীভিকৌন্সিল পর্য্যন্ত সমুত্থিত হইয়া ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের ১১ জুলাই ইহার "আপীল নামঞ্জুর" করাইয়াছিলেন। বিধবা হিন্দুরমণীগণের মনূক্ত ব্রহ্মচর্য্য গৌরব সুদূর বিলাতেও বিঘোষিত হইয়াছিল।

* সহমরণ-নিবারণ ব্যাপার রামমোহন রায়ের পক্ষে যেমন সৌভাগ্যের বিষয়, তেমনি আবার উহা কতকাংশে দুর্ভাগ্যের বিষয় ছিল। কারণ, ইহার নিমিত্ত তাঁহার বিরুদ্ধে সহস্র সহস্র লোক সমুত্থিত, এমন কি তাঁহার প্রাণসংশয় উপস্থিত হইয়াছিল। ব্রহ্মসভা সাক্ষাৎ ধর্ম্মনাশকারী বলিয়া লোকের বিষম বিষদৃষ্টিতে পড়িয়াছিল। এই নূতন আইনের বিরুদ্ধে সভার উপর সভা করিয়া সতীদাহের পক্ষসমর্থনকারিগণ বিলাতে আপীল করিতে প্রস্তুত হইলেন। রামমোহনকেও তদনুযায়ী যুদ্ধসজ্জা করিতে হইয়াছিল। তন্নিমিত্ত এই পরিণত বয়সে তিনি যুবার বল ধারণপূর্ব্বক (ব্রাহ্মসমাজের বয়ঃক্রম যখন দুই বৎসর মাত্র, তখনই তাহার স্থিতির মূল বিধাতার হস্তে ন্যস্ত করিয়া) হিন্দু-জাতির সম্পূর্ণ অপরিচিত অকূলসমুদ্রে ভাসমান হইয়াছিলেন।

রামমোহন রায়ের সমস্ত জীবনের কার্য্যে ব্রাহ্মসমাজের কিছু কিছু সংস্রব আছে *। একণে ব্রাহ্মসমাজ যে সকল সঙ্কটে পড়িয়া ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাই প্রণিধান করা কর্ত্তব্য।

উপরি উক্ত বাদবিবাদ ও অন্যান্য প্রতিকূলঘটনার মধ্যে রামমোহন রায়ের অবর্ত্তমানে ব্রহ্মসভাকে রক্ষা করা একটী দুষ্কর ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছিল। ইতিপূর্ব্বে প্রায় ৫০।৬০ ব্যক্তি সভার উপাসনায় সময় উপস্থিত থাকিতেন। সভ্যদিগের নামে বহু গ্লানি প্রখ্যাত হওয়াতে তাঁহারা ক্রমশঃ সভার সম্পর্ক ত্যাগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু রাম মোহন রায়ের চিরসহায় মহামহোপাধ্যায় রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ এই সভার প্রথম দিনে যে আচার্য্যের আসন পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা হইতে তিনি কোন ক্রমে বিচলিত হইলেন না। ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে এই মহাত্মার নাম ও গুণাবলী বিশেষ উল্লেখের যোগ্য।

হুগলীজেলার অন্তঃপাতী মালাপাড়া গ্রামে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের জন্ম হয়। তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা একজন তান্ত্রিক সাধক, নাম—হরিহরানন্দ তীর্থস্বামী কুলাবধৌত †। তীর্থস্বামী রামমোহন রায়ের তন্ত্রোপদেষ্টা হয়েন। তাঁহার অনুজ রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ রামমোহন রায়ের কলিকাতা বাসের প্রথম হইতে শেষপর্য্যন্ত ছায়ার ন্যায় অনুবর্ত্তী ছিলেন। তিনি প্রথমতঃ তৎপ্রতিষ্ঠিত বেদ-চতুষ্পাঠীতে বেদান্তশাস্ত্রের অধ্যাপনা করিতেন। পরে তিনি সংস্কৃত কলেজের স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপকপদে অভিষিক্ত হয়েন। এই কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়াও বিদ্যাবাগীশ ব্রাহ্মসমাজের নেতৃগণের মধ্যে এক প্রধান ব্যক্তি বলিয়া গণ্য হইতেন। সর্ব্বত্র তাঁহার সমাদর ছিল। তিনি হিন্দুকলেজের অন্তর্গত বাঙ্গালা পাঠশালার ছাত্রদিগকে নিয়মিত রূপে নীতিশিক্ষা প্রদান করিতে ব্রতী হন। ১৭৫০ শক হইতে ১৭৬৫ শক পর্য্যন্ত পঞ্চদশ বৎসর তিনি ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যপদে সমারূঢ় ছিলেন ‡। ঐ শকে শ্রীমদ্দেবেন্দ্রনাথ প্রমুখ কতকগুলি উৎসাহসম্পন্ন যুবাপুরুষ ব্রাহ্মসমাজের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিসাধন সঙ্কল্পে ব্রতী হইলে তাঁহার জীবনের কার্য্য শেষ হয়। ইহার কিছুদিন পরেই তিনি

* রামমোহন রায় শব্দে উক্ত মহাত্মার জীবনী প্রসঙ্গে 'সহমরণ-নিবারণ' ও তাহার আনুষঙ্গিক ঘটনা পরম্পরার ইতিহাস পরিব্যক্ত হইবে।

† অবধৌতাশ্রম গ্রহণের পূর্ব্বে ইহার নাম ছিল, নন্দকুমার।

‡ ঐ সময়ে তিনি ব্রাহ্মসমাজে যে সকল ব্যাখ্যান পাঠ করিতেন, তন্মধ্যে ১৭ দিনের ব্যাখ্যান পুনঃ পুনঃ মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছিল। একণে তাহার নূতন সংস্করণের মুদ্রাঙ্কিত পুস্তক পাওয়া যায়।

পীড়িত হইয়া শয্যাশায়ী হয়েন। শেষে তিনি কাশীযাত্রা করিয়াছিলেন। পথিমধ্যে ১৭৬৭ শকের ২০ ফাল্গুন তাঁহার মৃত্যু হয়।

অতঃপর ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যভার শ্রীমদ্দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে। ঈশ্বরপ্রসাদে তিনি পুরুষায়ুষকাল পবিত্রজীবন যাপন করিতেছেন। ব্রাহ্মসমাজ এখনও এক প্রকার তাঁহারই হস্তে বিধৃত রহিয়াছে। তিনি ব্রাহ্মসমাজের উন্নতিকল্পে যে যে কার্য্য করেন, তাহা পূর্ব্বে বিবৃত হইয়াছে।

[দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর দেখ।]

১৭৬০ শকে, একবিংশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালেই শ্রীমদ্দেবেন্দ্র নাথের ধর্ম্মভাব উদ্দীপ্ত হইয়াছিল। একদিন হঠাৎ রাম মোহন রায়ের প্রচারিত ঈশোপনিষৎ গ্রন্থের এক ছিন্নপত্রে 'ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং' এই ব্রহ্মমন্ত্র পাঠ করিয়া তিনি পরম পুলকিত হয়েন। ইহাই তাঁহার নবীভূত সাবিত্রীমন্ত্রদীক্ষা। তদবধি,কেবল ত্রিসন্ধ্যায় কেন, পরন্তু দিনেও নিশীথে বেদোপনিষদের মন্ত্রসকল তাঁহার রসনায় বিলাস করিতেছে।

দেবেন্দ্রনাথ ১৭৬১ শকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তত্ত্ববোধিনীসভা আরম্ভ করিলেন। দুই বৎসর পরে তাহাও ব্রাহ্মসমাজের সহিত সংযুক্ত হইয়াছিল। তত্ত্ববোধিনীসভার স্থাপনাবধি, নানামতের ও নানা ভাবের পৃথিবীস্থ সভ্যসমাজের সর্ব্বশ্রেণীর লোক ব্রাহ্মসমাজের এই দীর্ঘজীবী অশ্বত্থ তরুতলে আসিয়া দণ্ডায়মান হইতেছেন *।

১৭৬৫ শকে তত্ত্ববোধিনীসভা কএকটী প্রধানকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়াছেন। সে কর্ম্মগুলি এইঃ—(১) তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা প্রকাশ। (২) তত্ত্ববোধিনী-পাঠশালা স্থাপন। (৩) ব্রতরূপে ব্রাহ্মধর্ম্মের দীক্ষা গ্রহণ। (৪) ব্রাহ্মসমাজের নিয়মাবলী অবধারণ এবং (৫) মাসিকসভা ও সাম্বৎসরিক উৎসবের বিধান।

নিয়মাবলী অবধারণা প্রসঙ্গে দুই সভার একত্র সম্মিলনের প্রস্তাব আলোচিত হয়। তাহাতে স্থির হইল যে, তত্ত্ববোধিনী সভা স্বতন্ত্রভাবে জ্ঞান ও বিজ্ঞানের অনুশীলন দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিবেন। তাহার যে মাসিক উপাসনা হইত, তাহা ব্রাহ্মসমাজের মাসিক সভারূপে প্রতিমাসের প্রথম রবিবারের প্রাতঃকালে সমাহিত হইবে। আরও স্থির হইল যে, এই দুই সভার পৃথক্ সাম্বৎসরিক উৎসব না হইয়া, যে দিবস এই নূতনমন্দিরে ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা আরম্ভ হয়, সেই দিন ১১ই মাঘ ইহার সাম্বৎসরিক উৎসব হইবে। ইতিপূর্ব্বে ৬ই মাঘের সাম্বৎসরিক উৎসব উঠিয়া গিয়াছিল। এক্ষণে ১১ মাঘের উৎসবে দুই সভার সাম্বৎসরিক উৎসব স্মরণীয় রহিল।

প্রথমে ব্রাহ্মসমাজ "ব্রহ্মসভা" নামে প্রথিত হইয়াছিল। বিদ্যাবাগীশকৃত মুদ্রিত-ব্যাখ্যানের আখ্যাপত্রে (Title page) "ব্রাহ্মসমাজে" গঠিত হয়,এই কথা সন্নিবিষ্ট থাকে। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রথমে এবং সেই সময়ের কোন কোন পুস্তকে "ব্রাহ্ম সমাজ" নাম ব্যবহৃত হইয়াছিল। ইহারই অব্যবহিত পরে "ব্রাহ্মসমাজ" নাম স্থিরীকৃত হইয়া যায়।

এই সময় বিশুদ্ধ বাঙ্গালাভাষায় জ্ঞানবিজ্ঞানসম্মত গ্রন্থ রচনার নিমিত্ত কৃতবিদ্য ব্যক্তি-সমূহ ব্যগ্র ছিলেন। এজন্য তত্ত্ববোধিনীসভায় মধ্যে "গ্রন্থসভা" ও গ্রন্থসম্পাদকের কর্ম্মের বাহুল্য হয়। সাহিত্য ও বিজ্ঞানের সহিত ধর্ম্মশিক্ষা দিবার নিমিত্ত তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা সংস্থাপিত হইয়াছিল। তথায় উপনিষদাদি পাঠ হইত। পরে প্রাকৃতিক-বিজ্ঞানের শিক্ষা দেওয়া হইত। এতদুপলক্ষে কএকখানি উৎকৃষ্ট পুস্তক তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক সুপ্রসিদ্ধ অক্ষয়কুমার দত্ত দ্বারা রচিত হইয়াছিল। সুখপাঠ্য বাঙ্গালা-ভাষায় উন্নতজ্ঞানের আলোচনা হেতু তত্ত্ববোধিনীপত্রিকার সর্ব্বত্র সমাদর হইতে লাগিল। এই প্রকারে তত্ত্ববোধিনী-সভা ও ব্রাহ্মসমাজ একযোগে মহতী প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছিল। সাহিত্যরসজ্ঞ, বিজ্ঞানপ্রিয়, তত্ত্বজিজ্ঞাসু, বিদ্যানুরাগী জনগণ এই সংসর্গে পরম আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা-স্থান লোকপূর্ণ হইতে লাগিল।

শ্রীমদ্দেবেন্দ্রনাথ দেখিলেন, সভাগৃহের দ্বিতীয়তলে লোক ধরে না; সুতরাং তৃতীয়তালানির্ম্মাণ আবশ্যক বিবেচনায়,তিনি প্রায় ৫ শত লোকের উপবেশনোপযোগী-স্থান নির্ম্মাণ করিয়া দেন। তৎপরে ধর্ম্মসাধনা-সম্বন্ধে কতদূর কি হইতেছে, তৎপ্রতি তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। পূর্ব্বরচিত প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর দ্বারা বহুলোক নিত্য-উপাসনার নিমিত্ত সঙ্কল্প করিলেন বটে, কিন্তু উপাসনাপদ্ধতি তখনও নির্ণীত বা নির্দ্ধারিত হয় নাই। এতদ্ভিন্ন ধর্ম্মের বোধ, চিন্তা ও অভ্যাসের উপযোগী এক খানি গ্রন্থেরও অভাব অনুভূত হইল। ক্রমে এই দুই অভা-

* শ্রীমদ্দেবেন্দ্র নাথের সময়ে স্কুল ও কলেজের প্রণালী মতে সাহিত্য, বিজ্ঞান ও ইতিহাসাদিতে সুশিক্ষিত ও সুপণ্ডিত কতকগুলি লোক ব্রাহ্মসমাজের পৃষ্ঠপোষক হইয়াছিলেন। তাঁহাদের অধিকাংশই হিন্দু কলেজের উত্তীর্ণ ছাত্র। হিন্দুকলেজের গবর্ণর পদাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার ঠাকুর সংস্কৃত কলেজের ছাত্রবৃন্দের সাহায্যে হিন্দুকলেজের ছাত্রদিগের দ্বারা ইংরাজী ভাষায় লিখিত উচ্চতর সাহিত্য ও বিজ্ঞানের বঙ্গানুবাদপূর্ব্বক বাঙ্গালা পাঠ্য পুস্তক প্রস্তুত করিতেছিলেন। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ এই কৃতবিদ্য ছাত্রমণ্ডলীর ও নবীন গ্রন্থকারদিগের গুরুস্থানীয় ছিলেন। তাঁহার সংস্রবে ও উপদেশে এই সম্প্রদায়ের সুশিক্ষিত যুবকগণ দেবেন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ববোধিনীসভায় প্রবিষ্ট হইয়া ক্রমশঃ ব্রাহ্মসমাজের পুষ্টি ও গৌরববৃদ্ধি করিয়াছিলেন।

বের পূরণ হইতে লাগিল। রামমোহন রায় একটী সংক্ষিপ্ত উপাসনা-পদ্ধতি রচনা করিয়া ছিলেন। শ্রুতিপাঠ, স্তোত্র ও প্রার্থনাদির দ্বারা তাহার কলেবর পরিবর্দ্ধিত করা হইল। তৎপরে শ্রুতি ও স্মৃতিগ্রন্থসমূহ হইতে সারসঙ্কলনপূর্ব্বক একখানি ব্রাহ্মধর্মগ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। সেই গ্রন্থের সংস্কৃতমন্ত্রসকলের সুবোধ বাঙ্গালায় অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করিয়া দেওয়া হইল। ভারতের প্রাচীন ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ ব্রহ্মবিষয়ক যে সকল মহামন্ত্র নিত্য পাঠ করিতেন, এত কালের পর সেই সকল শ্রুতিবাক্য সজ্জনদিগের গোচর হইল এবং অর্থবোধ সহকারে নিত্যপাঠ হইতে লাগিল। হৃদয়ের সন্তৃপ্তিকর এবং গৃহীজনের সর্ব্বমঙ্গলকর সন্নীতির বচনাবলী গৃহে গৃহে ধ্বনিত হইতে লাগিল। বঙ্গদেশের বিষয়গুলী প্রাচীন ঋষিদিগের আশীর্ব্বাদসংযুক্ত জ্ঞানালোক প্রাপ্ত হইয়া ঐহিক ও পারত্রিক পরম মঙ্গলের সাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন।

পরন্তু এখনও দেবেন্দ্রনাথের সর্ব্বতোভাবে পরিতৃপ্তি জন্মিল না। তিনি দেখিলেন, বহুলোক তর্কপ্রিয়, তাহাদের মধ্যে প্রেম নাই, ধর্মসাধনার সমুচিত নিষ্ঠা নাই; সুতরাং যোগধর্ম্মেরও বিশেষ চর্চ্চা হইতে পারিতেছে না। এই সকল লক্ষণ দেখিয়া তিনি নিগূঢ় ধর্মচিন্তায় প্রবৃত্ত হইলেন। কলিকাতায় তাঁহার চিত্তসমাধান হইল না। তিনি হিমালয়প্রদেশে প্রস্থান করিলেন।

দুই বৎসর হিমাচলপ্রদেশে ভ্রমণ করিয়া দেবেন্দ্রনাথ গৃহাভিমুখে ফিরিলেন। ১৭৮০ শকে তিনি কলিকাতায় প্রত্যাগত হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্মানুরাগী আর এক উৎসাহী যুবকদলকে সন্দর্শন করিলেন। এই যুবকবৃন্দের নেতা শ্রীমৎকেশবচন্দ্র সেন।

শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের প্রচারিত নববিধানসমাজের বিবরণ যথাস্থানে লিখিত হইয়াছে। ১৭৮১ শক হইতে ১৭৮৬ শক পর্য্যন্ত তিনি ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে থাকিয়া ইহার যে মহোন্নতি সাধন করিয়াছেন, ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্তে তাহাই উল্লেখ যোগ্য। নববিধান-সমাজ দ্বারা ব্রাহ্মসমাজের যে উপকার সাধিত হইয়াছে, তাহাও পরিশেষে প্রদর্শিত হইবে। [কেশবচন্দ্র সেন ও নববিধান দেখ]

কেশবচন্দ্রের পিতামহ ৺ রামকমল সেন একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ বিদ্যাবান্ ব্যক্তি ছিলেন। রামমোহন রায়ের প্রতিযোগী ও প্রতিদ্বন্দ্বী উইলসন সাহেবের সহিত তাঁহার বিশেষ বন্ধুতা ছিল। রামমোহন রায়ের বিরুদ্ধে ধর্ম্ম-সভা স্থাপিত হইলে রামকমল সেই সভার একজন প্রধান নেতা মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিলেন। পরন্তু বিধাতার সুবিচিত্রবিধানে সেই রামকমলের পৌত্র "খৃষ্টান" কুসংস্কার হইতে রক্ষা পাইলেন এবং রামমোহন রায়ের প্রতিষ্ঠিত সভার প্রতিষ্ঠা বহুগুণে বৃদ্ধি করিয়া দিলেন।

প্রথম বয়সে তিনি এক সুপণ্ডিত পাদ্রির নিকট বিশেষ নিপুণতার সহিত খৃষ্টধর্মগ্রন্থ বাইবেল পাঠ করেন। রামমোহন রায়ের সঙ্কলিত খৃষ্টীয় উপদেশ পাঠ করিয়া তিনি রামমোহন রায়কে খৃষ্টধর্ম্মানুরক্ত জ্ঞান করিয়াছিলেন। অনেক আলোচনার পর তাঁহার সে সংস্কার অপগত হইয়াছিল। তদনন্তর তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মের মর্ম্ম বুঝিয়া প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর পূর্ব্বক ব্রাহ্মসমাজের সভ্য শ্রেণীভুক্ত হয়েন। অতঃপর শ্রীমদ্‌দেবেন্দ্রনাথের সহিত কেশবচন্দ্রের সম্মিলন হয়। অচিরকাল মধ্যে এই মিলন এক অপূর্ব্ব ও অতুলনীয় সৌহার্দ্দে পরিণত হইয়াছিল।

শ্রীমদ্ দেবেন্দ্রনাথের হৃদয় ঈশ্বরপ্রেমে গদগদ। কেশবচন্দ্রেরও তাহাই। উভয়ের সম্মিলন ও সৌহার্দ্দবন্ধনের ইহাই কারণ। দেবেন্দ্রনাথ অদ্বৈতমত ভালবাসেন না। তিনি জ্ঞানী ভক্ত রামপ্রসাদের ন্যায় বহুপ্রকারে তত্ত্বসংস্থাপন করিয়াছিলেন। কেশবচন্দ্র তাহাই সর্ব্বলোকের গ্রহণীয় করিয়া তুলিলেন। উভয়ে মিলিয়া এক ব্রহ্মবিদ্যালয় খুলিলেন। দেবেন্দ্রনাথ ওজস্বল সুস্বাদু সাধুভাষায় এবং কেশবচন্দ্র হৃদয়গ্রাহী তেজস্কর ইংরাজী ভাষায় এই বিদ্যালয়ের শত শত ছাত্রকে উপদেশ দিতেন। কেবল এইস্থানে কেন? ঘরে বাহিরে সর্ব্বদা জ্ঞান ও ধর্ম্মের চর্চ্চা হইত। এবম্প্রকারে 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং' পরমেশ্বরের প্রেম ও পবিত্রতার এবং মনুষ্যের ভ্রাতৃভাবের শিক্ষা ও ব্যাখ্যা, আলোচনা ও প্রচারে কেশবচন্দ্র ও দেবেন্দ্রনাথ আপনারাও যেমন মাতিয়া উঠিলেন, তাঁহাদের শ্রোতা এবং সহচর বর্গও তেমনি সর্ব্বাংশে তাহাদের সমধর্ম্মী হইলেন। একপ্রাণতার বিস্তার সহকারে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচার হইতে লাগিল। ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের নিমিত্ত কতকগুলি লোক ধন, মান, প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন।

১৭৮৫ শক পর্য্যন্ত এই ভাবেই কাটিয়া যায়। শ্রীমদ্‌দেবেন্দ্রনাথ এই সময়কে ব্রাহ্মসমাজের বসন্তকাল বলেন। তাঁহার উক্তি এই:—"এ সময়ে হৃদয়ের প্রীতি-কুসুম লইয়া হৃদয়েশ্বরকে অর্চনা করিয়া ব্রাহ্মমাত্রেই কৃতার্থ হইয়াছিলেন।"

দেবেন্দ্রনাথ এই সুদিনের অবসানে "গ্রীষ্মকালের প্রখর রৌদ্র ও ঝঞ্ঝাবাত" সহ্য করিতে করিতে পূর্ব্বোক্ত বসন্তের মলয়ানিল স্মরণ করিয়াছিলেন। আমরাও ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্তের সেই অংশে আসিয়া পড়িয়াছি।

ব্রাহ্মসমাজ সম্পর্কে এই বসন্ত ও গ্রীষ্মকালের লক্ষণ

আলোচনা করিয়া দেখা আবশ্যক। যে পর্য্যন্ত ব্রাহ্মসমাজের সভ্যেরা একমতে কার্য্য করিতেন, সেই পর্য্যন্ত মলয়মারুত-প্রবাহী বসন্তকাল বিবেচনা করিতে হয়। যদবধি ইঁহারা মত-দ্বৈধ ঘটাইলেন এবং পরস্পর বিবাদ আরম্ভ করিলেন, তদবধি ইঁহাদের মধ্যে ঝঞ্ঝাবাত-সমাকুল গ্রীষ্মকালের লক্ষণ দেখা গেল।

পূর্ব্বে ব্রাহ্মসমাজের সভ্যদিগের মধ্যে কোন মতভেদ ছিল না, একথা বলা যাইতে পারে না। কিন্তু তাহাতে তাঁহাদের একতায় ও সদ্ভাবের ব্যাঘাত হয় নাই। তাঁহারা ব্যবস্থাপূর্ব্বক মতদ্বৈত ঘটান নাই। যাহাকে আমরা আদি ব্রাহ্মসমাজ বলিয়া এখন নির্দ্দেশ করিতেছি, তাহার ব্রাহ্ম-সমাজ নামই প্রথমে প্রথিত ছিল না।* ইহার পরে মেদিনী-পুর, ঢাকা এবং শেষে মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রভৃতি নগরে যে সকল ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইল, সামান্য সামান্য মতভেদ নিবন্ধন সে সকল সমাজ "ব্রাহ্মসমাজ" নাম গ্রহণ করে নাই।† কিন্তু তথাপি সে সকল সমাজ মূল ব্রাহ্মসমাজের শাখা রূপে গণ্য হইত। তাহাদের মধ্যে সদ্ভাব অপ্রতিহত ছিল। অতঃ-পর যে চেষ্টা হইল, তাহাতে ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণের 'ব্রাহ্ম' নামে বিশেষত্ব পাইবার উপক্রম হইল। তাহাদের একটী পৃথক্ সম্প্রদায় গঠিত হইবার প্রক্রিয়াতে বিবাদ আরম্ভ হইয়াছিল।

পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, রামমোহন রায় পক্ষপাতশূন্য নিষ্ঠাবান্ একেশ্বরবাদী হইলেও ইউরোপ ও আমেরিকাবাসী ইউনিটেরিয়ান খ্রীষ্টানগণ তাঁহার ব্রাহ্মণজাতিচিহ্নধারণ ও বেদভক্তি হেতু তাঁহাকে কুসংস্কারবর্জ্জিত এবং আপনাদের সম্প্রদায়-ভুক্ত মনে করিতে পারেন নাই। শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেই খৃষ্টীয়ানদিগের সংসর্গে ও তাঁহাদের অভিমতসংস্কারে সংবর্দ্ধিত হইয়াছিলেন, সুতরাং জাতিচিহ্ন তাঁহার দৃষ্টিতে একান্ত ধর্ম্মবিরুদ্ধ ও অসঙ্গত বলিয়া জ্ঞান হইত। কেবল তাহাই নহে, তিনি হিন্দুসমাজের সমস্ত রীতিনীতি এমন দূষিত জ্ঞান করিয়াছিলেন যেন তাহার সম্পূর্ণ সংশোধন ভিন্ন ধর্ম্মরক্ষার আর উপায়ান্তর নাই; এতদ্বিবেচনায় তিনি হিন্দুসমাজের আমূলসংস্কারে কৃতসংকল্প হইয়া উহার পুনর্গঠন কামনা করিয়াছিলেন এবং একমাত্র ব্রাহ্মসমাজের সাহায্যে উহা নিষ্পাদিত হইতে পারে ভাবিয়া, তিনি প্রথমতঃ ব্রাহ্মসমাজকেই কতকগুলি নিয়মের বশবর্ত্তী করিতে উদ্যোগী হইলেন। এত-ন্নিমিত্ত ১৭৮৬ শকের কার্ত্তিক মাসে তিনি মফঃস্বলের সকল ব্রাহ্মসমাজ হইতে সেই সেই সমাজের এক এক জন প্রতি-নিধিকে কলিকাতায় আহ্বান করিলেন। অভিপ্রায় এই যে, ঐ সকল প্রতিনিধির অভিমতে আপাততঃ ব্রাহ্মসমাজকে সর্ব্ব-কুসংস্কার-বর্জ্জিত করিতে হইবে, এবং ক্রমশঃ সমস্ত দেশকে বিশোধিত করিবার উপায় নির্দ্ধারণ করা যাইবে। ইহার ৩।৪ মাস পূর্ব্বে কেশবচন্দ্র (অপৌত্তলিক) ব্রাহ্মধর্ম্মমতে এক বৈদ্যজাতীয় বরের সহিত কায়স্থজাতীয়া এক বিধবাকন্যার বিবাহকার্য্য সম্পন্ন করান। এতদ্দ্বারা তাঁহার মনোভাব কতকাংশে প্রস্ফুট হইয়াছিল। তাঁহার আন্তরিক চেষ্টা ছিল যে, সকল ব্রাহ্মসমাজের সভ্যেরা একমত হইয়া এই আদর্শে দেশের কুরীতি ও কুসংস্কারসমূহের উৎপাটন করিতে থাকিবেন।

বলাবাহুল্য যে, এবম্প্রকার আদর্শে কার্য্য করা শ্রীমদ্দেবেন্দ্র-নাথের অভিপ্রেত ছিল না; সুতরাং সমস্ত ব্রাহ্মসমাজের প্রতিনিধি আনয়ন ও তাঁহাদের ঐকমত্য সম্পাদন বিষয়ে কিছুই সুসাধ্য হইয়া উঠিল না।

পরন্তু কেশবচন্দ্রের বিশ্বাস যে, এরূপ না হইলে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রতিপালিত হয় না। সুতরাং তিনি আপনার চেষ্টায় স্বমতা-বলম্বী লোকদিগের দ্বারা এই প্রকারে ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান ও ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচার নির্ব্বাহ করিতে সক্ষম করিয়া তদনুযায়ী প্রচার কার্য্যাদি পৃথক্ ভাবে স্থাপন করিলেন। পর বৎসর ১৭৮৭ শকে দেবেন্দ্রনাথের পরিচালিত আদিম ব্রাহ্মসমাজ হইতে একবারে বিচ্ছিন্ন হইয়া কেশবচন্দ্র স্বতন্ত্র ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনে উদ্যোগী হইলেন।

কেশবচন্দ্র আদি-ব্রাহ্মসমাজের সম্পর্ক ত্যাগপূর্ব্বক নূতন উপাসনালয়ের আয়োজনে ব্যস্ত হইলে, মহাত্মা রাজনারায়ণ বসু উক্ত আদি-ব্রাহ্মসমাজের পরিচালক-পদ গ্রহণ করেন।

* আদি-ব্রাহ্মসমাজের প্রথম 'ব্রাহ্মসমাজ' নাম কিরূপে প্রখ্যাত হইল, তাহা আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি। পরে বৈষয়িক ব্যবহারের নিমিত্ত এই সমাজের "কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ" নাম অবধারিত হইয়াছিল। কেশবচন্দ্রের ভারতবর্ষীয়-ব্রাহ্মসমাজের চেষ্টায় অন্যান্য সমাজের ন্যায় কলিকাতা-ব্রাহ্মসমাজও তদন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য হইবে, এই আশঙ্কা উপস্থিত হওয়াতে এই সমাজ 'আদিব্রাহ্মসমাজ' নাম গ্রহণ পূর্ব্বক আপনার বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিলেন।

† ১৭৬৮ শকে মেদিনীপুরে প্রায় ৫০ জন সভ্য মিলিয়া "ব্রাহ্ম-সভা" নামে এক সভা করেন। তদানীন্তন প্রভাকর পত্রিকায় লিখিত হইয়াছিল, 'কলিকাতার ব্রাহ্মসভার ন্যায় এই সভার সকলকর্ম্মই প্রতি রবিবার রাত্রে নিষ্পাদিত হয়।' ১৭৭৫ শকে ভবানীপুরে সত্যজ্ঞান-সঞ্চারিণী নামে ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা হয়। তাহাও কলিকাতা-ব্রাহ্মসমাজের অনুরূপ ছিল। ১৭৮৬ শকে মাদ্রাজে বেদ-সমাজ নামে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হয়, তাহা হইতে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা নামে এক পত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছিল। ঐ সময়ে বোম্বাইনগরেও প্রার্থনাসমাজ নামে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হয়। উহা এখনো সেই নামে প্রতিষ্ঠিত আছে। এইরূপে বিদ্যোৎসাহিনী, তত্ত্বজ্ঞান প্রদায়িনী ইত্যাদি নানানামে ব্রাহ্মসমাজ বঙ্গদেশের সকল বিভাগে জ্ঞান ও ধর্ম্মের বিকাশ এবং নীতি ও সদাচারের প্রসার করিয়াছিল। বর্দ্ধমান, চুঁচড়া, চন্দননগর, বৈদ্যবাটী প্রভৃতি স্থানে ব্রাহ্মসমাজ নামেই উহার কার্য্য চলিয়াছিল।

কেশবচন্দ্র স্বীয় অভিপ্রায়ানুরূপ ব্রাহ্ম-সমাজের স্থাপন জন্ত সাধারণের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন *। জাতি, বর্ণ ও সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে যে ব্রাহ্মসমাজের পত্তন হইয়াছে, তথায় কোন জাতীয় চিহ্ন থাকা উচিত নহে, এই সংস্কার বলীয়ান্ হইলে, ভারতের সর্ব্বত্র হইতে কেশব চন্দ্রের সাহায্যার্থ টাকা আসিতে লাগিল। তিনি নিঃসম্বলে ঈশ্বর-সহায় হইয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন, পরন্ত সর্ব্বত্র সফলকাম হইয়া, "ব্রহ্মকৃপা হি কেবলং" ইত্যাদি নামাঙ্কিত ধ্বজা উড্ডীন করিয়া রাশিপ্রমাণ অর্থ সঞ্চয়পূর্ব্বক কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিলেন। তাঁহার ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচার বাহুল্যরূপে চলিতে লাগিল। বহুলোক তাহাদের পরিবারের সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া তাঁহার সমাজে প্রবিষ্ট হইলেন। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের ৬ মার্চ্চ ভারতবর্ষীয়-ব্রাহ্মসমাজের স্বতন্ত্র উপাসনা মন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত হইল।†

কেশবচন্দ্র হিন্দুদিগের পোষিত কুসংস্কার ও উপধর্ম্মের দুর্গ-ভগ্ন করিয়া শুদ্ধমতে পারিবারিক ও সামাজিকক্রিয়া নির্ব্বাহ করিবার প্রতিজ্ঞায় আদিম ব্রাহ্মসমাজ হইতে স্বতন্ত্র হইয়াছিলেন। তাহার কার্য্যও এই প্রকারে নিষ্পন্ন হইতে চলিল। এখনও একটী বলবৎ অন্তরায় রহিয়া গেল। নূতন ব্রাহ্ম-বিবাহ-পদ্ধতি আইনসিদ্ধ করিয়া লইতে না পারিলে এই স্বতন্ত্র-সম্প্রদায়ের কিছুতেই রক্ষার উপায় নাই দেখিয়া, তিনি ভারতের বড়লাটের স্মরণাপন্ন হইলেন। স্বয়ং গবর্ণর জেনেরল লর্ড লরেন্স বাহাদুর কেশব বাবুর উপাসনাস্থানে আসিতেন এবং তাঁহার পরম সমাদর করিতেন। কেশব তাঁহাকে ধরিয়া একটী সংশুদ্ধ বিবাহ-আইনের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করাইলেন। তাহাতে সর্ব্বসাধারণ লোকে আপত্তি উত্থাপন করাতে, কেবল ব্রাহ্মদিগের জন্ত 'ব্রাহ্ম' নামে এই আইন বিধিবদ্ধ করিবার চেষ্টা হইয়াছিল। আদি-সমাজের ও তদনুগত অপরাপর সমাজের সভ্যেরাও তাহাতে আপত্তি করাতে তাহাও খণ্ডিত

* কেশবচন্দ্র ভারতবর্ষের সকল ব্রাহ্মসমাজকে এক সূত্রে গ্রথিত করিবার উদ্দেশে তাঁহার স্থাপিত এই সমাজের নাম রাখিলেন, ভারতবর্ষীয়-ব্রাহ্মসমাজ। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দ নবেম্বর মাসে তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মানুরাগী ব্যক্তিমাত্রের নিকট প্রার্থনা জানাইলেন যে, তাঁহার প্রচার কার্য্যে এবং বিশুদ্ধ আদর্শভূত এই ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনে সকলেই যেন অর্থ দ্বারা সাহায্য করেন।

† এতদ্দ্বারা বুঝা যায় যে,ব্রাহ্মসমাজ বলিলে একটী গৃহ ও তন্মধ্যবর্ত্তী লোক বুঝায় না। ব্রাহ্মসমাজ কেবল ব্রহ্মোপাসক লোকদিগের সমাজ। উপাসনা-গৃহকে ব্রহ্মের উপাসনা-মন্দির বা কেবল ব্রহ্মমন্দির বলিতে হইবে। কলিকাতা মেছুয়াবাজার ষ্ট্রিটের ৮১ নং ভবনে কেশবচন্দ্র সেনের নববিধান-সমাজ প্রতিষ্ঠিত আছে।

হইয়া গেল। পরে রেজষ্টরি দ্বারা সিভিল-বিবাহের আইন বিধিবদ্ধ হইল। এই রেজষ্টরি কার্য্যের অব্যবহিত পূর্ব্বে বা পরে ব্রহ্মোপাসনা ও পিতার পক্ষ হইতে কন্যাদানাদি কার্য্য করিবার বাধা রহিল না। কেশবচন্দ্র ইহাকেই আপনাদের আইন বলিয়া গ্রহণ করিলেন। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে ১৯ মার্চ্চ এই আইন পাশ হয়। এইরূপে সম্প্রদায়বন্ধনের সর্ব্বোপকরণ সংগ্রহ হইলে কেশবচন্দ্রের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ, অভীষ্ট সিদ্ধ ও বিপুল পরিশ্রম সার্থক হইয়াছিল।

তাঁহার আরব্ধ অপৌত্তলিক অনুষ্ঠান এবং জাতি ও বর্ণ নির্ব্বিশেষে বিবাহ প্রভৃতি কুসংস্কার-বর্জ্জিত ক্রিয়াসকল অবাধে চলিতে লাগিল। এতদবধি ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজ স্বতন্ত্র ও পরিস্ফুট লক্ষণে সর্ব্বজনের হৃদয়ঙ্গম হইয়াছিল। একদিন দেবেন্দ্রনাথ "ব্রাহ্ম" লক্ষণ প্রকাশ নিমিত্ত ওঁকারযুক্ত অঙ্গুরীয়ক পরিধানের ব্যবস্থা করিয়া ছিলেন। এইরূপে ব্রাহ্মদিগকে স্বতন্ত্র সম্প্রদায়ের লোক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতে হয় *।

ব্রাহ্মদিগের বয়োবৃদ্ধি সহকারে তাহাদের পুত্রকন্তার সংখ্যাও বাড়িতে লাগিল। তাহাতে জাতকর্ম্ম, নামকরণ ও বিবাহাদি ব্রাহ্ম-অনুষ্ঠানের বাহুল্য হইতে চলিল।

বিবাহআইন বিধিবদ্ধ হইবার ৬ বৎসর পরে কেশব-চন্দ্রের স্বীয় কন্তার বিবাহসম্বন্ধ উপস্থিত হয়। এই বিবাহে কেশবচন্দ্রকে বড়ই বিপাকে পড়িতে হইয়াছিল। তিনি বাধ্য হইয়া কন্তাকে বরপক্ষীয় লোকের হস্তে ছাড়িয়া দিলেন। এই বিবাহ ব্যাপারে তাঁহার অবলম্বিত আইনের কোন বিধি খাটে নাই। ইহা কোচবিহার-বিবাহ নামে প্রসিদ্ধ, (১৮৭৮ খৃষ্টাব্দ)।

এই ঘটনায় কেশবচন্দ্রের সম্প্রদায়ের অধিকাংশ লোক তাঁহার প্রতি খড়্গহস্ত হইলেন। তিনি আকাশপাতাল-ব্যাপী আন্দোলন করিয়া যে আইনের প্রয়োজন ও অবশ্য-পালনীয়তা দেখাইয়াছিলেন, আপনার বেলা তাহার দিক্ দিয়া চলিলেন না; তিনি ধর্ম্মবুদ্ধিকে অর্থের মন্দিরে বলিদান দিলেন। এইরূপ এবং অন্ত সহস্রপ্রকার গ্লানি ও নিন্দাবাদ তাঁহার মস্তকে বর্ষিত হইয়াছিল। অবশেষে তদ্বিরুদ্ধবাদী ব্রাহ্মগণ তাঁহার সম্পর্কত্যাগ করিয়া নূতন এক সমাজ স্থাপন করিলেন। সেই সমাজে ব্রাহ্ম নামধারী বহুলোক একত্র হইলেন। তাহার নাম হইল—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে ১৫ মে সাধারণ সমাজ স্থাপিত হয় †।

* কিন্তু দুঃখের বিষয় এ প্রথা প্রচলিত হয় নাই।

† কলিকাতা কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রিট ২১১ সংখ্যক ভবনে এই সমাজমন্দির নির্ম্মিত হয়।

নামের ব্যবস্থায় ইহার প্রকৃতিও বুঝা যাইবে। শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র কোচবিহার-বিবাহ-ঘটনাকে বিধাতার বিশেষ-বিধান বলিয়া আইন লঙ্ঘনদোষ কাটাইতে লাগিলেন। পক্ষান্তরে তাঁহারাও তাঁহাকে ভারতবর্ষীয়-ব্রাহ্মসমাজের উপাসনামন্দিরের অধিকার হইতে বিচ্যুত করিবার চেষ্টা করিলে, তিনি পুলিশের সাহায্যে আপনার স্বাধিকার-রক্ষা করিয়াছিলেন। তখন তিনি ইহা ঘোষণা করিলেন যে, এই মন্দিরটী আমার প্রতি বিধাতার দান। এই প্রকারে ভারতবর্ষীয়-ব্রাহ্মসমাজের অধিকার হইতে সর্ব্ববিষয়ে সম্যক্‌রূপে বঞ্চিত হইয়া সেই মন্দিরের উপাসকগণ এই নূতন সমাজ ও নূতন সমাজ-মন্দিরের গঠন-কার্য্যে সর্ব্বপ্রকারে সাধারণতন্ত্র রাজনীতির অনুসরণ করিলেন। অতএব প্রথমেই ইহার "সাধারণ-ব্রাহ্মসমাজ" নামকরণ হইল।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পরিচয় দিবার নিমিত্ত অধিক কিছু বলিতে হইবে না। এই সমাজের সভ্যেরা যখন ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সহিত একযোগে উপাসনাদি করিতেন, তৎকালে তাঁহারা যে ভাবে ও যে প্রকারে উপাসনা এবং পরিবারিক ও সামাজিক ক্রিয়াকলাপাদির অনুষ্ঠান করিতেন, এখানেও তাঁহারা সেই সমস্ত আচার বিধিবৎ রাখিলেন; কেবল ব্যক্তিবিশেষের একাধিপত্য খণ্ডন ও সাধারণতন্ত্রের রাজনীতি স্থাপন করিতে গিয়া তাঁহারা বহুনিয়মযুক্ত কার্য্য-নির্ব্বাহক-সভা ও তাহার শাখা প্রশাখা বৃদ্ধি করিতে বাধ্য হইলেন। অধিকন্তু ইহারা ইংরাজী গির্জ্জার রীতি অনুসারে বর-কন্যাকে এই সাধারণ উপাসনামন্দিরে আনিয়া তাঁহাদের বিবাহ আইনসঙ্গতরূপে সম্পাদন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের উপাসনাদিতেও অনেক খৃষ্টানী ভাবের আদর দেখা যায়।

এদিকে কেশবচন্দ্র আত্মীয়জনের বিদ্রোহিতায় বাধা পাইয়া কেবল ঈশ্বরচিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। তিনি পূর্ব্বাপর ইহা দেখিয়া আসিতেছেন যে, লোকসকল যুক্তি ও তর্কের উপর অধিক নির্ভর করিয়া এক প্রকার নাস্তিক ও স্বেচ্ছাচারী হইয়া পড়ে। ব্রাহ্মসমাজে সেরূপ নাস্তিক্য বা যথেচ্ছাচার নিবারণ জন্য তিনি যে বিধি-নিয়ম প্রবর্ত্তিত করেন, তাহা ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে খাটাইতে পারা যায় না দেখিয়া, তিনি 'নববিধান' নামে আত্ম-মত প্রকাশ করিতে লাগিলেন *।

বর্ত্তমান নববিধান মতে বিশ্বাসিগণ এই সকল সার সত্যের মধ্যে আর সন্দেহ ও তর্ক আনিবেন না, স্থিরবিশ্বাসে ঐহিক ও পারত্রিক কল্যাণকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে থাকিবেন; ইহাই নববিধানের তাৎপর্য্য।

নববিধানাচার্য্য কেশবচন্দ্র সর্ব্বধর্ম্মের সারভূত এই সকল তত্ত্বকে গঠন-স্বরূপ করিয়া পূর্ব্বাপর সাধকদিগের জ্ঞান, ভক্তি, যোগ ও বৈরাগ্যের সমন্বয় চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি আপন সম্প্রদায় মধ্যে হিন্দুদিগের হোম, খৃষ্টানদিগের জলমজ্জন, শিখদিগের দরবার-ভজনা, বৈষ্ণবদিগের সঙ্কীর্ত্তন এবং শাক্তদিগের "মা" "মা" বাণী, বিশুদ্ধভাবে সন্নিবিষ্ট করিয়া যান। তন্মতাবলম্বী ব্রাহ্মগণ মুসলমান ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠাতা মহম্মদের ন্যায় কেশবচন্দ্রকে নববিধান-প্রবর্ত্তক "আচার্য্য" বলিয়া প্রথিত করিতেছেন। সম্প্রতি ব্রাহ্ম নামে যে সম্প্রদায় গঠিত হইতেছে, সেই সম্প্রদায়ের সকল ব্যক্তিই উপরি-উক্ত বিশেষবিধানে একমত না হইলেও কেশবচন্দ্রকে তাঁহাদের মূল বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন।

এই প্রকারে এক্ষণে "ব্রাহ্মসমাজ" শব্দে দুই প্রকার অর্থ-সঙ্গতি করা যায়—(১) ব্রাহ্মনামধারী ব্যক্তিদিগের সম্প্রদায়, (২) ব্রহ্মোপাসকদিগের মণ্ডলী। আদি ব্রাহ্মসমাজ দ্বারা ব্রাহ্মসম্প্রদায়ের ব্যতিরেকে ব্রহ্মোপাসকমণ্ডলীর অধিক বৃদ্ধির চেষ্টা হইতেছে, তাহাতে যাঁহারা ব্যবস্থা-পূর্ব্বক দেবতাদিগের বহুত্বকে একত্বে অর্থাৎ পরব্রহ্মে সমাবেশ করিতেছেন,—যাঁহারা বাহ্যপূজার পরিবর্ত্তে মানসপূজার বিধান করিতেছেন,—যাঁহারা শ্রবণকীর্ত্তনাদি প্রকরণে ভক্তিমার্গে এক সর্ব্বেশ্বরের প্রতি নিষ্ঠাবান্ হইতেছেন,—যাঁহারা নীতিপালনকে অব্যক্ত ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ আরাধনা বিবেচনা করেন,—এবং যাঁহারা যোগ-মার্গে পরমাত্মার নির্ব্বিশেষত্ব সাধনা করিতেছেন,—তাঁহারা সকলেই আদি-ব্রাহ্মসমাজের মতের অনুবর্ত্তন করিতেছেন, অথবা আদি-ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য করিতেছেন, এমন বিবেচনা করিতে হয়। অতএব নববিধানী এবং সাধারণী-ব্রাহ্মদিগের সহিত এই সকল পরমাত্মনিষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ আদি-ব্রাহ্মসমাজ অর্থাৎ ব্রহ্মোপাসকদিগের মণ্ডলীমধ্যে পরিগণিত হইতে পারেন *।

ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে আর একটী বিষয় দ্রষ্টব্য,—

* ১৮০১ শকের ১২ মাঘ বিধিপূর্ব্বক নববিধান ঘোষিত হয়। (১) ঈশ্বর আছেন, (২) তিনি পিতা ও আমরা পুত্র, (৩) ঈশ্বর পবিত্র, আমাদের পাপ ত্যাগ করিয়া পবিত্র হইতে হইবে, (৪) সকল ধর্ম্ম হইতে সার ও সত্য গ্রহণ করিতে হইবে, (৫) বিশ্বাসীদিগের মধ্যে একতার বন্ধন দৃঢ় করিতে হইবে, (৬) মহাপুরুষেরা এক একটা বিধান লইয়া আইসেন, তাহা প্রণিধান পূর্ব্বক বুঝিতে হইবে এবং (৭) সর্ব্ববিধানের সমষ্টিতে বিধান পূর্ণ হইতেছে, ইহা প্রণিধান পূর্ব্বক জগৎকে পূর্ণ-ব্রহ্মের সন্তান পূর্ণ দেখিতে হইবে।

* শ্রীমদ্দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থের উপনিষদংশের তাৎপর্য্য বিশুদ্ধ সংস্কৃত-ভাষায় অনুদিত করিয়া অধ্যাপক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের এবং বেদোপনিষৎসেবী জনগণের ব্রহ্মজ্ঞান উদ্দীপন নিমিত্ত বিতরণ করিতেছেন। রামমোহন রায় ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠার দিবস (৬ ভাদ্র) সাম্বৎসরিক বিধানে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগকে অর্থদান করিতেন। এক্ষণকার সাম্বৎসরিক উৎসবে এই ব্রহ্ম (বেদ) দান এতৎসময়োচিত মহাদান বলিয়া পরিগৃহীত হইবার যোগ্য।

দেবেন্দ্রনাথের সহিত কেশবচন্দ্রের বিচ্ছেদ সময়ে উভয়ের যে ভিন্ন সংস্কার প্রবল হইয়াছিল, তাহার কতক পরিচয় পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে। দেবেন্দ্রনাথ দেখিলেন, কেশবচন্দ্রের ভাব ও গতি খৃষ্টীয় ধর্ম্মানুগত এবং বিজাতীয় হইয়া পড়িতেছে। তাহাতে তিনি জাতীয় ভাবের উদ্দীপনায় প্রবৃত্ত হইলেন। এই সময়ে স্বদেশ, স্বজাতি ও হিন্দুধর্ম্মের নামে উন্নতিসাধক বহু সভা-সমিতি ও গ্রন্থাদি প্রকাশ হইতে লাগিল। হিন্দু রীতিনীতির মধ্যে যাহা উৎকৃষ্ট ও নির্দ্দোষ, তাহার রক্ষাপক্ষে আদি-সমাজের দৃঢ়তা জন্মিল। ক্রমে কেশবচন্দ্রের অস্থি-মজ্জাগত হিন্দুভাব পরিস্ফুট হইতে লাগিল। তিনি হিন্দুর শুদ্ধাচার পরিগ্রহ করিলেন। অতি শৈশব হইতেই তিনি নিরামিষ ভোজন করিতেন। তৎপ্রভাবে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে মৎস্যমাংসাদি আহারের প্রসক্তি খর্ব্ব হইয়াছে। বিলাত-প্রবাসী অস্মদ্দেশীয় যুবক-বৃন্দের মধ্যে স্বদেশীয় রীতিনীতি পালনপক্ষে শ্রীশ্রীমতী মহারাণী ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার সমাদৃত কেশব-চন্দ্রই গুরুস্থানীয়। সর্ব্বত্র কেশবচন্দ্রের ঈশ্বর-নিষ্ঠা, উদ্যম ও শ্রমশীলতাদি গুণ-সমূহ তত্তৎ গুণের আদর্শ ভূত বলিয়া বিবেচিত হয়।

আদি-ব্রাহ্মসমাজ হইতে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের উদ্ভব, তাহা হইতে পুনশ্চ সাধারণ সমাজের উৎপত্তি, ইতিমধ্যে ব্রাহ্মবিবাহ-আইনের আবশ্যকতা বিষয়ে বাদানুবাদ ;—এই তিন ঘটনায় নানাপ্রসঙ্গে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে তুমুল বিবাদ হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে তিন আদর্শে তিন ব্রাহ্মসমাজ তাহা-দের শাখা প্রশাখা বিস্তার করিতেছেন। ব্রাহ্মদিগের মধ্যে আর বিবাদবৃদ্ধির সম্ভাবনা নাই। প্রত্যুত বিবিধ শুভকর্ম্মো-পলক্ষে তিন সমাজেরই লোক একত্র হইয়া থাকেন। ইউরোপ ও আমেরিকার বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদী সমাজ, এদেশীয় আর্য্য সমাজ, থিওজফিষ্ট সম্প্রদায় এবং পরমহংস ভক্তসম্প্রদায় প্রভৃতি এই ৭৪ বৎসরের ব্রাহ্মসমাজের অনুকরণে গঠিত। ব্রাহ্মেরা এক্ষণে এই সমস্ত উন্নত জ্ঞানসম্পন্ন লোকদিগকে প্রীতির দৃষ্টিতে দেখেন এবং যতদূর সম্ভব তাহাদের সহিত সম্মিলনের চেষ্টা করেন। আদি-সমাজের পুরাতন অশ্বত্থবৃক্ষতুল্য তত্ত্ববোধিনীপ্রতিষ্ঠাতা দেবেন্দ্রনাথ এক্ষণে শ্রীমন্মহর্ষি আখ্যায় ভূষিত হইতেছেন। এই পুণ্যবৃক্ষের তলে এক এক সময় বিভিন্নদেশীয় একেশ্বরবাদিগণ (Unitarian) একত্র হইয়া পর-ব্রহ্মের জয় ঘোষণা করেন।

"গ্রীষ্মকালের প্রখর রৌদ্র ও ঝঞ্ঝাবাতের পর বর্ষা কাল উপস্থিত হইবে।" "সহিষ্ণু হইয়া তাহার জন্য অপেক্ষা কর।" শ্রীমদ্ দেবেন্দ্রনাথের ১৭৮৭ শকের এই কথা এক্ষণে স্মরণ করিতে হয়, যে সকল বৃক্ষের পুষ্প শোভাহীন ও সৌরভ-শূন্য হইয়া যায়, বর্ষার জলধারায় তাহাদের পুষ্পের নূতন শ্রী ও সৌরভ প্রকাশ পায়। ব্রাহ্মগণ ব্রাহ্মসমাজ-বৃক্ষের পুষ্পস্তবকের এক্ষণে সেই অবস্থা দেখিবার আশা করিতেছেন।

ব্রাহ্মাহোরাত্র (পুং) ব্রহ্মণোঽহোরাত্রঃ। ব্রহ্মার দিন ও রাত্রি। ইহা মনুষ্যদিগের কল্পদ্বয় কাল। উদয়কল্প দিবা এবং ক্ষয়কল্প রাত্রি। দৈবপরিমাণ কালের সহস্রযুগে ব্রহ্মার একদিন ও তৎ পরিমাণ কালে এক রাত্রি হয়।

"দৈবিকানাং যুগানান্তু সহস্রং পরিসংখ্যয়া।
ব্রাহ্মমেকমহর্জ্ঞেয়ং তাবতী রাত্রিরেব চ ॥" (মনু ১।৭২)

ব্রাহ্মি (ত্রি) ব্রহ্মন্-ইঞ্, টিলোপঃ। ১ ব্রহ্মার অপত্য। ২ ব্রহ্মার অবয়বভূত। "নমো রুচায় ব্রাহ্ময়ে" (শুক্লযজু° ৩১।২০) 'ব্রাহ্ময়ে ব্রহ্মণোঽপত্যং ব্রাহ্মিঃ ইঞি টিলোপঃ ব্রহ্মাবয়বভূতায় বা' (বেদদীপি°)

ব্রাহ্মিকা (স্ত্রী) ব্রাহ্মী এব সংজ্ঞায়াং স্বার্থে বা কন্ অত ইত্বঞ্চ। ব্রাহ্মণযষ্টিকা। (শব্দরত্না°)

ব্রাহ্মী (স্ত্রী) ব্রহ্মণ ইয়ং, ব্রহ্মন্-অণ্ টিলোপঃ, স্ত্রিয়াং ঙীপ্। ১ দুর্গা।

"বৃহদস্বশরীরং যদপ্রমেয়ং প্রমাণতঃ।
বৃহদ্বিস্তীর্ণমিত্যুক্তং ব্রাহ্মী দেবী ততঃ স্মৃতা ॥"
দেবীপু° ৪৫ অ°।

২ শিবের অষ্টমাতৃকার অন্তর্গত মাতৃকাবিশেষ। ৩ সরস্বতী। ৪ সূর্য্যমূর্ত্তি।

"ব্রাহ্মী মাহেশ্বরী চৈব বৈষ্ণবী চৈব তে তনুঃ।
ত্রিধা যস্য স্বরূপন্তু ভানোর্ভাস্বান্ প্রসীদতু ॥"
(মার্কণ্ডেয় পু° ১০৯।৭১)

৫ রোহিণীনক্ষত্র। (হেম) এই নক্ষত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ব্রহ্মা। ৬ শাকভেদ, ব্রাহ্মীশাক (Herpestis Monniera)। চলিত নাম বাঙ্গালা—অধবির্ণী, থোপচম্নী, ব্রিহ্মীশাক ; হিন্দি—বরম্ভী, ব্রহ্মী, জলনিম, শেতচম্নী ; উড়িষ্যা—উরিষ্কাপর্ণী ; বোম্বাই—বাম ; তামিল—বীমি, নীর্পিরিমাই নীরব্রহ্মী ; মলয়ালম্—বীমি।

ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই ৪০০০ ফিট্ পর্য্যন্ত উচ্চ স্থানে অথবা পুষ্করিণ্যাদির তীরবর্ত্তী জলসিক্ত ভূমে এই শাক জন্মিতে দেখা যায়। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে ইহার শিকড়, পত্র ও ডাঁটা প্রভৃতির বিশেষ বিশেষ গুণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ইহা মূত্রকারক ও মৃদু বিরেচক। কেরাসিন্ তৈলের সহিত ব্রাহ্মীশাকের রস গাঁটে মর্দ্দন করিলে গেঁটেবাত বিদূরিত হয়। উন্মাদ, অপস্মার, স্বরভঙ্গ প্রভৃতি রোগে ইহা বিশেষ উপকারক। অর্দ্ধতোলা

পাতার রসের সহিত ২ তুলা পাচক শিকড় মধুর সহিত সেবন করিলে মস্তিকের উন্মাদতা নষ্ট করে। ইহা বিষহর। বালকের ছর্দি (Catarrh) ও বায়ুনলীর প্রদাহে (Bronchitis এক চামচ ইহার পাতার রস সেবন করাইলে বমন ও দাস্ত দ্বারা শ্লেষ্মার প্রকোপ উপশমিত হইয়া থাকে।
৭ কম্বিকা, চলিত বামুনহাটী। ৮ পঙ্কগড়ক মৎস্য, চলিত পাঁকালমাছ। ৯ সোমবল্লরী, চলিত সোমলতা। (মেদিনী) ১০ মহাজ্যোতিষ্মতী। ১১ বারাহীকন্দ। ১২ হিলমোচিকা চলিত হিঞ্চা। (রাজনি০) (ত্রি) ১৩ ব্রহ্মপ্রাপ্তিযোগ্য।

"স্বাধ্যায়েন ব্রতৈর্হোমৈস্ত্রৈবিদ্যেনেজ্যয়া সুতৈঃ।
মহাযজ্ঞৈশ্চ যজ্ঞৈশ্চ ব্রাহ্মীয়ং ক্রিয়তে তনুঃ ॥" (মনু ২।২৮)

১৪ ব্রহ্মতত্ত্ব।

"এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি।"
(গীতা ২।৭২)

ব্রাহ্মীকন্দ (পুং) ব্রাহ্ম্যাঃ কন্দ ইব কন্দো যস্য। বারাহীকন্দ।
ব্রাহ্মীকুণ্ড (স্ত্রী) স্কন্দপুরাণোক্ত তীর্থভেদ।
ব্রাহ্মৌদনিক (ত্রি) ব্রাহ্মণদিগের পাকাগ্নি।

ব্রাহ্ম্য (স্ত্রী) ১ বিস্ময়। ২ দৃশ্য। ব্রহ্মণ ইদং ব্রহ্মন্-য্যঞ্। (ত্রি) ৩ ব্রহ্মসম্বন্ধী।

"চতুর্দশ গুণো জ্ঞেয় কালো ব্রাহ্ম্যমহঃ স্মৃতম্।"
(মার্কণ্ডেয় পু০ ৬।৩৮)

ব্রুবৎ (ত্রি) ব্রবীতীতি ব্রূ-শতৃ। বক্তা।

"ব্রুতে নিঃসংশয়ে পাপে ন ভুঞ্জীতানুপস্থিতঃ।
ভুঞ্জানো বর্দ্ধয়েৎ পাপমসত্যং সংসদি ব্রুবন্ ॥"
(প্রায়শ্চিত্তত০)

ব্রুবাণ (ত্রি) ব্রূতে ইতি ব্রূ-শানচ্। বক্তা।

"ইতি ব্রুবাণো মধুরং হিতঞ্চ তমাশ্রিহস্থৈর্যশিথিলবক্ষভূমিম্।"
(ভট্টি ২।৪০)

ব্রূ, কথন। অদাদি০ উভয়০ দ্বিকর্ম্ম০ সেট্। লট্—ব্রবীতি, ব্রূতে, ব্রুবতে। ব্রূধাতুর লটের 'তি' আদি পাঁচটীর স্থানে লিটের নল আদি করিয়া পাঁচটী হয়। যথা : আহ, আহতুঃ, আহুঃ আথ, আহথুঃ। লিঙ্ ব্রূয়াৎ। লঙ্ অব্রবীৎ, অব্রূতাং, অব্রুবন্। অব্রূত, অব্রুবত।
ব্লেষ্ক (পুং) জল। পাশ।

ভ ভকার। ব্যঞ্জনবর্ণের চতুর্বিংশতিতম বর্ণ, পবর্গের চতুর্থ-বর্ণ। ইহার উচ্চারণস্থান ওষ্ঠ। এই বর্ণ উচ্চারণ কালে ওষ্ঠের সহিত জিহ্বাগ্রের স্পর্শ হয় বলিয়া ইহা স্পর্শ বর্ণ। ইহার উচ্চারণে আভ্যন্তর-প্রযত্ন, বাহ্য-প্রযত্ন, সংবার, নাদ ও ঘোষ। ইহা মহাপ্রাণ। ভকারের স্বরূপ—

"ভকারং শৃণু চার্ব্বঙ্গি স্বয়ং পরমকুণ্ডলী।
মহামোক্ষপ্রদং বর্ণং তরুণাদিত্যসংপ্রভম্॥
পঞ্চপ্রাণময়ং বর্ণং পঞ্চদেবময়ং সদা॥" (কামধেনুত°)

এই বর্ণ পরমকুণ্ডলীস্বরূপ, মহামোক্ষপ্রদ, তরুণ আদিত্যসঙ্কাশ, পঞ্চপ্রাণ ও পঞ্চদেবময়। বঙ্গভাষায় ইহার লিখন প্রণালী—

"ঊর্দ্ধাধঃ ক্রমতো রেখা বামে বক্রা তু কুণ্ডলী।
পুনশ্চাধোগতা সৈব অত ঊর্দ্ধগতা পুনঃ॥
ব্রহ্মা শম্ভুশ্চ বিষ্ণুশ্চ ক্রমশস্তাসু তিষ্ঠতি॥" (বর্ণোদ্ধারতন্ত্র)

ঊর্দ্ধাধঃক্রমে একটী রেখা করিয়া বামে বক্রভাবে কুণ্ডলী করিবে, ইহাকে পুনর্ব্বার অধোগত করিয়া পরে ঊর্দ্ধগত করিয়া দিলে এই বর্ণ হয়। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই তিন জন উহাতে অবস্থিত আছেন। ধ্যানপূর্ব্বক এই বর্ণ দশবার জপ করিলে সকল অভীষ্টসিদ্ধি হয়। ইহার ধ্যান—

'তড়িৎপ্রভাং মহাদেবীং নাগকঙ্কণশোভিতাম্।
ষড়্ভুজাং বরদাং ভীমাং রক্তপঙ্কজলোচনাম্॥
রক্তবস্ত্রপরীধানাং রক্তপুষ্পোপশোভিতাম্।
চতুর্বর্গপ্রদাং দেবীং সাধকাভীষ্টসিদ্ধিদাম্।
এবং ধ্যাত্বা ব্রহ্মরূপাং তন্মন্ত্রং দশধা জপেৎ॥'

এইরূপে ধ্যান করিয়া পরে এই মন্ত্রে প্রণাম করিতে হয়।

"ত্রিশক্তিসহিতং বর্ণং ত্রিবিন্দুসহিতং প্রিয়ে।
আত্মাদিতত্ত্বসংযুক্তং ভকারং প্রণমাম্যহম্॥" (বর্ণোদ্ধারতন্ত্র)

ভকারের বাচক শব্দ যথা—ক্রিয়া, ভ্রমর, ভীম, বিশ্বমূর্ত্তি, নিশা-তত্ত্ব, ছিন্নগু, ভূষণ, মূল, বক্ষসূত্রবাচক, নক্ষত্র, ভ্রমণা, দীপ্তি, ধরঃ, ভূমি, পয়স্, নভ, নাভি, ভদ্র, মহাবাহু, বিশ্বমূর্ত্তি, বিভা-ণ্ডক, প্রাণাত্মা, তাপিনী, ব্রহ্মা, বিশ্বরূপী, চন্দ্রিকা, ভীমসেন, সুধাসেন, সুখ, মায়াপুর ও হর *। (বর্ণাভিধান তন্ত্র)

মাতৃকান্যাসে এই বর্ণ নাভিতে ন্যাস করিতে হয়। কাব্যের আদিতে এই বর্ণের প্রয়োগ করিলে ভয়, মরণ, ক্লেশ ও দুঃখ হয়। (বৃত্তরত্না° টীকা)

ভ (স্ত্রী) ভাতীতি ভা-দীপ্তৌ বাহুলকাৎ ড। ১ নক্ষত্র।

"প্রাগ্‌গতিত্বমতস্তেষাং ভগণৈঃ প্রত্যহং গতিঃ।
পরিণাহবশাদ্ভিন্না তদ্বশাদ্ ভানি ভুঞ্জতে॥" (সূর্য্যসিদ্ধান্ত১।২৫)

২ গ্রহ। (শব্দরত্না°) ৩ রাশি। (জ্যোতিস্তত্ত্ব) (পুং) ৪ শুক্রাচার্য্য। (মেদিনী) ৫ ভ্রান্তি। (শব্দরত্না°) ৬ ভূধর। ৭ ভ্রমর। (একাক্ষরকোষ)

ছন্দঃশাস্ত্রোক্ত আদি গুরু অন্ত্যলঘুদ্বয় বর্ণত্রয়। 'ভাদিগুরুঃ' ছন্দের লক্ষণে 'ভ' এই বর্ণ থাকিলে বুঝিতে হইবে যে, প্রথম বর্ণটী গুরু এবং শেষ দুইটী লঘু হইবে। কাব্যের আদিতে এই বর্ণের প্রয়োগ করিলে যশোলাভ হইয়া থাকে।

"ভশ্চন্দ্রো যশ উজ্জ্বলম্" (বৃত্তরত্না° টীকা°)

ভইড় (দেশজ) পরিমাণবিশেষ।

ভইল (দেশজ) চিহ্ন, আকৃতি। ব্রজবুলিতে 'হইল' অর্থবোধক।

ভংসস্ (পুং) পায়ু।

"ভাসদাদ্ ভংসসো বি বৃহামি তে।" (ঋক্ ১০।১৬৩।৪)

'ভাসদাৎ ভসৎ কটিপ্রদেশস্তৎসম্বন্ধাৎ ভংসসো ভাস-মানাৎ পায়োস্তে' (সায়ণ)

ভঁইষ (দেশজ) মহিষ শব্দের অপভ্রংশ।

ভঁইসরোরগড়, রাজপুতনার উদয়পুর রাজ্যের অন্তর্গত একটী নগর ও গিরিদুর্গ। ভামনী (ব্রাহ্মণী) ও চম্বল নদীর সঙ্গমদেশে (৩০০ হইতে ৭০০ ফিট্ উচ্চ) একটী গণ্ডশৈলের উপর স্থাপিত। অক্ষা° ২৪° ৫৮´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫° ৩৬´ পূঃ। উহার দুরারোহ উত্তরপার্শ্ব ব্যতীত অপর তিন দিকেই নদী, সুতরাং শত্রুসৈন্যের দুর্গাক্রমণ এক প্রকার অসম্ভব। দিল্লীর পাঠানরাজ আলা উদ্দীন্ (১২৯৫-১৩১৫ খৃঃ) এই

* 'ভঃ ক্রিয়া ভ্রমরো ভীমো বিশ্বমূর্ত্তির্নিশাভবন্।
ছিন্নগো ভূষণো মূলং বক্ষসূত্রস্ত বাচকঃ।
নক্ষত্রং ভ্রমণা দীপ্তির্ধরো ভূমিঃ পয়ো নভঃ।
নাভির্ভদ্রং মহাবাহুর্বিশ্বমূর্ত্তির্বিভাণ্ডকঃ।
প্রাণাত্মা তাপিনী ব্রহ্মা বিশ্বরূপী চ চন্দ্রিকা।
ভীমসেনঃ সুধাসেনঃ সুখো মায়াপুরং হরঃ॥' (বর্ণাভিধানতন্ত্র)

দুর্গ অধিকার করেন। হারাবতী ও মেবার নগরের বাণিজ্য দ্রব্যাদি এই নগরমধ্য দিয়া গমনাগমন করিয়া থাকে। উদয়পুর রাজ্যের জনৈক প্রধান সামন্ত এখানে বাস ও আধিপত্য করিয়া থাকেন। ইহার তিন ক্রোশ পশ্চিমে বরোলীর সুপ্রাচীন ধ্বংসাবশেষসমূহ নয়নগোচর হয়। এই প্রাচীন নগরের নাম ভদ্রাবতী, হূণরাজগণের রাজত্ব সময়ে ইহার যথেষ্ট সমৃদ্ধি হইয়াছিল। বর্ত্তমান ভঁইসরোরগড়ের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী ধ্বংসরাশি ও স্তূপরাজিই তাহার নিদর্শন, মহাত্মা টড্ সাহেব এস্থানের ভগ্নপ্রায় শিবমন্দিরের অত্যাশ্চর্য্য-শিল্পনৈপুণ্য দেখিয়া লিখিয়া গিয়াছেন যে 'সমগ্র রাজপুতনায় সর্ব্বাধিক রাজস্বেও ইহা নিষ্পাদিত হইতে পারে না।'

ভঁইসবাল, উঃ পঃ প্রদেশের মুজঃফরনগর জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। যমুনানদীর পূর্ব্ব খালের উপর মুজঃফরনগর হইতে ১৩॥৹ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। এই গ্রামের ঠিক মধ্যস্থলে স্থাপয়িতা পীর বাহবের ২০ ফিট্ উচ্চ সমাধিস্তূপ বিদ্যমান আছে।

ভকত, (ভগত বা ভক্ত) উঃ পঃ প্রদেশের মধ্য ও নিম্নশ্রেণীর শাক্ত উপাসকমাত্রেই ধর্ম্মপরিচর্য্যার নিমিত্ত এই সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়া থাকে। মদ্য, মাংস বা মৎস্য পান ও ভোজনে বিরত বলিয়াই তাহারা স্বতন্ত্র থাকবদ্ধ ও ভকৎ নামে পরিচিত হইয়াছে। জৈসবার, বিয়াহুৎ, বিহারবাসী তাম্বুলী এবং কসরবাণী ও কবোধন নামক বেনিয়াগণ ভকত উপাধিতেই ভূষিত। মানভূম ও হাজারিবাগ জেলায় ভকতগণ সাধারণতঃ চটিতেই কার্য্য করিয়া থাকে।

২ ওরাওন্‌জাতির মধ্যে এই নামে একটী বিশিষ্ট থাক দেখা যায়। ধর্ম্মশীলতার জন্য তাহারা এই স্বতন্ত্র আখ্যা লাভ করিয়াছে।

ইহারা আপনাদিগকে ওরাওন্ বলিয়া স্বীকার করে এবং ঐ জাতি হইতে শিষ্য গ্রহণ করিয়া আপনাদের সম্প্রদায় বৃদ্ধি করিয়া থাকে। যে সকল ওরাওন্ ইহাদের ধর্ম্মে দীক্ষিত না হয়, ইহারা তাহাদের স্পৃষ্ট জলও গ্রহণ করে না। হিন্দুদেবতার সমক্ষে উৎসর্গীকৃত ছাগমাংস ব্যতীত অপর মাংস ভোজন ও মদ্যপান বিশেষ নিষিদ্ধ, কিন্তু মৎস্যাহারে কোন নিষেধ নাই। ইহারা ওরাওন্, তেলি বা মুণ্ডাদিগের সহিত একত্র মিষ্টান্ন ভোজন করিতে পারে।

মহাদেব ও কালী ইহাদের প্রধান উপাস্যদেবতা। প্রতি বুধ ও শনিবারে ইহারা পূজা দেয় এবং প্রসাদী দ্রব্য সপরিবারে ভোজন করিয়া থাকে। পূজাদিতে ব্রাহ্মণেরা ইহাদের পৌরোহিত্য করে না, উহাদের মধ্যে পূজাকর্ম্মে দক্ষ জনৈক ব্যক্তি ছাগাদি উৎসর্গ প্রভৃতি সকল ক্রিয়াই সম্পাদন করিয়া থাকে। বিবাহাদি কার্য্যেও জনৈক ভকত পুরোহিতরূপে অধিষ্ঠিত থাকিয়া হিন্দু-প্রথার অনুকরণে কার্য্যাদি সম্পন্ন করে। কন্যার পণস্বরূপ এক জোড়া বলদ বা তদুপযুক্ত মূল্য দিলেই ইহাদিগের বিবাহ সিদ্ধ হয়। ব্রাহ্মণেরা ইহাদের পৌরোহিত্য না করিলেও ধর্ম্মোপদেষ্টা বা মন্ত্রদাতা গুরুরূপে ব্রতী হইয়া থাকেন।

অনুকরণপ্রয়াসী ভকত ওরাওন্‌গণ হিন্দু-ধর্ম্মের সাদৃশ্য-রক্ষায় যত্নবান্ হইলেও তাহাদের মধ্যে এখনও অসভ্য ওরাওন্‌দিগের কএকটী কুরীতি প্রচলিত আছে। তাহাদের ধর্ম্মভাব বিবাহসংস্কারে আদৌ জড়িত নহে। ওরাওন্‌দিগের ন্যায় তাহারাও ১৬শ বর্ষীয়া কন্যার বিবাহ দেয়। বিবাহের পূর্ব্বে কন্যা যদি অপর পাত্রের সহিত সদ্ভাবস্থাপন করে, তাহাও ততদূর দোষাবহ বলিয়া বিবেচিত হয় না। ঐরূপ সদ্ভাব-সহবাসে কন্যা গর্ভবতী হইলে, সেই পাত্রের সহিত তাহার বিবাহ দেওয়া হইয়া থাকে। স্ত্রী বন্ধ্যা হইলে দ্বিতীয় দারপরিগ্রহে বাধা নাই। বিধবাবিবাহও প্রচলিত আছে। স্বামী বা স্ত্রীর মধ্যে সামান্য মনোমালিন্য ঘটিলে বিবাহবন্ধনচ্ছেদ হইয়া থাকে। পরস্পর পরস্পরের পরিত্যক্ত হইয়া অন্যত্র বিবাহ করিলেই গোলমাল মিটিয়া যায়, অথবা কন্যা গ্রহণ কালে স্বামীকে যে পণ দিতে হইয়াছিল, তাহা প্রত্যর্পণ করিলেই স্ত্রী অব্যাহতি পাইতে পারে।

ইহারাও পদ্ধতিমত শবদেহ দাহান্তে অস্থি ভস্ম বা হাড় লইয়া রাখে, 'হড্ডিকেঁাড়' উৎসবের সময় সেই গুলি লইয়া তূঁইহারি গ্রামে প্রোথিত করে। ঐ সময় মৃত পূর্ব্বপুরুষগণের উদ্দেশে চাউল, শূকরশাবক প্রভৃতি উৎসর্গ করে, কেহ কেহ এমন কি প্রতিদিন খাদ্যের সময় চাল ডালের পিণ্ড মাখিয়া ভূমিতে রাখিয়া দেয় এবং ধূমপানের সময়ও একটু তামাকু পর্য্যন্ত দিয়া থাকে। সূতিকাগারে ১৫ দিনের মধ্যে প্রসূতির মৃত্যু হইলে পুঁতিয়া রাখে এবং তাহার সমাধিস্থানে মুরগী উৎসর্গ করে। বর্ষাকালে মৃত ব্যক্তিমাত্রকেই পুঁতিয়া রাখা হয়, পরে বর্ষাপগমে তাহাদের শবদেহ কবর হইতে উঠাইয়া পুনরায় দাহ করা হইয়া থাকে।

৩ উঃ পঃ প্রদেশের পশ্চিমে কাঙ্গড়ার বাজেশ্বরী মন্দিরে* এবং জ্বালামুখীর দেবীমন্দিরের নিকট অনেক ভকতের বাস আছে। ইহারা প্রতিমাসের শুক্লাষ্টমীতে দেবীর পূজাদি সমাপন করে। চৈত্র ও কউর (আশ্বিন ?) মাসের শুক্লাষ্টমীই

* গজনীপতি মহমুদ ও ফিরোজ তোগলক এই মন্দির লুণ্ঠন করিয়াছিলেন।

প্রধান। প্রতি পূজার দিনে ব্রাহ্মণের 'দেবীপাঠ' শেষ হইলে তাহারা দেবীর উদ্দেশে প্রণাম করে এবং তৎপরে কুমারী ভোজন করাইয়া থাকে। নবরাত্র উৎসবই ইহাদের সর্ব্ব-প্রধান।

৪ আগ্রা জেলাবাসী নর্ত্তকী সম্প্রদায় বিশেষ।

ভকক্ষা (স্ত্রী) ভস্য কক্ষা। নক্ষত্রকক্ষা।

"ভবেৎ ভকক্ষা তিগ্মাংশো র্ভ্রমণং ষষ্টিতাড়িতম্।
সর্ব্বোপরিষ্টাদ্‌ভ্রমতি যোজনৈস্তৈর্ভমণ্ডলম্॥" (সূর্য্যসিদ্ধান্ত)

ভকার (পুং) ভ-স্বরূপে কার। ভ স্বরূপবর্ণ।

ভকূট (স্ত্রী) ভস্য কূটম্। বিবাহে দম্পতীর শুভাশুভসূচক রাশিসমূহ। "খেটামিত্রং বাশয়েৎ সৎ ভকূটম্" (মুহূর্ত্তচিন্তা০)

ভক্কর, পঞ্জাব প্রদেশের দেরা ইস্মাইল খাঁ জেলার একটী তহসীল। সিন্ধুনদের বামকূলে অবস্থিত। বিগত শতাব্দীর হইতে এখানে জাট ও বলুচ জাতির বসবাস হইয়াছে। এই উপবিভাগটী সাধারণতঃ দুইভাগে বিভক্ত—১ থল বা সিন্ধুসাগর দোয়াবের বালুকাময় বিভাগ এবং ২ কচী বা সিন্ধুনদীতীরবর্ত্তী পলিময় নিম্নভূমি। ভূপরিমাণ ৩১১৪ বর্গ মাইল।

২ উক্ত তহসীলের প্রধান নগর ও বিচার সদর। সিন্ধু-নদীর বামকূলে কচি ও থল বিভাগের মধ্যে স্থাপিত। অক্ষা০ ৩১°৩৭´ ৪৩´´ উঃ এবং দ্রাঘি০ ৭১° ৫´৫৩´´ পূঃ। নগরের পশ্চিমাংশ উর্ব্বর ও শস্যশালী, প্রতি বৎসর বন্যায় উহা ভাসিয়া যায়। পূর্ব্বভাগ তৃণগুল্মাদিবিহীন বালুকাময় মরুভূমি-সদৃশ। এখনকার কচিবিভাগের বাঁধ দ্বারা রক্ষিত স্থানে সুন্দর ও সুমিষ্ট আম্রফল জন্মিয়া থাকে। পূর্ব্বতন আফগান রাজগণের অধিকার কালে এখান হইতে আম্রাদি কাবুলে প্রেরিত হইত। ৬২৪ হিজিরায় সুলতান সামস্ উদ্দীন ভক্কর দুর্গ অবরোধ ও জয় করেন। ভক্করপতি মালিক নাসীর উদ্দীন্ এই সংবাদে জলমগ্ন হইয়া আত্মবিসর্জ্জন করেন। খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দের শেষভাগে জনৈক বলুচ সর্দ্দারের অনুগমনকারী ঔপনিবেশিক দল এখানে আসিয়া বসবাস স্থাপন করে। উক্ত সর্দ্দারের বংশধরগণ তদবধি এখানকার শাসন-কর্ত্তা ছিলেন। অবশেষে আহ্মদশাহ দুরাণী ঐস্থান অধিকার-পূর্ব্বক জনৈক ব্যক্তিকে দান করিয়া যান। সেই ব্যক্তি রাজশক্তির সাহায্যে বলুচ-শাসনকর্ত্তাকে রাজ্যবহিষ্কৃত করিয়া স্বাধিকার রক্ষা করিয়াছিল।

ভর্ক্কিকা (স্ত্রী) ঝিল্লীকীট, ঝিঁঝি পোকা। (বৈদ্যকনি০)

ভক্ত (ক্লী) ভজ্যতে স্মেতি ভজ সেবায়াং কর্ম্মণি ক্ত। অন্ন, ভক্তের অপভ্রংশে 'ভাত' শব্দ হইয়াছে। ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে—অন্ন, অন্ধ, কূর ওদন, ভিস্সা ও দীদিবি এই কয়টী ভক্তের পর্য্যায়। ভক্ত প্রস্তুতের প্রণালী এইরূপ:—তণ্ডুল উত্তমরূপে ধুইয়া যখন স্ফীত হইবে, তখন ঐ তণ্ডুল তাহার পাঁচ গুণ জলে পাক করিবে এবং সুসিদ্ধ হইলে, উহা নামাইয়া মাড় (ফেন) গালিয়া ফেলিতে হইবে। ইহার গুণ—অগ্নিবর্দ্ধক, তৃপ্তিজনক, রুচিকর ও লঘু। অধৌত তণ্ডুলের অন্ন ও যাহার মাড় সম্যক্ নিঃসারিত হয় নাই, তাহা শীতবীর্য্য, গুরু, অরুচিকর এবং কফবর্দ্ধক। (ভাবপ্র০)

বৈষ্ণবমতে, ভক্ত বিষ্ণুকে নিবেদন করিয়া ভোজন করিতে হয়। যদি কেহ ভ্রমবশতঃ বিষ্ণুকে না দিয়া ভোজন করে, তাহা হইলে তাহার সেই অন্ন বিষ্ঠাতুল্য হয়। প্রতিদিন যাহারা ভক্তিপূর্ব্বক বিষ্ণুকে অন্ন নিবেদন করিয়া ভোজন করে, তাহারা হরির দাসত্ব লাভ করে।

"ন দত্বা হরয়ে ভক্ত্যা ভুঙ্‌ক্তে চেদ্‌ভ্রমাদপি।
পুরীষসদৃশং ষত্ত জলং মূত্রসমং ভবেৎ॥
যে বিপ্রা হরয়ে দত্বা নিত্যমন্নঞ্চ ভুঞ্জতে।
উচ্ছিষ্টভোজনাত্তেষাং হরের্দাস্যং লভেন্নরঃ॥"

(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু০ শ্রীকৃষ্ণজন্মখ০ ২১ অ০)

অন্নদানের তুল্য দান নাই। অন্নদানে সকলপ্রকার পুণ্য হইয়া থাকে। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের অন্ন বর্জ্জনীয়।

"রাজান্নং নর্ত্তকান্নঞ্চ তক্ষোঽন্নঞ্চক্রকারিণঃ।
গণান্নং গণিকান্নঞ্চ ষণ্ডান্নঞ্চৈব বর্জ্জয়েৎ॥" ইত্যাদি।

(কূর্ম্মপু০ উপবি০ ১৬ অ০)

রাজার অন্ন, নর্ত্তকের অন্ন, তক্ষা, চক্রকারী, গণ, গণিকা ও ষণ্ডের অন্ন ভোজন করিতে নাই। চক্রোপজীবী, রজক, তস্কর, ধ্বজী, গান্ধর্ব্ব অর্থাৎ নৃত্যগীতোপজীবী, লোহকার, সূতক, কুলাল, চিত্রকর্ম্মা, বার্দ্ধুষিক, পতিত, পৌনর্ভব, ছাত্রিক, অভিশপ্ত, স্বর্ণকার, শৈলূষ, ব্যাধিত, আতুর, চিকিৎসক, পুংশ্চলী, দাম্ভিক, চোর, নাস্তিক, দেবতানিন্দক, সোমবিক্রয়ী, শ্বপাক, ভার্য্যাজিত অর্থাৎ স্ত্রৈণ, শস্ত্রজীবী, ক্লীব, মত্ত, উন্মত্ত, ভীত, রুদিত, ব্রহ্মদ্বেষী ও পাপরুচি প্রভৃতির অন্ন এবং শ্রাদ্ধান্ন, অশৌচান্ন, শৌণ্ডান্নাদি ভোজন করিতে নাই। মানব যে সকল দুষ্কৃত করে, তাহা অন্নে সংক্রামিত হয়, সুতরাং ঐ অন্ন যে ব্যক্তি ভোজন করে, সে তাহার পাপ ভোজন করে, এই জন্য পাপীর অন্ন ভোজন নিষিদ্ধ।

"দুষ্কৃতং হি মনুষ্যস্য সর্ব্বমন্নেষু তিষ্ঠতি।
যো যস্যান্নেন জীবেত স তস্যাশ্নাতি কিল্বিষম্।"

(কূর্ম্মপু০ উপবিভাগ ১৬ অ০)

২ ধন। "যস্য ত্রৈবার্ষিকং ভক্তং পর্য্যাপ্তং ভৃত্যবৃত্তয়ে।
অধিকং বাপি বিদ্যেত স সোমং পাতুমর্হতি॥"(মনু১১।৭)

'ভক্তং ধনং' (মেধাতিথি) (ত্রি) ভজতে স্মেতি ভজ-সেবায়াং ক্ত। তৎপর, ভক্তিযুক্ত, পূজ্যবিষয়ক অনুরাগ ভক্তি, তদ্‌যুক্ত। ভজ-ভাবে ক্ত। ৪ ভজন। ভক্তের লক্ষণ—

"রতিঃ কৃষ্ণকথায়াঞ্চ যস্তাশ্রুপুলকোদ্গমঃ।
মনো নিমগ্নং যস্যৈব স ভক্তঃ কথিতো বুধৈঃ॥
পুত্রদারাদিকং সর্ব্বং জানাতি শ্রীহরেরপি।
আত্মনা মনসা বাচা স ভক্তঃ কথিতো বুধৈঃ॥
দয়াস্তি সর্ব্বভূতেষু সর্ব্বং কৃষ্ণময়ং জগৎ।
যো জানাতি মহাজ্ঞানী স ভক্তো বৈষ্ণবোত্তমঃ॥"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° শ্রীকৃষ্ণজন্মখ° ১ অ°)

যাঁহার কৃষ্ণকথায় অতিশয় অনুরাগ, এবং অশ্রু ও পুলকোদ্গম হয়, মন সর্ব্বদাই শ্রীকৃষ্ণে নিমগ্ন থাকে, তিনিই ভক্ত। যিনি পুত্র ও দারাদি সকলকেই কায়মনোবাক্যে শ্রীকৃষ্ণের বলিয়া জানেন, তিনিই ভক্ত। যাঁহার সর্ব্ব ভূতে দয়া আছে, এবং যিনি এই সমস্ত জগৎই শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ বলিয়া জানেন, তিনি মহাজ্ঞানী ও ভক্ত।

"প্রেম্না সংজাতয়া ভক্ত্যা তনুমুৎপুলকাঞ্চনঃ।
বিভর্ত্ত্যালৌকিকং ভক্তো বদেদ্ধসতি নৃত্যতি॥
পরমানন্দযুক্তোহসৌ কচিদ্গায়তি নন্দতি।
ক্রন্দত্যচ্যুতভাবেন গদগদেন পুনঃ পুনঃ॥
অনুশীলয়তি ভক্তেৎ গোবিন্দমনুমোদতে।
তরেদেবং বিষ্ণুমায়াং দুস্তরাং মুনিমোহিনীম্॥
সর্ব্বত্রেশ্বরবুদ্ধ্যা যো ভজেদীশং সনাতনম্।
স তত্ত্ববাদী ভক্তশ্চ সর্ব্বভূতসুহৃত্তমঃ॥"(পাদ্ম উ°খ°১০১অ°)

যাঁহার ভক্তির উদ্রেকে শরীরে পুলকোদ্গম হয়, যিনি কখন হাস্য ও কখন নৃত্য করেন, যিনি সর্ব্বদা পরমানন্দযুক্ত-চিত্ত, কখন বা আনন্দে বিভোর, আবার কখন বা গান, অথবা অচ্যুতভাবে বিভোর হইয়া ক্রন্দন, গদগদ ভাষণ ইত্যাদিরূপে ভগবৎপ্রেমে বিভোর হইয়া থাকেন, ও যিনি সর্ব্বত্রই ঈশ্বর বুদ্ধিতে সনাতন বিষ্ণুকে ভজনা করেন, এবং যাঁহার সর্ব্বভূতে সমান অনুরাগ, তিনিই ভক্ত।

ব্রাহ্মণ যদি হরিভক্ত হন, তবে তাঁহার প্রভাব অতুলনীয় হয়। হরিভক্ত ব্রাহ্মণের পাদপদ্মরজঃ দ্বারা বসুন্ধরা পবিত্রা হন, তাঁহার পাদচিহ্ন তীর্থ মধ্যে গণ্য, তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিলে তীর্থকৃত পাপও বিনষ্ট হয়। তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন, তাঁহাদিগের সহিত আলাপ, তাঁহাদিগের উচ্ছিষ্ট ভোজন, দর্শন ও স্পর্শ করিলে সকল পাপ বিনষ্ট হয়। সকল তীর্থ ভ্রমণ করিয়া স্নানাদিতে যে পুণ্য হয়, এক হরিভক্ত বিপ্রের দর্শনে তাদৃশ পুণ্য হইয়া থাকে।

"বিপ্রাণাং হরিভক্তানাং প্রভাবো দুর্লভঃ শ্রুতৌ।
যেষাং পাদাব্জরজসা সদ্যঃ পূতা বসুন্ধরা॥
তেষাঞ্চ পাদচিহ্নং যৎ তীর্থং তৎ পরিকীর্ত্তিতম্।
তেষাঞ্চ স্পর্শমাত্রেণ তীর্থপাপং প্রণশ্যতি॥
আলিঙ্গনাৎ সদালাপাৎ তেষামুচ্ছিষ্টভোজনাৎ।
দর্শনাৎ স্পর্শনাচ্চৈব সর্ব্বপাপাৎ প্রমুচ্যতে॥
ভ্রমণে সর্ব্বতীর্থানাং যৎ পুণ্যং স্নানতো ভবেৎ।
হরিদাসস্য বিপ্রস্য তৎ পুণ্যং দর্শনাল্লভেৎ॥"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° প্রকৃতিখ° ২১ অ°)

বিষ্ণুভক্তের শরীরে সকল তীর্থই অবস্থান করেন। বিষ্ণু ভক্তের পাদরজঃ দ্বারা পৃথিবী, তীর্থ, এমন কি সমস্ত জগৎ পবিত্র হয়। যাঁহারা বিষ্ণুমন্ত্রের উপাসনা করেন, বিষ্ণুর উচ্ছিষ্ট ভোজন এবং বিষ্ণুকেই একমাত্র ধ্যান করেন, সেই সকল বিষ্ণুভক্ত বিষ্ণুর প্রাণ হইতে অধিক প্রিয়। কলির দশ হাজার বৎসর পর্য্যন্ত এই সকল বিষ্ণুভক্ত থাকিবেন, তৎপরে বিষ্ণুভক্তগণ গত হইলে সকলে এক বর্ণ হইবে, তখন পৃথিবী কলিগ্রস্তা হইবে।

"পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি সুপুণ্যান্যপি জাহ্নবি!
মদ্‌ভক্তানাং শরীরেষু সন্তি পূতেষু সন্ততম্॥
মদ্‌ভক্তপাদরজসা সদ্যঃপূতা বসুন্ধরা।
সদ্যঃ পূতানি তীর্থানি সদ্যঃ পূতং জগত্তথা॥
মন্মন্ত্রোপাসকা বিপ্রা যে চ মদুচ্ছিষ্টভোজনাঃ।
মামেব নিত্যং ধ্যায়ন্তে তে মৎপ্রাণাধিকাঃ প্রিয়াঃ॥
তদুপস্পর্শমাত্রেণ পূতো বায়ুশ্চ পাবকঃ।
কলের্দশসহস্রাণি মদ্ভক্তাঃ সন্তি ভূতলে॥
একবর্ণা ভবিষ্যন্তি মদ্ভক্তেষু গতেষু চ।
মদ্ভক্তশূন্যা পৃথিবী কলিগ্রস্তা ভবিষ্যতি॥"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° শ্রীকৃষ্ণজন্মখ° ১২৮ অ°)

বিষ্ণু ভক্তের কর্ত্তব্য—বিষ্ণুভক্ত সর্ব্বদা সকল লোকের নিকট বিষ্ণুর নাম কীর্ত্তন করিবেন এবং তাঁহার আপনার বলিতে যাহা কিছু আছে, তাহা সকলই শ্রীকৃষ্ণে নিবেদন করিবেন।

"হরেশ্চরিতমীশস্য সর্ব্বলোকেষু কীর্ত্তনম্।
বৈষ্ণবেষু চ কার্য্যেষু ভক্তঃ কুর্য্যাদহনির্শম্॥
দাসীদাসাংশ্চ যৎ কিঞ্চিৎ স্বকীয়ং বস্তু চাত্মনঃ।
কৃষ্ণভক্তস্য গার্হস্থ্যং সর্ব্বং কৃষ্ণে নিবেদনম্॥"
(পাদ্মোত্তরখ° ১০১ অ°)

ভক্ত বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া পবিত্র হইয়া থাকেন এবং তাহার পূর্ব্বপুরুষও পবিত্র হয়। ভক্ত ব্রহ্মত্ব, অমরত্ব, ইন্দ্রত্ব,

সমুহ, নির্ব্বাণমুক্তি, কিংবা অণিমাদি ঐশ্বর্য্য সমুদায়ের কিছুই বাঞ্ছা করেন না। কেবলমাত্র বিষ্ণুর প্রতি একান্ত অনুরাগ বা পরা অনুরক্তি থাকে, ইহাই তাঁহার অভিলাষ। কায়মনোবাক্যে একমাত্র ভগবানে অনুরক্ত থাকাই তাঁহার আকাঙ্ক্ষণীয়। ব্রহ্মহত্যা, গুরুহত্যা, গোবধ, স্ত্রীবধ প্রভৃতিতে যেরূপ পাতক হয়, একমাত্র ভক্তকে ত্যাগ করিলেই তাদৃশ পাতক হইয়া, থাকে। তাহার ইহকাল ও পরকাল কোন সময়েই মঙ্গল হয় না।

"ব্রহ্মহত্যা গুরোর্ঘাতো গোবধঃ স্ত্রীবধস্তথা।
তুল্যমেভির্মহাপাপং ভক্তত্যাগাদুদাহৃতম্ ॥
ভজন্তং ভক্তমত্যন্তমদুষ্টং ত্যজতঃ সুখম্।
নেহ নামুত্র পশ্যামি তস্মাৎ শক্র দিবং ব্রজ ॥"
(মার্কণ্ডেয়পু০ হরিশ্চন্দ্রোপা০)

[হরিভক্তিবিলাসে ভক্তের বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

ভক্তি-পরায়ণই ভক্ত। উত্তম, অধম ও প্রাকৃত প্রভৃতি ভক্তের নানা প্রকার ভেদ আছে। অতি সংক্ষিপ্তভাবে তদ্বিষয়ের পর্য্যালোচনা করা যাইতেছে। যাহারা ভজন করে, তাহারাও ভক্ত। গীতায় উক্ত হইয়াছে।

"চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥" (গীতা)

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন, আর্ত্ত (পীড়িত), জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী এবং জ্ঞানী এই চারিপ্রকার মানব আমাকে ভজনা করে। গজেন্দ্র আর্ত্ত ভক্ত, সনক-সনাতনাদি জিজ্ঞাসু ভক্ত, ধ্রুব আদি অর্থার্থী ভক্ত এবং শুকদেবাদি জ্ঞানিভক্ত।

ভক্তি-যাজনে অধিকারীকে ভক্ত বলা যায়। উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ ভেদে ইহা তিন প্রকার।

শ্রদ্ধাবান্ জন হয় ভক্তি অধিকারী।
উত্তম মধ্যম কনিষ্ঠ শ্রদ্ধা অনুসারি ॥
উত্তম—শাস্ত্র যুক্ত্যে সুনিপুণ দৃঢ় শ্রদ্ধা যার।
উত্তম অধিকারী সেই তারয়ে সংসার ॥
মধ্যম—শাস্ত্র যুক্তি নাহি জানে দৃঢ় শ্রদ্ধাবান।
মধ্যম অধিকারী সেই মহাভাগ্যবান ॥
কনিষ্ঠ—যাহার কোমল শ্রদ্ধা সে কনিষ্ঠ জন।
ক্রমে ক্রমে তেঁহো ভক্ত হইবে উত্তম ॥ (চৈঃ চরিতা০)

ভাগবতের ১১শ স্কন্ধে উক্ত অধিকারীত্রয়ের উল্লেখ আছে।

উত্তম—"সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ ॥"
মধ্যম—ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ।
প্রেমমৈত্রী কৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ ॥
কনিষ্ঠ—অর্চ্চায়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে।
ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তম স্কন্ধে শ্রবণাদি যে নববিধা ভক্তির লক্ষণ উক্ত হইয়াছে, তাহার এক এক ভক্ত্যঙ্গের যজনকারীও ভক্ত নামে অভিহিত হন।

নবধা ভক্তি যথা—

"শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনং।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনং ॥
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়তে ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্ ॥" (ভা০৭।৫।২৩-২৪)

শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্ম-নিবেদন।

এই নবধা ভক্তির অধিকারী ভক্ত যথা—

"শ্রীবিষ্ণোঃ শ্রবণে পরীক্ষিদভবদ্বৈয়াসকিঃ কীর্ত্তনে,
প্রহ্লাদঃ স্মরণে তদঙ্ঘ্রিভজনে লক্ষ্মীঃ পৃথুঃ পূজনে।
অক্রূরস্ত্বভিবন্দনে কপিপতির্দাস্যেঽথ সখ্যেঽর্জ্জুনঃ
সর্ব্বস্বাত্মনিবেদনে বলিরভূৎ কৃষ্ণাপ্তিরেষাং পরং ॥"
(ভক্তিরসামৃতসিন্ধু পূর্ব্ব০ ২।১২৯)

শ্রবণভক্তিসিদ্ধ ভক্ত পরীক্ষিৎ, কীর্ত্তনভক্তিসিদ্ধ ভক্ত বেদব্যাসনন্দন শুকদেব, স্মরণভক্তিসিদ্ধ ভক্ত প্রহ্লাদ, পাদসেবনভক্তিসিদ্ধ ভক্ত লক্ষ্মী, পূজনভক্তিসিদ্ধ ভক্ত মহারাজ পৃথু, বন্দনভক্তিসিদ্ধ ভক্ত অক্রূর, দাস্যভক্তিসিদ্ধ ভক্ত হনুমান, সখ্যভক্তিসিদ্ধ ভক্ত অর্জ্জুন এবং আত্ম নিবেদনভক্তি-সিদ্ধ ভক্ত বলিরাজ।

এতদ্ভিন্ন পদ্মপুরাণেও ভগবৎ-পূজা-প্রসঙ্গে কতিপয় ভক্তের নাম উদ্ধৃত দেখা যায়।

"মার্কণ্ডেয়োঽম্বরীষশ্চ বসুর্ব্যাসো বিভীষণঃ।
পুণ্ডরীকো বলিঃ শম্ভুঃ প্রহ্লাদো বিদুরো ধ্রুবঃ ॥
দাল্ভ্যঃ পরাশরো ভীষ্মো নারদাদ্যাশ্চ বৈষ্ণবৈঃ।
সেব্যা হরিং নিষেব্যামী নো চেদাগঃ পরং ভবেৎ ॥"

হরি-সেবনানন্তর, মার্কণ্ডেয়, অম্বরীষ, বসু, ব্যাস, বিভীষণ, পুণ্ডরীক, বলি, শম্ভু, প্রহ্লাদ, বিদুর, ধ্রুব, দাল্ভ্য, পরাশর, ভীষ্ম এবং নারদাদি-ভক্তবর্গের সেবা করা বৈষ্ণবগণের অবশ্য কর্ত্তব্য, না করিলে ঘোরতর অপরাধ হয়। পূর্ব্বোক্ত মার্ক-ণ্ডেয়াদি মনীষিগণ ভক্ত এবং প্রহ্লাদ ভক্তরাজ নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। "এতেষামপি সর্ব্বেষাং প্রহ্লাদঃ প্রবরোমতঃ ॥" প্রহ্লাদাদি ভক্তগণের মধ্যে পাণ্ডুনন্দনগণ শ্রেষ্ঠভক্ত।

"পাণ্ডবাঃ সর্ব্বতঃ শ্রেষ্ঠাঃ প্রহ্লাদাদীদৃশাদপি।"

আবার পাণ্ডবগণ হইতেও যাদবগণ শ্রেষ্ঠভক্ত।

"সদাতিসন্নিকৃষ্টত্বাৎ মমতাধিক্যতো হরেঃ।

পাণ্ডবেভ্যোঽপি যদবঃ কেচিৎ শ্রেষ্ঠতমা মতাঃ ॥"(লঘুভাগ)

সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণের সন্নিকর্ষে থাকাতে মমতাতিশয় নিবন্ধন কতিপয় যাদব পাণ্ডবাপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ এবং এই যাদবগণের মধ্যে উদ্ধব ভক্তশ্রেষ্ঠ ছিলেন। 'বহুভ্যোঽপি বরিষ্ঠোঽসৌ সর্ব্বেভ্যঃ শ্রীমদুদ্ধবঃ।' এই উদ্ধব হইতেও আবার ব্রজদেবীগণ শ্রেষ্ঠ-ভক্ত। 'ব্রজদেব্যো বরীয়স্ত ঈদৃশাদুদ্ধবাদপি।' তাঁহাদিগের মধ্যে সেই কৃষ্ণপ্রিয়া শ্রীরাধিকাই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম ভক্ত ছিলেন।

"তত্রাপি সর্ব্বগোপীনাং রাধিকাতি বরীয়সী।

সর্ব্বাধিকেন কথিতা যৎপুরাণাগমাদিষু ॥"

এই সকল গোপীগণের মধ্যে শ্রীরাধিকাই নিরতিশয় গরীয়সী। যে হেতু পুরাণ এবং আগমাদি শাস্ত্রে তিনি সর্ব্বাধিকরূপে অভিহিত হইয়াছেন।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু নামক বৈষ্ণবগ্রন্থে ভক্তের বিবিধ ভেদ কথিত হইয়াছে। তন্মধ্যে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসের ভক্তগণ শ্রেষ্ঠ। সনকসনন্দাদি শান্তরসের ভক্ত। দাসভক্ত চারিপ্রকার—অধিকৃত, আশ্রিত, পারিষদ ও অনুগ। 'চতুর্দ্ধামী অধিকৃতাশ্রিতপারিষদানুগাঃ।' ব্রহ্মা, শিব, ইন্দ্র ইত্যাদিকে অধিকৃত দাস ভক্ত বলা যায়।

'ব্রহ্মশঙ্করশক্রাদ্যাঃ প্রোক্তা অধিকৃতা বুধৈঃ।'

আশ্রিত দাসভক্ত—শরণাগত, জ্ঞাননিষ্ঠ ও সেবানিষ্ঠ ভেদে তিন প্রকার।

'শরণ্যাঃ কালিয়জরাসন্ধবদ্ধনৃপাদয়ঃ।'

কালিয়-নাগ এবং জরাসন্ধকারাগারে বদ্ধ নৃপতিগণ শরণাগত দাসভক্ত।

"যে মুমুক্ষাং পরিত্যজ্য হরিমেব সমাশ্রিতাঃ।

শৌনকপ্রমুখাস্তে তু প্রোক্তা জ্ঞানিচরা বুধৈঃ ॥"

যাঁহারা মুক্তি-ইচ্ছা পরিত্যাগ করিয়া কেবল হরিকেই আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহারাই জ্ঞাননিষ্ঠ ভক্ত। শৌনকাদি ঋষিগণ জ্ঞাননিষ্ঠ দাসভক্ত।

"মূলতো ভজনাসক্তাঃ সেবানিষ্ঠা ইতীরিতাঃ।

চন্দ্রধ্বজো হরিহরো বহুলাশ্বস্তথা নৃপঃ।

ইক্ষ্বাকুঃ শ্রুতদেবশ্চ পুণ্ডরীকাদয়শ্চ তে ॥"

যাঁহারা প্রথম হইতেই ভজন বিষয়ে আসক্ত, তাঁহারাই সেবানিষ্ঠ দাসভক্ত। চন্দ্রধ্বজ, হরিহর, বহুলাশ্ব, ইক্ষ্বাকু, শ্রুতদেব, পুণ্ডরীক প্রভৃতিই সেবানিষ্ঠ ভক্তের নিদর্শন। পারিষদ দাসভক্ত—

"উদ্ধবো দারুকো জৈত্রঃ শ্রুতদেবশ্চ শত্রুজিৎ।

নন্দোপনন্দভদ্রাদ্যাঃ পার্ষদাযদুপত্তনে।

নিযুক্তাঃ সন্ত্যমী মন্ত্রসারথ্যাদিষু কর্ম্মসু।

তথাপি কাপ্যবসরে পরিচর্য্যাঞ্চ কুর্ব্বতে।

কৌরবেষু তথা ভীষ্মপরীক্ষিদ্বিদুরাদয়ঃ ॥"

দ্বারকানগরীতে উদ্ধব, দারুক, সাত্যকি, শ্রুতদেব, শত্রুজিৎ, নন্দ, উপনন্দ ও ভদ্র প্রভৃতি পার্ষদ দাসভক্ত। ইঁহারা মন্ত্রণা ও সারথ্যাদি কার্য্যে নিযুক্ত থাকিলেও কোন কোন সময়ে পরিচর্য্যাদি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন। কুরুবংশের মধ্যে ভীষ্ম, পরীক্ষিৎ ও বিদুর প্রভৃতিকেও পার্ষদদাসভক্ত বলা যায়। অনুগদাস ভক্ত—

"সর্ব্বদা পরিচর্য্যাসু প্রভোরাসক্তচেতসঃ।

পুরস্থাশ্চ ব্রজস্থাশ্চেত্যুচ্যতে অনুগা দ্বিধা ॥"

যাঁহারা সর্ব্বদা প্রভুর সেবাকার্য্যে আসক্তচিত্ত, তাহাদিগকে অনুগ বলে; এই অনুগ দাসভক্ত পুরস্থ ও ব্রজস্থভেদে দুই প্রকার,—'সুচন্দ্রো মণ্ডনঃ স্তম্ভঃ সুতম্বাদ্যাঃ পুরানুগাঃ।'

সুচন্দ্র, মণ্ডন, স্তম্ভ ও সুতম্ব প্রভৃতি পুরস্থ অনুগ দাসভক্ত।

"রক্তকঃ পত্রকঃ পত্রী মধুকণ্ঠো মধুব্রতঃ।

রসালঃ সুবিলাসশ্চ প্রেমকন্দোমরন্দকঃ ॥

আনন্দশ্চন্দ্রহাসশ্চ পয়োদো বকুলস্তথা।

রসদঃ শারদাদ্যাশ্চ ব্রজস্থা অনুগা মতাঃ ॥"

রক্তক, পত্রক, পত্রী, মধুকণ্ঠ, মধুব্রত, রসাল, সুবিলাস, প্রেমকন্দ, মরন্দ, আনন্দ, চন্দ্রহাস, পয়োদ, বকুল, রসদ এবং শারদ প্রভৃতি ব্রজস্থ অনুগ দাস ভক্ত।

সখ্যরসের ভক্ত—পুরসম্বন্ধী ও ব্রজসম্বন্ধী ভেদে দুই প্রকার।

"অর্জ্জুনো ভীমসেনশ্চ দুহিতা দ্রুপদস্য চ।

শ্রীদামভূসুরাদ্যাশ্চ সখায়ঃ পুরসংশ্রয়াঃ ॥"

অর্জ্জুন, ভীম, দ্রুপদনন্দিনী দ্রৌপদী ও শ্রীদাম প্রভৃতি সখ্যরসের পুরসম্বন্ধী ভক্ত বলা যায়।

সুহৃৎ-সখা, সখা, প্রিয়সখা এবং প্রিয়নর্ম্ম-সখা ভেদে ব্রজস্থ সখ্যরসের ভক্তগণ চারিশ্রেণীতে বিভক্ত। শ্রীকৃষ্ণ হইতে কিঞ্চিৎ বয়োধিক, বাৎসল্যগন্ধিযুক্ত, সর্ব্বদা আয়ুধ দ্বারা দুষ্টগণ হইতে শ্রীকৃষ্ণকে রক্ষাকারীই শ্রীকৃষ্ণের সুহৃদ্ সখা। সুভদ্র, মণ্ডলীভদ্র, ভদ্রবর্দ্ধন, গোভট, যক্ষেন্দ্রভট, ভদ্রাঙ্গ, বীরভদ্র, মহাগুণ, বিজয় ও বলভদ্র প্রভৃতি সখাগণও সুহৃৎ-সখা। যাঁহাদিগের সখ্য কিঞ্চিৎ দাস্যমিশ্রিত, যাঁহারা কৃষ্ণ হইতে কিঞ্চিন্ন্যূনবয়স্ক এবং শ্রীকৃষ্ণের সেবাসুখে অভিলাষী, তাঁহারাই সখা।

"কনিষ্ঠকল্পাঃ সখ্যেন সম্বন্ধাঃ প্রীতিগন্ধিনা।

বিশালবৃষভোজস্বিদেবপ্রস্থবরূথপাঃ।

মরন্দকুসুমাপীড়মণিবন্ধকরন্ধমাঃ।
ইত্যাদয়ঃ সখায়োঽস্ত সেবাসৌখ্যৈকরাগিণঃ॥"

বিশাল, বৃষভ, ওজস্বী, দেবপ্রস্থ, বরূথপ, মরন্দ, কুসুমাপীড়, মণিবন্ধ, করন্ধম প্রভৃতি সখ্যরসের ভক্তগণ সখা বলিয়া বিখ্যাত।

প্রিয় সখা—

"বয়স্তুল্যাঃ প্রিয়সখাঃ সখ্যং কেবলমাশ্রিতাঃ।
শ্রীদামা চ সুদামা চ দামা চ বসুদামকঃ।
কিঙ্কিণী স্তোককৃষ্ণাংশু ভদ্রসেনবিলাসিনঃ।
পুণ্ডরীক বিটঙ্কাখ্য কলবিঙ্কাদয়োঽপ্যমী।
রময়ন্তি প্রিয়সখাঃ কেলিভির্বিবিধৈঃ সদা।
নিযুদ্ধ দণ্ডযুদ্ধাদিকৌতুকৈরপি কেশবম্॥"

যাহাদের সখ্য শুদ্ধ অর্থাৎ যাহাতে দাস্য বা বাৎসল্যের গন্ধমাত্রও নাই, এরূপ সমবয়স্ক, সখাগণকে প্রিয়সখা বলা যায়। শ্রীদাম, সুদাম, দাম, বসুদাম, কিঙ্কিণী, স্তোককৃষ্ণ, অংশু, ভদ্রসেন, বিলাসী, পুণ্ডরীক, বিটঙ্ক ও কলবিঙ্ক প্রভৃতি সখাগণ প্রিয়সখা নামে খ্যাত। তাঁহারা বিবিধ কেলি এবং বাহুযুদ্ধ ও দণ্ডযুদ্ধাদি কৌতুক দ্বারা সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণকে আনন্দিত করেন।

প্রিয়নর্ম্ম সখা—

"প্রিয়নর্ম্মবয়স্তাস্ত পূর্ব্বতোঽপ্যভিতো বরাঃ।
আত্যন্তিকরহস্যেষু যুক্তা ভাববিশেষিণঃ।
সুবলার্জ্জুনগন্ধর্ব্বাস্তে বসন্তোজ্জ্বলাদয়ঃ॥"

প্রিয়সখা হইতেও সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ, আত্যন্তিক রহস্য কার্য্যে নিযুক্ত এবং ভাববিশেষধারীকে প্রিয়নর্ম্ম-সখা বলে। সুবল, অর্জ্জুনগোপ, গন্ধর্ব্ব, বসন্ত এবং উজ্জ্বল প্রভৃতি প্রিয়নর্ম্ম সখা নামে খ্যাত।

"তে তু তস্যাত্র কথিতা ব্রজরাজ্ঞী ব্রজেশ্বরঃ।
রোহিণী তাশ্চ বল্লব্যা যাঃ পদ্মজহৃতাত্মজাঃ।
দেবকী তৎসপত্ন্যশ্চ কুন্তী চানকদুন্দুভিঃ।
সান্দীপনিমুখাশ্চান্যে যথা পূর্ব্বমমী বরাঃ॥"

শ্রীকৃষ্ণের গুরুবর্গই বৎসল-রসের ভক্ত। ব্রজরাজ্ঞী যশোদা, ব্রজেশ্বর নন্দ, রোহিণী, ব্রহ্মা যে সকল গোপীদিগের পুত্রগণকে হরণ করিয়াছিলেন, সেই সকল গোপী, দেবকী, দেবকীর সপত্নীগণ, কুন্তী, বসুদেব এবং সান্দীপনি মুনি প্রভৃতি ব্যক্তিগণ, ইঁহারাই শ্রীকৃষ্ণের গুরুবর্গ। প্রেয়সীবর্গ মধুর রসের ভক্ত। শ্রীকৃষ্ণের সমুদায় প্রেয়সীবর্গের মধ্যে বৃষভানুনন্দিনী শ্রীরাধিকাই সর্ব্বপ্রধানা।

'প্রেয়সীষু হরেরাসু প্রবরা বার্ষভানবী।'

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, যিনি অভীষ্ট দেবতার চরণে কায়মন সমর্পণপূর্ব্বক স্থিরচিত্তে তদারাধনায় নিরত নিযুক্ত থাকেন, তিনিই ভক্ত। দেবতায় প্রীতি বা ভক্তি না থাকিলে ভক্ত হয় না, অচল বিশ্বাসই ভক্তের পূর্ণ লক্ষণ। ভক্তশ্রেষ্ঠ নাভাজীকৃত ভক্তমালের টীকায় প্রিয়দাস লিখিয়াছেন :—

"হরি গুরুদাসনসোঁ সাঁচো সোঈ ভক্ত সহী
গহী এক টেঁক ফিরি উরতে ন টরী হৈ।
ভক্তিরসরূপকো স্বরূপরহৈ ছবিসার
চারু হরি নাম লেত অশ্রুবলি ঝরী হৈ॥
বহী ভগবন্ত সন্তপ্রীতিকো বিচার করে
ধরে দূরি ঈশ তাহু পাণ্ডোনীসোঁ করী হৈ।
গুরু গুরুতাঈকী সচাঈ লে দিখাঈ জাহি
গাঈ শ্রীপৈ হরিজূকী রীতি রঙ্গভরী হৈ॥"

যে ভক্ত অবিচলিতচিত্তে হরিকে গুরু বলিয়া জানেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ ভক্ত বলিয়া গণ্য। ভক্তির স্বরূপ হৃদয়ে উদয় হইলে অনর্থ নাশ ও সর্ব্ব-স্বার্থ লাভ হয়। একমাত্র ভগবান, ভক্ত ও গুরুর চরণ ধ্যান ব্যতীত ভক্তের মনে কিছুতেই প্রেমভাব স্থান পায় না। যিনি স্বীয় স্বার্থত্যাগপূর্ব্বক আনন্দ-কৌতুকে অথবা প্রীতিভাবে অবিরাম রাধাকৃষ্ণনাম হৃদয়ে ধারণ করেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ; নতুবা স্বার্থ-জ্ঞানে পূজন ভজনাদি বণিকবৃত্তি মাত্র। যিনি হরি গুণগান ও হরিরস আস্বাদনকেই সর্ব্ববিচারের সার ও সর্ব্বমঙ্গলের সার জানিয়া প্রেমে নিমগ্ন থাকেন, তিনিই ভক্ত। এক কথায় দেবতত্ত্বে প্রকৃত বিশ্বাসীকেই (True Believers in the Faith) ভক্ত বলা যায়।[১]

পদ্মপুরাণে বিষ্ণুভক্তকে দৈবীসৃষ্টি বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে[২]। হরিপদে শরণার্থী ভক্ত সর্ব্বদাই কৃষ্ণভক্তিপরায়ণ হইয়া ভজনসাধন করিবেন[৩]। বিষ্ণুভক্তিত্যাগী স্বীয় পিতৃ-

(১) "ধর্ম্মানন্যান্ পরিত্যজ্য মামেকং ভজ বিশ্বসন্।
যাদৃশী যাদৃশী শ্রদ্ধা সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী॥" (ব্রহ্মসংহিতা ৫।৩২)
বিশ্বাসপূর্ব্বক একমাত্র আমাতে ভজনাকারী শ্রদ্ধা বা বিশ্বাসানুরূপ সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকে।

(২) "দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ।
বিষ্ণুভক্তঃ স্মৃতো দৈব আসুরস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ॥" (পদ্মপুরাণ)

(৩) গীতায় স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই অর্জ্জুনকে এই কথা বলিয়াছেন—
"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥" (গীতা ১৮।৬৬)
শ্রীমদ্ভাগবতেও ঐ কথার প্রতিধ্বনি পাওয়া যায় ;—
"আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ময়াদিষ্টানপি স্বকান্।
ধর্ম্মান্ সন্ত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেত স সত্তমঃ॥" (ভা॰ ১১।১১।৩২)

পুরুষকেও নিরয়গামী করে ১। ভক্তের কামনা থাকুক বা নাই থাকুক, তিনি তীব্র ভক্তিযোগের সহিত উপাধিরহিত পূর্ণ পুরুষ ভগবানেরই অর্চনা করিবেন ২। একমাত্র অমলা বা নিষ্কামা ভক্তিই শ্রীহরির প্রীতিবিধানে সমর্থ ৩।

ভক্ত ভক্তিসহকারে বৈষ্ণবের নিকট কৃষ্ণমন্ত্র গ্রহণ করিবেন, অবৈষ্ণবের নিকট মন্ত্রদীক্ষায় হরিভক্তি পরিবর্দ্ধিত হয় না ৪। বিষ্ণুভক্তিহীনের নিকট দীক্ষা গ্রহণে হরিভক্তের হৃদয় ভক্তিপূর্ণ হইতে পারে না ৫। ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবের নিকট মন্ত্রগ্রহণই বিধি, শাক্ত বা শৈবের নিকট মন্ত্রগ্রহণ করিলে হরিভক্তিতে বিঘ্ন জন্মিতে পারে ৬। দেবীপুরাণে লিখিত আছে, বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক ভক্তগণ নাস্তিককে বর্জ্জন করিবেন ৭। গুরু ও শিষ্য বিপর্য্যয় পথগামী হইলে কখনই ভক্তের হৃদয়ে ভক্তির উদ্রেক হয় না, বরং তাঁহার ইষ্টবস্তু-সাধন নিষ্ফল হইয়া যায় ৮। প্রকৃতভক্ত স্বীয় উপাস্য-দেবতার প্রতি অচলা ভক্তি রাখিবেন, কিন্তু তাহা বলিয়া তিনি তত্তৎ দেবাদিতে ভেদজ্ঞান করিবেন না ৯। হরি-ভক্তের মধ্যে স্বয়ং মহাদেবই শ্রেষ্ঠতম বলিয়া উক্ত হইয়াছেন ১০।

(১) "বিষ্ণুভক্তিং বিনা রাজন্ ন পশ্যতি নরাধমঃ।
আত্মনা সহিতং তস্য পিতরং নরকং নয়েৎ ॥" (আগম)

(২) "অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্ ॥" (ভাগবত ২।৩।১০)

(৩) "ন দানং ন তপো নেজ্যা ন শৌচং ন ব্রতানি চ।
প্রীয়তেঽমলয়া ভক্ত্যা হরিরন্যদ্বিড়ম্বনম্ ॥" (ভাগবত ৭।৭।৫২)

(৪) "গৃহ্লাতি ভক্তো ভক্ত্যা চ কৃষ্ণমন্ত্রঞ্চ বৈষ্ণবাৎ।
অবৈষ্ণবাৎ গৃহীত্বা চ হরিভক্তির্ন বর্দ্ধতে ॥" (নারদপঞ্চরাত্র)

(৫) "বিষ্ণুভক্তিবিহীনাশ্চ ভক্তিহীনো ভবেন্নরঃ।
শৈবাৎ শাক্তাৎ গৃহীত্বা চ হরৌ ভক্তির্ন বর্দ্ধতে ॥" (ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু০)

(৬) "ন শাক্তাৎ ন চ শৈবাচ্চ গৃহ্লীয়াদ্বৈষ্ণবাদ্দ্বিজাৎ।" (কালীতন্ত্র)

(৭) "শৈবঃ সৌরো গাণপত্যঃ শাক্তঃ শাম্ভব এব চ।
বর্জ্জয়েচ্চ প্রযত্নেন সর্ব্বত্রমপি নাস্তিকম্ ॥"

(৮) "বিপর্য্যয়ে চ যত্নে চ গুরুশিষ্যো যদি কচিৎ।
কথং আরাধ্যতে ইষ্টং কথং তদ্ভক্তিসুস্থিরম্ ॥" (পদ্মপু০)

(৯) "যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ।
সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ধ্রুবম্ ॥" (পদ্মপুরাণ)

ইহার তাৎপর্য্য এই যে বিষ্ণুভক্তগণ অনন্যচিত্তে বিষ্ণুর আরাধনা করিবেন, তাহাদের পক্ষে তুলনায় আবশ্যক নাই। অন্যত্র ইহার বিপরীত বর্ণনা আছে।

"বিষ্ণুবিনে শিব যে পৃথক্ না মন্তব্য।
বিষ্ণুর অংশাংশে করি মানিতে কর্ত্তব্য ॥" (ভক্তমাল ১৮)

(১০) "নিম্নগানাং যথা গঙ্গা দেবানামচ্যুতো যথা।
বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ পুরাণানামিদং তথা ॥" শ্রীমদ্ভাগ০ ১২।১৩।১৬।

শাস্ত্রে শুকদেবগোস্বামী ও মহর্ষি নারদ প্রভৃতির কথা শুনা যায়। কৃষ্ণভক্তগণ চতুর্ব্বর্গ-ফল বাঞ্ছা করেন না, তাঁহারা নিষ্কাম ও মাধুর্য্যময়ী ভক্তি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করিয়া প্রেম-রস সিদ্ধ হইয়া থাকেন। অন্যান্য যোগধর্ম্মে ধর্ম্মার্থকাম সিদ্ধি হয় বটে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ-ভজনে একমাত্র ব্রজপ্রেমধাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রকৃতভক্ত সিদ্ধির দিকে দৃষ্টিপাত করে না, কেবল প্রেমানন্দে কৃষ্ণসেবানন্দ প্রার্থনা করেন।

"সালোক্যসার্ষ্টিসামীপ্য সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্লন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥" (ভা০ ৩।২৯।১৩)

কৃষ্ণ-ভক্তের নিকট ত্রিজগৎ তুচ্ছ, তাঁহার চিত্ত সদাই আনন্দময়। ভক্ত নীচ বা উচ্চজাতীয় এরূপ ভেদবিচার করিতে নাই ১। ভক্তবৈষ্ণবের স্পৃষ্ট অন্নজল, বা তাঁহার উচ্ছিষ্টভোজন অথবা চরণোদক পানে কখনই পরাঙ্মুখ হইবে না ২। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন,

"যে মে ভক্তজনাঃ পার্থ ন মে ভক্তাশ্চ তে জনাঃ।
মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তাস্তে মে ভক্ততমাঃ মতাঃ ॥" (আদিপু০)

যাহারা আমার ভক্তের ভক্ত তাঁহারা শ্রেষ্ঠ ভক্ত বলিয়া গণ্য, স্বয়ং ব্রহ্মাও কৃষ্ণভক্তের সমতা লাভ করিতে পারেন না ৩। এইজন্য তিনি অর্জ্জুনকে শ্রীমুখেই বলিতেছেন, বৈষ্ণবসেবা কর, তদ্ব্যতীত কৃষ্ণভক্ত হইবার উপায় নাই ৪। তিনি আরও বলিয়াছেন,—

"সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহম্।
মদন্যৎ তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি ॥"

ভক্ত ও ভগবানের দেহ দুইটী পরস্পর ভিন্ন হইলেও উঁহাদের হৃদয় এক। ভক্ত ভগবান্ ভিন্ন অপর কিছুরই ধ্যান-ধারণা রাখেন না, ভগবানেরও তাহাই। ভক্তের হৃদয়কোরক

(১) "শূদ্রং বা ভগবদ্ভক্তং নিষাদং শ্বপচং তথা।
বীক্ষতে জাতিসামান্যাৎ স যাতি নরকং ধ্রুবম্ ॥" (ইতিহাসসমুচ্চয়)

উক্ত গ্রন্থের অপর একস্থলে লিখিত আছে—

"ন মে ভক্তশ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ।
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা হ্যহম্ ॥"

(২) "বিষ্ণুপাদোদকং পীত্বা ভক্তপাদোদকং তথা।
য আচামতি সম্মোহাৎ ব্রহ্মহা স নিগদ্যতে ॥" (গরুড় পুরাণ)

(৩) বিবুধাঃ কিং পুনঃ সর্ব্বে অজঃ শক্রো ভবেদ্যদি।
ন কেঽপি সমতাং যান্তি কৃষ্ণভক্তস্য নারদ ॥ (পদ্মপু)

(৪) বৈষ্ণবান্ ভজ কৌন্তেয় মা ভজস্বান্যদেবতাঃ।
পুনন্তি বৈষ্ণবাঃ সর্ব্বে সর্ব্বদেবানিদং জগৎ ॥
মদ্ভক্তো দুর্লভো যত্র স এব মম দুর্লভঃ।
তৎপরো দুর্লভো নাস্তি সত্যং সত্যং ধনঞ্জয় ॥
(দ্বারকা মাহাত্ম্যে প্রহ্লাদবলি সংবাদ)